বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অষ্টম অধ্যায়

সংস্কার-যুগ

১। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা

২। অনুবাদ-শাখা

সংস্কার-যুগ কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দুইরূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভান্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ নহে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে; নূতন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্বে ভাবী সমাজ গঠিত হয়। নূতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজঃ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের মণিমুক্তা ভাসিয়া না যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। স্বাধীনতার-চিত্র সর্ব্বত্রই বিস্ময় ও আনন্দ উৎপন্ন করে। স্বাধীনতার অগ্নিতে অতীতের মৃতদেহের সৎকার হয় এবং বর্ত্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয়; কিন্তু অন্যদিকে উহার একটি গৃহস্থালী-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে, যাহার সতেজ আবর্ত্তে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশিয়া লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

সংস্কার যুগ

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ-স্রোতঃ চৈতন্যপ্রভুর চরণস্পর্শে নবজীবনের স্ফূর্ত্তিসহ প্রবাহিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিতাখ্যানে আমরা স্বাধীনতার অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়াছি।

কিন্তু প্রাচীন পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত পুস্তক বাঙ্গালাসাহিত্যে অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখক রোষানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা দগ্ধ হয় নাই। ফুল্লরার চরিত্রে, খুল্লনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্য্যের আভাস ছিল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে পারে না। যেটুকু ভাল,—জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক · তাহা দলিত হইয়াও লুপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয়,—তাহার সৌন্দর্য্য বারংবার ইতিহাসে প্রকটিত হয়; যাঁহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাকে নবশক্তি লাভ করিতে সুবিধা দেন। এই

যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু রক্ষণ-শীল সম্প্রদায়ও প্রাচীনকে কতকটা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রক্ষা করেন; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈলসংযোগে প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিবসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই নব যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জনের উপযোগী হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নূতন সংস্করণময়-যুগকে আমরা—"সংস্কার যুগ" আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

প্রাচীন ও পরবর্ত্তী লেখকগণের সম্বন্ধ।

আমরা দেখাইব, কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি অনুবাদলেখকগণ ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশীদাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকগণের হস্তে,—দ্বিজজনার্দ্দন, বলরাম কবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের হস্তে—এবং কাণাহরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখকবর্গ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দদাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসানরচকের হস্তে এই যুগে নব জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখক-কীর্ত্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া লইলেন,—প্রাচীন কীটভুক্ত কাগজের নজিরে প্রকৃত মহাজন-গণের ঋণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু কে তাহার খোঁজ করে?

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।

এই ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানাবিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,—সমস্তই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ভারতচন্দ্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া-গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তা ছড়ার একটি মুক্তাও তাঁহার থাকিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্সপীয়র হলিন্‌সেড হইতে, মিল্টন ইলিয়াড প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাধে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্যজগতে লব্ধযশাঃ ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—ইহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহাদের অধিকার বর্ত্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্যু। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন, পৃথিবী ক্ষমতার পূজক—এজন্য ইঁহারা অপহরণ করিয়াও লোক-পূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহারা চুরি করিয়া ঢাকিতে পারে না—যাহাদের কুৎসিত সমন্বয়ে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই দুর্ভাগ্যগণের জন্যই লোকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা। শক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের কৃত্রিম গণ্ডী নির্দ্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাঁড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন।

প্রতিভান্বিত কবি মন্ত্রবলে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগেব কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের দৃশ্যাবলী তুল্যরূপই ব্যবহার্য্য ও তিনিই এবিষয়ে একমাত্র স্বত্ববান্।

১। লৌকিক-শাখা

মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম

দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডী।

চণ্ডীর উপাখ্যান দ্বিজ জনার্দ্দন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট খাট ব্রতকথা। চণ্ডীর ভক্তগণ এই ব্রতকথাটিকে ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিত ঠাকুর যে ব্রতকথা সমাধা করিয়া যাইতেন, তাহা লইয়া ষোল পালা গান রচিত হইল।

বলরামের চণ্ডী।

মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন ঠিক বলা যায় না। বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃ. অব্দে প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম[১] নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন।

১. মুকুন্দরাম তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন—"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ"—ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরাম-কবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম-কবিকঙ্কণ [illegible]-কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু।"—পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ শ্রাবণ, ২১০ পৃ.।

সংশোধিত চিত্র সম্মুখে থাকিতে প্রথম উদ্যমের নমুনা দেখিয়া কাব্যামোদিগণ কতদূর পরিতৃপ্ত হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ ভাব-বিকাশের পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্ব নিদর্শনগুলি পাইলে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

মাধবাচার্য্য।

বলরাম-রচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। মাধবাচার্য্য আত্ম-পরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন,—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥ অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥ সেই পঞ্চগৌড মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥ সেই মহানদী তটবাসী পরাশর। যাগে যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥ মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু॥ তাঁহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥ আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥ শ্রুতিতাল-ভঙ্গ অন্য দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥ ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত॥ সারদা চরণ-সরোজ-মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে।"

"ইন্দু বিন্দু বাণধাতা" অর্থ ১৫০১ শক, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ। কথিত আছে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোঁসাইপুর বলিয়া পরিচিত। মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চট্টগ্রাম হইতে তাল পাতার পুঁথির আকারে এই পুস্তক বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ ও মাধবাচার্য্য।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা এক দরের নহে—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু উভয় কবির প্রতিভায় কতকটা একপরিবারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়—যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন, দুইটিতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে বেশী উজ্জ্বল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ নাই, সেইখানেই

পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর। কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ্ স্থলে রাখিয়া গুণের বিচার করা উচিত। আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি; সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি। মাধুকবির ফুল্লরা কবিকঙ্কণের ফুল্লরার ন্যায় লজ্জা-নত সুন্দরী গৃহস্থবধূ নহে। এই ফুল্লরার জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ন্যায় সংযমশীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার নহে—উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র। গল্পাংশে উভয় কবিরই বেশ ঐক্য আছে—মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মানুষ-চরিত্র জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্ব্বশ্রুত গল্পের সরলবর্ত্মের পার্শ্বে একটু তির্য্যগ্ লীলা করিয়া লইয়াছেন। উষার সিন্দুরবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ পাইবার পূর্ব্বে শেষ তারার ক্ষীণালোক আধ-মুদিত জগৎদৃশ্যের ন্যায় মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্ব্বে মাধুর চণ্ডী কাব্য-বিকাশের পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছেন। মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহার সজীব সুন্দর চিত্র হইয়াছে।

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প, কিন্তু তাঁহারও স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ কবিত্ব বিকাশ পায়। কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাঁথা, মাংসের পসরা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির 'নবনীত-কোমল', 'নখরুচি-কিংশুক-জাল' প্রভৃতি কেতাবতী উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিবার একেবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাঁহার বেশ ছিল,— * "তুলি পেলি খেলী এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে। মৃগচর্ম্ম পরিধান, দুর্গন্ধ শরীরে॥" * প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে এই সকল চিত্র দেখিয়াছেন; সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভদ্রকবি তাহাদের গ্রাম্য-রূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তাহা মার্জ্জিত করিয়া সুন্দর করিতে যান নাই; বাঙ্গালা প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে যাঁহারা নায়ক নায়িকার নগ্ন নিরাভরণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নৈসর্গিক শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন কোন সময়

স্বাভাবিকত্ব।

মাধুকবি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাঁহার এই অসংযত ক্রীড়ার এমন একটু স্বাভাবিকত্ব আছে, যাহাতে শিশুর পোকা ধরিবার যত্ন মনে পড়ে,—নিম্নের অংশটি "আপ পিজিয়ের" গল্পের মত,—

"খুল্লনায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি॥ ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়॥ ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে॥ অনেক যতন করি পুষিনু বিড়াল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল॥ হাউ হাউ চিই চিই করিতে করিতে। এবাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে॥ মুড়া গেল পড়ি কোথাকার পথেতে॥"

কবির রূপ বর্ণনায়ও সর্ব্বত্র সেই স্বভাবের খেলা—কালকেতু-ব্যাধের শৈশবের মূর্ত্তিটি এইরূপ—"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর, গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে। যতেক আখেটি সুত. তারা সব পরাভূত, খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥ বাটুল বাঁশ লয়ে করে, পশুপক্ষী চাপি ধরে, কাহার ঘরেতে নাহি যায়। কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥"

মুকুন্দরাম এই আভাস দৃশ্যটিকে বড় এবং উজ্জ্বল করিয়া, পরিষ্কার বর্ণক্ষেপে আঁকিয়াছেন, যথা,—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সবার লোচনসুখ হেতু। নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ, দুই বাহু লোহার সাবল। রূপগুণ শীলে বাড়া, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥ বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটী, করযোড়া লোহার শিকলি॥ বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে, কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥ দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা, কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল॥ পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ী, শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল। সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়॥ যে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শজারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে। বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাধে, স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"—ক. ক. চণ্ডী।

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, যাহা ঠিক একরূপ; হয়ত, মুকুন্দরাম

সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন।

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট ; উহাতে আখ্যান বস্তুর বর্ণনা, কাব্যাংশ, ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভাঁড়ুদত্ত, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ। এই দুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমরা মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব। মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির ন্যায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনায় পটু—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ধুয়াগুলি বনফুলের সৌরভময়—নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি ;

ধুয়া।

(ক) "কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া।
নবকোটী চাঁদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া॥
বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাঁথ হার।
গোপ ঘরে ননী খাও গরিমা তোমার॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ, বাঁশীতে দেও শান।
গোপালের ঘরের মণি গোপালের পরাণ॥"

(খ) "কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি চাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কেঁও লোকে শুনে পাছে॥
চরণকমলে শত জানাইও প্রণাম।
অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম॥"

(গ) "আজু মোর মন্দিরে আওত কালা।
কি করিব চাঁদ পবন অলি কোকিলা॥"

(ঘ) "শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে।
কানাই কালা, বলাই দাদা চাঁদের সমানে॥"

কবি মাধু যুদ্ধবর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন ; কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে— * "যুঝে প্রচণ্ড ভাইয়া, কোপে প্রজ্বলিত হৈয়া, মার কাট সঘনে

যুদ্ধবর্ণনায় ছন্দ।

ফুকারে। জনার্দ্দনের যত সেনা, শব্দেতে কম্পমানা, নানা অস্ত্র বরিষণ করে ॥ পদাতি পদাতি রণে, অস্ত্র মারে ঘন ঘনে, কুঞ্জরে কুঞ্জরে চাপাচাপি। অস্ত্রবাছনি করি, তুরগ উপরে চড়ি, বাহুতে বাহুতে কোপাকুপি॥ কোপে বলে কালদণ্ড, শুনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটাহট। লুটিব আর পুড়িব, কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধূলাপাট।" * প্রভৃতির পরে— * "বুঝে প্রতাপ আদিত্য। ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিত্য"— * ইত্যাদি একটি প্রতিধ্বনির মত শুনায়।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চটগ্রামের পার্ব্বত্যদুর্গ আশ্রয় করিয়া নিরাপদ্ ছিল, কিন্তু কবিকঙ্কণ এখন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভাবে নবশক্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

হুসেনশাহের রাজত্ব বঙ্গ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক। কিন্তু সাধারণতঃ মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্নসংস্থান ক্রমে নষ্ট হইতেছিল ও উৎপীড়নে দেশ শুদ্ধ আতঙ্ক জন্মিয়াছিল; মুসলমান আইনের একটি ধারা এইরূপ ছিল,— * "যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতি-সহকারে তাহা দিতে হইবে; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ ব্যাদন করিয়া তাহা লইতে হইবে,—ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই; এই থুথুপ্রদানের কয়েকটি নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশ্যতার পরীক্ষা হইবে এবং একমাত্র সনাতন ইসলামধর্ম্মের গৌরব ও মিথ্যাধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে।"[১] আইনের ধারা পর্য্যন্ত এইরূপ মার্জ্জিত ছিল। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে

হিন্দুর প্রতি অত্যাচার।

১. When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax they should pay it with all humility and submission; and if the Collector wishes to spit into their mouths they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam—the true religion and to shew contempt to false religions—(Von Neor's Akbar)। আকবর এই আইন রদ করেন।

মধ্যে মুসলমান অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মা-পুরাণেও থুথুর উল্লেখ দেখা যায়ঃ— * ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥” “যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥ কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝাড়ে পড়ে শিল॥ পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা। চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥ বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে॥” * এবং— * “পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে॥” —জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। * মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায়ও এইরূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমানপ্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল; বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের সৌভাগ্যের ভাষাই প্রমাণ দিতেছে;

ভাষার সাক্ষ্য।

হিন্দুর “কুঁড়ে” (কুটীর)—মুসলমানের “দালান”, “এমারত”; হিন্দুর “গাঁ” (গ্রাম), মুসলমানের “সহর”; হিন্দুর “শস্য” কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা “ফসল”, হিন্দুর “টাকা” (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পৌঁছিলে “খাজনা” হয়; ক্ষুদ্র মেটে তৈলের “প্রদীপটি” মাত্র হিন্দুর; “ঝাড়”, “ফানস”, “দেওয়ালগিরি”—সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের; হিন্দু অপরাধ করিলে “কাজি” “মেয়াদ” দেয়; ইহা ছাড়া “বাদশাহ”, “ওমরাহ” হইতে “উজির”, “নাজির”, সামান্য “কোটাল”, “পেয়াদা”, “বরকন্দাজ”, “নফর” পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানী শব্দ; “জমি”, “তালুক”, “মুলুক” প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ; “জমিদার”, ‘তালুকদার”ও তাই; উপাধিগুলিও সমস্তই মুসলমানী—“জুমলদার”, “মজুমদার”, “হাবিলদার”, সম্মানসূচক “সাহেব”, প্রভুত্বসূচক “হুজুর” এই সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল, কিন্তু স্বভাবের ‘চন্দ্র’, ‘সূর্য্য’, ‘তরু’, ‘ফুল’, ‘পল্লবে’, হিন্দুর অধিকার ঘোচে নাই; পল্লীবাসী হিন্দু, নিজের ধর্ম্মটি ও প্রকৃতির মূর্ত্তিটিতে মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাই। সংস্কৃত শব্দগুলি সেখানে নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর কৃষককবিকেও গৃহসুখে বঞ্চিত

করিল। মামুদ সরিফ নামক ডিহিদারকে কবি মুকুন্দরাম দুরপনেয় কালির বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার অমর কাব্যের একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাহারা খাজনা শোধ করিতে না পারিয়া ধান, গরু বিক্রয় করিল; বাজারে জিনিষের মূল্য হ্রাস হওয়ায় টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদ্দারগণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিতে লাগিল। এদিকে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্য কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

ডিহিদার মামুদ সরিফ।

দরিদ্র মুকুন্দ সাতপুরুষ যাবৎ চাষ-আবাদ করিয়া দামুন্যায় বাস করিতে-ছিলেন—এই দামুন্যা পল্লীতে[১] তাঁহার কবিতার প্রথম নমুনা "শিবকীর্ত্তন" প্রস্তুত হয়, কিন্তু এবার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুনিব গোপীনাথ নন্দী ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু খাজনার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন; কবি গম্ভীরখাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে, শিশুপুত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশত্যাগী হইলেন। * "তৈল বিনা করি স্নান"—এবং "শিশু কাঁদে ওদনের তরে" * প্রভৃতি দুই একটি ইঙ্গিতবাক্যে এই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় দুরবস্থা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। গভীর দুঃখে কোন সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে; তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়। সংসারের জন্য অবলম্বন রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাঁহারই পদে মানুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে। মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতেছিলেন, জলকুমুদ চয়ন করিয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন স্বপ্নে চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর হইয়াছে। দৈবশক্তিলাভে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলিগাঁ, গোড়াই নদী, তেউটা, দারুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোখরা

কবির দুরবস্থা ও স্বদেশ প্রেম।

---

১. বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার অধীন। এই গ্রাম রত্নামুনদের তীরবর্ত্তী।

প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ রায়ের শরণ লইলেন। রঘুনাথ রায়ের পিতার নাম বাঁকুড়া রায়—তাঁহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারে শিশুগণের শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। কিন্তু স্বদেশ-নির্ব্বাসিত কবি দামুন্যা গ্রামের চিত্রপট ভুলিতে পারেন নাই। রত্নানুনদের নাম স্মরণ করিতে তাঁহার প্রাণে অব্যক্ত বেদনারাশি উথলিয়া উঠিয়াছে,— * "গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হতে। সেই সে পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে"— * বলিয়া শিবচরণ-নিঃসৃত রত্নানুনদের উল্লেখ করিয়াছেন। দামুন্যা গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাঁহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত ছিল, তাহা গ্রন্থসূচনায় বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। হরি নন্দী, যশোবন্ত অধিকারী, উমাপতি নাগ, বৃষ দত্ত, লোকনাথ মিশ্র, ধনঞ্জয়, ঈশান পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি গ্রামিক সজ্জনগণের প্রসঙ্গে তাঁহার স্মৃতিমথিত ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশ ছাড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের প্রতি ঘাট, প্রতি উদ্যান কল্পনায় এক অপরূপ মাধুর্য্য ধারণ করে, কবি স্বীয় গ্রামের দেউলটিও সকাতরে স্মরণ করিয়াছেন। * "দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত"— * সেই পল্লীর সকল লোকই ধার্ম্মিক, সকল দৃশ্যই সুন্দর। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে বিতাড়িত কবি এই ভাবে সেই পবিত্র জন্মপল্লীর প্রতি অশ্রুসংবদ্ধ, সকরুণ, বেদনাপূর্ণ অতৃপ্তকামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দামুন্যার বিবরণটি প্রবাসী পাঠক ভাবিয়া পড়িবেন এবং কবির মর্ম্মস্পর্শী কাতরতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কবি "সুপণ্ডিত ও সুকবির" আবাসভূমি বলিয়া দামুন্যাপল্লীর "সুধন্য দক্ষিণ পাড়া"রই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, দামুন্যার দক্ষিণ পাড়াতেই ইঁহারা ৬।৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বসবাস করিয়া থাকিবেন।

যখন কবি আরড়াতে[১] আসিয়া চণ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখন মানসিংহ "গৌড়বঙ্গ উৎকলে"র রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসেন, তখন "অধর্ম্মী রাজা"র (হুসেন কুলি খাঁ অথবা মজফর

পল্ল ১. এই আরড়া গ্রাম বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী। ড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে "সেনাপতে' করিতে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমান রাজা দ্বারা অধিকৃত বঙ্গ। রঘুনাথ রায়ের বর্ত্তমান বংশধর রামহরিদেবের অতি যৎসামান্য সম্পত্তি আছে।

খাঁ) হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পিত ছিল। কবির স্বহস্ত লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ— * "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।" * কবির ধন্যবাদপাত্র, প্রবল বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের "অধর্ম্মী রাজা" হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রবল বিষ্ণুভক্তি সত্ত্বেও কবির পক্ষে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর হইত না। উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ "এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য; তিনি গৌড়-বঙ্গ উৎকলের অধিপ (প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্তু অধর্ম্মী (মুসলমান) রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিল." ইত্যাদি। * "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বণিতা *—অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃ. অব্দে, দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তকরচনার আদেশ প্রদান করেন. এই আদেশের ১১।১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া লিখিতেন। বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ব্বে রচিত হয় নাই,— * "এই গীতি হইল যেমনে" * কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয় গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থরচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া থাকেন। ১৫৭৭ খৃ. অব্দে কবির দামুন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৩৭ খৃ. অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। এই হৃদয় মিশ্রের উপাধি ছিল "গুণরাজ।" হৃদয় মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে। কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দের কথাও আমরা তাঁহার নিকট হইতেই

১. চণ্ডীকাব্য আরম্ভের সময় কবির বয়স ৪০ বৎসরের ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এই কাব্যের প্রারম্ভে কবির পুত্রবধূ, জামাতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

জানিতে পারিয়াছি। "কবিচন্দ্র" উপাধি কি আদত নাম, তৎসম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে। শিশুবোধকে যে "অযোধ্যারাম" কৃত "দাতাকর্ণ" পাওয়া যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেহ কেহ অনুমান করেন। আমাদের ধারণা কবিচন্দ্রের নাম ছিল "নিধিরাম"। চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে তন্মধ্যে "বন্দ মাতা সুরধনী" শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি "দ্বিজ নিধিরামে"র ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। সম্প্রতি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-সংগৃহীত একখানি গঙ্গাবন্দনার প্রাচীন পুঁথিতে "নিধিরাম" ভণিতা প্রকাশ পাইয়াছে।— ৪৩ নং পুঁথি)। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তক তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা-কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যোজনা করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন নামে 'রামের' ঐক্য আছে। শিশু-বোধকে 'কবিচন্দ্র' প্রণীত "দাতাকর্ণ" আমরা পড়িয়াছি। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "কবিচন্দ্রে"র ভণিতা দৃষ্ট হয়। সেই সকল পুস্তকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা যথাস্থানে প্রদান করিব। "কবিচন্দ্র" পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জড়িত করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে। বরঞ্চ সেগুলি যে মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; পরে তাহ লিখিব।

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র "মীনমাংস" ত্যাগ করিয়া গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,—কবির মাতার নাম 'দৈবকী', পুত্রের নাম 'শিবরাম', পুত্রবধূর নাম 'চিত্রলেখা', কন্যার নাম 'যশোদা' ও জামাতার নাম 'মহেশ' ছিল। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন।[১]

---

১. কবির হস্তলিখিত পুঁথি দামুন্যায় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—"কুলে শীলে অনবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান। অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণ পাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥ ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নানু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর। ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥ বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউল দিল বৃষদত্ত, কতকাল তথায় বিহার। কে বুঝে তোমার মায়া, সুরপুর তেয়াগিয়া, বরদান করিলা সঞ্চার॥ গঙ্গা সম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হইতে। সেইত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥ হরিনন্দী ভাগ্যবান, শিবে দিল ভূমিদান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী। দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী। কয়ড়ি কুলের আর যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি। অশেষ পুণ্যকন্ধ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন বসতি॥ কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘাটী বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশানপণ্ডিত মহাশয়। ধন্য ধন্য পুরোবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী,

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষ্যে— * একজন সহিলে কোন্দাল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।" * কবি এইভাবের একটি কুটিল ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়াছেন, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ মাণিকদত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। "পাথরকুচা"-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-ভূমির রাজসভায় "চণ্ডীকাব্য" প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কণ করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখদুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটীর একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্লাইনশীর্ষে ত্রিযামার শশি-রশ্মি এবং পল্লীগ্রামের বর্ষাপ্রপাতসিক্ত তরুগুল্ম,

লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়। কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান। কয়ড়িকুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম॥ তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর। উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব, মহেশ, সাগর॥ সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, একভাবে পূজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুবংশ হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর॥ অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতিকর্ম্মা নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্॥ শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র, পৌত্রে ত্রিনয়ান।'—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম পঞ্চানন এবং কবির বংশ এখন তিন স্থানে বাস করিতেছেন, ১ম দামুন্যায়, ২য় বীরসিংহে, ৩য় হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, "কবিকঙ্কণের অধস্তন ষষ্ঠ সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত।'—পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩০২, ১১৯ পৃষ্ঠা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে—অনুসন্ধান, ১২৮৯ সাল, মাঘ মাস, ৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কবিকঙ্কণের বংশধর দামুন্যা নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি গ্রহণ করিয়া 'সাহিত্য পরিষৎ' একটি নকল লইয়াছিলেন। ঐ পুঁথি সাহিত্য পরিষৎ ক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা লইয়া গৃহে চলিয়া যান। সে পুঁথি এখন পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। পুঁথিখানি কবিকঙ্কণের হস্তলিখিত বলা ঠিক নহে; তবে ইহাতে কবির হস্তলিপি আছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পুঁথিখানি কবির আরাধ্য সিংহবাহিনীর মন্দিরে তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে—তাঁহাদের বিশ্বাস ইহা কবিকঙ্কণের স্বহস্ত-লিখিত। সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা বারা খাঁ কবির পুত্র শিবরামকে যে কতক বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন—সেই দলিলখানি এই পুঁথির মধ্যে ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পুঁথির হাতের লেখা সাজানো ও সুন্দর এবং তাহার ছত্রগুলি মাঝে মাঝে কাটিয়া কোন লেখক লাল কালীতে তাহা রূপান্তর করিয়াছেন। এই সংশোধনকারীকে আমরা স্বয়ং কবিকঙ্কণ বলিয়া মনে করি। তাঁহার হস্তলিপি সুন্দর নহে, বামুন পণ্ডিতের মত জড়ানো—পাকা লেখা। কবি ভিন্ন এই সংশোধন আর কাহারও করা সম্ভবপর নহে।

এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেইরূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে। এই দেশে ইতিহাসের মধ্য-অধ্যায়ে রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে! স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হাস্যমুখে স্বামীর শ্মশানে পতঙ্গের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগিনী এবং একবংশের লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র বিরল নহে।

প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর—দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রে!

নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্যপরিহাস ও কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গ্রন্থস্বত্ব স্থির রাখিয়াছেন। এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়া সঙ্কেতে কার্য্য করা কতকটা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ন্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন; মুরারিশীলের সঙ্গে কালকেতুর সাক্ষাৎকারের অংশটি দেখুন।—

কাব্যে নাটকীয় কৌশল।

"বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারিশীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেয় বুড়ি॥—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—কোথা হে বণিকরাজ বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক-পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার॥ আজি—কালকেতু —যাহ ঘর।—কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুনগো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেরী; ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥—বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহাস্যে

বদনে বাণী বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন ॥ ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতুহলী, কাঁধেতে কড়ির থলি, হরপী তরাজু করি হাতে ॥ করে বীর বেণের জোহার। বেণে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো এ তোর কেমন ব্যবহার ॥ খুড়া— উঠিয়া প্রভাতকালে কাননে এড়িয়া জালে, হাতে চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি ॥ খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।—হয়ে মোর অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি ॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি জোঁখ রত্ন চড়্যায়ে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥”

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দুধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর ॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি ॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি ॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যেজন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট ॥ ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা ॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম, আড়াই বুড়ি। চালু ক্ষুদ না লইও গণে লও কড়ি ॥”

লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয়। কলহাকৃষ্টা প্রতিবেশিনীগণ,— * “চুলাচুলি দুসতিনে ফিরে। চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে ॥ চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে। উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে ॥”— * শেষের দুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই। মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদ্‌গত হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে দেখিয়া লিখেন। ধনপতি চাঁদ-বণিক্‌কে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিমন্ত্রিত বণিক্‌গণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা ও কলহ কবি যেন দেখিতে দেখিতে ‘নোট’ করিয়া গিয়াছেন,—

“এমন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে ॥ কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে ॥ বণিক্-

সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান। যেকালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুসদত্ত। তাঁহার সভায় বেণে হৈল ষোলশত। ষোলশতের আগে শঙ্খদত্ত পাইল মান। ধুসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেই কালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর॥ ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা। বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই টাকা॥ ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দাস। ধন হেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥ ছয়বধূ যার ঘরে নিরসয়ে রাঁড়। ধন হেতু চাঁদবেণে সভা মধ্যে ষাঁড়॥ চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস॥ হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥ নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূর সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥ কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাঁই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই। নীলাম্বব দাস কহে শুন রামরায়। পসরা করিলে তাতে জাতি নাহি যায়॥ কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার। আঁটে৷ ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাখার॥ নীলাম্বরদাস রামরায়ের শ্বশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলিল প্রচুর॥ জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বঙ্ক। বনে জায়া ছাগ রাখে এ বড কলঙ্ক॥"

খাঁটি সংসার-চিত্র।

আর একটি গুণ, মুকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরূপ ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করেন না; তিনি মিথ্যা কল্পনার একান্ত বিরোধী। যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও ইহলোকের কথা দ্বারা তাহা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—স্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্গুলীসঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার নিকট একটি গূঢ় ও মহিমান্বিত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ হইয়াছে। পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাঁদিতেছে—তাহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ :—

চণ্ডী—সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাষাণ বিদরে। শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব্ব গা, কি কারণে ভয় কর নরে॥

সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদ্‌ভুত, দ্বিতীয় যমের দূত, সমরে হানয়ে বীর রথ। দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ॥

চণ্ডী—আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে। তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার, কি কারণে ভয় কর নরে॥

ব্যাঘ্র—যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দূরে। ব্যর্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে॥

চণ্ডী—পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে, তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, নরে ভয় কর কি কারণে॥

গণ্ডা—কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খড্গে তার কি করিতে পারে। বীরের অস্ত্রের বেগে বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে॥

চণ্ডী—তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, বজ্রসম তোমার দর্শন। তব কোপে যেই পড়ে, যমপথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন॥

হস্তী—দুই চারি ক্রোশ হায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়া শুণ্ডে মোরে খেঁচে। মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মূল্য লয়ে বেচে॥" ইত্যাদি।

মনে হয় যেন, পশুযুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া কবি মানুষীদ্বন্দ্বের কথারই আভাস দিয়াছেন,—যেন মুসলমান-প্রতাপের সমীপে হীনবল হিন্দুশক্তির বিড়ম্বনাই কবির ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ধৃত অংশ হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্টতর আভাস আছে; ভালুক কাঁদিয়া বলিতেছে— * "বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নাহি, না রাখি তালুক॥" * হস্তী বলিতেছে,— * "বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥ পলাইয়া কোথা যাই, কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি॥" ইত্যাদি *

এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে, ইঁহার মন্ত্রপূত স্পর্শে পশুজগতেও মানবীয়তত্ত্বের বিকাশ পায়। কবি প্রকৃতির পুষ্প-পল্লবের বর্ণনা-গুলিও মানুষী-উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলেন। এই উপমাটি দেখুন, * "এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে। এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজি দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে॥" * কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঢ় বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,—জলে স্থলে, গুল্ম লতায় এবং ইতর জীবনসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন।

মনুষ্য সমাজের ছায়া।

কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ-সংগীতের

মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। সুশীলার বারমাস্যা হইতে ফুল্লরার বারমাস্যা হৃদয়কে গভীরতর রূপে স্পর্শ করে। নিঃশব্দ করুণরস কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ়-মহিমাপূর্ণ করিয়াছে—সুখবসন্তকাল বর্ণনায়ও কবির প্রেমগীতির মলয় বায়ু পরাভূত করিয়া উদরচিন্তার আক্ষেপবাণী উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ নূপুর কাড়িয়া লইয়া যেন গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে। এই কাব্যের দুঃখ বর্ণনার করুণ চিত্রগুলির মধ্যে—বঙ্গপল্লীর নিভৃত নিকেতনে সতত আত্মসমর্পণের মঞ্জীর-নিক্কণে যেন ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কবিকঙ্কণ সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে "মা মা" সুরে বিশ্বজননীকে যে ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন, সার্দ্ধশত বৎসর পরে রামপ্রসাদ সেই ধ্বনির বন্যায় বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন।

দুঃখবর্ণনায় কৃতিত্ব।

কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রগুলিতে পুরুষোচিত উদ্যম ও স্বাবলম্বন বিরল,—ইহা কবির দোষ নহে, দেশের যেরূপ পুরুষসমাজ, কাব্যে আমরা তাহারই একখানি ছায়া প্রত্যাশা করিতে পারি; ঘটনাগুলি অদ্ভুত, কবি খুব বড দরের পুরুষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন খাটো হইয়া গিয়াছে। ধনপতির চণ্ডীর প্রতি অবজ্ঞা, নানারূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতন,—শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি এবং বিপদের প্রতি উপেক্ষা, নানারূপ অবস্থান্তর, এগুলি কি মহামহিম নায়কচিত্র অঙ্কনের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণ নহে? অথচ কবি এই অবস্থাগুলি শিল্পীর মত সুকৌশলে ব্যবহার করিতে পারেন নাই,—দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি স্বীয় শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে নাই। তাহারা অবস্থার ক্রীড়নকের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন উন্নত চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা কোন উন্নত কার্য্যে ব্যাপৃত হয় নাই। তাহাদের শক্তি অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির প্রতি অতিরিক্তমাত্র নির্ভরশীলতা হেতু স্বাধীন ভাবে উদ্বোধিত হইতে অবকাশ পায় নাই।

পুরুষে পৌরুষের অভাব।

কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই; উৎকৃষ্ট নাটক বা কাব্যে ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার স্রোতঃ ছুটিয়া যাইয়া একটি কেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়,—সেই মূল দৃশ্যের চতুষ্পার্শ্বে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায়; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশৃঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় নানা অধ্যায় সমন্বিত

হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যুচ্চ আবেগের তুঙ্গ স্থান দেখাইয়া থাকে।

কাব্য কেন্দ্র-শূন্য। কবিকঙ্কণের দুই একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীকাব্য বিশৃঙ্খল একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায় তরু, গুল্ম, পুষ্প, গুহা,—সমস্ত একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে; এই সৌন্দর্য্যের সাধারণ তন্ত্রে প্রত্যেক শোভাই নিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হয় নাই।

কবিকঙ্কণের অন্য একবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেণ্ডা, স্নেহশীলা কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেস্‌দেমনা ইঁহারা সহসা ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা ও খুল্লনার ন্যায়

রমণী-চরিত্র। বিলাতী সুন্দরীগণ সুগৃহিণী নহেন; বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে যে দৈনন্দিন সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র জপ করিয়া বঙ্গনারীগণের গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে,—এই স্থানে কাব্য ও নীতি-হিসাবে মুকুন্দ কবির নির্ব্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা এখানে চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যান ভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কালকেতুর গল্প

লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, "মুনি, আপনি শীতাতপ সহ্য করিয়া তপ করিতেছেন, একখানি কুটীর প্রস্তত করিলে ভাল হয় না?" লোমশ উত্তরে বলিলেন, *

লোমশ মুনি। "কি হেতু বাঁধিব ঘর জীবন নশ্বর।"—(মা. চ.)। *

নীলাম্বর প্রশ্ন করিলেন, "মুনি আপনার আয়ু কত?"—উত্তর— * "লোমশ বলিল, শুন, ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম লোম দেখ সর্ব্ব গায়॥ এক ইন্দ্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। সর্ব্বলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয়॥" (মা. চ.)। * এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর বাঁধিতে বিরত ছিলেন। ইঁহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হইবে।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর কে?" উত্তর—"একমাত্র শিব।"

সুতরাং নীলাম্বর শিবসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। নীলাম্বর আহৃত পূজার ফুলগুলির মধ্যে একটি কীট ছিল, তাহার দংশন-জ্বালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন—"পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" তাঁহার স্ত্রী ছায়াও তৎসহ গমন করিল। মর্ত্ত্যলোকে এই দুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুল্লরা। কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই; পূর্ব্ব জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের জাতকের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল; এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আদি অন্ত দেখাইয়া দিতেন।

নীলাম্বরের জন্মগ্রহণ।

কিন্তু সুখের বিষয়, নীলাম্বর, কালকেতু-অবতারে তাঁহার স্বর্গীয় বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই। কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধরূপেই দেখিতেছি; শৈশবে তাহার ছিল দুর্দ্দান্ত তেজ,—সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই * "শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল"—(ক. ক চ.)। * ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, কিন্তু মুকুন্দকবি তাহাকে বর্ণনা করিতে যাইয়া আকাশ হইতে চন্দ্র এবং স্থল হইতে বাঁধুলি কিম্বা পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার * "দুই বাহু লোহার সাবল"—। * সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ,— * "শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল॥" * নায়কের প্রতি এইরূপ অবমাননাকর কথা বলিতে এখানকার কবিগণ কখনই স্বীকৃত হইতেন না। মুকুন্দ ব্যাধের রূপ শাস্ত্রীয় প্রভায় সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই--কবির উপর স্বভাবের বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন।

বাল্যকাল।

কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাই ওঝা ঘটকরূপে যখন সঞ্জয়ব্যাধের বাড়িতে যাইয়া তাহার কন্যাটি দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা স্বীয় কন্যার মেঘবরণ চুল ও চাঁদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি বলিলেন * "এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা। কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥ রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গানে॥" * এই স্থলে আমরা

বিবাহ ও জীবনোপায়।

ফুল্লরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি। যৌবনে কালকেতু নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত ; ব্যাঘ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া মারিত,—"দেবীর বাহন" বলিয়া সিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের বাড়ি দিয়া তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে,— * "তৃষ্ণায় আকুল সিংহ পান করে নীর।" *

ক্ষুধা ও খাদ্য।

সারাদিন শিকার করিয়া এক ভার মৃত পশু স্কন্ধে সন্ধ্যাকালে সে গৃহে ফিরিয়া আসিত ; তাহার ভোজনটি খুব বিরাট্ রকমের ছিল। সে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউলপোড়া, পুঁইশাক, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিত,— * "রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে ?"— * স্বীকার করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল।

চণ্ডীর বর।

এদিকে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল ; তিনি বর দিলেন, "কালকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।"

পূর্ব্বাভাস।

সে দিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল ; তাহার নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে দেবীর কৃপার পূর্ব্বাভাস নিঃশব্দ প্রফুল্লতার উদ্রেক করিতেছিল।

"প্রভাতে পড়িয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর খুর কাছে তিনবাণ। শিরে বাঁধা জাল দড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ ॥ দেখে কালকেতু সুমঙ্গল—দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটপূর্ণ জল ॥ চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, কেহ জ্বালে হোম বহ্নি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। দেখিল রুচির তনু বৎসের সহিত ধেনু, পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি ॥ দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা, বামভাগে বারনিতম্বিনী ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা ব্যায়, কেহ নাচে কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি ॥"

কিন্তু সে হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে ; কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল, "যদি অন্য শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব।"

ব্যর্থ শিকারী।

দেবীর চক্রান্তে সেদিন ঘনঘোর কুজ্ঝটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল। কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই পাইল না। কংসনদীর তীরে কতটুকু জল খাইয়া অবসন্ন

দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু—* "বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে। এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে ॥" *

ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শূন্য হস্ত দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কালকেতু আপাততঃ গোসাপটাকে "ছাল উতাড়িয়া শিকপোড়া" করিতে আদেশ করিল এবং সখীগৃহ হইতে ফুল্লরাকে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুণ্ণমনে বাসি মাংসের পশরা লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল।

গৃহের বন্দোবস্ত।

ফুল্লরা বিমলার মাতার নিকট দুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, দুই সখী একস্থানে বসিয়া একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাসুন্দরী ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার রূপের প্রভায়, * "ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানা করে ঝলমল। কোটীচন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল ॥" * বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আসিয়াছেন; সেই ব্যাধ কুটীরেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরা সেই ভাঙ্গা কুটীরে স্বামীর প্রেমের গর্ব্ব করিয়া সুখী ছিল; তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল; * — "পেটে বিষ, মুখে মধু, জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা ॥" *

চণ্ডীর স্বমূর্ত্তিগ্রহণ।

যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন। তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, ফুল্লরা সুন্দরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি নানা পৌরাণিক রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—"স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের এক দণ্ডও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল— * "সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড়বে কেনি ॥ এ বিরহজ্বরে, যদি স্বামী মরে, কোন্ ঘাটে খাবে পানী ॥"

ফুল্লরার দুশ্চিন্তা ও দেবীর রহস্য।

কিন্তু দেবীর নিঃশব্দ রহস্যপ্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির ভাণ ধরিয়া উপায়হীনা ফুল্লরার সমস্ত অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ করিয়া দিল। ফুল্লরা নীতিবাক্যে ফিরাইতে না পারিয়া দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিল— * "বসিয়া চণ্ডীর

পাশে কহে দুখবাণী। ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥ ভেরাণ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥"—* প্রভৃতি বর্ণনা পড়িলে এই রহস্যের অভিনয়ের মধ্যেও আমাদের কান্না পায়। জ্যৈষ্ঠে —* "বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।" "পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি॥" * শ্রাবণে,—* "কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী, দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বান॥" "মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে স্নান বৃষ্টি-নীরে॥" * আশ্বিন মাসে,—* উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥ কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদমাংস সবাকার ঘরে॥" * কার্ত্তিক মাসে,—"নিযুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥" "ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥" "মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥ বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে॥ * এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকাশ্য চেষ্টা আছে, * "কোন্ সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী।"

সন্দেহে সৌন্দর্য্য।

কাঙ্গালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মূর্ত্তিখানি বঙ্গীয় কুটিরে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে! ফুল্লরা নিজের ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ লজ্জায় কাহাকেও বলিত না, কিন্তু এই রূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না। ফুল্লরার নীরব পতিপ্রেমের এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই—কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। তথাপি দেবী যাইবেন না, তাঁহার প্রচুর ধন আছে—তিনি ব্যাধকুটিরের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন। আর তিনি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই—* "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।"[১] "হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।"*

দুইটি চিত্র।

স্বামী ইহাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভিমানিনী ফুল্লরা মনের ভাব গোপন করিতে পারিল না। "বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী॥ কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন। শীঘ্রগতি গেলা ঘাটে দিল দরশন॥

১. গুণের এখানে সরল অর্থ 'ধনুর্গুণ', কিন্তু ফুল্লরা তাহা বোঝে নাই।

গদগদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর। "সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥ শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা। কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কল্লি রতা ॥"

ফুল্লরা—"সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ বিধাতা ॥ কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে। দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে ॥ কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈলা রাম ॥ পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥ শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার ॥" কালকেতু—"সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥" ফুল্লরা—"সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্মসাক্ষী। তিনি দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসি দেখি ॥" * একদিকে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপরদিকে কালকেতুর নির্ম্মল অমার্জ্জিত চরিত্রে বৃথা সন্দেহজনিত ক্রোধ,—দুইটি বিপরীত ভাবের উদ্দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল * "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানা করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল ॥" * বিস্মিত হইয়া কালকেতু বলিল, এই শ্মশান সমান ব্যাধগৃহে তুমি কে? ব্যাধ হিংসক, চতুর্দ্দিকে পশুর হাড় এই ঘরে— * "প্রবেশে উচিত হয় স্নান।" * এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রিবাস করা উচিত নহে,—লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা ছিল, সে একাকী যাইবে না— * "চল বন্ধুজন-পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর।" * দেবী উত্তর দিলেন না— চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালকেতুর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল * "বড়র বহুরি তুমি, বড় লোকের ঝি। বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি ॥"* তথাপি চণ্ডী যান না, তখন ব্যাধ বলিল, * "চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়" * এবং অবশেষে— * "এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥" * কিন্তু সহসা অপূর্ব্ব পুলকে ব্যাধ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল— শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা ছাড়িতে পারিল না; শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল।

দেবীর অভ্যর্থনা।

অতি-প্রাকৃত।

তখন স্বামীর বিপদে ফুল্লরা সুন্দরী সহায় হইল — *"নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর। ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁপর।" * এই সময় দেবী কৃপা করিয়া বলিলেন, "আমি চণ্ডী, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।" এই স্বভাব-নির্ভীক সত্যবাদী ব্যাধ স্বীয় সামাজিক হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া চিরবিনীত, সে চণ্ডীকে বলিতেছে,— *"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী॥ * তখন দেবী স্বীয় দশভূজামূর্ত্তি দেখাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই মূর্ত্তির বর্ণনাটি এস্থলে বড় সুন্দর হইয়াছে।

চণ্ডীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা কাঁদিয়া পায় পড়িল। চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গুরী উপহার দিলেন, কিন্তু — *"লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী। এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্ কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হইলে দুর্নাম॥" * সুতরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল। এই সাত ঘড়া ধন ফুল্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল না; তখন কালকেতু তাহার অভ্যস্ত সরলতা সহকারে একটি অনুরোধ করিল, — *"এক ঘড়া ধন মা আপনি কাঁখে কর।" ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজে কাঁখে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু কালকেতু মূর্খ দরিদ্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্ব্বরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ-নায়কেরই উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। যখন চণ্ডী ধনঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন, তখন— *"মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী॥" * এই সকল বর্ণনায় এরূপ একটি সুন্দর অকৃত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারে না। মুরারিশীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিকে প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা সূচক প্রশ্ন, অপরদিকে কালকেতুর সরল বন্ধু-ভাবের উত্তর ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্ব্বরতাকেও যেন প্রকৃত সুনীতির বর্ণে উজ্জ্বল করিয়াছে।

চণ্ডীর দয়া।

শঠে সরলে।

ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাহার কালকেতু রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার কালকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া,

স্ত্রীর অনুরোধে শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

মুকুন্দ ও মাধব।

কবি বাঙ্গালী বীরকে বোধ হয় যথাদৃষ্ট তথা অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্য কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ফুল্লরা যখন স্বামীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কালকেতু বলিতেছে— * "শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর, শুন রামা আমার উত্তর। করে লৈয়া শর গাণ্ডী, পূজিব মঙ্গলচণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥ যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড॥" —মা· চ·। * এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন— * "রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে।"—(মা· চ·)। *

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন—"আমার ভৃত্য কালকেতু, তাহাকে আমি রাজপদ দিয়াছি, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।" কলিঙ্গাধিপতি এই আদেশ অনুসারে কালকেতুকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেন।

ইহার পর সহসা একদিন কালকেতু নীলাম্বর হইয়া ও ফুল্লরা ছায়া হইয়া স্বর্গে গমন করিল।

ভাঁড়ুদত্ত

উপাখ্যান-ভাগে একটি আবশ্যক ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, ভাঁড়ুদত্তকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিব, এইজন্য পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। ভাঁড়ু শকুনিশ্রেণীর ব্যক্তি,—

ধূর্ত্ততার প্রতিমূর্ত্তি।

ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধবাচার্য্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। আমরা মাধবাচার্য্যের কাব্যকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাঁড়ু-চরিত্র বর্ণনা করিব।

ভাঁড়ুদত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষ্মীর কৃপা আঁটে না,—পরিবারের সকলেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতে হয়। ভাঁড়ুদত্ত একদিন

ঘরের কথা।

উপবাসে বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,—*"ভাঁড়ুদত্ত বলে শুন তপনদত্তের মা। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা॥" * তপনদত্ত ভাঁড়ুর পুত্র। ভাঁড়ুর

গুণবতী ভার্য্যা ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর প্রতি হাসিয়া বলিল,— * "যেন মতে কথা কহ লোকে বলে আউল। কালি গেল উপবাস আজ কোথা চাউল ॥"

তখন ভাঁড়ু দুঃখিত চিত্তে— * "ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাঁধিয়া। চাওয়ালের মাথে বোঝা দিলেক তুলিয়া ॥" ভাঙ্গা কড়ি দিয়া কি হইবে, পাঠক সে প্রশ্নের উত্তর পরে পাইবেন।

ভাঁড়ুদত্ত বাজারে।

বাজারে উপনীত হইয়া ভাঁড়ু প্রথমে ধনা পসারীর নিকট গেল, কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল, * "তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তোরে।" * কিন্তু ধনা তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবে না। কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত তাহাকে নানারূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইকগণ তাহাকে মান্য করে. সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। ধনা ভয় পাইয়া বলিল— * "পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি। চাউল নিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি ॥" * শাক-বিক্রেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া এক বোঝা শাকশব্জি জোগাড় করিল। * "কালি দুই তিন ভুমি ইনাম দিব তোরে।" * এইরূপ নানা ধূর্ত্ততা করিয়া সে লবণ ও তৈল আদায় করিয়া লইল। কিন্তু গুবাক বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জব্দ হইল. তাহাকেও টাকা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল,— * "তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুত আন গিয়া কড়ি। মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী ॥" * তখন ভাঁড়ুদত্ত রাজদরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল,—স্বীয় গৌরবের নানা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিল—রাজা তাহাকে গাড়ু, কম্বল ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন দিয়াছেন; বলা নিষ্প্রয়োজন এ সকলই মিথ্যা। গুবাক বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,— * "প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে ॥" * এইভাবে গুবাক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া টানাটা'ন করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে গালি দিতে লাগিল, ভাঁড়ু নানা উপায় জানে, সে তাহার কানে কানে বলিল,— * "চোর গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি। বাদী হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি ॥" * ভয়ে ঘোষের মা'র মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মৎস্য-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মৎস্য-আদায় করিতে গিয়া ভাঁড়ু প্রকৃতই জব্দ হইল; সে কোনরূপেই মৎস্য দিবে না। ভাঁড়ু যত বলিল, মৎস্য-বিক্রেতা ভ্রূকুটি-কুটিল

মুখে সব অগ্রাহ্য করিল, শেষে ভাঁড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে দুইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল; এই যুদ্ধে— * "কচ্ছ হতে ভাঁড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি ॥" "কাণা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লজ্জা পায়। মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায় ॥"

এই গেল বাজারের পালা; তার পর ভাঁড়ু কালকেতুরাজকে প্রতারণা করিতে গিয়াছে,—

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা, আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ। ফোঁটা কাঁটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড় কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম লম্বমান ॥ প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥

রাজ-দরবারে।

আইনু বড় প্রীত আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে ॥ যতেক কায়স্থে দেখ, ভাড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার মহত্ত্বে ॥ কহি আপনার তত্ত্ব, আমলহাঁড়ার দত্ত, তিনকুলে আমার মিলন। ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা, মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ ॥ গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন। ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন" ইত্যাদি।— ক. ক. চ.।[১]

সে কালকেতুর মন্ত্রিত্ব পদ পাইতে অভিলাষী। কালকেতু তাহাতে সম্মত হইল না; তখন ভাঁড়ু গালি দিতে আরম্ভ করিল—; কালকেতুর লোকজন যাইয়া ভাঁড়ুকে খুব প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিল; তখন ভাঁড়ু— * "পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা" * প্রভৃতি ভাবের গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল,—

"পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হাঁসিতে হাঁসিতে ভাঁড়ু বাড়ীতে চলিল ॥ বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। সত্বরে আনিয়া দেও এক ঘটি পানি ॥ প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ভাঙ্গা ঘটিতে পূরি বাহির করে নীর ॥ ভাঁড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তয়।

স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ।

দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায় ॥ ভাঁড়ুএ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা। মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা ॥ ক্রমে ক্রমে

১. ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গে এই স্থলটি মাত্র কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল; অন্যান্য অংশ মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

মহাবীর ছয় পাটী হারি। রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি॥ ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ॥ কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্ম্য। যাহার পীরিতে বশ হৈল ভাঁড়ুদত্ত॥"

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্ত্তের হৃদয় ক্রোধে জ্বলিতেছিল ; ইহার পর সে কলিঙ্গাধিপকে জানাইল যে, তাঁহার রাজ্যের নিকট একজন নীচজাতি ব্যাধ রাজ্য স্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। এই যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিহিংসা।

যখন দুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতিক্রমে নাপিত ভাঁড়ুর মস্তক অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া লইল এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুর বাম পদের তলাতে ঘষিয়া মাথাটি বেশ করিয়া মুণ্ডন করিয়া দিল। মস্তক মুণ্ডনের পর নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া গেল ; ছেলেরা গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল ; * "কাল হাঁড়ি ফেল্যা মারে কুলের বহুড়ী"— * এতদবস্থায় ভাঁড়ুকে গঙ্গা পার করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শতবার ধৌত হইলেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না ; গঙ্গাপার হইয়া,— * "লোকের সাক্ষাত ভাঁড়ু কহে কথা। গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা॥ এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে।"

ভাঁড়ুদত্তের শাস্তি।

শ্রীমন্তের গল্প

রত্নমালা অপ্সরা তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

খুল্লনার জন্ম।

একদা উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর শ্যামল প্রান্তরে ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন ; এই পায়রা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল ; ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলেন, খুল্লনা জানিতে পারিল, ধনপতি তাহার খুড়তত ভগিনীর স্বামী, সুতরাং সম্বন্ধটিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল ; ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা খুল্লনা মুখখানি বিদ্রূপ-মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেল ; ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া খুল্লনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৌতুক বিপদ।

ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; সুতরাং এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরীকে প্রবোধ না দিলে হয় না—সে ত এ কথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া বসিয়া আছে—কথা বলে না;—

লহনাকে প্রবোধ।

"লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর। অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর॥ ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহনা বুঝান॥ রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিঁধে পানি॥ অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি গণি। রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী। কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রান্ধুনী॥ যুক্তি যদি দেহ মনে কহিবা প্রকাশি। রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী॥ বরিয়া বাদলেতে উননে পাড় ফুঁক। কর্পূর তাম্বুল বিনে রসহীন মুখ॥"

এই কথাগুলির মোহিনীশক্তিতে এবং একখানি পাটশাড়ী এবং চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচ তোলা সোণা পাইয়া লহনা আর কোন আপত্তি করিল না।

লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থূল; তাঁহার প্রকৃতি সরল ও সুন্দর, কিন্তু কোন দুষ্ট চালাক লোকের হাতে পড়িলে নির্ব্বোধ লহনা খেলার পুতুলের ন্যায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্ররোচনায় সে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্মও করিতে পারে।

লহনা-চরিত্র;
সপত্নী প্রেম।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় প্রবাসে (গৌড়ে) যাইতে হইল, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে সঁপিয়া গেল। লহনা স্বামীর কথা মাথায় করিয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল; দুই দিনের মধ্যেই খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল;—

"সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ। পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য, খুল্লনারে করয়ে পালন॥ যবে ছয় দণ্ড বেলা, কুসুমে তুলিয়া মালা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাণের সখী শিরে দেয় আমলকী, তোলা জলে স্নান করায়। আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার যোগায় বসন। করেতে চিরুণী ধরি, কুন্তল মার্জ্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥ যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম থালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন

পান। ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে থোয় হেম ঝারি ; লহনার খুল্লনা পরাণ ॥ ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা, অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা। পরশে লহনা নারী, গায় দেখি ঘর্ম্ম বারি, পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্ব্বলা ॥ অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহনা মাথার দেয় কিরা। দুসতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে বন্ধ স্বুবর্ণে জড়িত যেন হীরা ॥”

লহনার মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না। দুর্ব্বলাদাসী নির্জ্জনে বসিয়া খানিক এই চিন্তা করিল :

* “যেই ঘরে দুসতীনের না হয় কোন্দল। সে ঘরে যে দাসী সে বড় পাগল ॥ একের করিয়া নিন্দা যায় অন্য স্থান। সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ॥” তৎপরে সে লহনাকে যাইয়া এই ভাবে উত্তেজিত করিল—“শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা। এবে সে করিল নাশ আপনি আপনা। ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোয কালসাপ ॥ সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে। অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে ॥ কলাপী-কলাপ যিনি খুল্লনার কেশ। অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল। মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল ॥ * * * ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী ॥ আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুল্লনার রূপ দেখি হবেন অধীন ॥ অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ নেউটিয়া আইসে ধন স্থত বন্ধুজন। না নেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন ॥”

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল ; সে ক্ষেপিয়া গেল ;—খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা তন্ত্র মন্ত্র ও ঔষধ খুঁজিতে লাগিল।

সরলে গরল।

অবশেষে এক জাল-পত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত হইল ; পত্রের মর্ম্ম এই—তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে ঢেঁকশালে শুইয়া থাকিবে, এক বেলা আধ পেটা ভাত খাইবে ও ‘খুঁয়া বস্ত্র’ পরিবে।

এই স্থান হইতে খুল্লনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। খুল্লনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; তাহারও একেবারে রাগ না আছে, এমন নহে। কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়—রাগের বশীভূত হইয়া নিতান্ত একটা দুষ্কর্ম্মও করিয়া ফেলিতে পারে,—খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নির্ব্বোধ রাগ দৃষ্ট হয় না। জাল-পত্র লইয়া লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একেবারে

অগ্রাহ্য করিল—ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে? লহনা বলিল—তুমি আসিবার পরেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে হইয়াছে, বোধ হয় এইজন্য তিনি রাগিয়াছেন, আর তিনি নিজ হাতে চিঠি না লিখিয়া হয়ত মুহুরি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্লনা বলিল—ও কথা কিছু নহে, এ পত্র জাল। তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারিতে গেল। খুল্লনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্মসমর্থন না জানিত এমন নহে— * "খুল্লনার আঙ্গুলী বিধির বিপাকে। দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে॥ লহনা হইল তাহে যে অগ্নিকণা। খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা॥" * এইত ঘটনা; তবে খুল্লনার "আঙ্গুল" যে নিতান্তই "দৈবাৎ" লহনার বুকে লাগিয়াছিল, তাহা নাও হইতে পারে। শেষে শুদ্ধ শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাসুন্দরী ভূলুণ্ঠিত হইল— * "কাতরে খুল্লনা দেয় রাজার দোহাই॥" *

এই অবস্থায় খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে চরাইতে বনে যাইতে হইল; ঢেঁকিশালে শুইতে হইল ও খুঁয়ার কাপড় পরিতে হইল। ছাগল রাখার সময় স্ফুরন্তযৌবনা খুল্লনাসুন্দরী গৃহের আড়াল হইতে বনের শ্যামল প্রদেশে আসিলেন; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল। তাহার ছেলি-রক্ষণের কষ্ট পড়িতে আমাদের হতভাগিনী ফুল্লরার কথা মনে পড়িয়াছে। ইহার বারমাসীতেও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। এই দুঃখের সময় পিতামাতা খুল্লনার কোন বিশেষ সংবাদ লয়েন নাই— * "শুনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস। অবনী প্রবেশি যদি পাই অবকাশ॥" * সুন্দরীর এই দুঃখের মূর্ত্তিখানা দেখুন—

খুল্লনা বনবাসী।

"ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল। ছোট হাতে, পাত মাথে, যেমন পাগল। নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥ শিরীষকুসুম তনু অতি অনুপাম। বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম॥"

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায়; নবযৌবনাগমে খুল্লনা এই দুঃখ ভুলিয়া বসন্তকালে বিরহে মাতিয়া গেল; বহিঃপ্রকৃতির উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের আবেগ এক সুরে বাজিয়া উঠিল।

* মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥

কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন। কুসুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ॥ লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক। খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক॥ আমা হইতে তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো॥" * খুল্লনা ভ্রমরের নিকট করযোড়ে বলিল— * চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাথা।" * কিন্তু ভ্রমরের গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন খুল্লনা রাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে,— * "তুই মাতোয়াল, মোরে হইলি কাল, না শুন বিনয়বাণী। ধুতুরার ফুলে, কিবা মধু পিলে, তাহা মনে নাহি গণি॥" * কোকিলের কুহুস্বরে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল; প্রকৃতির তরু পল্লব, পাখী, অন্য নিরাশ্রয়া খুল্লনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে বলিতেছে,— * "সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।" *

বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্দর্য্য এই সব স্থলে উজ্জ্বল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক এই সব বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বসন্তঋতুর নব হিল্লোল ও বনফুল-মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন,—বাহিরের সমস্ত দুরবস্থা ছাপাইয়া খুল্লনার যৌবন-সৌন্দর্য্য একটা ফুলশরের মত পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

পথিশ্রান্তা খুল্লনা প্রাকৃতিক সকল শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনাকে মাতৃরূপে দেখা দিয়া স্বপ্নে বলিলেন— * "কত দুঃখ আছে ঝি তোমার কপালে। সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে। তোমার দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিঁধে ঘুণ। আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন।" * খুল্লনা জাগিয়া দেখিল, সত্য সত্যই "সর্ব্বশী" ছাগলটি নাই,—তখন লহনার শাস্তির ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বনপ্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চকন্যা তাহাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন; অশ্রুনেত্রে চিরদুঃখিনী খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,— * "জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিজ জন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ॥" * চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্রলাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

চণ্ডীদেবীর বরপ্রদান।

এতদিনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্রি খুল্লনা বাড়ী যায় নাই; লহনার মনে অনুতাপ হইল, "স্বামী আমাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, খুল্লনাকে বনের কোন পশু মারিয়া ফেলে নাই ত?" প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন লহনা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্ন করিতে

লাগিল; ধনপতির চরিত্রবল বেশী কিছু ছিল না; সে গৌড়ে য়াইয়া অসঙ্গত সুখে মত্ত হইয়া বাড়ী ভুলিয়াছিল; সেই রাত্রিতে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আসিলেন, তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা স্বীয় শিথিল-সৌন্দর্য্যকে যথা-সাধ্য টানিয়া বুনিয়া নূতন বেশভূষায় সজ্জিত করিতে বসিল; "গুয়াঠুটি" খোঁপা বড় সুন্দর করিয়া বাঁধিল কিন্তু— * "মাছিতা বদনে দেখি দর্পণে চাপড।" * দর্পণ ভাঙ্গিলে সুন্দরীগণেব মুখের মাছিতা ঘোচে কি? লহনা "মেঘ ডুম্বুর" কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গেল। এদিকে সেদিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত; দুর্ব্বলা দাসী বিস্তর পয়সা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজনপত্র সংগ্রহ করিয়াছে; সাধু খুল্লনাকে রাঁধিতে বলিলেন; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল—খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, উহাকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা খেলিতে জানে— * "নাহি রাঁধে, নাহি বাড়ে, নাহি দেয় ফুঁক। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ পানা মুখ॥ * কিন্তু এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল; দেবীর কৃপায় পাক বড় উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল, কিন্তু— * "বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন। তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন॥" * সকলকে খাওয়াইয়া দেবীরূপিণী লক্ষ্মীবউ খুল্লনা লহনার নিকটে গেল,— * সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে। ঘুচিল কোন্দল দোঁহে বসিল ভোজনে॥"— * খুল্লনা এইরূপ ক্ষমাশীল ছিল।

প্রত্যাগত প্রবাসী।

তারপর খুল্লনা সাধুর শয্যাগৃহে যাইবে। লহনা তাহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্লনা সেই সব যুক্তি-প্রবর্ত্তক অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল ও গল্পচ্ছলে যুক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে পতিগৃহে গেল।

শয্যাগৃহের অভিনয়।

শয্যাগৃহে বড় কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল। খুল্লনা শয্যার নীচে পলাইয়া ছিল, তখন ধনপতির মুখে অনাহূত অনেক কবিত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছিল,—

"কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী। কহ না প্রদীপ কোথা মোর সহচরী॥ সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ। খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু। চিত্তের পুত্তলী যত আছে চারিভিতে। সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিত্তে॥ এতদিন একলা আছিনু পরবাসে। স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী বৈসে

মোর পাশে॥ প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর। কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলা পাগল॥"

ক্রীড়াময়ী খুল্লনা ধরা দিল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল। শুনিয়া সাধু রাগে, দুঃখে জর্জ্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী—খুল্লনাকে পাইয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল। আর এদিকে রাত্রিশেষে যখন সাধু খুল্লনার ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, তখন ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি লহনা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। * "বা'র হতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেঁট॥" * কি অপরাধহেতু রাগ করার পরিবর্ত্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইহার পর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এই বণিক্‌সমাজে মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বাধিয়া গেল, সে স্থলটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; এই কলহের পরিণাম এই দাঁড়াইল, সভায় প্রশ্ন হইল, "ধনপতি খুল্লনাকে কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন, সে বনে বনে ছাগল চরাইত। * "শুষ্ক-জলে মৎস্য আর নারীর যৌবন। বনান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥ অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন্ জন। দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনিজনার মন॥" * খুল্লনা যদি সতী হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা আমরা আপনার বাড়ী খাইব না। ইহা শুনিয়া খুল্লনার পিতা লক্ষপতি কাতরভাবে রাজার দোহাই দিলেন। তাহা শুনিয়া,— * "বলে বেণে শঙ্খদত্ত, রাজবলে হয়ে মত্ত, জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল। জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে, ইহার উচিত পারে ফল॥" * খুল্লনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে।

পিতৃশ্রাদ্ধে বিভ্রাট।

স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অন্য উপায়হীন ধনপতির সেই অবস্থা। দুর্ব্বল বণিক্ গৃহে যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। "তুমি কেন খুল্লনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলে?" এবং খুল্লনাকে লইয়া বলিল—"আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দিবার কাজ নাই।" কিন্তু খুল্লনা সেরূপ মেয়ে নহে, সে বলিল, এক লক্ষ টাকা তুমি অদ্য দিবে, তৎপরে আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে। আর এই

খুল্লনার পরীক্ষা।

কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না— * "পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥

এইরূপে খুল্লনা সতী নিজ-চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রফুল্লমুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,—সর্প দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইল, অবশেষে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কাঁদিয়া উঠিল এবং ধনপতি শোকে বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল।

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় এই জতুগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইলেন। এইবার শত্রুগণ পরাভব মানিয়া খুল্লনাকে প্রণাম করিল।

এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। ধনপতি "সাতডিঙ্গা" বোঝাই করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা লগ্নাচার্য্য অশুভ বলিয়া নিন্দা করায়,—

পুনশ্চ প্রবাসে।

* "এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা। নফরে হুকুম দিয়া মারে তারে ধাক্কা॥" * খুল্লনা পতির শুভ কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিল।

সদাগর,—ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসিঙের ঘাট, মেটেরি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল, সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় হুগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর রেখায় অঙ্কিত, কিন্তু তন্মধ্যে দু'একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব দুর্ল্লভ নহে— * "ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহে যায় হারমাদের ডরে॥" * এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলের পর্ত্তুগিজ দস্যুদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর ঘটে সাধু লাথি মারিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার শোধ তুলিলেন; তুফানে সাত ডিঙ্গার মধ্যে ছয় ডিঙ্গা মারা গেল; একমাত্র "মধুকর ডিঙ্গা" লইয়া সাধু সিংহলে পৌঁছিলেন; কিন্তু পথে কালীদহে দেবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মারূঢ়া পরমাসুন্দরী রমণী

কমলে-কামিনী।

মূর্ত্তি ; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন। এই উজ্জ্বল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া সাধু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ; হাতীশুদ্ধ সুন্দরীর ভয়ে প্রফুল্ল পদ্মের ক্ষীণাঙ্গ কাঁপিতেছিল ; সদাগরের সানুরাগ সহানুভূতি এই বেপথুমতী নলিনীলতার উপর, সে কৃপাপূর্ণ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,— * "হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥" * যাহা হউক সদাগর ভিন্ন এ দৃশ্য অপর কেহ দেখে নাই। সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি দেখাইলেন। কিন্তু সদাগরের মুখে কমল বনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া তাহারও প্রত্যয় হইল না[১]। রাজা ও সাধুর মধ্যে অঙ্গীকার পত্রের বিনিময় হইল, এই কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারিলে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু রাজাকে লইয়া কালীদহে সেই দৃশ্য আর দেখিল না—এই উপলক্ষ্যে সাধুর নৈরাশ্যসূচক সঙ্গীত— * "এ যে ছিল, কোথায় গেল, কমলদলবাসিনী। লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকালো শুভবদনী।" * আমরা অশ্রুপূর্ণচক্ষে যাত্রায় শুনিয়াছি। সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—আমার পূজা করিলে তোর এ দুর্গতি মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল,— * "যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।"

শ্রীমন্তের জন্ম ও শৈশব।

এদিকে বাড়ীতে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। প্রসব সময়ে লহনা নিজে বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খুল্লনার শুশ্রূষা করিতে কোনরূপ ক্রটি করিল না। মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্ম লইলেন। শিশুটি বড় সুন্দর— * "সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ।" * বালক

১. শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানটি লইয়া মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্যকল্পনায় খুঁত বাহির করিয়াছেন। এমন অসীম সমুদ্রের শোভা ; এমন সুন্দর পদ্মবন, তন্মধ্যে এমন সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি, একমাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীভৎস কল্পনায় সৌন্দর্য্যের চিত্রখানি কবি একেবারে কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীকাব্য ধর্ম্ম-কাব্য, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্য দেবতা। গজগ্রাসশীলা চণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মূর্ত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূজামণ্ডপে ভাস্করহস্তে এই ভাবের মূর্ত্তিই গঠিত হইয়া পূজিত হইত ; কবি এই মূর্ত্তিকে স্বীয় তুলি দ্বারা সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না। গণেশের শুণ্ড বর্জ্জন করিয়া তাঁহার দন্তের সঙ্গে মুক্তা কি দাড়িম্ববীজের উপমা দেওয়াও যেরূপ হাস্যকর হয়, এস্থলে কবির স্বীয় কল্পনাদ্বারা দেবীর মূর্ত্তি সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপই হাস্যকর হইত।

সেই অর্দ্ধোদ্গত দন্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ও ক্রীড়া করে; পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত খেলাগুলি খেলিতে লাগল। কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল। সহচর শিশুগুলি খুল্লনার নিকট নালিশ করিতেছে,— * "করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুন গো শ্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয় সবায়, দেখ দেখ মারণের ঘা॥ সব শিশু মিলি, এক সঙ্গে দেখি, শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাঘবের নাহি অন্ত॥ ভুবন কিরণা, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যাদব মাধব, দুভাই নীরব, দাম্বেণে হৈল খোঁড়া॥ খুল্লনা ঝাড়িয়া ধূলা দিল হাতে নাড়ু কলা, তৈল দিল সর্ব্বগায়॥" ইত্যাদি * কবি জানিতেন, ক্রীড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়, শ্রীকৃষ্ণজীবনের অশান্তপনার মাধুর্য্য হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে ইহার পর শ্রীমন্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের ব্যাখ্যা, মাঘ, ভারবি, জৈমিনিভারত, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল। একদিন তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—পুতনা, অজামিল ইহারা গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল, কিন্তু সুর্পণখার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল! * "নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড।" * সে ত এই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তরে বলিলেন, "এ সকল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।" কিন্তু শ্রীমন্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর প্রতি ঈষৎ পরিহাসসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

গুরু ও শিষ্য।

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমন্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্যে গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া উচিত উত্তর দিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করায় শ্রীমন্ত ক্রোধে দুঃখে বাড়ীতে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দিন তরুণবয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহল-যাত্রার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। পুনরায় সাত ডিঙ্গা শ্রীমন্তকে লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল।

সিংহল যাত্রা।

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই ঘটনা—কালীদহে আশ্চর্য্য কমলবন, সিংহলাধিপের নিকট যাইয়া সেই বৃত্তান্ত বলাতে সভাসদগণ ও রাজার অপ্রত্যয়; এবার এই পণ স্থির হইল—যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে পারেন

তবে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য ও নিজ কন্যা দিবেন, নতুবা দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাঁহার শিরশ্ছেদ হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্ত জীবনের শেষে পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে লাগিলেন ; চক্ষের জলের সঙ্গে তর্পণেব জল মিশিয়া গেল, — • "তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী ॥ তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি ॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানী নগরে আর দেখা হবে নাই ॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিণী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী ॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানী নগরে আমি আর যাবনা ॥ তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যাবে মাথা ॥ সবাকারে সমর্পণে আপন জননী। এ জনমের নত ছিরা মাগিল মেলানি ॥"*[১]

মশানে শ্রীমন্ত।

ইহাব পরে নিবিষ্ট মনে শ্রীমন্ত ভগবতার চৌত্রিশ অক্ষরা স্তব করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমন্তের নৌকার বাঙ্গাল মাঝিগণের দুর্দ্দশা বর্ণনায় কবি বেশ পরিহাস-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন— * "বাঙ্গাল কাঁদেরে হুড়ুর বাপই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ * * * আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ। হর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত ॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ ॥ যুবতী যৌবনবতী ত্যজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥ ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো ॥"

বাঙ্গালদের কাতরোক্তি।

বাঙ্গালগণকে লইয়া বিদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে, চৈতন্যপ্রভু এবিষয়ে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন—চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা গিয়াছে।

ইহার পরে চণ্ডীদেবী আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূত-প্রেতের হাতে মার খাইয়া পলাইল ; রাজা সসৈন্যে পরাস্ত হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় তিনি আশ্চর্য কমলবন দেখিলেন ; পিতা পুত্রে মিলন হইল ; শ্রীমন্ত রাজকন্যা সুশীলার

চণ্ডীর কৃপা।

---

১. তর্পণের অংশ ও এই অংশ হস্তলিখিত পুস্তকে ঠিক এই ভাবে নাই। বটতলার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

পাণিগ্রহণ করিলেন। যখন পিতা পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছুক, তখন সুশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর থাকিতে প্রার্থনা করিল; এই উপলক্ষ্যে সিংহলের বারমাসের সুখ বর্ণিত হইয়াছে, রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—**বৈশাখে**—"চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙালি গামছা দিব ভুষা কস্তুরি।" **জ্যৈষ্ঠে**—"পুষ্পশয্যা করিব দিব চাঁদোয়া টানায়ে। হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বাহিরে ॥" **আষাঢ়ে**—"দেখহ ঘন নাচয়ে ময়ূর। নব-জলধর দৃষ্টে ডাকরে দাদুর ॥ শুন প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত ॥" **শ্রাবণে**—"বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পরবাসে ॥" **ভাদ্রে**—"মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি। চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী; মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। আর না করিহ প্রভু উজানীর আশ ॥" **ফাল্গুনে**—"ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। তথি দোলমঞ্চ আমি করিব বচনে ॥ সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত।" **চৈত্র মাসে**—"মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে। মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে ॥" * কিন্তু এই সকল সুখের চিত্র মাতৃদর্শনব্যাকুল পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না। পিতা, পুত্র বাড়ী গেলেন, পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্ডীর কৃপায় ফিরিয়া পাইলেন; তিনি চণ্ডী-পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

সুশীলার বারমাস্যা।

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি দেখাইয়া শ্রীমন্ত দেশীয় রাজাকেও মুগ্ধ করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

শেষ।

যথাকালে শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল।

চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে; এই অংশ নানা কবি নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অনুকরণটি তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসা যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় তৃপ্ত হয়; শুধু শব্দের মাধুর্য্য যে সকল পাঠকের নিকট কাব্যের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড নহে, তাঁহাদের নিকট মুকুন্দরামের "কামভস্ম", "শিববিবাহ" প্রভৃতি অংশ গাঢ় রসের

কবির ভাবের প্রগাঢ়তা।

আকর বলিয়া বোধ হইবে ; তিনি ভারতচন্দ্রের—"পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।" * প্রভৃতি উচ্ছলিত কামকলা-পূর্ণ পদবিন্যাস ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের রতি,— * "মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে।" * প্রভৃতি সকল উক্তির মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রতা বেশী অনুভব করিবেন। যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতা আস্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

শিবায়ন

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যেব অতি প্রাচীন বিষয়। ১১শ শতাব্দীতে রচিত শূন্যপুরাণে শিবের গান আছে, ভাষার নমুনা এইরূপ—

"যখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর ॥
রজনী পরভাতে ভিকখার লাগি যাই।
কুথাএ পাই ভিক্ষা কুথাএ না পাই ॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরষ গোসাঞি ভিকখাও ভাত ॥
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি কর চাষ।
কখন অর্দ্ধ হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥
পুখরী কাঁদাএ লইব ভূমখানি।
অরসা হইলে যেন ছিচএ পানি ॥
আর সব কিঁষাণ কাঁদ্দিব মাথে হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছাএ ধান্য আনিব দাইআ ॥
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব ॥
কাপাষ চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব পরভু কেওদা বাঘের ছড় ।"

এই রচনাটি জনৈক সুবিখ্যাত য়ুরোপীয় সাহিত্যিককে দেখাইয়াছিলাম। প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা-স্বরূপ নির্ব্বিচারে এই অংশটি দেখান হইয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি উদ্ধৃতাংশের অনুবাদ পড়িয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন,

তিনি বলিলেন এমন সুন্দর কবিতা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না ; ইহা চাষার গান নহে—ইহা ভক্তের উচ্চাঙ্গের সাধনা মাত্র। সেই স্থলে, অপর একটি য়ুরোপীয় সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই কবিতার প্রশংসা করিয়া আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিলেন ; তাঁহারা এই গীতে যে গুণের আবিষ্কার করিলেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি—এখানে ভক্ত তাহার আরাধ্যের নিকট কিছুই চাহিতেছে না, সচরাচর প্রার্থনায় নানারূপ ভিক্ষা থাকে,—ইহাতে তাহার কিছুই নাই। পরম ভক্ত নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া আরাধ্যের সুখ দুঃখের কথায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। "প্রভু, তুমি প্রাতে উঠিয়া ভিক্ষায় বাহির হও, কোথায়ও কিছু পাও, কোথায়ও বা কিছু পাও না, হরীতকী বা বয়ড়া ফল খাইয়া দিন কাটাইয়া দাও, প্রভু তোমার কত কষ্ট ! যেদিন চারটি ভাত পাও, সেদিন তোমার কত আনন্দ। তোমার এত দুঃখ আর দেখিতে পারি না, তুমি চাষ কর, যে ভাবে চাষ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি,—পুকুরের ধারে জমিটি লইবে, যেহেতু যদি জমিতে জল না থাকে তবে যেন পুকুর হইতে জল সেঁচিয়া আনিতে পার ; প্রভু ধান্য হইলে নিজের ঘরের ভাত কত সুখে খাইবে। আর একটা কথা, কত আর কেঁদো বাঘের ছাল পরিয়া থাকিবে ? কার্পাসের চাষ করিয়া তুলা বাহির কর। তাহা হইলে কাপড় পরিতে পাইবে।"

দিগম্বর ভিখারীর দুঃখে ভক্তের মন গলিয়া গিয়াছে, নিজের সুখ দুঃখের চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া আরাধ্যের দুঃখে কাতর হইয়া এমন করিয়া আর কে কাঁদিয়াছে !

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই সকল গ্রাম্য-গীতির সরল উক্তির মধ্যে গভীর ভক্তি সঞ্চিত আছে। তাহা আস্বাদন করিবার যোগ্য পাঠক চাই।

আমরা রতিদেব ও রঘুরামকৃত "মৃগলুব্ধে"র কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তক ১৬৭৪ খৃ. অব্দে রচিত। কালে শিববিবাহাদি ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে "শিবের বিবাহ", "হরগৌরী-কোন্দল" প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা যায় ; এমন কি, খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া যে উত্তরকাণ্ড রামায়ণ সাহিত্যপরিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শিবলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই শিবপ্রসঙ্গও কবিগণের উপর্য্যুপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধ ও তরুণীকে এক-

গৃহস্থালীর হালে জুড়িয়া দিলে যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহা নির্ম্মল হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে কয়েকখানি কৌতুককর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র একখানি শিবায়ন প্রণয়ন করেন। ইহার পরে দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামক কবিকৃত 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানিও আকারে বৃহৎ। শিবপার্ব্বতীর ঝগড়া, শিবের চাষ-আবাদের কথা, বর্ষারম্ভে ভগবতীর বিরহ এবং মশা, জোঁক প্রভৃতি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া শিবঠাকুরকে ধান্যক্ষেত্র হইতে কৈলাসের কুঞ্জবনে আনিবার চেষ্টা, অকৃতকার্য্য হইয়া পার্ব্বতীর বাগ্দিনী বেশে শিবকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা, বাগ্দিনীর প্রতি অনুরাগ এবং তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় ভগবতীর ভীষণ ক্রোধ, নারদের যত্নে দম্পতীর ক্রোধশান্তি এবং মিলন, শিবের নিকট পার্ব্বতীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা প্রকাশ, গৃহের অসচ্ছলতা নির্দ্দেশ করিয়া শিবের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, পার্ব্বতীর অভিমান এবং পিত্রালয়ে গমন, শাঁখারি বেশে শিবের হিমালয় যাত্রা এবং পার্ব্বতীর হস্তে শাঁখা পরান, উভয়ের পুনর্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায় সমস্ত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলে বিবৃত হইয়াছে। কাব্যাংশে শঙ্করকৃত 'বৈদ্যনাথমঙ্গল', দ্বিজ ভগীরথের 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য' এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' হীন না হইলেও, বোধ হয়, বটতলার আশ্রয়লাভ করিয়াই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ন'-খানিই বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। বরদাপরগণার অন্তর্গত যদুপুরগ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বনিবাস ছিল; তিনি এই যদুপুরে বাস করার সময় "সত্যপীরের কথা" রচনা করেন; "পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥" * শেষে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্তসিংহের সভাসদ্ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন। যশোবন্তসিংহের উৎসাহে তিনি "শিবসংকীর্ত্তন" কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থের অনেক স্থলেই যশোবন্তসিংহের যশঃ প্রচারিত হইয়াছে; সেই সকল পদে জানা যায়, যশোবন্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ; যশোবন্তসিংহ

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

১৭৩৪ খৃ. অ. ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খৃ. অ. লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কবির দুই স্ত্রী ছিল, একজনের নাম সুমিত্রা ও অপরের নাম পরমেশ্বরী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই ভ্রাতা শম্ভুরাম ও সনাতন —পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী এই তিন ভগিনী ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যায় শিবসংকীর্ত্তনের দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টি-প্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইহাতে রুক্মিণীব্রত, বাণরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা। বাগ্দিনীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করিবার বিষয় পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন্ অংশগুলি কোন্ কবি দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খুঁজিতে যাওয়া এবং আঁধারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করা একইরূপ কাজ।

কাব্যবর্ণিত বিষয়।

রামেশ্বরের রচনা অতিরিক্ত অনুপ্রাস-দোষ দুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট হয়, রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না। কিন্তু "শিব-সংকীর্ত্তনে"র আদ্যন্ত কবির মার্জ্জিত মৃদুহাস্যের রশ্মিতে সুন্দর। কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে লইয়া শিব আহার করিতে বসিয়াছেন— এই উপলক্ষ্যে কবি রহস্যের কুটিল আলোতে অন্নপূর্ণা গৃহিণীর সুন্দর মূর্ত্তি দেখাইয়া লইয়াছেন :—

শিবায়নে হাস্যরস।

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি সুতে সপ্ত পঞ্চ-মুখ পতি ॥
তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার। গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার ॥
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই এই হাঁড়ি পানে চায় ॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ॥
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা ॥
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয় ॥

রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারীর পরে ॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি। সূপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি ?
দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজাদশ। খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥
সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥
**** দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর।
ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥"

অন্নদানে গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শিল্পশিক্ষা এবং উন্নত সাহিত্যিক-রসপিপাসু রমণীবর্গের নিকট ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা শাঁখা পরার প্রসঙ্গে বেশ সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী দু'গাছি শাঁখা চাহিয়াছেন; শিব তাহা দিতে অসমর্থ, নিজের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু শ্লেষ সহকারে বলিলেন— * "বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥" * এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন,— * "দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়। কান্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায় ॥ কোলে করি কার্ত্তিকেরে, হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে হৈলা চণ্ডীর চলন ॥ গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছু পাছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও ॥ করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডীবতী। ভাষিল ভাইয়ের কিরা ভবানীর প্রতি ॥ ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ "যাও যাও যত ভাব জানা গেল" বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি ॥ চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে যায়। নিবারিতে নারিয়া নারদ নারহ পাশে যায় ॥ রামেশ্বরে ভাবে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি ॥" * এই "পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি ॥" ছত্রে তরুণী ভার্য্যার শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহাবিপদ্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা একটু কৌতুক ও হাস্য উপভোগ করিয়া লইয়াছি।

বহুদিন একত্রবাসনিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষ্যে ফকিরী আলখাল্লা গায় পরিয়াছেন ও উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন;

রামেশ্বরের সত্যপীর।

—* "বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা। দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা॥ ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে। রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥ জানা গেল বাত বাওয়া জান গেল বাত। কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ॥ জাওত সত্যপীর, মেরা জাওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করতও হাম ফকির॥"*

মনসাদেবীর ভাসান রচকগণ

মনসার ভাসান লেখক-বর্গ—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।

মনসাদেবীর সম্বন্ধে আখ্যানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব এবং বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি আদিলেখক-গণের দলে একদল নূতন কবি ভর্ত্তি হইলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা মনসার ভাসানরচক কবিবৃন্দের যে-সকল নাম জানিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদান করিতেছি—

১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণদেব, ৩। বিজয়গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ, ৫। যদুনাথ পণ্ডিত, ৬। বলরাম দাস, ৭। জগন্নাথসেন, ৮। বংশীধর, ৯। দ্বিজবংশীদাস, ১০। বল্লভঘোষ, ১১। বিপ্রহৃদয়, ১২। গোবিন্দদাস, ১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। বিপ্রজানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতকাদাস, ১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অনুপমচন্দ্র, ১৯। রাধাকৃষ্ণ, ২০। হরিদাস, ২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি, ২৩। রামনিধি, ২৪। কবিচন্দ্রপতি, ২৫। গোলোকচন্দ্র, ২৬ কবিকর্ণপূর, ২৭। জানকীনাথ দাস, ২৮। বর্দ্ধমান দাস, ২৯। ষষ্ঠীবর সেন, ৩০। গঙ্গাদাস সেন, ৩১। রামবিনোদ, ৩২। আদিত্য দাস, ৩৩। কমললোচন, ৩৪। কৃষ্ণানন্দ, ৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬। গুণানন্দ সেন, ৩৭। জগদ্বল্লভ, ৩৮। বিপ্র জগন্নাথ, ৩৯। জগমোহন মিত্র, ৪০। জয়দেব দাস, ৪১। দ্বিজজয়রাম, ৪২। নন্দলাল, ৪৩। বাণেশ্বর, ৪৪। মধুসূদন দেব, ৪৫। বিপ্ররতি দেব, ৪৬। রতিদেব সেন, ৪৭। রামকান্ত ৪৮। দ্বিজরসিকচন্দ্র, ৪৯। রাজা রাজসিংহ (সুসঙ্গ), ৫০। রামচন্দ্র ৫১। রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ৫২। বিপ্ররামদাস, ৫৩। রামদাস সেন, ৫৪। দ্বিজ বনমালী, ৫৫। বলমালীদাস, ৫৬। বিপ্রদাস, ৫৭। বিশ্বেশ্বর, ৫৮। বিষ্ণুপাল, ৫৯। সুকবি দাস, ৬০। সুখদাস, ৬১। সুদাম দাস, ৬২। দ্বিজহরিরাম।

এই মনসার ভাসানরচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৬০০ শ্লোকে পূর্ণ ও ইহার পদসংখ্যা

৬৬; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতাযুক্ত, অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দ দাসের নামাঙ্কিত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের, অর্থাৎ লখীন্দরের বিবাহপালা পর্য্যন্ত অধিকাংশস্থলে কেতকাদাসের ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশস্থল ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাস হাস্যরসে পটু। কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগাগোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে এবং বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। আমরা যখন এই পুঁথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার পাতিব্রত্যের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম,—বাঁধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দ্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলার বাঁদী হইবার যোগ্য নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বদা ভাসান গান উপলক্ষ্যে নৌকা লইয়া ক্রীড়া হইত; সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলা;—সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে উজ্জ্বল হইয়া পল্লী-বধূগণের হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত;—আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের খাঁটি সোণার মূর্ত্তিকে পূজা করিতে ভুলিয়াছি।

বেহুলার চরিত্র।

পূর্ব্ববর্ত্তী মনসার উপন্যাসগুলির তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদসাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র যেন আরও কতকটা বিকাশ পাইয়াছে।

কবির পরিচয়।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন, একস্থলে কেতকাদাসের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থকুলের প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক— * "কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী; কায়স্থ যতেক আছে।" * পাওয়া গিয়াছে; অপর এক স্থলে * "ব্রাহ্মণ চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে দেবী যারে কৃপা কৈল।" — * দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কায়স্থ জাতিত্ব প্রতীয়মান হয়। অন্য দুইটি পদ দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেমানন্দ দাসের রাজীব ও অভিরাম নামক দুই পুত্র ছিল— * "ক্ষেমানন্দ কহে কবি রাজীবে রাখিবে দেবী॥" * বেহুলার জলপথে ভ্রমণ-উপলক্ষ্যে বর্দ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দ্দেশ যথাযথ হইয়াছে, অন্য দেশের তদ্রূপ হয় নাই, সুতরাং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্দ্ধমানবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান

করা যাইতে পারে। এক স্থলে * "ক্ষেমানন্দ বিরচিল স্মরিয়া ব্রাহ্মণী" * পদে তিনি কোন ব্রাহ্মণীর শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমিত হয়।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের আত্মবিবরণযুক্ত নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া গিয়াছে।

"সুন ভাই পূর্ব্ব কথা, দেবী হৈলা বরদাতা,
সহায় পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়,
তাঁহার তালুকে ঘর করি॥
তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পুত্রে দিয়ে অধিকার।
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণরায় পুত্রের অধিক তায়,
রণে বনে বিজয়ী তাহার॥
তিন পুত্র অল্প বয় প্রসাদ গুরুমহাশয়,
তালুকের করে লেখা পড়া।
তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাই চাষ চসে
শমন নগর হইল কাঁথড়া॥
রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
সকলের তবে ভাল জান॥
শ্রীযুত আস্কর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
তার যুক্তি সুনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী,
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥
মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
খড় কাটিবারে তথা যাই॥
তথায় ছাওাল পাঁচে, খোলা দিয়ে জল সিঁচে,
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।

আমার কৌতুক বড়, ছাওাল পাঁচেতে জড়,
সেইখানে হইলাম উপনীত ॥

* * *

মৎস্য লইআ অভিরাম, চলিল আপন ধাম,
যত শিশু গেল নিজ পুরে।

* * *

মুচিনীর বেশ ধরি, বলেন দেবী বিষহরী,
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে, কপট চাতুরী করে,
যত্নে একাইআ দেই টাকা ॥
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে, অবতরি মাঝ মাঠে,
দেখি মোর মুখে উঠে ধূলা।
পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ,
আমারে বেঢ়িল কথোগুলা।
জেরূপ দেখিলা নেতে, মানা কৈল প্রকাশিতে
কহিলে না হব তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ,
আমার মঙ্গল গাইআ বোল ॥”

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে, এই মনসা-মঙ্গলেরই এক স্থানে দৃষ্ট হয় যে, মনসাদেবীর এক নাম ছিল কেতকা —যথা—

“বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী
কেআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী ॥”

মনসাভক্ত ক্ষেমানন্দ আপনাকে সম্ভবতঃ কেতকাদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে বারা খাঁ[১] রণে পড়িল বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন সেই বারা খাঁ বৰ্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের

১. বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পলাশডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইতেছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের. পানাগড় ষ্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে সিয়ালপুর নামক গ্রামে বারা খাঁর সমাধি আছে। চাঁদ সদাগরের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ চম্পাইনগর ঐ স্থান হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দান পত্রখানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন। বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল বিরচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

যে সমস্ত মনসামঙ্গল-রচয়িতার নাম উল্লেখ করা গেল, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। ইঁহাদের মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণ ১৭০৩ খৃ. অব্দে যে মনসামঙ্গলখানি প্রণয়ন করেন, তাহার রচনা বড়ই সরল এবং মধুর।

বর্দ্ধমানদাসের কবিত্ব।

অপরাপর মনসার ভাষান-রচকদিগের রচনা অনেক স্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে; সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থানাভাব। মনসা গোয়ালিনী-বেশে ধন্বন্তরির নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন; তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিনী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্দ্ধমান দাস কবির হস্তে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"কেমন তোমার স্বামী, পাঠায় তোমায় একাকিনী, গোয়ালা রহিল তোমার ঘরে। দরিদ্রের মত নয়, ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কারে॥ এত ধন যার আছে, সে কেন বা দধি বেচে, হাটে ঘাটে মাথায় পসরা। দুষ্ট জনে লাগ পায়, দধি ঘোল করে দেয়, কথা কহিতে মুখে মারে। তোমার নাহিক ভয়, দুষ্ট জন যদি হয়, কাড়ি লয় লণ্ড ভণ্ড করে॥ * * * বলিয়া এ সব বোল, মূল্য করে দধি ঘোল, শিষ্য সব বড়ই চতুর। বর্দ্ধমান দাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর॥ শিষ্যের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এ দেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি॥ রাজা চন্দ্রধর হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার॥ ভিন্ন দেশী আসিয়াছি দধি বেচিবার। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর॥ আমার জাতির ধর্ম্ম মাথার পসার। যাহার প্রসাদে মোর ভুঞ্জে পরিবার॥ বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি। আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥ খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক। পরেরে বলিতে কি পরের লাগে দুঃখ॥ * * বর্দ্ধমান দাস কহে কীর্ত্তি মনসার। হাস্য করে শিষ্যগণ বলে আর বার। তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দুনা কড়ি লাগে দিব বেচ দধি হাঁড়ি।।

যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে দধি খেয়ে দেখি পাছে কড়ি দিব॥ * * * পসরা ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করি চুরি। মোর ঠাঁই দেখাও তোমার হার কেউর॥ বৰ্দ্ধমানদাসে কয় কীৰ্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥ * * যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে। বিকাউক মোর ঠাঁই কিনিব তাহারে॥ শিষ্যগণ বলে মোরা যেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি তোমাতে বিকাই॥ বৰ্দ্ধমান দাস কহে কীৰ্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥"

গোপবধূর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণের দানলীলার পদ মনে হয়। বস্তুতঃ, কবিগণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই ভাবে বৈষ্ণব প্রসঙ্গের মাদকতা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হস্তলিখিত পুঁথিগুলির রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসার ভাসানরচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এই উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব কবির প্রভাব।

ধৰ্ম্মমঙ্গল

বৌদ্ধধৰ্ম্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে, ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাহার হিন্দু সংস্করণ। রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী ধৰ্ম্মকাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি হিন্দুদেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বীকার্য্য যে, ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীৰ্ত্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণহস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও পরাভূত হইলেন; ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলিও আয়ত্ত করিয়া ভারত-বিজয়ী যে বিরাট্ পূজার আয়োজন করিলেন তাহাতে বাইতি, হাড়ি প্রভৃতি জাতির ধৰ্ম্মযাজকত্ব রক্ষিত হইল না; ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অভিসন্ধিৎসু পাঠক ইহার গোড়ায় ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্ম্মের লুক্কায়িত ছায়া আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

ধৰ্ম্মমঙ্গলের বৌদ্ধভাব।

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুরাণ, ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম, প্রভুরাম, রূপরাম, সীতারাম, দ্বিজরামচন্দ্র, সেনপণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘনরাম, বলদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবির ধৰ্ম্মমঙ্গল আমরা প্রাপ্ত

হইয়াছি। ১৫২৭ খৃ. অব্দে খেলারাম স্বীয় ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন।[১] ১৬০৩ খৃ. অব্দে[২] সীতারাম দাস নামক আর একজন কবি একখানি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ইনিও "গজলক্ষ্মী"র স্বপ্নাদেশে গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন;— * "শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা। উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥" * ইনি ধর্ম্মকাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—'খণ্ডকোষ'—নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তী এবং নারায়ণ পণ্ডিত। শেষোক্ত ব্যক্তির আগ্রহ সমধিক দেখা যায়, তিনি আমাদের কবির স্বপ্নাদেশ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া * "দুয়াতি কলম মোরে দিল বানাইয়া" * এবং এ হেন কবিবর যদি পরিত্যাগ করিয়া যান সেই ভয়ে * "অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া।" * কেবল "গজলক্ষ্মী মা"ই কবির শিয়রে উপস্থিত হন নাই, তিনি আরও বিবিধ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন, * "ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।" * এই সকল প্রত্যাদেশের বলে কবি অনায়াসে উদরান্ন লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর-কর্ত্তৃক প্রস্তুত লেখনী, মস্যাধার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণরাশি পাইয়া স্বচ্ছন্দমনে * "আনন্দিত পুঁথি সব লিখিনু বসিয়া—" * ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়াছেন। নিজ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিতে কবি ভুলেন নাই। * ইন্দেসার অম্বগোষ্ঠী স্থানে

ঘনরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ।

---

১. খেলারামের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥

ভুবন ১২, বায়ু=৪৯, শরের বাহন ধনু=কার্ত্তিক মাস,—সুতরাং ১৪৪৯ শকে (১৫২৭ খৃষ্টাব্দ) রচিত হয়।

হে ধর্ম্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়।"
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়॥'

তাঁহার শেষ অধ্যায় (অষ্টমঙ্গলা) পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আত্মবিবরণটি নষ্ট হইয়াছে। খেলারামের কবিতা সরল ও সরস; কিছু নমুনা এই:—

"স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে জ্বলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলদল।
বিকাশিয়া ভুষে তার নীল উরঃস্থল॥
শুন বাছা লাউসেন বলিয়ে তোমায়।
এওজাৎ দিও, নেড়া দেউল তলায়॥

২. অপর-মতে ১৬৯৮ খৃঃ।

সর্ব্বলোকে।” * ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ওমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আদিপুরুষ গোপীনাথ দে, তাঁহার ৩ পুত্র;—মথুরা দাস, মদন দাস ও ধর্ম্ম দাস। ধর্ম্ম দাসের ৪ পুত্র,—শ্রীহরি দাস, রাজীবলোচন দাস, দুর্য্যোধন দাস ও কুশলরাম দাস। মদনের পুত্র দেবীদাস ও দেবীদাসের পুত্র আমাদের কবি সীতারাম দাস,—সীতারামের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সাভারাম রায়। কবির মাতামহের নাম শ্যামদাস। ১০০৪ সালে এই পুঁথি সমাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিবরণ দ্বারা কবি স্বীয় বংশের একটি নামমাত্র তালিকা রক্ষা করিয়াছেন,—সীতারামদাসের পুস্তকের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।

সীতারামের পরে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কৈবর্ত্তবংশোদ্ভব রামদাস আদক নামক জনৈক কবি “অনাদিমঙ্গল” নামক একখানি ধর্ম্মকাব্য প্রণয়ন করেন।

রামদাস কৈবর্ত্তের অনাদি-মঙ্গল

রামদাসের পিতার নাম রঘুনন্দন আদক, তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে, পরে সেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কবি নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন — * “ভুরস্থটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ: দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥ তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে। পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥” *

কবির ধর্ম্মমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করিবার বৃত্তান্তটি বড় কৌতুকাবহ;—হায়ৎপুরে চৈতন্যসামন্ত নামক একজন দুর্দ্দান্ত তসিলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন,—খাজনার টাকা শোধ না করিতে পারায় তাঁহার পিতা ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। সুতরাং রামদাস উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বারবানের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অতি গোপনে অব্যাহতি লাভ ঘটে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর কবি মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পাড়া বাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেকালে সৈনিক পুরুষগণ বলপূর্ব্বক বেগার ধরিয়া লইয়া যাইত। কবি কাতর চিত্তে লিখিয়াছেন,— * “ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক। ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই সুখ। সম্মুখে শিপাই শোভে শমন সমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তে যায় প্রাণ॥” * তৃতীয় ছত্রের “শোভে” শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। যখন সিপাহী কবিকে তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,— * “মনে কর বেটা তুমি যাবে

পলাইয়া। এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া॥ গোড়াল যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল। এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল॥ ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি। বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি॥ * * * আমার সম্মুখে যদি ফেল এই মোট। দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট॥", তখন ভীত কবির চক্ষে সিপাহী সাহেবের শ্রীমূর্ত্তি অবশ্যই "শোভা" পায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সিপাহীর কথা শুনিয়া ত্রাসে * "মুদি গেল আঁখি। কোথায় শিপাই ঘোড়া আর নাহি দেখি॥" * সেদিনকার সমস্ত বৃতান্তই বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল। তৎপর কবির ভয়ানক জ্বর বোধ হইল,—শুষ্ককণ্ঠে রামদাস সম্মুখস্থ "কাণাদীঘি"র জল খাইতে ছুটিলেন, দীঘির দক্ষিণদিকে বাত্যান্দোলিত অমল ধবল জলের উপর সুন্দর পদ্মকুসুম ধীরে ধীরে দুলিতেছিল, কবি সাগ্রহে জলে নামিতে জল শুষ্ক হইয়া গেল। রামদাস পদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশা-গ্রস্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গার গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া কবির সন্নিহিত হইয়া বলিলেন,— * "ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি। তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি॥ এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল। আজি হোতে হোল তব জনম সফল॥ জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। ধর্ম্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি॥" * রামদাস বলিলেন— * "পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া। গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥ খেলা ছলে পূজি ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানহীন। জানি না ধর্ম্মের গীত তায় অর্ব্বাচীন॥" * কিন্তু দিব্যপুরুষ নাছোড়বান্দা— * "আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি॥ আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে। সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥ স্বচ্ছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার। শ্রীধর্ম্ম মহাত্ম্য মর্ত্ত্যে হইবে প্রচার॥" * হায়ৎপুর গ্রামে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদি-মঙ্গলের ভাষা সরল ও সহজ,—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নাই।[১]

১৪৬৭ খৃ. অব্দে মাণিক গাঙ্গুলী একখানি 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করেন।[২] এই

১. এই পুস্তকখানি বর্দ্ধমান রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

২. পুঁথির পাঠ এই: "শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে। [ঋতু ৬, বেদ ৪, সমুদ্র ৭=৬৪৭ (দক্ষিণা গতি)] সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥" [সিদ্ধ (ঋষি) ৭, যুগ ৪, পক্ষ ২=৭৪২] এই দুইটি অঙ্ক "যোগ" করিলে ১৩৮৯ হয়, তৎসঙ্গে ৭৮ যোগ করিলে ১৪৬৭ খৃঃ অঃ।

ধর্ম্মমঙ্গলখানি মৎকৃত বিস্তৃত ভূমিকাসহ সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাণিকরাম একজন সুকবি ছিলেন; কিন্তু সদ্ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকৃত দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করার জন্য, বোধ হয়, সমাজে কিছু নিগৃহীত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ ধর্ম্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল। তিনি স্বপ্নে ধর্ম্মঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—

'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।'

মাণিকরামের পূর্ব্বে প্রভুরাম, দ্বিজরামচন্দ্র ও শ্যামলপণ্ডিত সুবৃহৎ ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইঁহাদের সকলের পূর্ব্বে রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়। ইনি অনেকস্থলে 'আদিরূপরাম' নামে পরিচিত। শ্যামল পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলখানি বোলপুরের জনৈক অধ্যাপক মহাশয় টীকা টিপ্পনীসহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই সকল কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম ময়ূরভট্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—

* "ময়ূরভট্ট বন্দিব সংগীতের আদি কবি" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১ম সর্গ)। * কথিত আছে, রূপরামের কাব্য বড় বড় শব্দ পূর্ণ ও রচনা জটিল এবং ঘনরাম উহা পড়িয়া বলিয়াছেন— * "শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?" * রূপরামের খণ্ডিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি।

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্দ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণান্তর্গত কৃষ্ণপুরগ্রাম। তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়,—ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকান্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম সীতাদেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কৌকুসাবীর রাজকুলোদ্ভূত ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার যেরূপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বর্দ্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চার স্থান—রামপুরের টোলে পাঠাইয়া দেন; তথাকার হিতকর সংসর্গে কবির কলহ-প্রিয়তার

ঘনরামের জীবনী।

অনেকটা দমন হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শৈশবেই কবিতা-দেবীর কৃপাকটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল; গুরু তাঁহার ভাবী যশঃ অঙ্গীকার করিয়া তরুণবয়সেই তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন— * "অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী—কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। চিন্তি তার রাজ্যোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজ ঘনরাম রসগান।" * শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম রচিত সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার ৪ পুত্র—রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। কয়েক বৎসর হইল, কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি, মোট শ্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭ :—

তাঁহার কৃত ধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচনা।

১ম সর্গ, স্থাপন-পালা, শ্লোকসংখ্যা ২৬৭; ২য় সর্গ, ঢেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক; ৩য় সর্গ, রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক; ৪র্থ সর্গ, হরিশ্চন্দ্র পালা, ২৬০ শ্লোক; ৫ম সর্গ, শালেভর পালা, ২৯৭ শ্লোক; ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের জন্মপালা ৩১৫ শ্লোক; ৭ম সর্গ, আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক; ৮ম সর্গ, ফলকনির্ম্মাণপালা, ৩১৭ শ্লোক; ৯ম সর্গ, গৌড়-যাত্রার পালা, ৪০৭ শ্লোক; ১০ম সর্গ, কামদল বধ, ৩৫০ শ্লোক; ১১শ সর্গ, জামাতি পালা, ৩২৭ শ্লোক; ১২শ সর্গ, গোলাহাটপালা, ৪৯৪ শ্লোক; ১৩শ সর্গ, হস্তিবধপালা, ৫১৮ শ্লোক; ১৪শ সর্গ, কাঙুরযাত্রা পালা, ৩৫৯ শ্লোক; ১৫শ সর্গ, কামরূপ যুদ্ধপালা, ৪১৪ শ্লোক; ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৬০৭ শ্লোক; ১৭শ সর্গ, কানড়ার বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক; ১৮শ সর্গ, মায়ামুণ্ড পালা, ৪৬৫ শ্লোক; ১৯শ সর্গ, ইছাইবধ পালা, ৫৩৫ শ্লোক; ২০শ সর্গ, বাদল পালা, ২৮১ শ্লোক; ২১শ সর্গ, পশ্চিম উদয় আরম্ভ, ১৭৬ শ্লোক; ২২শ সর্গ, জাগরণ পালা, ১০৩১ শ্লোক; ২৩শ সর্গ, পশ্চিম উদয়, ৩৩০ শ্লোক; ২৪শ সর্গ, স্বর্গারোহণ পালা, ৩৬৪ শ্লোক।

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট্ দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জয়ী; ব্যাঘ্র, হস্তী ও ক্ষিপ্ত অশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন—তাঁহার বাহুবল অমিত; স্বীয় মাতুল মহামদের

দুরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, তিনি দেবানুগৃহীত ; অজেয় ইছাইঘোষকে জয় করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ নাই ; স্বীয় অঙ্গগুলির এক একটি ছেদন করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তিনি কঠোর তপস্বী। এতদ্ব্যতীত মৃত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান করিয়াছেন, নানা অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই ; বিচ্ছিন্ন উপকরণ-রাশি পড়িয়া আছে, যে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের সময় হনুমান আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন ; চণ্ডী আসিয়া তাঁহার শরীরের মশক তাড়াইতেছেন, সুতরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যের আদ্যন্ত ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোনস্থলে তাঁহার চক্ষুকোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টপ্ টপ্ শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ুবেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহুতভাবে জাগিয়া উঠে ; ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির শব্দের ন্যায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে। উহা পড়িতে একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে দূর দূরান্তরের কি কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং ঘুমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামাবাদ্য এই নিদ্রাপ্রবণতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়। নিম্নে বীররসের একটু নমুনা দিতেছি :— * "মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ, দুদলে করে হানাহানি॥ রঙ্গিণী রণজয়ী দুন্দভি বাজই, ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা॥ রাজপুত মজবুত, যৈছন যমদূত, সমযুথ যুঝে খানসামা॥ দাদালিয়া দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিষে দানদকে। ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দাসগণ ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে

একাকার ধূম। দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম ॥ ঝাকতা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে, লাখে লাখে বরিষে তীর। সামালিয়া হানিতে, গজবাজি সহিতে সমরে শিফায়ের শির ॥ করিয়া তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন, দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে। সমরে সেনাগণ, সংহারে যৈছন, ক্ষুধিত সর্পে ॥" ১৭শ সর্গ। * বীরের পর বীভৎস রস—* "পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি ॥ ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি ॥ কেহ কিনে কেহ বেচে, কেহ ধরে তুলে। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল ॥ রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা। বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা ॥ মনোরম মানুষের মাথায় লয়ে ঘি। যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি ॥ খর্পর পূরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা ॥ কাঁচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে ॥ দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়া। মোয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়া ॥ হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে। লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাসে ॥ পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট ॥ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা ॥ হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা ॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপুটে সম্মুখে ধুমশী করে স্তুতি ॥"—১৭শ সর্গ। * করুণরসের বড় অভাব; তবে মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রুপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে, যথা— * "শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে। নিশায় নিধন রণে, পিতামাতা বন্ধুগণে, দেখিতে না পেনু শেষকালে ॥ গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিহ মোর যেখানে জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ুরার হাত দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী। তারে মোর মায়ের হাতে হাতে। সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রেখ সাথে সাথে ॥ শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাপের ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো। রণে অকাতর হয়ে শত্রুশির সংহারিয়া, সম্মুখ সমরে শাকা মলো ॥ কাণের কুণ্ডল ধর, শিঙ্গাদার তুমি পর, ছুরী তীরে ভুষ বীরগণে। শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে জলাধার, বহে লোহ শাকার নয়নে ॥ কেঁদে কহে পুনর্ব্বার, অপরাধ অভাগার, খণ্ডাইতে মা বাপের পায়। প্রণতি অসংখ্যবার, দেখা নাহি হলো আর, অল্পকালে অভাগা বিদায় ॥ মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল, মুখে না বলিনু রাম নাম ॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা, জনক জননী সেবা, না করিনু বিধি হৈল বাম॥”—২২শ অধ্যায়।[১]

এই পুস্তকের সর্ব্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ। বৌদ্ধভাব শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে, আর তাহার পরিচয় পাওয়ার সুবিধা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানের পুঞ্জীভূত ধূম্রপটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে স্বানুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটিও বলিবার অবকাশ পান নাই। একমাত্র কর্পূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নকসা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

কর্পূর।

কর্পূর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে; ব্যাঘ্র কুম্ভীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্ব্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভালবাসে, নিজকে তাহা অপেক্ষা অনেক ভালবাসে, “আত্মার্থং পৃথিবীং ত্যজেৎ”—চাণক্যের এই সুবর্ণ নীতি সে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠান করিতে ক্রটি করে নাই। বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে এবং যখন উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথ্যা বলিয়াছে; লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কর্পূর অভ্যস্তভাবে পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কর্পূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল—* “কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা। কালি কোথা ছিলে ভাই কিবা দশা॥ কর্পূর বলেন যবে বন্দী হলে ভাই। রাতারাতি গেছিনু ধাওয়া ধাই॥ রাজার আদ্দানা করি জামতি লুঠিতে। লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥ পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই। লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥” *

উপসংহারে বক্তব্য ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এত বিরাট্ ও এত একঘেয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।

সহদেব চক্রবর্ত্তী

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের পর সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন; সহদেব চক্রবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; বাং ১১৪১ (১৭৪০ খৃঃ) সালের ৪ঠা চৈত্র। কবি কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ

১. শিঙ্গাদার ও শাকা দুই ভাই, ময়ূরা শাকার স্ত্রী।

করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করা আরম্ভ করেন। স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের চিরাভ্যস্ত ঘটনা, লেখনীর কণ্ডুয়ন চরিতার্থ করার পক্ষে এক অদ্বিতীয় অবলম্বন, সুতরাং সহদেব কবি যখন * "দয়া কৈলে কালুরায় স্বপনে শিখালে যারে গীত" * বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন, তখন আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত হই নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্ত্র। নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি একেবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হরপার্ব্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে কালুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের 'ধর্ম্মদ্বেষ' প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচিত হইবে; এই পুস্তকে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির জাতির নির্য্যাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

লুপ্ত বৌদ্ধ-তত্ত্বের আভাষ।

যাহা হউক কবি এই 'ধর্ম্মদেবে'র প্রচার উপলক্ষ্যে হিন্দু দেবদেবীগণের বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মসজিদ রচিত হইতে দেখিয়াছি,—এখন হিন্দু মন্দিরের উপকরণ অনুসন্ধানকালে বৌদ্ধ-মঠের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া কেন আশ্চর্য্যান্বিত হইব? এমন কি জগন্নাথ বিগ্রহের বৌদ্ধ উপাদান এখন একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে, অথচ তিনি হিন্দুর পূজ্য থাকিবেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দুপুরোহিতগণের কক্ষতল হইতে এই পুঁথি স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই, তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল স্থানবিশেষে কবিত্বময়ঃ—গ্রাম্য ভাষা কোন কোন স্থলে মর্ম্মস্পর্শ করিবার উপযোগিনী হইয়াছে. নিম্নে একটি ভক্তিসূচক পদ উদ্ধৃত হইল:—

সহদেবের কবিত্ব।

"শরণ লইনু, জগৎজননী ও রাঙ্গাচরণে তোর। ভব জলধিতে, অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর॥ দুগ্ধকণ্ঠ শিশু দোষ করে যবে, রোষ না করয়ে মায়॥ যদি বা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥ হরিহর ব্রহ্মা, যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি। বিপদ সাগরে, তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি॥"

কদলীপাটনের স্ফুরন্তযৌবনা সুন্দরীগণ যখন এক সঙ্গে বিলোল কটাক্ষ সন্ধান করিয়া নানাবিধ কামকলাপূর্ণ ভঙ্গীতে মীননাথ সাধুর সন্ন্যাসভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রবোধ বাক্যগুলিতে প্রকৃত যোগজীবনের নিবৃত্তিসূচক শান্তি প্রকটিত হইয়াছিল। সেই অংশটি শান্ত মলয়-লহরীর মত সাংসারিক লোকের ইন্দ্রিয় ঝটিকায় বিধ্বস্ত চিত্তের উপর বহিয়া যাইবার কথা; কিন্তু মীননাথ সুন্দরীদের নিক্ষিপ্ত জালে মীনের ন্যায়ই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি যোগভগ্ন, ইন্দ্রিয়বিমূঢ় এবং পরিশেষে ইতরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কয়েকটি প্রহেলিকার মত কবিতায় তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার করিলেন; সেই প্রহেলিকার ভাষা গ্রাম্য, কথা অসংলগ্ন, কিন্তু উহা আমাদের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে। গ্রাম্য কৃষকের ভাষা; অথচ তাহার উন্নত নীতি প্রকৃত সাধুমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতের ন্যায় উপাদেয়। এখনও পল্লীগাঁয়ে এইরূপ দুই একটি সাধু পাওয়া যায়, তাঁহারা উচ্চশিক্ষার অভিমান মনে বহন করিয়া গৌরব করেন না, কিন্তু পর্য্যাপ্তরূপে অভ্যস্ত বহুদর্শিতা হইতে চয়িত উচ্চনীতি দ্বারা তাঁহাদের জীবন পরিশোভিত। সেই উপদেশ লোভে দলে দলে লোক সাধুকে ঘেরিয়া বসিয়া পূজার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করে—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দৃশ্যে 'গাঁজাখোরের প্রতিপত্তি' এবং 'অজ্ঞলোকের বিশ্বাস' ভাবিয়া স্বীয় অন্তঃ-সারশূন্য অভিমানাশ্রয়ে প্রীত থাকেন। গোরক্ষনাথ-কথিত সেই প্রহেলিকাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটু বিদ্বেষের ঝাঁজ আছে;—কিন্তু তজ্জন্য আমাদের কবি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাধু কবীর অধিক পরিমাণে দায়ী। প্রহেলিকাটিতে অসম্ভব সম্ভব হওয়ায় বিস্ময় ও কতকগুলি অস্পষ্ট উদ্বোধনাসূচক বাক্য আছে। কবি ভণিতায় লিখিয়াছেন, এই সকল কথা দেহতত্ত্ব-বিষয়ক। মীননাথের মত জ্ঞানের গৌরীশঙ্কর, সাধনার সমুদ্র যোগী পুরুষ যে অতি তুচ্ছ রমণীগণের জালে পড়িবেন, ইহা অসম্ভব। বোধ হয় এই কথাটা বুঝাইবার জন্য সেই সকল তত্ত্ব কথার অবতারণা করা হইয়াছে।

"গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে, সিন্ধু উথলিল পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে॥

হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিলা নোড়াতে কোন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমুড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল
ছেলে চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু
কাঁকড়া ধরিল কাঁচি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল,
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
আগে নৌকা উড়িল. পশ্চাৎ পুড়িল,
মাঝে মাঝে উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে, জলবিন্দু নাই,
ডুবিল দেউল চূড়া॥
বাঘে বলদে, হাল জুড়িনু,
কর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর, হুড়া ঝাড়ি গেল,
মূষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে শোলের পানা,
সায়চান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে, কই মৎস্য মুড়লি,
পঙ্গু পলই লয়া ধায়॥
মধ্যসমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু,
সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল,
হরিণী পালায় লাখে লাখ॥
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু,
আঁধার হইল পুরী।

সহদেব গায়, ভাবি কালুরায়,
শরীর বর্ণন চাতুরী ॥"

এই হেঁয়ালিটি প্রাচীন গোরক্ষ-বিজয়ের একটি কবিতার নব সংস্করণ মাত্র।[১]

অনুবাদ শাখা

ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি

খ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি

ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ। কবিকঙ্কণের পর বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা যেন শতাব্দীকাল নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কৃতের অতুল ঐশ্বর্য্য বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল।

বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব।

তাঁহারা যে সুধাময় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সাহিত্য-বিপণি প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন—তাহা যেন কতদিনের জন্য ক্ষান্ত হইয়া পড়িল। প্রায় এক শতাব্দীর জন্য গীতি-কবিতার উপর পটক্ষেপ হইল,—সংস্কৃত শাস্ত্র অনূদিত করিয়া ভাষা সংস্কার করা লেখকবর্গের লক্ষ্য হইল। খনার বচনে, গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদের গানে আমরা সংস্কৃতের কোন চিহ্ন পাই নাই; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান নিজের ভাষায় গাহিয়াছেন; চণ্ডীদাস, পক্কবিম্ব ও স্ফুরিত কদম্বের বড় ধার ধারেন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের প্রভা পতিত হইয়াছে, দুই এক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের দান সোনার হারের ন্যায় শোভা পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা কবিতার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে। কবিকঙ্কণ স্বভাবের প্রতি স্থির-লক্ষ্য হইয়াও দুইএক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রত্ন আনিয়া

১. সম্প্রতি ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টের কাব্যের একটি অংশ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয়ের দ্বারা সবিস্তার ভূমিকা সহ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এই কাব্যের নাম শ্রীধর্ম্মপুরাণ। বসন্তবাবু অনুমান করেন—প্রথম ধর্ম্ম পালের পুত্র দেব পালের সময় লাউসেন বিদ্যমান ছিলেন। ময়নাগড়ের রাজা কর্ণ সেনের পুত্র লাউ সেনই এই সকল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক। ময়ূরভট্ট লাউ সেনের পৌত্র ধর্ম্ম সেনের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। লাউ সেনের পুত্রের নাম চিত্র সেন। চিত্র সেনের পুত্র ধর্ম্ম সেন স্থাপিত ধর্ম্ম-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন ময়ূরভট্ট। এই কাব্যে লাউ সেনের বংশাবলীটিও পাওয়া যাইতেছে:—ইঁহারা ক্ষত্রিয়, ময়নাগড়ের রাজা। কনক সেনের পুত্র, কর্ণ সেনের পুত্র লাউ সেন; লাউ সেনের পুত্র চিত্র সেন ও তৎপুত্র ধর্ম্ম সেন (ময়ূরভট্টের সমসাময়িক)।

নিজের কবিতায় যোজনা করিয়াছেন,—যথা— * "অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দহে যেন দংশে ভুজঙ্গ॥" * ইহা জয়দেবের— * "স্বরসমস্থণমপি মলয়জ-পঙ্কং। পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥" * পদের অনুবাদ; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের দুই একটি ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত ভৃত্যের ন্যায়ই চলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল, ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন।

বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃতের উপমা।

সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনীগুলি ভূতাশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিযুগের মানুষগুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এখন এদেশে 'আজানুলম্বিতবাহু' অদৃশ্য, নগ্নতা আবরণের চেষ্টায় বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন "লম্বোদর" ও "নাভি সুগভীর" আর লোকলোচনের আনন্দদায়ক হয় না; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন কুরঙ্গ, মাতঙ্গের নৈসর্গিক ক্রীড়া সর্ব্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,—তাহা ভাল বোধ হইত,—মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব মিলাইয়া মনে মনে প্রীত হইত, এখন সে সকল বিশাল অরণ্য কোথায়? আর কুরঙ্গীর বিলোলকটাক্ষই বা কোথায়? শীর্ণকায় হস্তিগুলি মাহুতের অঙ্কুশের ভয়ে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া রুচিরও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরম্ভার উপমায় মন তৃপ্ত হয় না,—সুতরাং সত্যযুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করার দোষে কবিগণ স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন; উপমাগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া নরনারীর রূপ-বর্ণনা ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল। এই সময় কবিগণ যে সকল সুন্দর ও সুন্দরীগণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যা-ঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাঁহাকে রূপসী জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গসাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শীরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, ভাবের দুর্গতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইতে চলিল।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল—কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা হাস্যাস্পদ হইয়াছে,—আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব।

এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট্ অনুবাদচেষ্টায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল—তাহারা একরূপ নগণ্য; আমরা বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকলগুলি উল্লেখ করিতে পারিব না এবং সকলগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথমতঃ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া পরে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাঁটি অনুবাদ নহে। কবিগণ পুরাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজেদের কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

সংস্কৃতের অনুবাদ।

১। প্রহ্লাদচরিত্র,—দ্বিজকংসারি প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ২২৪। হস্তলিপি (১৭০২ শক) ১৭৮০ খৃ. অব্দ।

২। পরীক্ষিৎসংবাদ—এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্পপূর্ণ, শুকদেব পরীক্ষিৎকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না। শ্লোকসংখ্যা ৮০০; শ্রীরামধন দেবশর্ম্মার হস্তাক্ষর (১৭৩৮ শক) ১৮১৬ খৃ. অব্দ।

৩। নৈষধ—লোকনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণেব বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও সর্ব্বশেষ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে; মোট শ্লোকসংখ্যা ১৪৪০; লেখক শ্রীমাঝিকাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন) ১৭৬৮ খৃ.।

৪। ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান—দ্বিজমুকুন্দ প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ৬৯০; (১১৮৪ সন) ১৭৭৮ খৃ. অব্দ।

৫। দণ্ডীপর্ব্ব—রাজারাম দত্ত প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ১৫০০; লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ, হস্তলিপি (১৭০৭ শক) ১৮০৯ খৃ.।

৬। নলদময়ন্তী—মধুসূদন নাপিত প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ২১২৪; লেখক শ্রীগৌরকিশোর ধর, হস্তলিপি (১৭৩১ শক) ১৮০৯ খৃ.।

৭। হরিবংশ—দ্বিজ ভবানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, শ্লোকসংখ্যা ৩১৬৮ লেখক শ্রীভাগ্যবন্ত ধুপী, হস্তলিপি (বাং ১১৮০ সন) ১৭৮৩ খৃ. অব্দ।

৮। ক্রিয়াযোগসার—পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীঅনন্তরামশর্ম্মা, শ্লোকসংখ্যা ১০৫০। লেখক শ্রীরাঘবেন্দ্র রাজা; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক) ১৭৩১ খৃ. অব্দ।

এই পুস্তকগুলি আমার নিকট কতকদিনের জন্য ছিল। ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকলগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ-উপাখ্যান, সুধন্বা-বধ, ধ্রুব-উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহাদের প্রায় সকলগুলির রচনাই একরূপ। রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে কোমল কবিত্বনিক্কণে মৃদুমন্দ মুখরিত। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও উপমারাশি বহুল পরিমাণে আমদানি করিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কাশীদাসের রচনায় যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পুস্তকগুলিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই সকল গুণ লক্ষিত হইবে। এই অগণ্য পুস্তকরাশির সুশৃঙ্খল খদ্যোত-দীপ্তি নিবিড় সাহিত্য-ইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের আভাস দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদাসের প্রতিভার সন্নিহিত হইয়া পড়ি। পুঁথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা উচিত, নিম্নে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি;—

অনুবাদ গ্রন্থ সমালোচনা।

(১) প্রহ্লাদের স্তব—"ধ্যান করিয়া প্রহ্লাদ বলে উচ্চৈস্বরে। চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া যে শ্যামরূপ ধরে॥ কিরীট কুণ্ডল হার বসন সুন্দর। বিজলীমণ্ডিত যেন নব জলধর॥ পীতবাস পরিধান চরণে নূপুর। পদনখদীপ্তি কোটি চন্দ্র করে দূর॥ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম করে। অঙ্গেতে কৌস্তুভমণি মহা দীপ্তি ধরে॥"—প্রহ্লাদচরিত্র, বে. গ. পুঁথি, ৯ পত্র।

(২) পরশুরামের বর্ণনা—"হেনকালে আসিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব জিনি নির্ভয় শরীর॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোণ অতি মনোহর॥ টোণের ভিতর বাণ জ্বলদগ্নি যেন। এক এক শর মুখে যেন কালযম॥ সুবর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে তেজ ক্ষরিত॥ লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটি। রঘুনাথে দেখি করে হাস্য খটখটি॥"—পরীক্ষিত-সংবাদ, বে. গ. পুঁথি, ২৩ পত্র।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আমি ব্যাধিরূপ হৈয়া দেই দুঃখ ভোগ। আমি ঔষধ হৈয়া খণ্ডাব সেই রোগ। আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিবানিশি॥ আমি পণ্ডিতরূপ আমি মূর্খসম। আমি সে সকল করি উত্তম অধম॥ আমার নাশ নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমারই প্রকাশ॥"—পরীক্ষিৎসংবাদ, ১৪ পত্র।

এইরূপ ভাব বাঙ্গালীর পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়—ইহা উন্নত অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা ; যে শুভাশুভ ব্যাখ্যা করিতে অন্যান্য ধর্ম্মে শুভ ঈশ্বরের সঙ্গে পাপ-স্রষ্টা অপর এক ঈশ্বর কল্পিত, সেই শুভাশুভ বোধ আমাদের ভ্রান্তির উৎপত্তি ; শুভ এবং অশুভ মায়াশ্রিত অনন্ত পুরুষের ব্যাপক মহিমার প্রসার ; মূর্খ, পণ্ডিত, রোগ ও ঔষধ ইঙ্গিতে এক অন্যকে দেখাইতেছে, ইহারা একই অবয়বের দুই ভিন্ন দিক মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটিই তাঁহা ছাড়া নহে। হিন্দুস্থানের পল্লীবাসিগণ পৌত্তলিক, কিন্তু উন্নত বেদান্ত ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রাহী।

কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পূর্ব্ব তত্ত্বও পাওয়া যায়। সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত উপমার দিকে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। লোকনাথ দত্তের নৈষধ ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য ; মনোনিবেশ পূর্ব্বক লোকনাথ দত্তের রচনা পাঠ করিলে ইঁহাকে 'ক্ষুদ্র ভারতচন্দ্র' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে, দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

লোকনাথ দত্ত।

"দেখিয়া সুরঙ্গ তার ওষ্ঠাধর। অরুণ আকৃতি সূর্য্য হৈতে সমসর॥ দূরে থাকি কুসুম বাঁধুলি বিম্বফল। অপমানে বলে মোর সুরঙ্গ বিফল। দেখিয়া চিন্তিত তার দশনের কান্তি। সমুদ্রে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি॥ তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া মনোহর। আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল॥ দেখিয়া সুচারু তান দিব্য কেশপাশ। চামরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ॥ সীমন্ত বিচিত্র তার দেখিয়া অদ্ভুত। ঘন ঘন গগনেতে লুকায় বিদ্যুৎ॥ দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভান্বিত। সমুদ্রেতে গেল হংস হইয়া লজ্জিত॥ কঠিন তার পীন পয়োধর। দূরে থাকি হেরিলেক সুমেরু মন্দর॥"—নৈষধ, বে.গ. পুঁথি, ৪০ পত্র।

কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি কবি গাহিয়া রাখিয়াছিলেন—"করবী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ। হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতিভয়ে গজ বনবাস॥ ভুজভয়ে কমল মৃণাল পঙ্কে রহুঁ। কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে॥"

কল্পনার এই অতিরঞ্জন বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল। এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উক্তরূপ নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; নলদময়ন্তীলেখক মধুসূদন নাপিত দময়ন্তীর কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদাবৃত সুন্দর সিন্দূরের উপমা দিয়াছেন,— * "রাহু জিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে।" *

মধুসূদন নাপিত রচিত 'নলদময়ন্তী' কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি; এই নরসুন্দর কবি স্বীয় পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন— * "ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব। যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব॥ তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়। পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয়॥ তাহার তনয় শিষ্য শ্রীমধুসূদন। শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লসিত মন॥" * সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য লিখিয়া লব্ধযশাঃ হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী; নাপিত কবি বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতকার্য্যতায় কেহ বিদ্রূপ করিতে সুবিধা পাইবে না, স্বভাববর্ণনার এইরূপ— * "কতদূরে গিয়ে দেখে রম্য একস্থান। দিব্য সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান। তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত॥ কোকিলের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য। ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত॥ পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়। স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয়॥ ছায়া, বারি, শীতল, পবন মনোহর। নদীতীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর॥ আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর। চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর॥ হংসে মৃণাল তুলি যাচে হংসিনীকে। উড়ে পড়ে চকোরী চকোর ডাকে॥" * এই কবির পুঁথিতে দুই একটি স্থলে আমরা লোকনাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি।

নাপিত কবি।

দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই—দুর্ব্বাসার শাপে উর্ব্বশী অপ্সরা পৃথিবীতে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদা অবন্তির রাজা দণ্ডী শিকার করিতে যাইয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈন্যসামন্ত ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদূরে গেলে নির্জ্জনে ঘোটকী অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি ধারণ করে, রাজা তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন; ঘোটকী কামরূপিণী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া জানান, তাঁহার অধীনস্থ অবন্তিরাজ খুব সুন্দরী একটি ঘোটকী পাইয়া-

দণ্ডী পর্ব্ব।

ছেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান, তিনি সিংহাসন এবং রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী ছাড়িতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল ; দণ্ডী সহায় খুঁজিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিলেন। বিভীষণ, বাসুকি, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং ক্ষুব্ধমনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্ডী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন ; এই গঙ্গার ঘাটে সুভদ্রাদেবী স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্য জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার জন্য অনুরোধ করেন ; ভীমসেন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখন বড় একটা গোল বাধিয়া গেল ; সুহৃদ্ বন্ধুগণ সকলে আসিয়া ভীমসেনকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিতে লাগিল, * "সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অল্প জ্ঞান।"— * কিন্তু ভীম যে ভ্রূকুটি করিয়াছিল, সে ভ্রূকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না। বিষম-যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব কৌরব একত্র হইল,—এই সুহৃদ্ চমূপরিবৃত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত আশ্রয়কারী ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজার্হ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়—কাব্যের সহজ সুন্দর বর্ণনারাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বীর মহিমার চালচিত্রের ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদূর যুদ্ধ হইয়া আর যুদ্ধ হইল না ; যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী শাপান্তে অপ্সরা হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। 'আর কেন ?'—ভাবিয়া দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

আমরা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের লেখক। উঁহাদের মধ্যে একমাত্র অনন্তরাম দত্ত (ক্রিয়াযোগসার-প্রণেতা) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহার সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না। উহাতে জানা যায়, কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবি-দুর্ল্লভ ; কবি-দুর্ল্লভের তিন পুত্র, রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি 'বিশারদ' উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের শরণ লইয়া 'ক্রিয়াযোগসার' লিখিয়াছেন। এই আত্মবিবরণের পর 'ক্রিয়াযোগসার' পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিকা

অনন্তরাম দত্ত।

আছে ; তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দ্রের তক্ত হইতে কুবেরের ভাণ্ডার এবং মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের কায়েমি স্বর্ত জন্মিবে।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ-সঙ্কলনকারীর বিষয় উল্লেখ করিব। অনুবাদসম্পাদক রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ; কাশীতে ইঁহার স্মৃতি-জ্ঞাপক জয়নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান। ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কাশীবাসকালে কাশীখণ্ডের তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দ-সমাহারে সুপাঠ্য। পুস্তকের শেষে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

কবি জয়নারা

"কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর। কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর॥ মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥ মিত্র[1] শতচৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে। 'শূদ্রমণি' কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী। শ্রীযুক্ত নৃসিংদেব রায়াগত কাশী॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা। প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥ শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ। ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥ তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া। মুখুয্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥ রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥ এইমতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে॥ বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হৈল তবে॥ ভাদ্রমাসে মুখুয্যা গেলেন নিজবাটী। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী। পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে যায়। বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥ পচত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা। বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা॥ কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ। এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥ পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥ যদ্যপি নয়নদুটি দৈবযোগে অন্ধ। তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥ ইষ্ট নিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী মর্ম্ম॥ লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর। গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান। তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥ নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন। ছয়মাসে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন॥ ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত। পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥ তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান্। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।

১. মিত্র অর্থ ১৭।

রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার ॥[১] ঘোষালবংশের রাজা জয়নারায়ণ। এইখানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ॥ তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া॥ সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিসী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী॥"

এই অনুবাদ সঙ্কলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন, ইহা এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না হইতে পারে। রাজা জয়নারায়ণের সাহায্যকারী নৃসিংহদেব একজন কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কয়েকটি সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত আমরা দেখিয়াছি। নৃসিংহদেবের সন্তানগণ এখন হুগলী বাঁশবাড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। উদ্ধৃত অংশ-দৃষ্টে বোধ হয়, নৃসিংহদেব অনুবাদককার্য্যে মহারাজকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের সর্ব্বত্র জয়নারায়ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডের অনুবাদ ১১,২০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায় শেষে প্রাচীনরীতি অনুসারে একটি প্রহেলিকার সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

নৃসিংহদেবের সাহায্য, কাশীখণ্ডের অনুবাদ।

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে পুস্তকশেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজাবাহাদুরের লিপিকৌশল—তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে;— কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজেলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউএন সাঙের কুশীনগর এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রখানি এক স্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে।

কবি গঙ্গার অর্দ্ধ গোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবে স্থিত কাশীকে মহাদেবের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে অসি-ঘাট, পরেশনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট, নারদ পাড়ের ঘাট, প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠনপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদপূর্ণ জনশ্রুতির উল্লেখ আছে। তৎপরে

কাশীর চিত্র।

১. অপর একখানি পুঁথিতে ইহার এই দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে :—
"নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ। প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তাহা যথার্থ বর্ণন।

পোস্তাগুলি, তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। সূচিপত্রের সঙ্গে দুই একটি কৌতুকোদ্দীপক কথা থাকিলে তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজাবাহাদুরের রচনারও ইহাই গুণ; পোস্তাগুলির মধ্যে—* "মীরের পোস্তাকে সর্ব্বপ্রধান গণিব॥ উর্দ্ধে ষষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশত প্রমাণ। যেমন পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু প্রধান॥" * পোস্তাগুলির পরে "ঘাটিয়া" ব্রাহ্মণদিগের কথা; স্নানান্তে লোকসমূহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্দ্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী ইহাদের "যজমান্ অ" হইয়া বসেন। তৎপরে অট্টালিকাগুলির বর্ণনা; দ্বিতল, ত্রিতল, ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু— * "কদাচিত ছয়তলা সাততলা সাজে।" * শ্রীমাধব রায়ের কাশীর সর্ব্বোচ্চ মন্দির চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত উচ্চ, ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,— * "সুমেরুর দুই শৃঙ্গে যেমত প্রকাশ। মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ॥ তাহার উপর যদি কোন জন যায়। সেই সে কাশীর শোভা দেখিবারে পায়॥" * এই ধারারা দুঃখী ও নিরাশাগ্রস্তের শেষ উপায় ছিল,— তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়া মরিত। রাজা বাহাদুরের কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে; এক ব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত সেই ধারারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়িযুগ্ম সেই স্থানে যাপন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে। কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বদা মরা যায় না, * "অন্য একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হৈতে তরুপরে পড়ি॥ তরুডাল সহ পুনঃ হইয়া ভূমিষ্ঠ। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট॥" * এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য্য করেন, পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সম্পন্ন করিতেন—* "মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা। দিনকর হিমকর করহীন তথা॥ একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপ শিখা করে সবে নিজ্ খিড়কীতে॥" *

কবি অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্ব্বত্র উৎসুক-নেত্র পথিকের ন্যায় সরলভাবে ভালমন্দ কথার উল্লেখ করিয়া যাওয়ায় চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস্যরসোজ্জ্বল হইয়াছে— * "লামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপটে॥ সদাগরী মহাজন ব্যবসা সবার। এক এক জনার বাড়ী পর্ব্বত আকার॥" * "ভণ্ডপাণ্ডাদের * "কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী॥" * সেই রাজধানীতে বেদীর উপর স্থিত

* "শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি যেন রাজরাজেশ্বর ॥" * তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে ; ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ—এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের মত এবং আখ্যায়িকার সর্ব্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচাগলিতে সেই সময়ে সর্ব্বদা হত্যাকাণ্ড হইত— " "এই মত প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্দ্ব। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত স্কন্ধ ॥ * শিল্পকারগণ কি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিকা আছে ; জোলাগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, গুদড়—তাসের উপর ধনুকপাটা ও জরিমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও * "দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মূল্যের নির্ণয়" * কিন্তু * "সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে। শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে ॥" * নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণ দ্বারা অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নাট্যশালার ন্যায় বিচিত্র শোভা উদ্ঘাটক ; তখন অহল্যাবাইয়ের মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে ; পাষাণের খোদগারি ফুল, ফল, লতা ও দক্ষিণদেশস্থ মর্ম্মরের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে— * "কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল কাতর ॥" * ইহার পরে বিষ্ণু মহাদেব মহারাটার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ,—বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্রতানুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নানাদির পরে রূপবর্ণনা— * "গণ্ডারের চুড়ি কারু কনকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥ কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলী দলে বিহরে নাগিনী ॥" * তাহাদের নোলকে— " "বড় দুই মুক্ত মাঝে চুনি শোভা করে। যেমত দাড়িম্ব বীজ শুক চঞ্চু ধরে ॥" * কিন্তু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে। কবির চিত্তে যেন একটুকু অসংযম আসিয়া পড়িয়াছিল— * "কারু উরঃদেশে মুক্তামালার দোলানী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী ॥" * "কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন— * "এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অন্যভাব মনেতে নহিবে ॥" * ইহার পক্ষে কাশীবাসী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোৎসব, বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বর্ণিত আছে। "তুলসী-বিবাহ" সেই সময়ে কাশীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল—রামলীলা, দুর্গালীলা, প্রভৃতি যাত্রা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত।

কাশীখণ্ডের যে পুঁথিখানি আমার নিকট আছে, তাহা প্রেমানন্দের হস্তের লেখা। ইহার হাতের লেখা মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা ও পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াকৌশল; এই লেখার সর্ব্বত্রই 'ব' অক্ষরটি 'র' এর মত লিখিত হইয়াছে—ইহা মিথিলার ধরণে। প্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুঁথি আমার নিকট আছে—কাশীখণ্ডের হস্তলিপি ১৮০৯ খৃ. অব্দের। সর্ব্বশেষে প্রেমানন্দ নিজ রচিত দুইটি গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য-মাখা দুর্গা বন্দনা। এই পুঁথি দেখিয়া সাহিত্য পরিষদ্ কাশীখণ্ড মুদ্রিত করিয়াছেন।

কাশীখণ্ডের পুঁথি

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে কবি জয়নারায়ণের জীবন কাহিনী বিবৃত করিব; কবির পূর্ব্বপুরুষগণের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—১। যদুনাথ পাঠক, ২। গোপীকান্ত, ৩। রামকৃষ্ণ, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। বিষ্ণুদেব, ৬। কন্দর্প। কন্দর্পের ৩ পুত্র,—১। কৃষ্ণচন্দ্র, ২। গোকুলচন্দ্র, ৩। রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। গোকুলচন্দ্রের ৫ পুত্র,—১। বৃন্দাবনচন্দ্র, ২। রামনারায়ণ, ৩। হরিনারায়ণ, ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৫। গঙ্গানারায়ণ। এই পঞ্চ পুত্রের কাহারও বংশ রক্ষিত হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল। যদুনাথ পাঠক "দেশাধিপ" হইতে গোবিন্দপুর, গড়্যা, বেহালা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র রাজা কাশীশঙ্কর ঘোষাল তাঁহার পিতৃদেবের জীবনাখ্যান উৎকীর্ণ করিয়া একখানি সুবৃহৎ তাম্রফলক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে জয়নারায়ণ ঘোষালের জীবনী অতি বিশদরূপে আখ্যাত হইয়াছে। এই তাম্রফলক হইতে জানা যায়, ১১৪৯ সালে ৩রা আশ্বিন জয়নারায়ণের জন্ম হয়; তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী, ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাং ১১১২ সনে জয়নারায়ণ মোবারেক উদ্দলার অধীনে একটি সম্মানিত পদ গ্রহণ করেন। তিনি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের বিশেষ প্রীতি-পাত্র হইয়াছিলেন, এবং জরিপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে সহায়তা করাতে, পদস্থ ইংরেজগণ সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ ইহাকে "মহারাজ" উপাধি দান করেন। "জয়নারায়ণ কলেজে"র কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কাশীতে দুর্গাকুণ্ডের নিকটে ইনি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "গুরুপ্রতিমা" প্রতিষ্ঠিত করেন। "গুরুকুণ্ডের পুকুর"ও রাজা জয়নারায়ণের ব্যয়ে খনিত। ১২০০ সনে ইনি কাশীতে

কবির পরিচয়।

"শ্রীকরুণানিধান" নামক কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৮ সালের ২১ কার্ত্তিক ৬৯ বৎসর বয়সে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রাণত্যাগ করেন।

কাশীখণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত, জয়নারায়ণপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাওয়া গিয়াছে।

১। শঙ্করী-সঙ্গীত, ২। ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা, ৩। জয়নারায়ণকল্পদ্রুম, ৪। করুণানিধানবিলাস। শেষোক্ত পুস্তকে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এই পুস্তকখানির নাম স্পষ্টতই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "করুণানিধান বিগ্রহের" নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। এ পুস্তকখানিতেও আমরা রাজকবির অভ্যস্ত বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাই। রঘুনাথ ভট্ট নামক জনৈক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনায় তাঁহাকে সাহায্য করেন,—ইহা গ্রন্থ-সূচনায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ১২২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই কাব্য রচনা আরব্ধ হয় এবং ১২২১ সালে ইহা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি স্বীয় অবস্থান্তর ও ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ে যে বৈরাগ্যের বীজ আছে, পরিণামে রাজার চিত্তে তাহাই বিকাশ পাইয়াছিল :—

কবির অপরাপর গ্রন্থ করুণানিধান-বিলাস।

"প্রথম বয়সে মন বিষয়েতে গেল।
মধ্যম বয়েসে শেষ রোগেতে ভুগিল॥
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল।
মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল॥

কবির একটি রচনায় আমরা আধুনিক ভূগোল বৃত্তান্তের সূচনা পাইয়া কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যাঁহারা "ত্রিকোণ ধরাতল" "বাসুকির শির সঞ্চালনের" ক্রীড়নক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের একজনের মুখে—

"দক্ষিণেতে এফরিকা সকলে জানিবে।
পূর্ব্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে॥"
"পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা, ধরা গোলাকার।"

প্রভৃতি বর্ত্তমান মানচিত্রের বিশুদ্ধ সংবাদ পাওয়ার আশা আমরা করি নাই। তার পর ধর্ম্মসম্বন্ধে কবি হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত অনুরাগ-পরায়ণ হইয়াও অপরাপর ধর্ম্মমতের সত্য অগ্রাহ্য করেন নাই;—তাঁহার আর একটি রচনা এইরূপ,—

"উত্তরেতে লামাগুরু নানক পশ্চিমে।
রামশরণ নাম এক হবে পূর্ব্ব ধামে॥
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে।
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে॥"

যিশুকে আমাদের অবতারগুলির তালিকার অন্তর্ভূ'ত করিবার এই যে চেষ্টা— তাহা সনাতন কাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী এবং ইহার বিশেষত্ব।

(খ) রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ

রামায়ণ

আমরা কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত চৈতন্যমঙ্গলের মুখবন্ধে জয়ানন্দ-কবি কৃত্তিবাসের পাঁচালীর উল্লেখ করিয়াছেন। কবি-কঙ্কণ ইঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন— * "করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥" (অনুসন্ধান, ১৩০২, ২৬৫ পৃ.) * এবং পরবর্ত্তী বহু লেখক ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল। আমরা খুব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে তরণীসেনবধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূলবিষয়বহির্ভূ'ত প্রসঙ্গ পাই নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,— * "শ্রীরামচন্দ্রের ভগবতীপূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর-মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃ.); * সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,— কৃত্তিবাস-রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের খাতার সঙ্গে পরবর্ত্তী কবিগণ নানা পুরাণসঙ্কলিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন[১],—সর্ব্বশেষে

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা।

১. ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি কয়েকখানির উত্তরাকাণ্ডের মূলবহির্ভূ'ত অনেক প্রসঙ্গ,—যথা দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। তুলসীদাসকৃত হিন্দীরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার রহিয়াছে। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না। উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত এস্থানে বিচার্য্য নহে, কিন্তু ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি রচিত নহে, এতৎসম্বন্ধে তিনটি যুক্তি অকাট্য। সেই যুক্তি তিনটি এই :—

(ক) আদিকাণ্ডে বাল্মীকিমুনির প্রথানুসারে মহর্ষি নারদ রামায়ণাখ্যানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উত্তরকাণ্ডবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয় নাই—সেই সংক্ষিপ্ত

যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি—তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী 'জয়গোপালগণকে' প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অভিযুক্ত করিয়া ধৃত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই। কিছু পরে ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই ভক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অসুরগুলির প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিধৌত করিয়া তাহাদিগের রূপ সাত্ত্বিকভাবের স্নিগ্ধমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; সুতরাং জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভা নূতনরূপে গঠিত হইয়াছিল। কোন্ কোন্ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমরা কাহার প্রাপ্য যশোমাল্য কাহার কণ্ঠে দোলাইতেছি, কে বলিবে? শৈশবকালে আমরা বীরবাহুর স্তুতির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি, * "গজ স্কন্ধ হইতে বীর নেহালে শ্রীরাম। কপটে মনুষ্য দেহ দূর্ব্বাদল শ্যাম॥ চাঁচর চিকুর শোভে চৌরশ কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর। ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥ রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥ নারায়ণরূপ দেখি রাবণ কুমার। নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু অবতার॥ হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে॥ ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥ প্রণমহ রামচন্দ্র সংসারের সার। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু অবতার॥" * কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তির গন্ধচন্দনমাখা পুষ্পাঞ্জলি কাহার? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃত্তিবাস নহেন। অঙ্গদের রায়বারের উৎকৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক পংক্তিগুলি কৃত্তিবাসের নহে,

---

আখ্যানটিতে লঙ্কাকাণ্ডের বিবরণ অবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, রামায়ণের এই পূর্ব্বাভাসই বাল্মীকিপ্রণীত মহাকাব্যের মূল অবলম্বনীয় হইয়াছে।

(খ) লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে যে ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে, তদ্রূপ ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন কাণ্ডের শেষ করা হয় নাই, উক্ত উপসংহারটি ভাল করিয়া পড়িলে সেই স্থানেই যে রামায়ণ শেষ করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। লঙ্কাকাণ্ড অবধি যে কাব্য তাহাকে এস্থলে "আদি কাব্য" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, পরের কাব্য "উত্তর কাব্য" নামে পরিচিত হওয়া স্বাভাবিক।

(গ) যবদ্বীপে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরকাণ্ড নাই; উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ সে দেশে রামায়ণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয়। উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পরে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থের অন্তবর্ত্তী অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রমাণ আছে,—তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উত্তরকাণ্ডের অনুবাদগুলিতেও একটির সঙ্গে অন্যটির মিল দৃষ্ট হয় না।

—উহা 'কবিচন্দ্র' নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাযুক্ত। বটতলার রামায়ণে রামচন্দ্র সীতার জন্য যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সেভাবে লিখিয়া যান নাই। ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্তিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পারে—কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জ্জন দিতে হয়,—এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্বপ্ন-রাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায়;—দুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুলগুলি লইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে।

এখন দেখা যাইতেছে, বহুসংখ্যক পরবর্ত্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত নববস্ত্র পরাইয়া কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির সারল্য ও কবিতার অনাড়ম্বর মাধুর্য্য বর্ত্তমান-আকারগ্রস্ত রামায়ণেরও সর্ব্বত্র লীলা করিতেছে, যাঁহারা তাঁহার পুস্তকে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারও নিজ লেখা কৃত্তিবাসী সারল্যের ছাঁচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে পারিয়াছেন।

অপরাপর রামায়ণ-রচকগণ।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কৃত্তিবাসের পরে অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সমকক্ষতা-ইচ্ছুক কবিগণের কেহই আদি কবির যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই। কেবল যাঁহারা তাঁহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়া নিজের গা ঢাকা দিয়াছেন, তাঁহারা নামগোত্রশূন্য হইয়া আদিকবির নিকট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন।

কৃত্তিবাসের পরে চন্দ্রাবতী নাম্নী মহিলা একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাঁহার মৌলিকতা ও কবিত্বের বিশেষ উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। এই রামায়ণখানি কতকগুলি গানের সমষ্টি; ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ-বাসর, বর-অভিষেক এবং অপরাপর মঙ্গলোৎসবের সময় এই রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। চন্দ্রাবতী রচিত মনসাদেবীর গান, রামায়ণ-গীতি, মলুয়া ও কেনারাম প্রভৃতি কবিতা সমস্ত পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের পরিচিত নিজস্ব সম্পদ, মাঝিদের মুখে কৃষকের সুরে তাহা নদীতটে, শস্যক্ষেত্রে ও পল্লী-কুটীরে তুল্যরূপ প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রাবতী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্য-মণি স্বরূপ, ইঁহার প্রতিভা কিরীট বিজয়-দৃপ্ত। কিন্তু তাঁহার কবিতা অদ্যাপি খনির আঁধারে মণির ন্যায় লুকাইয়া

আছে। এপর্য্যন্ত এই মহিলা-কবির কাব্যের কথা কয়জনে জানেন? শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ইঁহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালীজাতির ধন্য-বাদপাত্র। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমার নিকটে আছে, মহিলা কবি পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতীর পিতা প্রাচীন সাহিত্যে একটি সম্মানার্হ পদ অধিকার করিয়া আছেন; তিনি সুপরিচিত কবি বংশীদাস; ইনি মনসাদেবীর ভাসান রচক-গণের মধ্যে একজন অতি প্রধান কবি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাইকোর্টের প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বংশীদাসের "মনসামঙ্গল" বৃহৎ ভূমিকাসহ প্রকাশ করিবার সময় বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম জানিতেন না। বটতলার প্রকাশকগণ বংশীদাসকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষোভের বিষয় নাই। কিন্তু দ্বারকাবাবু স্বয়ং ময়মনসিংহবাসী। ময়মনসিংহের অন্তর্গত একটা বৃহৎ প্রদেশ জুড়িয়া চন্দ্রাবতীর গীতিকা বনফুলের ন্যায় ছড়াইয়া আছে, দ্বারকাবাবু একটু চেষ্টা করিলেই তাহা জানিতে পারিতেন। বংশীদাস কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকৃত "মনসামঙ্গল" ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃ. অব্দে শেষ। মনসা-মঙ্গলে চন্দ্রাবতী ও তাঁহার প্রণয়ী জয়চন্দ্রের অনেক কবিতা আছে। বংশী স্বীয় কন্যার সাহায্যে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গল রচনার সময় চন্দ্রাবতীর বয়ঃক্রম অন্যূন ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে ১৪৭২ শকে অর্থাৎ ১৫৫০ খৃ. অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বংশীদাস,—বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের সমসাময়িক কবি এবং চন্দ্রাবতী বয়সে তরুণ হইলেও সেই সময়ে কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে বংশপরিচয় নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছিলেন :—

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥

ঘরে নাই ধান চালু চালে নাই ছাউনি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি ॥
বাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী ॥
সদাই মনসা-পদ পূজে ভক্তিভরে।
চালু কড়ি কিছু পান মনসার-বরে ॥
দূরিতে দরিদ্র দুঃখ দিলা উপদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিল আদেশ ॥
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোড়।
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব্ব দুঃখ দূর ॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার ॥
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি ॥

* * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায় ॥

* * *

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা ॥"

উদ্ধৃত কবিতার "যোড" শব্দের সঙ্গে "দূর" শব্দের মিল দেওয়া হইয়াছে। ইহা কবির দুষ্টপ্রয়োগ নহে। ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও "যোড়" শব্দ "যুড়" এইরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রাবতীর জীবন একটি বিয়োগান্ত কাব্য। ইনি পাটওয়ারী গ্রামে যে পাঠশালায় পড়িতেন, সেই পাঠশালায় জয়চন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণ বালকও পড়িতেন। বাল্যাবধি ইঁহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; ইঁহারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া কবিতা লিখিতেন, অতিক্রান্ত কৈশোরে বংশীদাসের অনুমতিক্রমে ইঁহাদের পরিণয় স্থিরীকৃত হয়। চপলমতি জয়চন্দ্র ইহার মধ্যে অকস্মাৎ একটি মুসলমানযুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সংবাদ বংশীদাসের পরিবারে বজ্রের মত পতিত হইল। মূর্ত্তিময়ী

শুচিস্বরূপা। চন্দ্রাবতী ইহার পর আর বিবাহ করিলেন না,—যদিও এই গুণশালিনী রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য যোগ্য বরের কোন অভাব ছিল না। জয়চন্দ্র কয়েকবৎসরের মধ্যে অনুতাপদগ্ধ হইয়া চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একখানি পত্র লিখেন। পিতার অনুমতিক্রমে চন্দ্রাবতী সেই পত্রের ভদ্রতার সহিত উত্তর প্রদান করেন, কিন্তু জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য যে অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হইল না। বংশীদাস কন্যার ধ্যানধারণার জন্য একটি শিবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আজন্মকুমারী চন্দ্রা ফুলেশ্বরীর তীরে সেই মন্দিরেই অনেক সময় কাটাইতেন। একদিন জয়চন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় পাটওয়ারী গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বার খুলিল না। সেই শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে রক্তবর্ণ সন্ধ্যামালতী ফুটিয়াছিল, তাহা নিংড়াইয়া সেই আরক্ত রসদ্বারা মন্দিরের গাত্রে জয়চন্দ্র একটি কবিতা লিখিয়া ফুলেশ্বরীতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। চন্দ্রা [illegible]ব্রত ধরিয়া জীবন কাটাইয়া ছিলেন; আজন্মের সাধনার ধনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিলেন না, ফুলেশ্বরীর জলে হারাইয়া ফেলিলেন, সেই শোক অসহ্য হইল। চন্দ্রা ইহার অল্পপরেই শিবারাধনায় বসিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং তৎপর তাঁহার আর চৈতন্য হইল না। স্বর্গের প্রেম ও কবিত্ব পৃথিবীর ধূলায় স্মৃতিমাত্র রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। শুনিয়াছি, চন্দ্রার জীর্ণ, ভগ্ন শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান এবং তাঁহার এই প্রেমকাহিনী সে দেশের লোকে এখনও ভোলে নাই। শিক্ষিত-সম্প্রদায় আইভান্‌হো রেবেকার প্রেম লইয়া যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখনও পল্লীর অশিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রা ও জয়চন্দ্রের প্রণয়-কথা লইয়া প্রমত্ত ছিল। নয়নানন্দ নামক এক কবি চন্দ্রাবতীর প্রেমবিষয়ক একটি পালাগান রচনা করিয়াছেন, তাহাতে করুণ রস ও কবিত্ব বন্যার মত ছুটিয়াছে। এই গানটি চন্দ্রাবতীর প্রায় সমসাময়িক।

মনসাদেবীর কথা ও রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রা "মলুয়া", "কেনারাম" প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন, তাঁহার রচনা সরল কথায় কবিত্বময়, যেন বনফুলের হার। সারল্যই তাহাদের সৌন্দর্য্য ও কবির জীবনের দুঃখই সেগুলিতে করুণরসের সাফল্যের কারণ। "মলুয়া" কাব্যে চন্দ্রাবতী করুণ রসের অফুরন্ত সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন।

ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহ কেনারামের গীতিতে। ইহা তাঁহার কল্পনার দান নহে। ইহাতে সত্যকথা কাব্যে পরিণত হইয়াছে। যদি কোন ঐতিহাসিক

কবির প্রাণ লইয়া কবির চক্ষে প্রকৃত ঘটনাগুলি দেখিতে পারেন, তবে সত্য হইতে আশ্চর্য্য কাব্য আর কি হইতে পারে ?

এই গীতিকায় আমরা বংশীদাসের জীবনের একটি অতি প্রধান ঘটনা অতি যথাযথরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। উত্তরকালে বংশীদাসের আসরের গায়ন হইয়াছিলেন কেনারাম, কিন্তু কেনারাম তৎপূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্র ভীতিদায়ক একটি দস্যুরূপে পরিচিত ছিল ; তাহার নাম শুনিলে গৃহস্থদের ঘুম ছুটিয়া যাইত ও শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িত। এই সময়ে বংশীদাসের নাম ময়মনসিংহে বিশেষ প্রচারিত ছিল, তিনি কেবল মনসামঙ্গলের কবি ছিলেন এমন নহে, তাঁহার মত মনসামঙ্গল তখন কেহ গাহিতে পারিতেন না ; সুকবি যদি সুগায়ক হন, তাহার উপর যদি তাহার রচনায় করুণরস থাকে, তবে তাঁহার প্রভাব এড়াইবে কে ? বংশীদাসের দল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গের একটা বৃহৎ জনপদে অপ্রতিহত ভাবে জয়ী থাকিয়া আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল। সে সময়ে সেই প্রদেশ ধন-ধান্যশালী ও সমৃদ্ধ ছিল, চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন,—

"বাথানে মহিষ আর পালে যত গাই।
কত যে চরিত তার লেখা জোখা নাই ॥"

কিন্তু হইলে কি হয় ? জেলায় তখন ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, আমরা চন্দ্রাবতীর রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুতিয়া।
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া ॥
ডাকাত দেশেব রাজা পাতসায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজির শাসনে ॥
দৈছত খাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয় ॥"

দেশের যখন এই অবস্থা তখন বংশীদাস একটা স্বীয় দলের সহিত ভাসান গান করিবার জন্য দূরপ্রবাসের পথে যাইতে ছিলেন—সম্মুখে প্রকাণ্ড বন—তাহা নলখাগড়ায় পূর্ণ, উহার নাম "জালিয়া-হাওড়"। এই স্থানে তিনি দস্যু কেনারাম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং তাঁহাকে মনসা দেবীর ভাসান গানে দীক্ষিত করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্টে আরও আলোচনা করিব। এই ঘটনা অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় তদীয় কন্যা চন্দ্রাবতী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পূর্ণ নহে। ইহাতে সীতার

বনবাস পর্যন্ত বর্ণিত আছে। বংশীদাস স্বীয় কন্যাকে নিরাশজীবনের ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রা ইহলোক ত্যাগ করেন, এইজন্য পুস্তকখানি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই রামায়ণের ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—ইহা পল্লীবাহী নদীতরঙ্গের ন্যায় গতিশালী, সতেজ ও কবিত্বময়। উত্তরকাণ্ডের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। কৈকেয়ীর এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম কুকুয়া; মাতার পথ অনুসরণ করিয়া অযোধ্যার শান্তি-ভঙ্গ করাই কুকুয়ার সংকল্প; এই চরিত্রটি কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই, কাশ্মীরি রামায়ণে আছে বলিয়া গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে জানাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিব্বত, মালয়, জাভা, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় রামায়ণেও অনুরূপ চরিত্র দৃষ্ট হয়।[১]

"শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্ক পাতা গো ফুলের বিছানি॥
চারি দিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল॥
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া॥
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল।
অল্প আবেশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল॥
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপনী।
হেনকালে আসিল তথায় কুকুয়া ননদিনী॥
কুকুয়া বলিছে গো বধূ মোর বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর॥
দেখি নাই রাক্ষস গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশ মুণ্ড রাবণ রাজা দেখাও আঁকিয়া॥
মূর্চ্ছিতা হইল সীতা গো রাবণ নাম শুনি।
কেহ গো বাতাস দেয় গো কেহ পাণি॥

১. রামায়ণের বিচিত্র উপাদান সম্বন্ধে উল্লিখিত "Bengali Ramayans" নামক পুস্তকে এবং পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে জাতক কাহিনীগুলির সম্পর্কও তাহাতে দেখান হইয়াছে।

সখীগণ কুকুয়ারে করিল বারণ।
অনুচিত কথা তুমি বল কি কারণ॥
রাজার আদেশ নাই বলিতে কুকথা।
তবে কেন ঠাকুরাণী গো মনে দিলে ব্যথা॥
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী।
বার বার সীতারে বোলয়ে সেই বাণী॥
সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন।
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ॥
যত করি বুঝান গো কুকুয়া না ছাড়ে।
হাসিমুখে সীতারে বুঝায় বারে বারে॥
বিষ লতার বিষ ফল বিষ গাছের গোটা।
অন্তরে বিষের হাসি গো বাঁধাইল লেঠা॥
সীতা বলে দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে।
হরিয়া যখন দুষ্ট লৈয়া যায় মোরে॥
সাগর জলেতে পড়ে গো রাক্ষসের ছায়া।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত রাক্ষসের কায়া॥
বসি ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে॥
এড়াতে না পারি সীতা গো পাথার উপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলে দিল॥"

মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সঙ্গে যে উত্তরকাণ্ড জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহারই নামে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সীতার প্রতি রামের কোন হীন সন্দেহ স্থান পায় নাই। "তিনি জগৎ মধ্যে শুদ্ধা, তিনি আমার প্রতি প্রীতা হউন", রাম এইরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা-বনবাস বাঙ্গালা রামায়ণে যে সন্দেহের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা জৈন রামায়ণ অবলম্বনে। হেমচন্দ্র আচার্য্য যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দাক্ষিণাত্যপ্রচলিত কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তী ও উপাখ্যানমূলক। এককালে বঙ্গদেশে জৈনপ্রভাব খুব বেশী ছিল, তাঁহারা রাম

ও রাবণ সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন আখ্যায়িকা এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন—তাহাতেই সীতার প্রতি সন্দেহ জন্মাইবার জন্য রামায়ণে একটা ইয়াগোর মত চরিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। জৈন-রামায়ণে সীতার সতিনী তাঁহাকে রাবণের আকৃতি অঙ্কন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। চন্দ্রাবতী কুকুয়াকে দিয়া তাহাই করিয়াছেন। সীতা নিদ্রিতা হইলে পর কুকুয়া রামকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইল এবং বলিল, "দেখ, তোমার সাধ্বী সীতা এখনও রাবণকে ভুলিতে পারে নাই, তাহার ছবি আঁকিয়া বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে।" চন্দ্রাবতীর রামায়ণের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন, মাইকেলের সীতাসরমার কথোপকথনের উপাদান সম্ভবতঃ তিনি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে মেয়েরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে গান করিতেন, মাইকেল তাহা শুনিয়া থাকিবেন। পাঠক দেখিতে পাইবেন, মাইকেলের গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বর-পূর্ণ বর্ণনা হইতে—চন্দ্রাবতীর করুণ বিলাপের সুরটি কত বেশী হৃদয়গ্রাহী।

"ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম গো আমরা তিন জন। গোদাবরী নদীর কূলে গো পঞ্চবটী বন। এইখানে রঘুনাথ গো কহিলা লক্ষ্মণে। কুটির বান্ধিয়া গো বাস করি এইখানে॥ লতাপাতা দিয়া গো কুটির বান্ধিল লক্ষ্মণ। কুটিরের মধ্যে গো থাকি মোরা দুই জন॥ বৃক্ষতলে দাণ্ডাইল গো দেবর লক্ষ্মণ। ধনু হাতে দিবানিশি গো রহে জাগরণ॥ দেবরের গুণ আমি গো না পারি কহিতে। অরণ্য ভাঙ্গিয়া গো ফল তুলি দেয় হাতে॥ রসাল বনের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া। অযোধ্যার রাজ্যপাট গেলাম ভুলিয়া॥ লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল। পদ্মপত্রে আনি আমি গো তমসার জল॥ চরণ ধুইয়া প্রভুর গো তৃণ শয্যা পাতি। মনের আনন্দে কাটি গো বনবাসের রাতি॥ কি করিবে রাজ্য সুখ গো রাজ সিংহাসনে। শত রাজ্য পাট আমার গো প্রভুর চরণে॥ ভোরেতে উঠিয়া মালা গো গাঁথি বন ফুলে। আনন্দে পরাই মালা গো প্রভু রামের গলে॥ সুন্দর দীঘল প্রভুর গো বাহু উপাধান, প্রত্যেক রজনী গো সীতার এমতি শয়ান। মৃগ ময়ূর আর গো বনের পশু পাখী, সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখী॥ শুক-সারী ছিল দুই গো পঞ্চবটী বন। বনে হইল প্রতিবাসী তারা দুইজন॥ কভুবা শুনায় গান গো শুক আর সারী। কাননে বেড়াই গো প্রভু রামের গলা ধরি॥ কায়ার সহিত যেন ছায়ার ঘুরণ। পর্ব্বত কানন ঘুরি বেড়াই তিন জন॥"

শিবশঙ্কর নাম গো লইয়া আচম্বিতে, দণ্ডাবল যোগী এক আসিয়া দ্বারেতে। দণ্ড কমণ্ডলুধারী গো অঙ্গে মাখা ছাই। দুয়ারে আসিয়া বলে ভিক্ষা কিছু চাই॥ "কি দিব গো ভিক্ষা আমি শুনহে গোসাঞি। শূন্য গৃহে একাকিনী গো প্রভু সঙ্গে নাই॥ আজি যদি থাকিতাম গো অযোধ্যা ভবনে। ধামায় মাপিয়া দিতাম গো রত্নাদি কাঞ্চনে॥" যোগী বলে, "ধনে মোর নাহি প্রয়োজন। ঘরে আছে বনের ফল তাই কর দান॥ ক্ষুধায় অবস অঙ্গ গো আইলাম তব দ্বারে। অতিথে না দিলে ভিক্ষা গো যাই তবে ফিরে॥ একটি বনের ফল গো অঞ্চলে বাধিয়া। কুটিরের বাহির হইলাম গো ভাবিয়া চিন্তিয়া॥ আমি কি গো জানি সখি কাল সর্প বেশে, এমনই করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে। প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে, উড়িয়া গরুড় পক্ষী সর্প যেমন গিলে। রথেতে তুলিল মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি, দেবগণে ডাকি কহিগো দুঃখের ভারতী। অঙ্গের আভরণ খুলি গো মারিনু রাক্ষসে। পর্ব্বতে মারিলে ঢিল কিবা যায় আসে॥"

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণরচকদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি,—

১। দ্বিজ মধু কণ্ঠের রামায়ণ—সরল কবিত্বপূর্ণ; এই গ্রন্থের অনেক খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। একখানি প্রতি-লিপি ১৬৬৩ খৃ. অব্দে লিখিত।

২ ও ৩। ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন—ইঁহারা পিতা পুত্র। ইঁহাদের বাসস্থান "দীনার দ্বীপ" বলিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে এই দীনার দ্বীপও মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত সোনার গাঁর নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'ঝিনারদি' একই স্থান। ষষ্ঠীবর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতেও ইঁহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠিবর ও গঙ্গাদাস।

ইঁহারা উভয়েই সাহিত্যব্রতে আজীবন ব্রতী ছিলেন। পদ্মাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গেই ইঁহাদের প্রতিভা খেলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখা গেল—ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল "গুণরাজ"। মালাধর বসু, হৃদয়মিশ্র ও ষষ্ঠীবর বঙ্গসাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাধি "গুণরাজ" পাওয়া যাইতেছে। ষষ্ঠীবর, জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, সেই পরিচয়ের অংশ ১৩১ পৃষ্ঠার ১নং

পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ষষ্ঠীবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপক্ক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে, কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম—কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদাসের রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে নমুনা দেখাইতেছি;—সীতার অযোধ্যায় প্রবেশের পর শ্রীরাম বলিলেন—"অগ্নিশুদ্ধা হইয়া সীতা পুরী মধ্যে যাউক। পাপিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক॥" কিন্তু সীতার "মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পানি। রাম সম্বোধিয়া বলো গদগদ বাণী॥ সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জান যে আমি সতী কি অসতী॥ পৃথিবীনন্দিনী আমি তোমার ঘরণী॥ বিধাতা সৃজিল মোরে করি অলক্ষ্মীণী। বারংবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী॥ অপমান মহাদুঃখ না সএ পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘুপতি॥ এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদুখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে॥ সাগর জঙ্গম ভার সহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার॥" কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥" ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করিবার সময় এই দুই কবির প্রসঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব। গঙ্গাদাস সেন রচিত একখানি মনসার ভাসানের পুঁথিতে আমরা ইঁহাকে বণিক্ কুলজাত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ইঁহাদের বাসস্থান ঝিনারদিতে এখনও অনেক সুবর্ণ-বণিক্ বাস করেন, সুতরাং ইঁহারা সুবর্ণবণিক্ কূলে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়।

৪। ভবানীদাস-বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ভবানীবাস জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুষ্ঠিত নানা দেশবিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ শ্লোক আছে, সুতরাং ইহা আকারে বড়; কিন্তু গুণে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুষ্ক ও একঘেয়ে। এই কাব্যের কয়েকটি স্থলে রামচরণ নামক কবির ভণিতা আছে। ভবানীদাস-বিরচিত "রাম-স্বর্গারোহণ" নামক আর একখানি কাব্য আমরা

ভবানীদাস।

দেখিয়াছি। "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়" ও "রাম-স্বর্গারোহণ" একই ভবানীদাসের লিখিত কিনা বলা যায় না। শেষোক্ত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এই একটু সামান্য পরিচয় আছে ;—"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য। যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য ॥ গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম ॥ বামনদেব পিতা যশোদা জননী। সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি ॥" এই সমস্ত পরিচয় সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, পরিচয়ের অংশ প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই পাঠ বিকৃতি দোষে দুষ্ট। গ্রাম এবং ব্যক্তিবিশেষের নাম কয়েকবার নকলের পরে যথাযথরূপে পাওয়া সুকঠিন।

৫। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ—অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় উদ্ধার করেন। ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কবির কোনও আত্মবিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমি এই পুস্তক পড়ি নাই। অক্রূরবাবু লিখিয়াছেন, "ইহার রচনা বড় মধুর। আমরা দ্বিজদুর্গারাম প্রণীত কালিকাপুরাণের একখানি অনুবাদ পাইয়াছি।"

দুর্গারাম।

৬। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ—কিঞ্চিৎ অধিক ১২৫ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে। সাবেক ভুলুইগ্রাম নদীগর্ভে,—এখনকার ভুলুইগ্রামে জগৎরাম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ভুলুই ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত—"ভুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। উত্তরে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, দক্ষিণে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে।" (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯২ বাং ভাদ্র)। কবির পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথসিংহ ভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃ. অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয়। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক একখানা কাব্য রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খৃ. অব্দে) ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্যের ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরাম রায়ের

জগৎরাম রায়।

রচিত, অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগৎরাম রায়ের রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু, তাহা ততদূর প্রাঞ্জল নহে। মিষ্ট শব্দ ব্যবহারে কবি সর্ব্বত্র পটু নহেন; "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" কবির পরবর্ত্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ক ও বেশ উপাদেয়। শিব ও গৌরীর কথাবার্ত্তা লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য কোন্দল লিখিত হইয়াছে; গোপীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের 'রাখালী', 'পীতধটা' ও 'তিন ঠাঁই বাঁকার' খোঁটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরাপ্রিয়তা উপলক্ষ্যে গৌরীর মিষ্ট ভৎ'সন—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে রৌদ্রমিশ্রবৃষ্টির ন্যায় কৌতূহলকর হইয়াছে। জগৎরাম রায়ের কবিত্বের নমুনা,—"তুমিহ যেমন, বলিলে তেমন, এমতি তোমার কায়। তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, তেঞি সে এমন সাজ॥ এই করিয়া, সব খোয়াইয়া, হয়েছ দিগম্বর। তোমার গুণে বিঁধিল ঘুণে, আমার অন্তর॥ বিভূতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে। এমত কথা বলিতে হেথা, লাজ কি মুখে আসে॥ ভাঙ্গের ঘোরে নয়ন ফিরে, চলিতে ঠাহর নাই। জটার ঘটা বিভূতি ফোঁটা, দেখিলে ভয় পাই॥" রামপ্রসাদও পিতার অযোগ্য পুত্র নহেন,—'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,—"নবমী দশমী দুই দিবসের গান। বর্ণনা করিতে মোরে দিল আজ্ঞা দান॥ আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার। যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার॥ বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লংঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে। আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥" রামপ্রসাদ রচিত অপর একখানি বড় কাব্য আছে, তাহার নাম—"কৃষ্ণলীলামৃত রস।" শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কবির জনৈক বংশধর এই পুস্তকখানির মধ্যে মধ্যে নিজের ভণিতাসূচক কবিতা দিয়া ইহা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বলেন প্রকাশিত গোটা পুস্তকখানির যে কপি তিনি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষদে দিয়াছিলেন, কাশীবাবুর প্রকাশিত পুস্তক তাহা হইতে অভিন্ন।

৭। সারদামঙ্গল—শিবচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ—

শিবচন্দ্র সেন।

"বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ-বসতি॥ রামচন্দ্র গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥ রত্নেশ্বর গুণবান্ তাহার তনয়। রতন স্বরূপ

কুলে হইলা উদয় ॥ এ হেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত ॥ সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল ॥ গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুচরিত্র ॥ বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম। ধন্বন্তরিবংশে জন্ম প্রাণনাথ নাম ॥ সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যা দান। গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান ॥ জন্মিল তাঁহার এই তৃতীয় সন্তান। শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম ॥" 'সারদামঙ্গল' কাব্য বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে সর্ব্বত্র পঠিত হইত। এই শিবচন্দ্র সেন কবি ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবির্ভূত হন। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারামাহাত্ম্যজ্ঞাপক, এই জন্য কবি রামায়ণকে 'সারদামঙ্গল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 'সারদামঙ্গল' অনেক দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন সেই মুদ্রিত বহি দুষ্প্রাপ্য।

৮। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ—নিত্যানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 'অদ্ভুতাচার্য্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছিল,—অনেকস্থলেই ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় সংগৃহীত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে;

অদ্ভুতাচার্য্য।

"প্রপিতামহো বন্দো যাহার বাস খণ্ড। তাহার পুত্র নামেতে প্রচণ্ড ॥ তাহার তনয় হ'ল নাম শ্রীনিবাস। গুণরাজ উপাধি মহাশয় তেঁহ রামচন্দ্রের দাস ॥ তাহে পুত্র উপজিল মাণিক প্রচার। জন্মিল চারি পুত্র চারি সহোদর ॥ চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীয় প্রসাদে হইল অলক্ষিত সিদ্ধি ॥ সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম ॥ মহাপুরুষ তবে জন্মিল সংসারে। যত যত সৎকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে ॥ দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার। অদ্ভুতনাম হইল বিদিত সংসার ॥ মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি ॥ প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত হৈল নাম সেই সে কারণ ॥ যজ্ঞোপবীত নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর। রামায়ণ গাহিতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর ॥ জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ ॥ পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার ॥"

"সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বি×তে। সপ্তমি রেবতি যুত বার ভৃগুসুতে ॥ কর্কটাতে স্থিতি রবিপঞ্চদশমীতে। কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম

যামেতে ॥” ১৭৬৪ শকের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, অথচ শ্রীরসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইহাকে “সম্বৎ” বলিয়াছেন। কিন্তু এ কার্য্য করা যে সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই একটু সন্দিহান, এই জন্যই “বোধ হয় ১৭৬৪ সালে” এই ভাবে গ্রন্থকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্ভুত-আচার্য্যের রামায়ণ প্রায় ২৯০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল, আমরাও ইহা অনুমান করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথিখানিরই বয়স আনুমানিক ১৬৯ বৎসর। অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার খুব প্রাচীন একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এতদবস্থায় “১৭৬৪ শক” সমর্থিত হওয়াব উপায় কি? এদিকে রসিকবাবুর মতানুসারে “শক” শব্দের অর্থ “সম্বৎ” করিয়া নূতন অভিধান সৃষ্টিপূর্ব্বক ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় শুদ্ধ করিবার অধিকার আমাদিগের আছে কি না তাহাও সন্দেহজনক। আমার বিবেচনায় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল। “কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।” এই চরণ দ্বারা গ্রন্থের নকল সমাপ্ত হইল, এই অর্থগ্রহণই স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন অনেক পুঁথিরই শেষাংশে নকল করিবার তারিখ এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইত। যাহা হউক আমরা রসিকবাবুর উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন করিয়াই এই মত প্রকাশ করিলাম। শক স্থলে সম্বৎ অর্থ করিবার যদি অপর কোন কারণ থাকে, তবে তাহা শেষে বিবেচ্য। অদ্ভুতাচার্য্য সপ্তমবর্ষ বয়সে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ, তিনি নিজেও এ কথা কোথাও বলেন নাই। রামচন্দ্র তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন ও রামায়ণ গাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কবির যজ্ঞোপবীত হয় নাই। তৎপরে সম্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সেই কোনও সময় তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য। তিনি লেখা পড়া না জানিয়া রামায়ণের আচার্য্য হইয়া দাঁড়াইলেন, সুতরাং অদ্ভুত-আচার্য্য নন তবে কি? তিনি নিজেই এ কথা বলিয়াছেন, “জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ ॥”

তাঁহার রামায়ণে আর একটি অদ্ভুত কথা আছে;—ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা দাঁড় করান হইয়াছে।

৯। কবিচন্দ্র-কৃত রামায়ণ—ইহার বিবরণ মহাভারত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১০। শঙ্কর-বিরচিত রামায়ণ[১]। শঙ্কর প্রণীত আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনিও সমস্ত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পরিচয়টুকু পাওয়া গিয়াছে,—"সাগরদিয়ার বন্দ্য রবিকরী সর্ব্বানন্দ, গোবিন্দতনয় বিজয়রাম। তস্য পঞ্চ পুত্র দ্বিজ ভবানী শঙ্করাগ্রজ",—ইত্যাদি। অপর এক স্থলে "বন্দিয়া জানকীনাথে শ্রীশঙ্কর গায়।" শঙ্কর ও কবিচন্দ্র সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের একত্র ভণিতাযুক্ত দুই একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

শঙ্কর।

১১। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রামায়ণ—লক্ষ্মণকবি সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গীয় অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই রামায়ণের প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২। রামমোহনের রামায়ণ - এই অনুবাদ একরূপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃ. অব্দে এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়; বাড়ী নদীয়া জেলায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ মেটেরী গ্রাম। গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তির উৎসব চলিত বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন, "সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি। কেহ নাচে কেহ গায় দেয় গড়াগড়ি॥" পিতার আদেশে কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন ও "কৃপা করি আদেশ করিলা হনূমান। রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥" তদনুসারে—"রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে। সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতষষ্টি শকে॥" এই রামায়ণ সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল না হইলেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অংশ আছে, যাহা আদি কবির প্রতিভার কণিকাপাতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যথা—"আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন। যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥ ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥ রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥ ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী। সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু

রামমোহন।

১. অনন্ত-রামায়ণেও শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

ঝুরে॥ সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমন শোভিত রাম সেবক-অন্তরে॥ মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥ জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥ পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমন রামেরে ডাকে নাম-পরায়ণ॥ নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথীর তাপ যায়। যেমত তাপিত রামনামেতে জুড়ায়॥" (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)। কবির বিদ্রূপ শক্তি বেশ ছিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিলে পরে কুব্জা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুত্রদের নিকট অনেক ভূষণ উপঢৌকন পাইবে। তৎপরিবর্ত্তে শত্রুঘ্নের প্রহারে কুব্জ দেহ ন্যুব্জ হইয়া পড়িল ও লজ্জায় কুব্জা পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তখন—"নারীগণ কেহ বলে ভূষা দেখাইয়া যা। কুব্জা কহে ভাতার পুতের মাথা খা॥" হনূমান লঙ্কাদাহের পর বন্দী অবস্থায় ঢাক-ঢোল-বাদ্য সমন্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন,—"হনূমান কন মোর বিবাহ না হয়। কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়॥ রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা। রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা॥ চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥ হনূমান কন বিবাহের কাজ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥"—সুন্দরকাণ্ড। ইহা আধুনিক সংযত রহস্যের ওষ্ঠচাপা হাস্য নহে—ইহা ধূলি ও কাদা হস্তে উচ্চ হো হো শব্দমুখর সেকেলে হাস্যরস। রামমোহন কবির ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

১৩। রঘুনন্দন গোস্বামী-রচিত রামায়ণ। রঘুনন্দনও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন। ১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত; বংশতালিকা এইরূপ—১। নিত্যানন্দ, ২। বীরভদ্র, ৩। বল্লভ, ৪। রামগোবিন্দ, ৫। বিশ্বম্ভর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরী-মোহন, ৮। রঘুনন্দন। কিশোরীমোহনের আর তিন পুত্র ছিল, বিশ্বরূপ, সঙ্কর্ষণ ও মধুসূদন; রঘুনন্দন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন ও তিনি নিজে বহুবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের গুরুর নাম গণেশ বিদ্যালঙ্কার; 'সেকাল আর একাল' পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের

রঘুনন্দন গোস্বামী।

সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিতেন; সেন মহাশয় ১০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দনের মাতার নাম উষা ও বিমাতার নাম মধুমতী ছিল। 'রামরসায়ন ব্যতীত রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা বিষয়ক 'শ্রীরাধামাধবোদয়' নামক একখানি বড় গ্রন্থ আছে। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরাপর যে সকল রামায়ণের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি তন্মধ্যে 'রামরসায়ন'খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি অনেকাংশে বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে; রামরসায়নের অধ্যায়-বিভাগ ঠিক বাল্মীকির পথে করা হয় নাই, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানি অধিকতর বৈষ্ণবপ্রভাব-চিহ্নিত সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের অনেকাংশ ভাগবতের প্রতিচ্ছায়ার মত। অধ্যায়গুলি এইভাবে বিভক্ত হইয়াছে,—আদ্যকাণ্ড ১২, অযোধ্যা ৮, আরণ্য ৮, কিষ্কিন্ধ্যা ১০, সুন্দরা ১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড ১৮ অধ্যায়। কবির রচনায় সংস্কৃত শব্দ অতিরিক্তমাত্রায় পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহা শ্রুতিকটু হইয়াছে; কিন্তু এরূপ রচনাও বিরল নহে—"এথা রঘুবর, করিতে সমর, সুখেতে মগন হইয়া। অতি সুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥ শিরে অবিকল, জটার পটল, বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া। পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥" রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪ অক্ষরের নিয়ম ক্বচিৎ লঙ্ঘিত হইয়াছে। এই কাব্যে নানা ছন্দের লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সত্ত্বেও হিন্দী-ভাষার ছিটা ফোঁটা তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কঁহিতু, কৈঁলু, তিহ্, তবঁহু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের সুশৃঙ্খল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী প্রভাবের পতনোন্মুখ ধ্বজা উড়াইতেছে।

কবি রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডে করুণরসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। সীতাবর্জ্জন, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ রামরসায়নে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়—তাহাদের শ্মশানের উত্তাপে করুণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়, বৈষ্ণবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। সেইজন্যই চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতে গৌরাঙ্গপ্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই।

বিয়োগান্ত দৃশ্য অঙ্কন করিতে হিন্দুকবিগণ সততই অনিচ্ছুক, এইজন্য নায়ক নায়িকার দুঃখময় জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা শ্মশানের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের মনে ব্যথা দেন না, কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়িয়া নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌঁছাইয়া ক্ষান্ত হন, বিয়োগান্ত দৃশ্য কবির লিপি-কৌশলে সুখান্ত দৃশ্যের আভা ধারণ করিয়া পাঠকের দুঃখ ভুলাইয়া দেয়।

রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়ন গৃহপ্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরাধামাধব' বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—"করিলাম যেই রামবিলাস বর্ণন। শ্রীরাধামাধবে ইহা করিনু অর্পণ॥"

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া, দ্বিজ দয়ারামকৃত তরণীবধ, ফকিররাম কবি-ভূষণকৃত লঙ্কাকাণ্ড (বাং ১০০৮ সালের পুঁথি), ভিকন শুক্লদাসকৃত অরণ্যকাণ্ড, দ্বিজ তুলসীকৃত রায়বার, কাশীনাথ কৃত * ("বাস মোর লক্ষ্মীপুরে আছি টেরে") * "কালনেমীর রায়বার" প্রভৃতি ও অপরাপর বহু কবিকৃত রামায়ণের বিচ্ছিন্নাংশ পাওয়া গিয়াছে।

বুদ্ধদেব কৃত রামায়ণ—উপাধি দেখিয়া পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন না। ইনি ইতিহাস-বিশ্রুত কপিলবস্তুর বুদ্ধ নহেন। ইঁহার নাম রামানন্দ ঘোষ, ইনি নিজেকে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ সদর্পে নিজকে 'বুদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ; এমন কি তদীয় রামায়ণের ভণিতায় বহুস্থানে নিজ নামের স্থলে শুদ্ধ 'বুদ্ধ' নাম পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই :—(১) তাঁহার স্বীয় দানশীলতা ও কবিত্ব-যশঃ জগৎ-প্রসিদ্ধ, (২) তাঁহার বহু ভক্তমণ্ডলী তাঁহার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। (৩) অরণ্যকাণ্ডের শেষে লিখিয়াছেন, তাঁহার শরীর জরাগ্রস্ত, তিনি যে রামায়ণ শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। (৪) মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দারুব্রহ্মকে উদ্ধার করিয়া সমস্ত রাজ্য তিনি তাঁহার অধিকৃত করিবেন—এই জন্যই তিনি "মহাকালী"র ইচ্ছায় বুদ্ধের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। (৫) তিনি স্বয়ং বুদ্ধদেব —পৃথিবীতে পাপ প্রবল দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। (৬) দারুব্রহ্মকে মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া যেদিন রাজ্যের অধিকারী স্বরূপ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন, সেই দিন তিনি সেই বিগ্রহের সম্মুখে এই "রামলীলা" পাঠ করিবেন—এইজন্যই এ পুস্তক তিনি রচনা

করিবেন। (৭) বৈষ্ণবদিগকে ও মুসলমানগণকে দমন করাই তাঁহার আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি পরিদর্শন সময়ে আমি হঠাৎ এই অদ্ভুত "রামলীলা" গ্রন্থ আবিষ্কার করি এবং ইহার সম্পূর্ণ বিবরণমূলক একটি প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করি। তৎপরে নগেন্দ্রবাবুও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। আমরা স্থানাভাবে সংক্ষেপে এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য লিখিয়া যাইতেছি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডের কতকগুলি পত্র নাই। উত্তরকাণ্ড আদৌ লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রথম ও শেষের পত্র না থাকায় গ্রন্থকার সম্বন্ধে অন্য কোন কথা জানিতে পারা যায় নাই। পুস্তকখানি রামকানাই হাজরা নামক একব্যক্তির আদেশে তাঁহার ভাগিনেয় রামসুন্দর চন্দ নকল করিয়াছিলেন। রামসুন্দর অম্বিকাকালনার দক্ষিণে লাখুয়া বাসাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু শেষে রাণাঘাটের নিকট শিমুলবনাই নামক স্থানে বাস-স্থাপন করেন। পুস্তকের মালিক রামকানাই বেকট্যা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১১৮৬ বাং সনের (১৭৭৮ খৃ.) পৌষ মাসে লিপিকর পুস্তক নকল করিতে আরম্ভ করেন; ১১৮৭ (১৭৭৯ খৃ.) সনের ৩১শে বৈশাখ আদিকাণ্ডের সকল শেষ হয়। অযোধ্যাকাণ্ড, ঐ সনের ৭ই, অরণ্য ১৬ই এবং কিষ্কিন্ধ্যা ২৭শে পৌষ শেষ করা হয়। গ্রন্থকারের রচনা-কাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, কিন্তু রচনা দেখিয়া মনে হয় না যে, উহা প্রতিলিপি গ্রহণের বহুপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। মুসলমানগণের প্রতি গ্রন্থকারের যেরূপ আক্রোশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে আওরঙ্গজেব প্রেরিত এক্রাম খাঁ যখন পুরী আক্রমণ করিয়া জগন্নাথ বিগ্রহের দুই চক্ষুস্বরূপ দুইটি বহুমূল্য মাণিক্য লুণ্ঠন করেন ও পুরীর দুই প্রধান স্তম্ভ ভগ্ন করেন, সেই সময় বৌদ্ধগণের মনে দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠে। আকবর হইতে সাজাহানের সময় পর্য্যন্ত পুরীতে কোন মুসলমানকৃত বিপ্লব ঘটে নাই। রামানন্দ সম্ভবতঃ এক্রাম খাঁর আক্রমণের (১৬৯৭ খৃ.) অব্যবহিত পরেই নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় "ভক্ত"গণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার ষোড়শ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে গোবিন্দদাস, অচ্যুতদাস এবং বলরামদাস প্রভৃতির কাব্যে ভাবী বুদ্ধাবতারসম্বন্ধে স্পষ্টরূপ ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া

যায়। অচ্যুতানন্দ কবি স্পষ্টাক্ষরে নিজকে বুদ্ধের পঞ্চশক্তির অন্যতম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তদ্‌রচিত শূন্য সংহিতায় লিখিত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রুগণকে দলন করিবার জন্য বুদ্ধদেব শীঘ্রই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত যশোমতীমালিকা গ্রন্থেও এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ইহার দলবল পরিণামে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণবমতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিলেও ইঁহাদের ধর্ম্মমতে শূন্যবাদ এবং মহাযান ধর্ম্মের অপরাপর বহু কথা প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়।

সুতরাং রামানন্দ পুরাকাল হইতে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণী আশ্রয় করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আপনাকে "বুদ্ধ" বলিয়া পরিচয় দিয়া বহু ভক্তমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পরে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক জগন্নাথ মন্দির ও বিগ্রহ অধিকারের একটি বিদ্রোহমূলক চেষ্টার কথা আমরা জানি, সুতরাং বুদ্ধরূপী রামানন্দের ঘোষণা যে, শুধু ভীতি প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে, বৌদ্ধগণ তদ্‌বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন—তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সকল তথ্যের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ শক্তি শির উত্তোলন করিবার স্বপ্ন দেখিতে পারিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল তথ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, রামানন্দ ঘোষ একটি নাতিক্ষুদ্র বৌদ্ধ দলের নেতা ছিলেন এবং রামলীলা রচনার পূর্ব্বেই কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইঁহার অবস্থা বেশ সম্পন্ন ছিল এবং ইনি দানশীলতার জন্য যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি তান্ত্রিক মহাযানের মতানুসারে মহাকালীকে পূজা করিতেন এবং বৌদ্ধের অন্যতম অবতারস্বরূপ রামকেও স্বীকার করিতেন। ষ্টারলিং কৃত উড়িষ্যার ইতিহাসে জানিতে পারা যায় যে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় বৌদ্ধগণ প্রথমতঃ প্রবল ছিলেন, কিন্তু পরিণামে বৈষ্ণবগণ উহাদিগকে পরাভূত করিয়া রাজাকে তাঁহাদের মতে দীক্ষিত করেন। সমস্ত বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে আমরা বৈষ্ণবদিগের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইতেছি এবং তাঁহারাই বৌদ্ধগণের জগন্নাথমন্দিরকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং রামানন্দ, মুসলমান ও বৈষ্ণব উভয় দলেরই কেন বিরোধী ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রামানন্দী বা বুদ্ধদেবীয় রামলীলার রচনা সরস, কবিত্ব ও মনোহর; আদিকাণ্ডে একটি সুদীর্ঘ স্থান তিনি কালিদাসের রঘুবংশের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পরাভূত শক্তির শেষ শিখা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে একবার জ্বলিয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সেই শ্মশান হইতে "রামলীলা" কুড়াইয়া আর কে তাহা রক্ষা করিবে? এই জন্যই বোধ হয় এই রামায়ণখানির প্রচার হইতে পারে নাই। রামলীলা কবির পরিণত বয়সের লেখা, কারণ তিনি তখন বিখ্যাত দলপতি ও অরণ্যকাণ্ডে নিজেকে জরাগ্রস্ত বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, সুতরাং পুস্তকখানি ১৬৯৭ খৃ. অব্দের (অর্থাৎ একরাম খাঁর পুরী আক্রমণের) কিছু পরে লেখা হইয়া থাকিলে, কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, একপ বলা যাইতে পারে। এই পুস্তকে বুদ্ধরূপী দারুব্রহ্মের স্তুতিবাদ অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় (আদি, ১২, ৭৭, ৮৯ এবং ১৪৪ পত্র দ্রষ্টব্য) এখন রামানন্দ যে সকল স্থানে নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান মাত্র উদ্ধৃত দেখাইতেছি।

১. "রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বৌদ্ধ ভাষা শুনিঞা ঘুচায় দুঃখ শোক॥
সর্ব্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার॥
কলিযুগে রামানন্দ বৌদ্ধ-অবতার॥" (আদি, ৮৫ পত্র)

২. "কলিতে জাগ্রত হোল জগত জননী।
শাপ দিয়া বৌদ্ধদেবে আনিলা অবণী॥" (আদি, ৮৫ পত্র)

৩. "শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লৈয়া ছিল।
বৌদ্ধবেশ ধরি এই তত্ত্ব লিখি গেল॥" (আদি, ৮৩—৮৪ পত্র)

৪. "দারুব্রহ্মা রাজা হৈয়া করিবে শ্রবণ।
প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ॥

৫. বৌদ্ধদেব কহে বৃথা জন্মিলে সংসারে।
লয়্যা যাহ মহাকালী ভৈরব নগরে॥
কৃপা করি দেহ মোরে মোর পূর্ব্ব ধাম।
নরদেহে নানা দুঃখ কণ্ঠাগত প্রাণ॥" (লঙ্কা, ১০ পত্র)

৬. "বৌদ্ধদেব কহে কালী না দেখি উপায়।
রক্ষ রক্ষ ভগবতী কালে কাটি খায়॥"

৭. বৈষ্ণবী পূজা জগতে ঘুচাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব॥
দানে যশে পৌরষের সীমা করি যাব।
এই ঘটে আর অন্য শক্তি প্রকাশিব॥
জাগাব ত্রেতার ধর্ম্ম কলির ভিতরে।
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে॥
যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥" (১৩৪—১৩৫, আদি)

এই পুস্তকখানির একমাত্র পাণ্ডুলিপি নগেন্দ্রবাবুর নিকট আছে।

মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি

রামায়ণকাব্যে আদৃত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই, কিন্তু মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়া রহিয়াছে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে যযাতি, নল ও দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উপমন্যু, আরুণি ও উতঙ্ক প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়াছেন। মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইঁহারা প্রাচীন শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ কেন্দ্রস্থ কোন দেব বিগ্রহের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন মাত্র। মহাভারতের উপগল্পের অবধি নাই, পাঠক পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তাহারা একরূপ অফুরন্ত। জনমেজয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশম্পায়নের ন্যায় ধৈর্য্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুঁথি এত অপরিমিতরূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন; রুরুর গল্পের অর্দ্ধভাগ শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই আবার সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমন্থনের কথা শেষ না হইতেই ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ায় বিবরণ,—এই গল্পের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা।

মহাভারতের উপগল্প।

এরূপ কাব্যে গল্প জোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা। জনমেজয়কে দিয়া একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে —মূল বহির্ভূত শ্রীবৎস ও

চিন্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহাভারতরূপ মহাবৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অমরত্বের দাবী করিয়াছে।

কাশীদাসের পূর্ব্বগামিগণ।

আমরা কাশীদাসের পূর্ব্বে রচিত সঞ্জয় মহাভারত ও কবীন্দ্ররচিত (পরাগলী) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি এবং নসরত সাহেব আদেশে রচিত মহাভারতের সংবাদ পাইয়াছি। এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠীবরসেনরচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষপত্রে জানিতে পারা গিয়াছে, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ কবি সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মহাভারতই পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাভারত-অনুবাদকারক, নিত্যানন্দও পশ্চিমবঙ্গের সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। গৌরীমঙ্গল কাব্যের মুখবন্ধ কবি পৃথ্বীচন্দ্র লিখিয়াছেন— * "অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥" * নিত্যানন্দ ঘোষ রচিত মহাভারতের নানা অধ্যায় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; কাশীদাসী মহাভারতের শেষ পর্ব্বগুলিতে নিত্যানন্দের রচনাই অনেক স্থলে অপহৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, আমরা পরে তাহা দেখাইব।

কবিচন্দ্র।

কিন্তু বোধ হয় নিত্যানন্দ ঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি তাঁহার সমসময়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শঙ্কর এবং উপাধি ছিল "কবিচন্দ্র"। পাদটীকায় ইঁহার রচিত ৪৬ খানি পুঁথির[১] নাম নির্দ্দেশ করা গেল। এই সমস্তগুলিই একই "কবিচন্দ্র" রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যদিও পুঁথিগুলি

১. অক্রূর আগমন শ্লোক সংখ্যা ১৫০, হস্তলিপি ১০৯০ বাং। ২। অজামিলের উপাখ্যান, হঃ লিপি ১০৮৭ বাং। ৩। অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ, শ্লোক ১০০, হঃ লিপি ১২৫৪। ৪। অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা, শ্লোক ১৩, হস্তঃ লিপি ১১০১ বাং। ৫। উঞ্ছবৃত্তিপালা, ২৩০, ১০৬১ বাং। ৬। উদ্ধবসংবাদ ৪০০, ১০৬১ বাং। ৭। একাদশীব্রতপালা, ২৫০, ১০৮৭ বাং। ৮। কংসবধ, ৪০০ শ্লোক। ৯। কর্ণমুনির পারণ ১২২০ বাং। ১০। কপিলামঙ্গল, ২০০ শ্লোক। ১১। কুন্তীর শিবপূজা, ১০০,—১০৭৯ বাং। ১২। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ২,—১০৮৫ বাং। ১৩। কোকিল-সংবাদ, ১৪৫,—১২৬৬ বাং। ১৪। গেড়ু চুরি, ২০০,—১২৮০ বাং। ১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান, ২৫০ শ্লোক। ১৬। দশম পুরাণ, ৫৫০—১২১৪ বাং। ১৭। দাতাকর্ণ, ২০০ শ্লোক—১০৬২ বাং। ১৮। দিবারাস, ১৮০,—১২৪৯ বাং। ১৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ১১০৯ বাং। ২০। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ১৬০ শ্লোক। ২১। ধ্রুবচরিত্র, ২১১,—২৬৬ বাং। ২২। নন্দবিদায়, ১১৬৫ বাং। ২৩। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ১২০ শ্লোক। ২৪। পারিজাতহরণ, ২৫০ শ্লোক।

সংখ্যায় বেশী, তথাপি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সাধারণতঃ উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(১) রামায়ণ, (২) মহাভারত, (৩) ভাগবত। তিনি এই তিন গ্রন্থের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং লেখকগণ সুবিধা বুঝিয়া ঐ তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পালা লইয়া পুঁথির আকারে নকল করিয়াছিলেন; এইজন্য উক্ত তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান এক এক খানি পুঁথিস্বরূপ হইয়া মূল গ্রন্থগুলিকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। ভাগবতের অনুবাদ হইতে যে সকল উপাখ্যান স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকখানির শেষেই— * "ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।" * কিম্বা * "গোবিন্দমঙ্গল কবিচন্দ্রের বিরচন।" * এইরূপ ভণিতা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পালার শেষেই * "সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।" "পঞ্চম স্কন্ধের কথা শুনিতে অমৃত ॥" * এই ভাবে ভাগবতের স্কন্ধ নির্দ্দেশিত আছে এবং কবিচন্দ্র ব্যাসের আদেশে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পরিচিত ভণিতা দৃষ্টে একজন কবিই সমস্ত পালাগুলি রচনা করিয়াছেন, স্বতঃই ইহা মনে হয়। গৌরীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, কবিচন্দ্র-উপাধিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি গোবিন্দমঙ্গল নামক ভাগবতের ভাষানুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; ইনিই সেই 'কবিচন্দ্র' বলিয়া আমাদের ধারণা। মহাভারত এবং রামায়ণও 'কবিচন্দ্র' সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই ব্যাসের আদেশের কথা ভণিতায় উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কথা এই যে, কবিচন্দ্রের অধিকাংশ পুঁথিই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথিসমূহের অনেকগুলিরই হস্তলিপি বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের। পাদটীকায়

২৫। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪০০,—১০৭১ বাং। ২৬। ভারত উপাখ্যান, ৬০০,—১০৮০ বাং। ২৭। মহাভারত বনপর্ব্ব, ২৯০,—১০৮৫ বাং। ২৮। উদ্যোগপর্ব্ব, খণ্ডিত, ১৫০ শ্লোক। ২৯। ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, খণ্ডিত। ৩০। কর্ণপর্ব্ব, ২০০,—১০৮৩ বাং। ৩১। শল্যপর্ব্ব, ১৭০,—১০৭৩ বাং। ৩২। গদাপর্ব্ব খণ্ডিত। ৩৩। রাধিকামঙ্গল, ২৩০,—১০৯৭। ৩৪। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, খণ্ডিত। ৩৫। রাবণবধ, ৫২—১২৪৬ বাং। ৩৬। রুক্মিণীহরণ, ২০০ শ্লোক। ৩৭। শিবরামের যুদ্ধ, খণ্ডিত। ৩৮। শিবিউপাখ্যান, ১০০,— ২৪৭ বাং। ৩৯। সীতাহরণ, ৮০,—১২১৬ বাং। ৪০। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ২৫০,—১২০৩ বাং। অধ্যাত্ম রামায়ণ, খণ্ডিত, ১১৫০ বাং। ৪২। অঙ্গদরায়বার, ১২৫৬ বাং। ৪৩। কুম্ভকর্ণের রায়বার, ২২ শ্লোক। ৪৪। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ, খণ্ডিত, ১১৯৪ বাং। ৪৫। দুর্ব্বাসার পারণ, খণ্ডিত, ১১৯৩ বাং। ৪৬। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

নির্দ্দিষ্ট ৪৬খানি পুঁথির মধ্যে ৩৪খানির তারিখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৭খানি বাঙ্গালা ১০৬১—১১০৯ সনের মধ্যে লিখিত। একদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ অনতিদূরবর্ত্তী সময়ের মধ্যে যে সমস্ত পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একই কথায় একই ভাবের ভণিতা দৃষ্টেও আমরা তত্নল্লিখিত 'কবিচন্দ্র'কে এক ব্যক্তি সাব্যস্ত করিয়াছি। এখন কবিচন্দ্রের একটু সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে ;— * "কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি। লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্নুয়ায় বসতি॥ ভাগবতামৃত বা গোবিন্দ মঙ্গল, ৭ম স্কন্ধ। ১০১ নং পুঁথি (পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা)। "চক্রবর্ত্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম, তস্য সুত কবিচন্দ্র গায়।" ভাগবতামৃত, ১১৩ নং পুঁথি। "শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে। সংক্ষেপে ভরত কথা কবিচন্দ্র ভাষে॥" মহাভারতে, দ্রোণপর্ব্ব, ১৩০৮ নং পুঁথি। ইহা ছাড়া অনেক স্থলেই 'কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী' এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিখ্যাত অনুবাদকের নাম ছিল শঙ্কর এবং উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। ইঁহার দৌহিত্রবংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহার রচিত অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্রের জন্ম ৯০৩ মল্লাব্দ (১৫৯৬ খৃ.)। ইনি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন, ১৭১২ খৃ. অব্দে ১১৬ বৎসরে ইঁহার মৃত্যু হয়। "শিবায়ন" নামক কাব্য রচনার সময় ইঁহার বয়স ছিল ৮৫। ইনি বিষ্ণুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর, রঘুনাথসিংহ, বীরসিংহ এবং গোপালসিংহ এই নৃপতি চতুষ্টয়ের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। বৈষ্ণব গণোদ্দেশেব সিদ্ধান্ত মতে ইনি ব্রজলীলার ইন্দিরা সখা।

কাশীদাসের পূর্ব্বে এইরূপ বহুবিধ মহাভারতের অনুবাদ বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। শুধু সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ নহে, কাশীদাস তৎপূর্ব্ববর্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্ব্ববিশেষের অনুবাদও হাতে পাইয়াছিলেন। ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকরণনন্দী অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করেন। রাজেন্দ্রদাস-প্রণীত আদিপর্ব্ব, গোপীনাথ দত্ত-প্রণীত দ্রোণপর্ব্ব, গঙ্গাদাস সেন-প্রণীত আদি ও অশ্বমেধপর্ব্ব, এতদ্ব্যতীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কাশীদাসের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ যেরূপ বলরাম ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর উপর তুলি ধরিয়া তাহা সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে

তুলিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণ পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীগুলির ভাষা মার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যপ্রকৃতি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত পাঠ করিয়া প্রাপ্ত উপকরণরাশিতে হস্ত দিয়াছেন; যাঁহারা উপকরণরাশি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মুকুন্দরামের মজুরি করিয়াছেন মাত্র; কবি প্রকৃতির মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সেই উপকরণরাশিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু কাশীদাসের সেরূপ গৌরব কিছুই নাই। তিনি অনেক স্থলেই পূর্ব্ববর্তী রচনাগুলির ভাষা একটু মার্জ্জিত করিয়া পত্রশেষে "কৃষ্ণদাসানুজ" কি "গদাধরাগ্রজ" ভণিতা দ্বারা স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। কাশীদাসের মহাভারত যে অবস্থায় আমরা পাইতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলনা না করিয়া ধারাবাহিকরূপে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীদাস-রচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে; গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ব্ব, কাশীদাসের অশ্বমেধপর্ব্বের সঙ্গে তুলিত হইলে যশঃসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। পরাগলী মহাভারতে ও সঞ্জয়-কৃত মহাভারতে এরূপ অনেক অংশ আছে, যাহা কাশীদাসী মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে সুন্দর, তথাপি ধারাবাহিকভাবে কাশীদাসের পুস্তকখানাই বোধ হয় উৎকৃষ্ট,—কিন্তু বটতলার কৃপায় কাশীদাসের রচনা পরিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত না হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত হইত বলা যায় না। কাশীদাসের রচনার অনেক স্থল কৃষ্ণ-ভক্তিতে ভরপুর—এই কৃষ্ণ-ভক্তিই মহাভারতখানি এত মধুর করিয়াছে।

অপরাপর কবিগণের সঙ্গে কাশীদাসের তুলনায় সমালোচনা।

এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক সমগ্র মহাভারত ও তাহার পর্ব্ব বা উপাখ্যান বিশেষের প্রাচীন অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকার অনেক কবিই কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী।

১। নসরতশাহের আদেশে সঙ্কলিত 'ভারত পাঞ্চালী'। (ইহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে)।

২। সঞ্জয়ের মহাভারত,— আদি হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত।

৩।	কবীন্দ্রপরমেশ্বর রচিত মহাভারত[১]	আদি হইতে অশ্বমেধ পর্ব্ব
৪।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
৫।	ছুটি খাঁর আদেশে রচিত শ্রীকরণনন্দী-প্রণীত—	অশ্বমেধ পর্ব্ব
৬।	দ্বিজ অভিরামের—	অশ্বমেধ পর্ব্ব
৭।	কৃষ্ণানন্দ বসুর মহাভারত (১০৯৯ সনের লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে)।	শান্তি পর্ব্ব
৮।	অনন্তমিশ্রের জৈমিনি ভারত—	অশ্বমেধ পর্ব্ব
৯।	নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত—	আদি, সভা, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, স্ত্রী, শান্তি পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে
১০।	দ্বিজ রামচন্দ্র খানের—	অশ্বমেধ পর্ব্ব
১১।	দ্বিজ কবিচন্দ্রের মহাভারত	
১২।	উৎকল কবি সারণের—	আদি, সভা ও বিরাট পর্ব্ব
১৩।	ষষ্ঠীবরের ভারত	
১৪।	গঙ্গাদাস সেনের—	আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব
১৫।	রাজেন্দ্র দাসের—	আদি পর্ব্ব
১৬।	গোপীনাথ দত্তের—	দ্রোণ পর্ব্ব
১৭।	রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত	
১৮।	কাশীরাম দাসের মহাভারত	
১৯।	কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের—	ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ পর্ব্ব
২০।	ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর মহাভারত	
২১।	নিমাইদাসের মহাভারত	
২২।	দ্বৈপায়নদাসের—	দ্রোণ পর্ব্ব
২৩।	বল্লভদেবের ভারত	

১. এই দুই পুস্তক আমরা প্রকৃতপক্ষে এক পুস্তক বলিয়াই জানি। কবীন্দ্রপরমেশ্বরের ভণিতায় "বিজয়-পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী" পদটি একটি মূর্খ লিপিকরের হস্তে "বিজয়-পণ্ডিত কথা অমৃত লহরী" হইয়া গিয়াছিল।

২৪।	দ্বিজ কৃষ্ণরামের—	অশ্বমেধ পর্ব্ব
২৫।	দ্বিজ রঘুনাথ-প্রণীত	অশ্বমেধ পর্ব্ব
২৬।	লোকনাথ দত্ত-প্রণীত—	মহাভারতান্তর্গত নলোপাখ্যান
২৭।	মধুস্দন নাপিত-প্রণীত—	ঐ ঐ
২৮।	বিক্রমপুর কাঁটাদিয়ানিবাসী শিবচন্দ্রসেন-প্রণীত,—	মহাভারতের সাবিত্রী ও অপরাপর উপাখ্যানের অনুবাদ।
২৯।	ভৃগুরাম দাসের ভারত	
৩০।	দ্বিজ রামকৃষ্ণদাসের—	অশ্বমেধ পর্ব্ব
৩১।	ভারত-পণ্ডিতের—	অশ্বমেধ পর্ব্ব

সঞ্জয় কবীন্দ্র-রচিত ভারত ও ছুটিখাঁর আদেশে রচিত অশ্বমেধপর্ব্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরাপর যে সকল মহাভারতের উপাখ্যান কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি, তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, যষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের রচিত মহাভারতের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। সেগুলির হস্তলিপি কিঞ্চিন্ন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বের রচনা দেখিয়া বোধ হয়, এই সকল কবি অন্যূন ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র-দাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি। ইঁহার রচিত আদিপর্ব্বের প্রায় সমস্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর হইয়াছে—ইহা কালিদাসের শকুন্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি কবির উৎপ্রেক্ষামণ্ডিত। ভাষাটি পূর্ব্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে আবার এত প্রাচীন; কিন্তু এই জটিল অপ্রচলিত শব্দবহুল রচনা কবির তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধকে পরাভূত করিতে পারে নাই—পুরাতন বন্ধুরগাত্র বনদ্রুমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া যেরূপ মধ্যে মধ্যে সৌরকিরণের আভা খেলিতে দেখা যায়, এই দ্বিশত বৎসরের জীর্ণ পুঁথির অদ্ভুত ভাষার মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃত কবির উপযুক্ত সুন্দর ভাব আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্ব।

এই কাব্যে অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বিদূষক প্রভৃতি কালিদাসের সমুদয় চরিত্র গৃহীত হইয়াছে, দুষ্মন্ত মৃগয়রায় চলিতেছেন, তাঁহার অনুচরদল সঙ্গে সঙ্গে; রাজধানীর সুন্দরীগণ, গবাক্ষ হইতে,— * "যার যার প্রিয়জন এই যাস্ত বলি।

প্রিয়জন সম্বোধিয়া দেখায় অঙ্গুলি ॥"— * দুষ্মন্ত, মুনির তপোবনে পৌঁছিলেন,- শকুন্তলা তখনও আসেন নাই, কিন্তু ,আসিবেন; বহিঃপ্রকৃতি যেন আসন্ন প্রেমলীলার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল,

শকুন্তলা উপাখ্যান।

প্রকৃতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর— * "শীতল পবন বহে সুগন্ধি বহে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ॥ মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব নড়ে। ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে॥ নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর। থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥ নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে॥ হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেন পদ্ম না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর॥ হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা মোহ না যায়ন্ত সে বন দেখিয়া॥" * শেষের চারি পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা ভট্টিকাব্যের একস্থলের পুনরাবৃত্তি মাত্র॥ বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতিটি ছবির চলচ্চিত্রের মত, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী ছবি; তিনি যখন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি * "চিত্রের পুত্তলী যেন পটেতে লিখিল" * বলিয়া পটপূর্ণ করিলেন। রাজা শকুন্তলাকে বনদেবী ভাবিয়া ফার্ডি-নাণ্ডের ন্যায় নানা কথা বলিতে লাগিলেন; শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, আবেশময়ী, সে সব শুনিয়া—"হইলা লজ্জিত॥ বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিলা কিঞ্চিৎ॥" * তন্বী ঋষিকুমারীর বল্কলবাসে লজ্জা-রক্তিম গণ্ডের বোধ হয় সব অংশটুকু ঢাকা পড়ে নাই, এজন্যই মনে হয় দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন * "কিমপি হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম।" * তৎপর গন্ধর্ব্ববিবাহ শেষ। বিবাহের বার্ত্তা মুনি-কন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর শকুন্তলাকে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য ঈষৎ পরিক্লিষ্ট, কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, তাঁহাদের সরল বাক্চাতুরি পড়িতে পড়িতে বাল্মীকির * "প্রভাতকালেষু ইব কামিনীনাং" * শ্লোকটি মনে হইয়াছে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ, কণ্বমুণির স্নেহ; পরে কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা একদিন তাঁহার আজন্মসঙ্গিনী সখীগণ, উদ্যানের তরুলতা ও কুরঙ্গশাবকের গলা জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন, রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিতা সুন্দরীর অভিমানপূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,—রাজসভা হইতে তাড়িতা শকুন্তলা একাকিনী * কুহুরি কুহুরি কাঁদে তাপিত হইয়া।"— * প্রভৃতি অংশ বেশ সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিশিষ্ট চিত্রকরের হস্তের অঙ্কনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিত হইয়াও পতিতে অনুরক্তা; যিনি নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার প্রতি

ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে কাহারও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার সাধ্য নাই ; শকুন্তলা দুষ্মন্তদেবের পূজক ; দুষ্মন্তের মুখে অনুশোচনা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হয়— * "শকুন্তলা বোলে শুন, নিঠুর না বোল পুনঃ, প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। যাইব তোমার সনে, কোন দুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে॥ ভাবি চাহ মনে মনে, চন্দ্ররশ্মিপান বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর॥" *

এই উপাখ্যান লইয়া পাপপুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্য নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। কাশীরামের শকুন্তলার শ্লোকসংখ্যা ১৭৮, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলার ১৫০০ শ্লোক। ইহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দুইটি বড় অধ্যায়ের তুল্য। আমরা এরূপ বলি না যে, রাজেন্দ্র-দাসের কবিতা সর্ব্বত্রই সরল ও সুন্দর। ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষা হইতে যতটা বিভিন্ন, সেই সময়ের কথাবার্ত্তা, হাস্য পরিহাস এবং রুচিও বর্ত্তমান সময় হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, তন্নিবন্ধন ইহা পাঠকালে স্থলে স্থলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

রচনার দোষভাগ।

কবি ষষ্ঠীবর-রচিত স্বর্গারোহণপর্ব্ব আমার নিকট আছে এবং উহার শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতে কথা উল্লিখিত দেখিয়াছি। ষষ্ঠীবরের রচনা অনাড়ম্বর,—বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাঁকজমক নাই, মধ্যে মধ্যে দুই একটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা— * "স্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥ উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার। পৃথিবী পরেছে যেন মালতীর হার॥" * এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের * "মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে। মুক্তাবলী কণ্ঠগতৈব ভূমেঃ॥" * মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কবি বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই।

ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব্ব ও অশ্বমেধপর্ব্ব পাইয়াছি। আদিপর্ব্বে তাঁহার রচিত দেবযানী-উপাখ্যান বেশ সুন্দর; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতাশালী। কাশীদাসের রচনা বটতলা কর্ত্তৃক মার্জ্জিত না হইলে গঙ্গাদাস সেন প্রায় তাঁহার সমকক্ষ হইতেন,— অনেক স্থলে বেশ সমকক্ষতা চলিতে পারিত। গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্ব্ব কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে আকারে বৃহৎ। রচনার

গঙ্গাদাসের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব।

কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে ;— * "যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দূরে। সুবর্ণপূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে॥ বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর। দীপ্তিমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর॥ অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত। সহস্রকিরণ বেড়ি থামে চারিভিত। যুপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। যজ্ঞধূমে অন্ধকার গগন আবরি॥ নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয়জয় ধ্বনি। বেদধ্বনি নূপুবধ্বনি এই মাত্র শুনি॥ মণ্ডব প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ হইল বৃকোদর॥ ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত। ডাল সনে পুষ্পভরে হয়েছে নমিত॥ গন্ধে আমোদিত সব সুললিত ঘ্রাণ। নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্ম্মাণ॥ খর্জ্জুর পাঞেলা যত ফলিত সঘন। দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন॥ বিদারিত দাড়িম্বে বেষ্টিত পুরীখান। পুণ্যবন্ত দেখি যেন দেবতার স্থান॥ লেম্বু জাম্বীর আর নারাঙ্গার ফুল। অশোক চম্পক লঙ্গ কেশর বকুল॥ সুবর্ণ কেতকী আদি জাতি ক্রম লতা। মালতি চম্পক কুন্দ লতিকা পুষ্পিতা॥ পশুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া করয়ে সকলে। কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে॥" *

উদ্ধৃতাংশ ও এইরূপ নানা অংশের সঙ্গে কাশীদাস কবির সেই সেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে, গঙ্গাদাস তাঁহার নিকট খর্ব্ব হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গোপীনাথ দত্তের দ্রোণ পর্ব্ব আমরা পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত পর্ব্বের অন্যান্য বিষয়ের সহিত বহুপত্র জুড়িয়া দ্রৌপদী-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে ; অভিমন্যু বধে ক্রুদ্ধা রমণীদল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী সেনাপতি।

গোপীনাথের দ্রোণ পর্ব্ব।

ঘনরামের কাব্যে আমরা কানাড়ার যুদ্ধ-বিবরণ পড়িয়াছি ; ইতিহাসে দুর্গাবাই ও লক্ষ্মীবাই-এর নাম পাঠকমণ্ডলীর নিকট অবিদিত নহে ; আমরা কালীদেবীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি গড়িয়া আজও পূজা করিয়া থাকি; সুতরাং মহাভারতের দ্রৌপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই। কিন্তু যে দেশের পুরুষই ললনার ন্যায় কোমল, সে দেশের ললনা স্বপ্নসৃষ্ট পুত্তলীর মত আঙ্গিনার রৌদ্রে ও বাতাসেই বিলীন হইয়া যাইবার কথা ;—যুদ্ধক্ষেত্রের ত কথাই নাই। বোধ হয় কাশীদাস বাঙ্গালীর নাড়ী টের পাইয়াই দ্রৌপদী-যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথ দত্তের দ্রৌপদী-যুদ্ধে কোন আশ্চর্য্য কবিত্বের চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কাশীদাসের ভণিতা দিয়া তাহা

কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখা বলিয়া ধরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব-বঙ্গের দুই একটি শব্দ পরিবর্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এই কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম ব্রাহ্মনদীর তীরস্থ। কাশীরামদাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা;—সে আজ ২৭৬ বৎসরের কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠভ্রাতা; সুতরাং কাশীদাস ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, কাশীরামদাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৪ সালের লিখিত; বলা বাহুল্য এই দানপত্রোক্ত সময় আমাদের অনুকূল।[১] সিঙ্গিগ্রামে "কেশেপুকুর" নামক একটি পুকুর আছে ও তথনকার লোকগণ "কাশীর ভিটা" বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন।

কাশীদাসের জীবনী।

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুরাণ-পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি মহাভারত প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অনুরক্ত হন; এই অনুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসী-মহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এইজন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুরাণ শুনিবার কথা লিখিয়া থাকিবেন।

১. ১৩০৭ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎপত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি কাশীদাসের বিরাটপর্ব্বের বিবরণ দিয়াছেন—তাহার শেষে লিখিত আছে—"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥" সুতরাং ১৫২৬ শকে (১০১০ বাং সন) কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব সমাধা করেন।

কৃত্তিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুরাণ শুনিয়া গীতরচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভণিতার সঙ্গে মধ্যে পুঁথিলেখকগণও অনেক কথা যোজনা করিয়া থাকেন।

* "আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥"* —এই একটি চলিত বাক্য আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, স্বর্গপুর অর্থ কাশীধাম; কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে উক্ত মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ-বাক্য সত্ত্বেও কাশীরামদাসই সমস্ত মহাভারত অনুবাদ করেন, এই মত সমর্থন অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণিতা কাটিয়া যদি কাশীদাসী মহাভারতে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনাগুলি অনেক স্থলেই একরূপ; "জয়গোপালগণে"র প্রসাদে কাশীরামদাসের কিছু কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই; এই নবযুগের প্রভাব চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাসী মহাভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার ভণিতা দৃষ্ট হয়,—যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়া চাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুঁথিগুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্ত্তী পুঁথিলেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছে। ১৫৮৩ খৃ. অব্দের লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতের শল্য ও নারীপর্ব্বে ভৃগুরামদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গদাধরলিখিত পুঁথি আমরা দেখি নাই—তাহাতে যদি সর্ব্বত্র কাশীরামদাসের ভণিতা থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা হইলে * "আদি সভা বন বিরাটের কতদূর"— * ইত্যাদি শ্লোকের মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিতে কিংবা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।[১]

কাশীদাস সমস্ত মহাভারত লিখিয়াছিলেন কি না?

১. ৫২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দৃষ্টে বোধ হয় যেন কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব নিজেই শেষ

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির রচনা তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেষরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলিতে চাই। কৃত্তিবাস যেরূপ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গব্যাপক যশের অধিকারী হইয়াছিলেন, কাশীদাস তাহা হইতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্ববঙ্গে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের প্রাচীন পুঁথিই বেশী পাইতেছি, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের পুঁথিও নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কাশীদাসের মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি বিরল। অবশ্য বাছিয়া যথেচ্ছা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের ভাষার ঐক্য দেখিতেছি।

কাশীদাসী মহাভারতে সঙ্গে অপরাপর অনুবাদের ভাষার ঐক্য।

যযাতির পতন

"অষ্টক বোলেন্ত তুহ্মি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন॥
অগ্নি প্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ।
কোন্ পাপে অধর্ম্মে হইল স্বর্গপাত॥

* * * *

যযাতি আমার নাম কহিঁ শুনি তোকে।
নহুষ নৃপতিসুত পুরুর জনক॥
করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কয়।
নরকেতে বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাঁই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুই পড়িল ভূমিতল॥"

—সঞ্জয়কৃত ভারত, আদি

"অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হইতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥

করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে এই দুইটি ছত্র পাওয়া যায়,—"ধন্য হ'ল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ব্ব ভারত সে করিল প্রকাশ॥" এই কথা টির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা আমাদের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত করিতেছে।

রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান্ জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥"

—কাশীদাস, আদিপর্ব্ব।

কৃষ্ণের ক্রোধ

"এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেতে লইল চক্র দেব জনার্দ্দন।
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুবতেজ যেন কালযম॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যাএ দেব জগন্নাথে॥
পৃথিবী বিদায় হএ চরণের ভাবে।
ক্রোধদৃষ্টিএ যেন জগত সংহারে॥
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল।
ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন যাএ মৃগপতি॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোহ্মার প্রসাদে মুঞি তরিমু সংসার॥
তোমার চক্রেতে মুঞি যদি সংগ্রামেতে মরি।
ত্রিভুবনে রহিবে কীর্ত্তি পরলোকে তরি॥"[১]

কবীন্দ্র—ভারত, ভীষ্মপর্ব্ব।

"অস্থির হইলা হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥

৬ ১. ১৬৯ পৃষ্ঠায় এই অংশ একবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধৃত স্থলটি একটু স্বতন্ত্র।নি ভিন্ন পুঁথি দৃষ্টে এই দুই প্রকার পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী ॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥"

—কাশীদাস, ভীষ্মপর্ব্ব

বৃষকেতুর পরিচয়

"আকর্ণ পূরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল ॥
অতি শিশু দেখি তুম্মি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার ॥
কাহার পুত্র তুম্মি কিবা তোমার নাম।
কোন্ দেশে বসতি কিবা মনস্কাম ॥
কি লাগিয়া লও ঘোড়া কারণ কিবা তার।
কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্যের সংহার ॥

* * * *

রাজার বচন শুনি হাসে কুমার।
পরিচয় লও অহে নৃপতি আম্মার ॥
যাহার উদয়ে হএ তিমির নাশ।
যাহার উদয়ে হএ জগত প্রকাশ ॥

মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্রণী।
যাঁর বলে দুর্য্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী॥
তাঁর পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক।
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক॥"

—শ্রীকরণনন্দীর (ছুটিখাঁর আদেশে রচিত)
ভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

"বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে।
জনম হইল যার কুন্তীর গর্ভেতে।
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির যজ্ঞহেতু॥"

—কাশীদাস—অশ্বমেধপর্ব্ব।

গান্ধারী বিলাপের শেষাংশ

"কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূ সব উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে সূর্য্য আর চান্দে॥

শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
যাহার দেখিয়া রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেতে।
মুক্তকেশ হীনবেশ দেখহ সাক্ষাতে॥
ঐ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠ শব্দ শুনি যার নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
মাএ এডি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ঐ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড মাএর পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র মাএর একুই সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
কি মতে বুঝাহ মোরে মুকুন্দ মুরারি॥
পুত্রশোক শেল জেন বাজিছে হিয়ায়।
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছএ যতেক।
পুত্রের সমান শোক নহে পরতেক॥
গর্ভধারী হয়্যা যেবা কর্য্যাছে পালন।
সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম॥”

—নিত্যানন্দ ঘোষ, স্ত্রীপর্ব্ব।

গান্ধারী বিলাপের শেষাংশ

“কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥

কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চাঁদে ॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু ॥
হেন সব, বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখি তুমি নেত্রে ॥
ঐ দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি ॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি ॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান ॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি ॥
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয় ॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক ॥

গর্ভধারী হয়ে যেই করিছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥"

—কাশীদাস, স্ত্রীপর্ব্ব।

এইরূপ সাদৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখাইতে পারা যায়। মোটের উপর কাশীদাসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অংশবিশেষের তুলনা করিলে সর্ব্বত্র তাহার এই গৌরব রক্ষিত হয় না। অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্য এবং সেই সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব্ব এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জ্জন, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, কাশীদাসের সৌভাগ্যশ্রীর ছায়ায় নিত্যানন্দ ঘোষের যশঃ বিলীনপ্রায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ওকালতীর ফলে বোধ হয় এত দিন পরে বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকটে কবি নিত্যানন্দ সুবিচার পাইবেন এবং আশা করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তমাদী সূত্র উত্থিত হওয়ার কোন আশঙ্কা দাঁড়াইবে না। তবে এ কথাও এখানে বলা উচিত যে, নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীদাসের আদর্শ হইলেও, সেই মহাভারতখানিই যে মৌলিক অনুবাদ, তাহা স্বীকার্য্য নহে।

কাশীদাসের ভাব ও ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন, কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া শব্দাডম্বরের প্রতি রুচি-প্রবণতাহেতু বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রেমের প্রভাব তিরোহিত হইল, সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষা-সুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব নিপীড়িত এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী; তাঁহার কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপিপ্রণালী এবং মার্জ্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ নিপুণ ও ভাবী যুগের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।— * "চলৎ চপলা রূপে কিবা বরকায়া।" "দ্বিকর কমল, কমলাংঘ্রিতল," "নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতিঃ পীনঘনস্তনী," * প্রভৃতি সংস্কৃতের টুকরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার ন্যায় পড়িয়া আছে ও * 'মুখরুচি, কত শুচি,' 'সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব,' 'অগ্নি অংশু যেন পাংশু'— * প্রভৃতি পদে ভাবী অনুপ্রাসপ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে।

অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা ;—

"মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন যায়॥ সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দ। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥ মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে। দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥ যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী॥"

—আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদের উপলক্ষ্যে সমাগত ব্রাহ্মণদের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,—উহা একখানি যথাযথ ছবি। কাশীরাম-দাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর সৈন্য বর্ণনা—বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কবি ইহাতে আশাতীত-রূপে কৃতকার্য্য ;— * "যেদিকে পারিল যেতে সে গেল যেদিকে। পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে॥ উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল॥ হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ। একে চাপি আর যাই যেয় বলবন্ত॥ রথের উপর বেগবন্ত অসোয়ার। অবস্থা হইল যত কি কব তাহার॥ ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত আকার শব হৈল॥ একপদ কাটা কারু, কাটা দুই ভুজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুব্জ॥ সর্ব্বাঙ্গে বাহিয়া পড়ে শোণিতের ধার। মুক্ত-কেশ নগ্ন দেহ কাণ কাটা কার॥ আড়ে, ওড়ে, ঝাড়ে, ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতাড়িয়া॥ ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে। দ্বিজ দেখি ক্ষত্রিয় লুকায়ে ঝাড়ে ঝোড়ে॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ ভয়। দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥ ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল। মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥ তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কমণ্ডল। ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে। কেহ কাঁটাবনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে॥"—কাশীদাস—আদিপর্ব্ব।

মহাভারতের আদ্যন্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত। এক একখানি পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের ন্যায়; পড়িতে পড়িতে জগৎপূজ্য, যুদ্ধবীর,

ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকগণের মূর্ত্তি মনশ্চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়; তাঁহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্য যেন আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে। এই নিঃসম্বল, অর্দ্ধভুক্ত, পররোষ-কটাক্ষে পাণ্ডুরতাপন্ন বাঙ্গালীজাতিও ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশালী, অভিমানস্ফীত পূর্ব্বপুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই মহাভারতপ্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জ্জুনতুল্য কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার নাম এখন ইতিহাসে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত-সমুদ্র হইতে এখনও 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ উত্থিত হইয়া প্রাচীনভাবের অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়া হিন্দুস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আর কত কবি ও বীর চিত্রকর যশস্বী হইবেন, কে বলিতে পারে?

কাশীদাসের অপরাপর কাব্য।

কাশীদাস, মহাভারত ছাড়া আরও তিনখানি ছোট কাব্য রচনা করেন:—১। স্বপ্নপর্ব্ব, ২। জলপর্ব্ব, ৩। নলোপাখ্যান।

কাশীদাসের অপর দুই ভ্রাতা,—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ গদাধরদাস, উভয়েই সুকবি ছিলেন। কৃষ্ণদাস অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এই গোপালদাস আজন্ম কৌমার-ব্রত পালন করেন এবং ইঁহারই আদেশে কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণদাস তাঁহার গুরুর নিকট হইতে * "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" * নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন— * (সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা। আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞা॥" শ্রীকৃষ্ণবিলাস।) * এই "কৃষ্ণকিঙ্কর" নামেও তিনি স্বীয় গ্রন্থের অনেক স্থলে ভণিতা দিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধর তৎসম্বন্ধে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছিলেন:— * "প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥" * শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচনা প্রকৃতই অতি মনোহর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি উদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্ধে ১৩০৭ সনের ৪র্থ সংখ্যার পরিষৎ-পত্রিকায় একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'।

ভবানীপ্রসাদ কর, জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী কাঁটালিয়া (এখন মৈমনসিংহের মধ্যে),—কিন্তু ইঁহার কনিষ্ঠ গদাধর দাসের "জগন্নাথমঙ্গল" একখানি উপাদেয় পুস্তক। এই পুস্তকের ভূমিকাটিতে ঐতিহাসিক অনেক নূতন তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

গদাধরের 'জগন্নাথমঙ্গল'।

"ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রয়াণী নাম। তার মধ্যে প্রধান গণি সিঙ্গিগ্রাম॥ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে। নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥ তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্র দেব যে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥ ধ্রুবরাজ সুবরাজ তাহার নন্দন। ধ্রুবরাজ পুত্র হইল মিলএ যতন॥ তাহার তনয় হয় নাম ধনঞ্জয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়॥ রঘুপতি, ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥ প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব, সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥ প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥ সুধাকর নন্দন এ তিন প্রকার। * * * * প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর'। রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভরত পুরাণে॥ জগতমঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥ নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥ স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্ম পুরাণের প্রভুর চরিত্র॥ না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে॥ ইহা শুনি কৃতার্থ হইব যত জন। ইহলোকে সুখ অন্তে পতি নারায়ণ॥ সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক) সহস্র পঞ্চাশ সন (১০৫০ বাং সন) দেখ লেখা মতে॥ মহালয়া তাপী হয় বেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর॥ মাখন-পুরেতে ঘর তাহার ভিতর। বিশ্বেশ্বর বাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর॥ দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে। শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে॥ নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ। আমি অতি মূঢ়মতি কবির রচন॥"

যে পুঁথি[১] হইতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি ১১৬৫ সালের। এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। লেখক শ্রীঅনুপচন্দ্র ঘোষ * "সাং বোএগা, পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর।"

১. বিশ্বকোষ আফিসের ২৯০ সংখ্যক পুঁথি।

'জগৎমঙ্গল' কাশীদাসের কনিষ্ঠের উপযুক্ত কাব্য; ইহার রচনা বেশ সুন্দর। রচনার ১০০ বৎসরের উর্দ্ধ কালের পরেও ইহা পুনশ্চ লিখিত হইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, এতদ্দ্বারা ইহা অনুমিত হয়, যে জগৎমঙ্গলের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১০৫০ সালে এই পুস্তকের রচনা হয়, এবং তৎপূর্ব্বেই কাশীদাসের মহাভারত রচিত হয়, উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম।

কাশীদাস নিজে কবি, তাঁহার অপর দুই সহোদর কবি, কিন্তু এই স্থানেই প্রতিভাশালী পরিবারের কবিত্ব যশের শেষ নহে। কাশীরামদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাস ১৫০০ শ্লোকে মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বটি অনুবাদ করিয়াছিলেন; যে হস্তলিখিত পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১১৬২ সনের লেখা। * "লেখক শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী"। * যদি কাশীদাসের কৃত দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদটি থাকিত, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্যের যশের লোপচেষ্টায় এই অনুবাদকার্য্যে ব্রতী হইতেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ আর একটি কথা এই দেখা যায় যে, কাশীদাসের দ্রোণপর্ব্ব—এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ব্ব,—একই গ্রন্থ। আমরা যে পর্য্যন্ত উভয় অনুবাদের রচনা অনুসরণ করিতে পারিলাম, তাহাতে কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলাম না,—এই কারণে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অপরাপর নানা কারণে মনে হয় যেন, কাশীদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদটি সঙ্কলন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নন্দরাম দাস

কাশীদাসী ভারতে কোন্ কোন্ কবির রচনা।

কাশীদাস, গদাধর দাস এবং নন্দরাম দাস এই তিন জনের চেষ্টায় যে মহাভারতের অনুবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ কাশীদাসের ভণিতা বজায় রাখিয়া উহা "কাশীদাসী মহাভারত" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি একভাবাত্মক ছন্দঃ ও বৈষম্যহীন সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে, "আদি, সভা, বন, বিরাট" এই তিন পর্ব্বে যে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি ও শব্দঝঙ্কারের পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহার সমূহ অভাব। * "দেখ দ্বিজ মনসিজ" * প্রভৃতি অংশের শব্দ-সম্পদ্ একঘেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের সহিত এই কাব্যের সম্পর্ক প্রতিপন্ন করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহের নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ[১] এবং

১. এই অনুবাদটি উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে বিরচিত হয়। পুস্তকের

অপরাপর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত-রচকগণের রচনা হইতে অপহৃত হইয়াছে। কাশীদাসের মহাভারতে যদি কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পূর্ব্বাংশেই পর্য্যবসিত।[১]

রামেশ্বর নন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনুবাদ করেন; যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তাহা ১০০ বৎসরের প্রাচীন। এই কবির রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত স্বর্গ মর্ত্ত্য লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যপল্লব আছে; ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ—এইজন্য রামেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া মনে হয়,—

রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।

শকুন্তলার রূপ বর্ণনা— * "চামরে চিকুরা কেশ হেন মনে লয়। চাঁচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময়। চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্ম্মিত। তাহাতে কলঙ্কহেতু নহে পরতীত॥ অরুণ তিলক ভালে হেন লএ চিতে। সর্ব্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে॥ ভুরুযুগ নিরমল কাম শরাসনে। কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে॥ কুবলয়দলে কৈল আখি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান॥ বিম্বফল জিনিয়া অধর যে দেখি। ঈষৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষ্যি॥" * একবার উপমা দিয়া আবার সে উপমাটিকে ধিক্কৃত করা, অলঙ্কার শাস্ত্রের পত্র লইয়া এবম্বিধ কৌতুকপূর্ণ ক্রীড়া কাশীদাসের পরবর্ত্তী যুগের বিশেষত্ব।

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব-বর্ণনার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা বিশুদ্ধ। যথা,—

"লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত। নানাজাতি বৃক্ষলতা সব পুলকিত॥ রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত। পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ। নানাস্থানে

আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কাশীরামদাসের অশ্বমেধপর্ব্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম; কোন কোন স্থলে সুন্দর মিল আছে, কেবল দুই একটি শব্দ মাত্র পৃথক্॥"—পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৫ সন, ১৪১ পৃ.।

১. সম্প্রতি মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুঁথির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে যে, কাশীরাম দাস মৃত্যুকালে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে ডাকিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন যে তাঁহার বড় দুঃখ রহিল যে তিনি মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। নন্দরামকে সেই অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। আমরা বাকী মহাভারতের অনেক প্রাচীন পুঁথিতে নন্দরামের ভণিতা পাইতেছি। নন্দরাম নিত্যানন্দের পুঁথি নকল করিয়া পিতৃব্যের রচিত মহাভারতের সঙ্গে নিজের নাম সই করিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। কালে তাঁহার নাম লুপ্ত হইয়া সমস্ত মহাভারতখানাই কাশীদাসের নামে বিকাইতেছে।

উড়ে পড়ে অস্থির সঘন ॥ অন্যে অন্যে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে। যাহারে শুনিলে কামে মুনি মন হরে ॥ নানা জাতি পক্ষী নাদ করে সুললিত। বৃক্ষমূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য ॥ কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে ॥ ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি। আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি ॥"—রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে. গ. পুঁথি, ৮৫।৮৬ পত্র।

ইহা শকুন্তলা উপাখ্যানের পূর্ব্বভাগ। রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বরও কালিদাসের শকুন্তলা হইতে উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন ;— * "কণ্টক লাগয়ে পথে আপন আঁচলে। খসাইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে ॥" * প্রভৃতি শকুন্তলার চেষ্টা কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইঁহার বিষয় জানাইয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ লেখকের মতে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি। মহাভারতের আরও অনেকগুলি অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থ দেখুন।)

ভাগবতের অনুবাদ।

ভাগবতের অনুবাদ তিনখানির বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে :— ১। গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ২। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীর অনুবাদ। 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' ভাগবতের সারসংগ্রহ মাত্র। কিন্তু এই অনুবাদত্রয় সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে,—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের অনুবাদে অতি সংক্ষেপে ভাগবতের অংশবিশেষের পরিচয় আছে, কিন্তু গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্য্য (রঘুনাথ) ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই অনুবাদখানি বেশ সুন্দর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার প্রায় সমস্ত পুঁথিখানি সংগৃহীত আছে,—অনুবাদ প্রায় ২০,০০০ শ্লোকে পূর্ণ। সাহিত্যপরিষদ্ এই অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৫৬৭ খৃ. অব্দে বিরচিত কবি কর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই পুস্তকের

উল্লেখ আছে— * "নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ প্রেম-তরঙ্গিণী শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যবল্লভঃ।" * রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবতানুবাদের নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,"—ইহা সেই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উল্লিখিত আছে— * "শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। একমনে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥" "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।" * চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও এই অনুবাদকারকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা— * "শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহত্তম। তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥ শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর কর্ম্মচারী। ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥" *

রঘুনাথ পণ্ডিতের কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, কবিচন্দ্র প্রণীত গোবিন্দমঙ্গলাখ্য ভাগবতানুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'কবিচন্দ্র' সমস্ত ভাগবতের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের ভাগবতখানির নানা অংশের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যেরূপ সুলভ, ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদ সেরূপ সহজ প্রাপ্য নহে। তাহা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার পুস্তকাগারে নানারূপ পুস্তকই থাকার কথা,—তন্মধ্যে যেখানি যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি।

কবিচন্দ্র।

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল হইতে একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; স্থানাভাব-বশতঃ অধিক রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না :

"রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার। রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার। কাজলে মিশিলে যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচাসোনা ॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপম ॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে। কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে ॥"

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া অভিরামদাস নামক জনৈক সুকবি ভাগবতের সমস্ত কিংবা অধিকাংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃ. অব্দে সনাতন চক্রবর্ত্তী নামক অপর একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক আওরঙ্গজীবের সঙ্গে শুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে উহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভাগবতের

অপরাপর ভাগবতানুবাদকগণ।

উপাখ্যানভাগ অবশ্যই বহুসংখ্যক কবিই রচনা করিয়াছেন, জয়ানন্দের ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি এই স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে। কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের ভাগবতানুবাদের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অন্ধ ভবানীপ্রসাদ রায়।

ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, ইঁহারা মৈমনসিংহের বৈদ্যসমাজভুক্ত নহেন, বঙ্গীয় সমাজভুক্ত, ইঁহাদের উপাধি রায়। ইনি জন্মান্ধ এইটুকুই তাঁহার বিশেষত্ব। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই অন্ধকবিকে আলোকে আনিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কবিমহাশয়ের জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। জ্ঞাতিভ্রাতা কাশীনাথের পুত্রগণের বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভিযোগ আনিয়াছেন। পাঠকগণ উভয় পক্ষে প্রমাণ না লইয়া অন্ধের প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া এক তরফা ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু তাহা উচিত নহে। মুকুন্দরাম-অঙ্কিত ডিহিদার মামুদসরিফ দেশের শত্রু, সুতরাং কবির বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে বিচার চলে,—এস্থলে কিন্তু অভিযোগ নিতান্ত ব্যক্তিগত,—কবি স্বীয় পারিবারিক বিদ্বেষবশতঃ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি না করিলে তিনি সর্ব্বতোভাবে সাধারণের কৃপাপাত্র হইতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার অবতরণিকা কি ভাষা, রুচি কিংবা কবিত্ব ইহার কোন হিসারেই প্রশংসাযোগ্য হয় নাই— * "নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজাত। দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ।। জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত। চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত।। দাড়াইয়াছি আমি ভাবি কালীর চরণ। দাঁড়াতে আমার নাহিক কোন স্থান।। জ্ঞাতি ভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাথ। তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ।। জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত। তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্ভুত।। কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত। পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত।। বিদ্যা উপার্জ্জন তার নাহি কোন লেশ। পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকাশ।। দীর্ঘ টানে সদা তেঁহ থাকেন মগন। জ্ঞাতিবন্ধু সহ তার নাহিক মরণ।। তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা। খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা।। এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিল সদায়। তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়।। দুষ্ট হাত হইতে কালী কর অব্যাহতি। তুমি না তরাইলে

মোর হবে অধোগতি ॥ মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার ॥ আমি অজ্ঞ ক্রিয়াহীন না দেখি উপায়। শরণ লৈয়াছি মাত রাখ তব পায় ॥" * অন্যত্র,— * "ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল। চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল ॥ কাঁটালিয়া গ্রামে করবংশেতে উৎপত্তি। নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি ॥—জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে। অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে ॥" * অন্ধকবি জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়া গিয়াছেন, সেই কষ্ট বর্ণনায় যদি কিছু বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্ট অপভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা সুরুচির পরিচায়ক কিংবা (ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিলে) নিরাপদ হইবে না। ভবানীপ্রসাদের রচনায় প্রসাদগুণ বেশ আছে, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ থাকায় তাঁহার অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাহা "চণ্ডী"তে পরিষ্কারই ধরা যায় ; এই উদ্ধৃত অংশেই,—"প্রসাদ" সঙ্গে "জাত", "নাথ"এর সঙ্গে "সম্বাদ", "কথা"র সঙ্গে "বৈরতা" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মিল দিতে দেখা যায়, তাঁহার পুস্তক ভরিয়া "রাজন"এর সঙ্গে "পরাক্রম", "আমি"এর সঙ্গে "মুনি", "শ্রীরাম"এর সঙ্গে "জাম্ববান", "অনুপম"এর সঙ্গে "প্রজাগণ" মিল পড়িয়াছে ; প্রাচীন অনেক কাব্যেই এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই। শুধু শ্রুতিই তাঁহার পদের নির্ণায়ক, সুতরাং লিখিত কথা অপেক্ষা তদ্দেশবাসিগণের উচ্চারিত কথাই তাঁহার কাব্যের অধিকতর আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল।

ভবানীপ্রসাদের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সর্ব্বত্রই মূলের অনুবাদ নহে। মার্কণ্ডেয় মুনিকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে অন্যান্য মুনিগণেরও শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনুবাদ বেশ সরল ও সুন্দর, নিম্নে চণ্ডীর সুপরিচিত একটি অংশের ভাষানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল :—

"যেহি দেবি বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে ॥
যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে ॥"

অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের ক্ষমতা বেশ ছিল। বামনের চাঁদ ধরিবার ও অন্ধের কাব্য লেখার সাধ একমাত্র ভগবানই পূর্ণ করিতে সমর্থ, ভবানীপ্রসাদের সে আশা তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধকবি পাইলেই আমরা মিল্টন ও হোমার স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইব, ইহা ঠিক নহে।

ভবানীপ্রসাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিভাশালী কবি রূপনারায়ণ প্রায় সমকালেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অপর একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এই কবি আদিশূর আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষের বংশীয়; যশোহর ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বসতিস্থান ছিল। যশোহরে রাষ্ট্রবিপ্লব (সম্ভবতঃ মানসিংহের আক্রমণঘটিত) হইলে, জগন্নাথ ও বাণীনাথ এই দুই সহোদর—স্বদেশ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ-আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানকার জমিদার জনৈক করবংশীয় নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ দুই ভ্রাতাকে আদরের সহিত অভ্যর্থিত করিয়া স্বীয় দুই কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন; জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন না—উভয় ভ্রাতা পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাণীনাথ ধৃত হইয়া পদ্মার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হন,—মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহাকে করমহাশয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া জীবনরক্ষার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তিনি 'জগন্নাথের দ্বারায় আমাদের বংশরক্ষা হইবে', এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বীরের মত পদ্মার আবর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু এই বল্লালীবীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহে বাফলা গ্রামের জমিদার যাদবেন্দ্র রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া আদাজান গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। যাদবেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাফলার জমিদারগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কবি যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একার্দ্ধ এখনও তদ্দেশে প্রচলিত আছে,— * "যাদবেন্দ্রবিহীনেয়ং বাফলা নিষ্ফলা গতা।" *

রূপনারায়ণ ঘোষকৃত চণ্ডীর অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু অনুমান করেন[১] জগন্নাথ-পুত্র রূপনারায়ণ খৃ. ১৫৯৭ কিংবা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কবি রূপনারায়ণের কৃত অনুবাদখানিতে তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে, ইহাতে দর্শনের সহিত দাড়িম্ব বীজের, কম্বুর সহিত কণ্ঠের এবং কর্ণের কুণ্ডলের সঙ্গে মদনের রথচক্রের উপমা আছে— * "যো রথ আরোহি মদন বীর॥ জিনিল পিনাকপাণি ধীর॥ * —শেষের উপমাটি একটু নূতন হইলেও উহা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতেই আহৃত। কবি, কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছিলেন,

১. পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৪ সাল, পৃ. ৭৭।

মার্কণ্ডেয় মুনির খাতায় সে বিদ্যারও উজ্জ্বল দীপ্তি পড়িয়াছে, যথা, *—"গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে॥ প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন॥ পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে॥" * "পরন্তু" আমাদেরও বিশ্বাস এই যে, রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া ইনি যদি মূলবহির্ভূত অতিশয়োক্তির আড়ম্বর একবারে পরিহার করিতেন, তবেই ভাল হইত এবং তাহা হইলেও তাঁহার সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে প্রবেশ আছে, আমরা এ কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারিতাম না। গৃহিণীগণ এত অলঙ্কার প্রদর্শনাভিলাষী হইয়া তো কখনও অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে দুই একটি স্বর্ণ-দানা কিংবা মুক্তা রাঁধিয়া বসেন না; সেগুলি দেখাইবার স্থান ও সুবিধা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রাচীন কবিগণের অনেকেরই সেই জ্ঞানটির অভাব। "যেখানে যেটি"—ইহা কবি হইতে সামান্য মুটে মজুর সকলেরই কার্য্যের সূত্র হওয়া উচিত।

প্রভাসখণ্ড।

শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ করেন, তাঁহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভাসখণ্ডে আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গালা দেশের আচার ব্যবহার সুচিত্রিত আছে। কবি-কঙ্কণের চণ্ডী সেই সমাজের একখানি সুনির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য জীবন প্রতিফলিত করিতেছে। সেই সময়ে

সমাজের চিত্র।

যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সর্ব্বদাই সংঘটিত হইত; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া তোপের শব্দে আম্রবন কম্পিত ও মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশুর শান্তিভঙ্গ করেন, ইহা সর্ব্বৈব কাল্পনিক; বস্তুতঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাস ও কাব্য পড়িয়াই আমরা জানিতে পারি, কোন বাঙ্গালা লেখকের সেই দৃশ্য দেখিবার কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্ব্বদাই ঘটিত এবং কৃশাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাসীদের মধ্যেও সৈনিক পুরুষের

বাঙ্গালী সৈনিক। যেহি

অভাব ছিল না। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণ-পাইক, কর্ম্মকারপাইক, চামারপাইক, নটপাইক, বিশ্বাস-ও বাঙ্গাল পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ

কেহ অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত, কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যসমূহে অতিমাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না; কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র চাঁপা নাগেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈত্যকে বধ করিয়া সহচরীগণের নিকট বিশ্রামজন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়ায়— * রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী সব কাঁদে। কর্ণে জপ করে কেহ শিরে শিখা বাঁধে ॥" * কবিকঙ্কণের কালকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর স্ত্রীর প্ররোচনায় ধনাগারে লুক্কায়িত হইয়া রহিল, কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ফুল্লরা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,— * "না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল। গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরা হার ॥"—(ক. ক. চ.)। * পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, * 'ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কাঁদে।"—(ক. ক. চ.)। যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা করি করে। দন্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে ॥"—(মা. চ.) *

কাব্যে বীর রসের অভাব।

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের ন্যায় দুই একজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন। লাউসেনের ভ্রাতা কর্পূরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কর্পূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের শরের শন্ শন্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বোধ হয়।

হিন্দুরাজগণ সকালে বিকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদৃত হইত। বড় বড় রাজগণের অধীন রাজগণ "ভূঞা রাজা" নামে আখ্যাত হইতেন; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় "ভূঞারাজগণ" তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজগণ অনেক সময় গ্রাম-নগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্ম্যও রাজ-প্রসাদের তুল্যই অপরিমিত ছিল; বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্ম্মচারীদের ভয়ে অস্থির

রাজা ও প্রজা।

থাকিত, আমরা ভাঁড়ু দত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায়,— * "যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া অন্য কেহ এই রাজ্যলাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি হরণ না করেন ৷৷" * সাধারণতন্ত্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায় বিচার অধিক লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট-চরিত্র হইলে তাঁহার শাসনে পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হয়। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দুর্ব্বলার বাজার করার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, সে সময়ে জিনিষপত্র সমস্তই সুলভমূল্য ছিল;

বাজার দর।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে প্রদত্ত ফর্দ্দে তদপেক্ষাও সুলভ মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। ভদ্রলোক অতিথি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই

আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা।

তাঁহাকে পা ধুইবার জল দিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত; বহু কষ্টে একটি জলপূর্ণ গাড়ুর সাহায্যে কাদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ "গাম্ভারীর পিড়া" চাপিয়া বসিতেন এবং কখনও আহারান্তে একটি অৰ্দ্ধখণ্ডিত গুবাক চর্ব্বণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন। খুব ভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে শয়ন-প্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া পা ধুইয়া পাদুকা পরিয়া শয্যায় যাইতেন। ধনপতি লক্ষেশ্বর ব্যক্তি, তিনি শুইবার পূর্ব্বে— * চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন ৷৷" * স্ত্রীলোকগণ অঙ্গদ, কঙ্কণ, কর্ণপুর প্রভৃতি নানারূপ সোনার অলঙ্কার পরিতেন, নানা ছন্দে খোপা বাঁধিতেন ও "মেঘডুম্বুর" শাড়ী এবং কাঁচুলি পড়িতেন; নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ "ক্ষুঞা" বা ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরূপ অল্পমুল্য পট্টবস্ত্র; মাণিকচাঁদের গানে দেখিয়াছি গোপীচাঁদের রাজত্বকালে বাঁদীগণও "পাটের পাছড়া" পরিত না; এই "পাটের পাছড়া" ও "ক্ষুঞাবাস" একই প্রকারের কাপড় বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্র * "খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত" * কথার এই "খুঞা" বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অঙ্গমার্জ্জনার জন্য আমলকীই সাবানের কার্য্য করিত; স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে ফুলও অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল। বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপিনীগণের

বেশ করার প্রসঙ্গে "কিনিয়া চাঁপার ফুল কেহ দেহি কাণে" পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক 'Rude nations delight in flowers' এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট নাগকেশর, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতার জাতি নষ্ট করিয়াছেন; সুন্দরীগণ এখন এই সব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত হইতে পারেন। পুরুষগণ বালা পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না এবং দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোনা পরিয়া কৃতার্থ হইত; গুজরাটপুরীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতেছে— * "নগরের নাগরজনা, কাণে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন পরিধান॥"—(ক. ক. চ)। * নিম্নশ্রেণীর লোকগণ "খোসালা" নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত। বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ি-প্রত্যাশী দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইত; একজন লগ্নাচার্য্য,—ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতেন, অপর 'কুশাবী' উপাধিবিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাঁধে একটা বড় কুশের বোঝা থাকিত এবং ইনি দেব পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্ব্বাদ করতঃ কিছু যাচ্ঞা করিতেন।

বিদ্যাচর্চ্চা।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চ্চা খুব বেশী ছিল, শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে; চণ্ডীকাব্যে শ্রীপতি-বণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা ধনপতি বণিকও— * "নাটক নাটিকা কাব্যে যাঁহার উল্লাস।"— * বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃত টোলে বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতিবণিক্ সিংহলে * "নাগরী বাঙ্গালা রায় পড়িবার জানি" * বলিয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। টোলে পাঠারম্ভ হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত মাধবাচার্য্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন— * "চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলয়ে প্রবেশিল মন॥ কেয় কর কন আদি, কল ক্কোব অবধি, রেফযুক্ত পড়ে যত ফলা। কিরি কিলি আর্ক আঙ্ক, একাবিধ যত অঙ্ক, কাগলয়ে পারগ হ'ল বালা॥ পূজা করি সরস্বতী, আরম্ভিলা পাঠ্য পুঁথি জানিবার সন্ধির প্রকার। স্বরসন্ধি পড়িয়া, সুসম পল্বেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা অপার॥ চণ্ডিকার বর হেতু, পড়িলা সকল ধাতু, দ্বিবিকার জানিতে কারণ। ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে কথা কয়, পারগ হইলা ব্যাকরণ॥" * কিন্তু চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় টোলের উর্দ্ধতন

ছাত্রগণ ব্যাকরণকে 'শিশু শাস্ত্র' বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালাই অনুশীলন বেশী করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্ব্বের যতগুলি বাঙ্গালা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তির হাতে লেখা; কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি;—হরিবংশ (১১৯০ সন), লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধুপি; নৈষধ (১১৪৭ সন), লেখক শ্রীমাঝি কাইত; গঙ্গাদাস সেনের দেবযানী উপাখ্যান, (১১৮৪ সন), লেখক শ্রীরামনারায়ণ গোপ; ক্রিয়াযোগসার (সনের নির্দ্দেশ নাই, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়), লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ; রাজা রামদত্তের দণ্ডীপর্ব্ব (১৭০৭ শক), লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুঁথি আমাদের নিকট আছে। ত্রিপুরাজেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি নলদময়ন্তী এক ধোপা-বাড়ীতে আছে, উহা সেই ধোপার পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা, বড় সুন্দর।[১] আমরা মধুসূদন নাপিতরচিত নলদময়ন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই নাপিত-কবি যে তাঁহার পিতামহের কবিত্ব-যশের গর্ব্ব করিয়াছেন, সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। গোবিন্দ কর্ম্মকার-রচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভদ্রলোকগণের ঘরে বাঙ্গালা পুঁথি বড় বেশী নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে উহা রাশি রাশি পাওয়া যায়, ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুঁথিগুলি যেরূপ যত্নসহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের টোলে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা পড়ান হইত, "বারমাসী" ও "ফরমাইসী" পালা রচনারও চর্চ্চা হইত ('কঙ্ক ও লীলা' দেখুন)। চৈতন্যপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে পালিও পড়িয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র টোলে ও মকতবে সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফার্শী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা শিখিয়াছিলেন, অন্নদা-মঙ্গলে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মে; মধুসূদন নাপিত সংস্কৃত জানিতেন এবং স্বয়ং একজন কবি ও কবির পৌত্র

১. প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পুঁথিখানির জন্য ২৫ টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, ধুপি পুঁথি দিতে স্বীকার পায় নাই, কিন্তু তাহার এক বৎসর পরে অগ্নিদাহে ঐ পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়।

ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন নাই। সে সময় ধর্ম্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি-কামনায় জ্ঞানের চর্চ্চা হইত; জ্ঞানচর্চ্চা যে শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে অর্থকরী, এ কথা তখন তাঁহারা জানিতেন না।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলোচনা করিব। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন,—খুল্লনা বণিক্‌রমণী। বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রভু যে সাড়ে তিন জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবী—আধ জন; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে (৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দ্রষ্টব্য)। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ঔষধ করিবার প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোট্টা ভ্রাতাদের গালি নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথতীর্থে এখনও পাণ্ডারা গাহিয়া থাকে,—

স্ত্রীশিক্ষা।

"ভাল বিরাজহুঁ উড়িয়া জগন্নাথ। উড়িয়া মাঙ্গে ক্ষীর খিচুড়ী, বাঙ্গালী মাঙ্গে ডাল-ভাত। সাধু মাঙ্গে দর্শন পর্শন মহা পরসাদ॥ বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাসুন্দরী, দেখ নয়নকতারা, ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে বাঙ্গালিনী টোনা।"

এই "টোনা" অর্থাৎ ঔষধ করার বৃত্তান্ত মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া বাঁচাইয়াছেন, * "ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে বশ দারুণ ঔষধ॥" * ঔষধ দ্বারা বশীকরণ প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্ষপীয়রের ম্যাক্‌বেথ নাটকে যাদুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্টি দিয়াছেন, মুকুন্দের তালিকায় তাহার অনুরূপ;—adders fork, eye of inewt, scale of dargon, maw of shark, wool of bat, gall of goat, lizard's legs, wings of owlet, প্রভৃতি বিলাতী যাদুর পার্শ্বে, * কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত, ভুজঙ্গের ছাল, কুম্ভীরের দাঁত, বাদুড়ের পাখা, কাল-কুকুরের পিত্ত, গোধিকার আঁত, কোটরের পেঁচা," * —ইত্যাদি কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণগুলি স্থান পাইতে পারে। এই ছাই ভস্মের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্য-কল্পনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য্য করে, একই দ্রব্য

স্ত্রীলোকের কুসংস্কার।

খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং নরপ্রকৃতি সর্ব্বত্র যে এক সাধারণ নিয়মাধীন তাহা প্রমাণ করে।

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল। চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও বিবাহোপলক্ষ্যে আগত এয়োগণের নাম পড়িয়া দেখুন, তাঁহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপবালক ও গোপিনীগণের; শ্রীমন্ত বাল্যকালে শকট-ভঞ্জন, পুতনাতৃণাবর্ত্তবধ প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে * "হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে।" (ক. চ.) * বলিয়া ভাগবতের দোহাই দিতেছে।

বৈষ্ণবপ্রভাব।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাসকবি শকুন্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজের পাপপুণ্যের যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের পল্লীগুলিতে বোধ হয় এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের সে শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,— * "ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে যেই জন। তার পুণ্য ব্রহ্মা কৈতে না পারে আপন॥ গোধন জলেতে যদি জল পান করে। তার ফলে সেইজন যায় স্বর্গপুরে॥" * কিন্তু পুষ্করিণী রিজার্ভ করিবার এই হুজুগের সময় গোধনের জলপান করায় কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্যসঞ্চয় ভাবিয়া সুখী হইবেন কি না সন্দেহ। মহাপাপগুলির ভয়ও ইদানীং অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাব্যে এই সকল ব্যক্তি মহাপাপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,— * "নিষেধ দিবসে যে মৎস্য মাংস খায়। মাঘে মূলা খায় যে নির্ম্মাল্য পুছে যায়॥ কুলাচার ছাড়ি যেবা অনাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা অন্য বিদ্যা ধরে॥ ভোজনান্তে ক্ষৌর করে না করে বিচার। উত্তম অধমে অন্ন একত্রে আহার॥ * এই শতাব্দীতে ইহারই অনেকগুলি ধারা রদ হইয়াছে।

পাপ-পুণ্য-বিচার।

আমরা পূর্ব্ববৎ শব্দার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,— * জাঙ্গাল—সেতু ও বড় রাস্তা, নায়ক—যাঁহার বাড়ীতে গানের আসর বসিত; সূপ—ব্যঞ্জন, উতাড়িয়া—উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল—পৌছিল, উধার—ধার, পিছিলা—পূর্ব্ববর্ত্তী (মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি"); জট—চুল (জটে ধরি মাগ মোরে করিলা নিস্তার", "জটে ধরি বাঁধে মহাবীরে", এখন জট অর্থ "জটা" হইয়াছে), পিছে —প্রতি ("হাল পিছে এক তঙ্কা"), নাবড়ো—শঠ, ক্রন্দনা—কান্না, নাটুয়া—রঙ্গভূমির অভিনেতা ("স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব্ব কলেবর, নাটুয়া ফিরায়

শব্দার্থ।

যেন বেশ ॥"), উভরায়—উচ্চরবে, জেঠি (জেষ্ঠি)—টিকৃটিকী, চিয়াইয়া—চেতন হইয়া, জাজি—যাজন, বাঁঝি—বন্ধ্যা, আহড়ে—আড়ে ("লুকায় গগন-বাসী মেঘের আহড়ে"), বালা—বালক ("চারি বছরের হল বানিয়ার বালা"—চণ্ডীকাব্য ব্যতীত অপরাপর অনেক পুঁথিতেই 'বালা' শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হিন্দীর অনুরূপ), ব্যাজে—ছলে (যৌবন করিয়া ডালি পো ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুললাজে ॥); এই ব্যাজ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ; দানা—দানব, জরারি—জরাগ্রস্ত, পুরোধা—পুরোহিত, মো—মমতা, লো—অশ্রু, কাতি—কাইস্তে, বোঢ়া—দন্তহীন, খণ্ড—গুড়, টাবা—নেবু, রায়বার—দৌত্য—প্রশংসাগীতি, কঢ়া—শিশু ("বাড়ে যেন হাতী কঢ়া"), দিয়াড়ি (দেউটী)—দীপ, তোক—অপত্য, শশা (শশারু)—খরগোস, বরিয়াতি—বরযাত্রী, বেসাতী—বাজারে সওদা, শাড়া (বা শাটা) শাড়ী, "শটক ঘৃত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা।" (অক্ষয় বাবুর চণ্ডী, ১৫৫ পৃ.।) * অপরাপর পুঁথিতে—দড়বড়—তাড়াতাড়ি, অনুবন্ধ—অবতারণা, গোড়াইল—সাথে সাথে চলিল, কাণি—ছেঁড়াবস্ত্র, হটে—বিবাদে ("মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।" —মনসার ভাসান); ইটাল—ইট, নেউটিয়া—ফিরিয়া, গড়—প্রণাম টোণ—তূণ, সমাধান—শেষ ("নিমিষেক জীবন যৌবন সমাধান," —মা. চ.); সমসর—তুল্য, বুদ্ধাইল—বুঝাইল, পাড়ে—ফেলে, (অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে মুকুট ভূমিতে পড়ে।" কাশী), বাট—পথ, আগুসারি—অগ্রসর হইয়া, সাবহিত—সাবধান, সহজে—স্বভাবতঃ (এই শব্দ পূর্ব্বে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে।) আচরণ—ভ্রমণ, বিচরণ ("প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।"—রসায়ন), চৌরস—সমতল, সুপ্রসস্ত (চাঁচর চিকুর রামের চৌরস কপাল",—রামায়ণ), গন্থ—ঠাট্টা ("হেন বুঝি গন্থ মোরে করিল যুবতী"—মা. চ.), পাথর—পাপড়ি, নাট—নৃত্য, উলি—অবতরণ করা, উড়ন—পরিধান করা, খণ্ড—এই শব্দ পূর্ব্বে নানারূপ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত যথা চিরাখণ্ড দধিখণ্ড, চোরখণ্ড, ইত্যাদি 'খণ্ড' কোন কোন সময় 'ভগ্ন' অর্থে প্রযুক্ত হইত, যথা "খণ্ড কপালিনী"; উজা—সোজা, মেড়—প্রতিমা-পঞ্জর, আশ্বাস—আশঙ্কা ("উপায় করিয়া গেলে আশ্বাস ঘুচিবে"—জগৎরাম রায়ের রামায়ণ), শারি—নিন্দাবাদ। *

বিভক্তিগুলি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ; সে সম্বন্ধে আমরা, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যায়েও অনেকাংশে খাটিবে; পূর্ব্ববঙ্গের

পুঁথিতে * "সংক্ষেপে কহিল"—(অর্থ "সংক্ষেপে কহিলাম"), "একই দেখিলা আমি তোমা যোগ্য বর।" * ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়; জগৎরামের রামায়ণে— * "সীতা ভেট দিয়া শিব মাগিব রাবণে। * এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; এইরূপ ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কর্ত্তৃকারকের পর ক্রিয়ার নানা অদ্ভুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেই বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

বিভক্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই বাঁধা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে:—১। বারমাসী.—বাঙ্গালা দেশ ষড়্ঋতুর প্রিয়লীলাক্ষেত্র; বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ-দুঃখের চিত্র সুন্দররূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সীমন্তিনীগণ যখন একটু মুক্তি পান, তখন তাঁহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়া পড়া স্বাভাবিক; কবিগণ শ্যামের বাঁশীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ্য করিয়া ঘরের বউগুলির অনভ্যস্ত স্বাধীনতার মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। কাহারও কবরী অর্দ্ধমুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পরা হয় নাই—অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, অপরার্দ্ধ এলোথেলো, যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, ইঁহাদের উঁকি ঝুঁকি কতকটা অস্বাভাবিক এবং— * "হারাবতী একডাকে ভেঙ্গে আনে পাড়া"। (ক. ক. চ.) * প্রভৃতির অসংযত স্ফূর্ত্তির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের মোহিনীশক্তি দেখিতে সুবিধা দেন নাই; ভাগবতের একাংশে এই চিত্রের প্রথম ছায়াপাত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে শিব-বিবাহ উপলক্ষ্যে এই সকল চিত্রের ছায়াপাত করিয়া গিয়াছেন। ৩। পুকুর ঘাটে রমণী। বঙ্গের পল্লীগ্রামবাসিনী রমণীগণ বাহিরের লোকদিগকে স্বীয় রূপ দেখাইবার একবার সুবিধা দেন। পুকুরের জলে যখন পদ্মমুখ ভাসিয়া উঠে ও স্নিগ্ধকান্তি ফুটিয়া উঠে, তখন সেই রূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে পারে। বিদ্যাপতি হইতে আলাওল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক কবি আর্দ্রবস্ত্রে কুম্ভকক্ষে রমণীগণের গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। ৪। দাম্পত্যকলহ—বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালী-

কতকগুলি বাঁধা বিষয়।

গণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া নিত্যকর্ম্ম, এই গালির স্বাদ সর্ব্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে, তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতী ভার্য্যার ক্রোধবৃষ্টি, কুলীনদিগের কৃপায় কুলললনার বিড়ম্বনা—দাম্পত্য প্রেমে অম্লরোগ,—কবিগণ শিবপার্ব্বতী-প্রসঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতিনিন্দা। ইহা লইয়া অনেক অশ্লীলকথা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছে। অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, কিন্তু এই পতি-নিন্দা এতগুলি কবি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে, * "কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রাঁধি। মারয়ে পিডাব বাড়ি কোণে বসি কাঁদি॥" (ক চ.) * প্রভৃতি উক্তি মর্ম্মের; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে প্রাণপ্রিয় কন্যাগুলিকে জলে ভাসাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাসিতে থাকিত, কিছু বলিতে পারিত না—তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায় বলা যাইতে পারে—* "বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঞি সে অবোলা নাম।" ৬। হনূমান—এই সমুদ্র-লঙ্ঘন-সেতুবন্ধন-পটু বীরচূড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের দক্ষিণহস্ত; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে, বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে, এ সমস্ত ব্যাপারেই দেবদেবীগণ হনূমানের শরণাপন্ন, কিন্তু বাল্মীকির এই মহাচরিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭। শিশু-কন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় পিতৃগৃহ যে কারুণ্যপূর্ণ বেদনার তরঙ্গে প্লাবিত হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উমা ও মেনকা সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন।

এই নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, এই বিষয়গুলি প্রাচীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি; দেবদেবীর ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে; বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই বাঁধা বিষয়গুলি কোন্ কবির হস্তে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে সুবিধা পাইবেন।

আমরা যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়বর্ণিত নানা পুঁস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; চণ্ডীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্তুতি (চৌতিশা) অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়; এই "চৌতিশা" শুধু শব্দ লইয়া খেলা,—উহা অনেক স্থলে শ্রুতি-কটু হইয়াছে, যথা— * টিটকারী টকারে হইনু পরাজয়ী। টঙ্কারিয়া রক্ষা কর মোরে কৃপাময়ী॥" * এই কোমল গীতি কবিতার দেশে

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পূর্ব্বাভাষ।

শ্রুতি-কটুতার অপরাধে কবির ফাঁসি হইতে পারে, জয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন ; যাহা হউক শ্রুতিকটুতা সত্বেও এইরূপ শব্দ লইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজাইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে * "ঘুচাও মনের রোষ, কর পতি পরিতোষ, দিয়াত বিরাটসুত দান।" * পাওয়া যায়, এই মুন্সীয়ানা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বিকাশ পরববর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রকৃত প্রেম-রসের অভাব হইলে হীরামালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্যের হস্তে কবিতাসুন্দরীর ভ্রষ্টামির পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়— নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন— * "অশোক কিংশুক ফুল, হইল যে চক্ষুশূল, কেতকী কুসুম কামকুম্ভ। বৈরি কুসুমবাণ, অস্থির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর মোর জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকার। মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ, পতি বিনে জীবন অসার॥" * কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোত্তম দেখিতে পাই-- * "গৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা। ম্লানচন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে, মিছে বলে কঙ্কণের রেখা॥" গৌরীর দশন রুচি, দেখি দাড়িম্ব বিচি, মলিন হইল লজ্জাভরে। হেন বুঝি অনুমানে, এই শোক করি মনে, পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে॥" * পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বাক্যকলা ও লিপিচাতুর্বীর জাঁকালো বিকাশ দেখিতে পাইব।

নবম অধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

অথবা

নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ

(১) নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র (২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ (৩) কাব্যশাখা (৪) গীতিশাখা

(১) নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন, নবদ্বীপের অঙ্কারূঢ় হইয়া জয়দেবকবি সুধাময় গানে বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন, তার পর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আধুনিক কালে মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছে,—নবদ্বীপের ধূলিরেণুতে হৃদয়বান্ বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিবেন।

নবদ্বীপের অবস্থান্তর।

বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যুগে যুগে স্বর্গের শাসন লইয়া প্রতিভাবান্ ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দৈববরে দিগ্বিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত বলপ্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস পর্ব্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই গিরিতুল্য অচল সমাজের নিকট ধর্ম্মবীরের প্রাণান্ত চেষ্টাও সেইরূপ বিফল হইয়া পড়ে। যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময় মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ সমস্ত শীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া লালসারাক্ষসীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন—সাহিত্যের এই অংশ অতি কদর্য্য। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল। ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে এক তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়, * "১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০,০০০ গৃহ ও ৫০০ লোক অগ্নিতে দগ্ধ করে। (হাণ্টার, এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল, ৭০ পৃ.।) ১ * এই সময় কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় প্রভু— * "সদা জ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ" * —সেবা নৃপনন্দনের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন; জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল। এই

বিপ্লববন্যায় * "ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত মরিল বীণার লাউ ধরি।" * —দশাটি হইয়াছিল, অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি তাহার সাক্ষী।

কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি। পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়া "ললিত লবঙ্গলতার" ন্যায় সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি-গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণ-পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকীরণ করিতে লাগিল, তাহা এই রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদুহাস্য করিতেছিল। নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল প্রেমের রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শান্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্ত্ততা ও প্রতারণা—চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এখানে যুগাবতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণচন্দ্র

১৭১০ খৃ. অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতৃব্য রামগোপালেরই রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাম্রকূটপ্রিয় পিতৃব্যমহাশয়ের বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাব-দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাক্‌চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে এতদূর ভাল-বাসিতেন যে, তাঁহাকে রাজসভায় না দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান করিতেন এবং তাঁহাকে 'ধর্ম্মচন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ধর্ম্মচন্দ্রমহাশয় প্রতারণাপূর্ব্বক আলিবর্দ্দী খাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্ব্বর ভূমিগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট্ পূজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার পাইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আয়ত্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে, কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিংস্ পত্নীকে একছড়া মুক্তার হার উপহার দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন। ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। রাজবল্লভের হাতে "রাখি" বাঁধিয়া তিনি ঢাকার নবাব-সরকারে কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজনীতি।

প্রচলনের চেষ্টা চক্রান্ত করিয়া বিফল করেন। তাঁহার অনুচরগণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ত্ততায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন; নবাব যখন অগ্রদ্বীপে লোকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, "অগ্রদ্বীপ কাহার?" তখন অগ্রদ্বীপের মালিকের মোক্তার বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ স্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের", তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার একটি কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত করিয়া লইলেন। বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কূট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান শাসন কূট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের দুর্নীতিগুলি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগলসম্রাট্ পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু শেষ সময়ে মুসলমান সম্রাট্গণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল—পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, ভ্রাতৃহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান-ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সকল পাপ অতি অস্বাভাবিক; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্যপুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজত্ব লইয়াছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট দুই ছত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন— * "পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য। যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ॥" * বস্তুতঃ, পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই হইয়াছিল।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যশাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়; সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল, ইহা ছাড়া বার লক্ষ টাকা নজরাণার জন্য মহাবৎজঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। তিনি "শিব-নিবাসকে" ইন্দ্রপুরীর মত সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব। একটির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:— * এমন সুন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রাসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না"—(ক্ষিতীশবংশাবলী, ৬১ পৃ.)। * তাঁহার

তাঁহার রাজ্য-শাসন।

পূর্ব্বপুরুষগণের—বিশেষ তাঁহার যত্নে—কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহে শান্তিপুরের ধুতির যশঃ দেশবিখ্যাত।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমত নহে; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম্ম—এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চ্চা হইত। তিনি এই সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন; তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্ব্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কূটবিচার করিতে পারিতেন, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে যড়্‌দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সমর্থ ছিলেন; বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন। এই উচ্চ শিক্ষিত কূট-রাজনীতিপ্রাজ্ঞ মহিমান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রামের সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার কৌতুকরাশিতে সুরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সেগুলি চার্লস্ দি সেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটি লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম—গোপালভাঁড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নরসুন্দরকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ২য়—'হাস্যার্ণব' উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সভাসদ, ইঁহার বাড়ী বিল্বপুষ্করিণী, ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইঁহার নকল করিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল। ৩য়—মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ইঁহার বাড়ী বীরনগর, রাজার সঙ্গে ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, সুরসিক দেখিয়া রাজা ইঁহাকে 'বৈবাহিক' বলিয়া ডাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্য ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত;—নমুনা এইরূপ,—গোপাল ভাঁড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন রাজা বলিলেন, "এ যে রাজপুত্র দেখিতেছি!" গোপালের উত্তর—"ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম।" মুক্তরামের বাড়ী বীরনগরের কোন দুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করায় রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে', তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ,

বিদ্যানুরাগ।

কৌতুকপ্রিয়তা।

গত মাত্রেই।” রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে বলিলেন—“মুখুয্যে, গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি একটা নর্দ্দমায় ও আমি পায়েসের হ্রদে পড়িয়াছি।” তিনি উত্তর করিলেন—“ধর্ম্মাবতার, আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।” রাজসভায় এইরূপ রহস্যের ধূলি খেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভাঁড় প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধূলি খাইতেন ও হাসিতেন।

এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্য বিস্তারের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতির জন্য নানারূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া তোটকছন্দে কবিতা লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নির্ম্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইত, রাজা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন। (ক্ষিতীশ বংশাবলী, ২৯ পৃ.) * কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ উপাসক ছিলেন, ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণন করিয়া লিখিতেন,— * “ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে।। দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্রে ভূপে।।” * তখন আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিপূর্ণ গলদশ্রুনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিতেছেন।

এই শাস্ত্রচর্চ্চা সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাসপ্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাঁচে গঠিত করিয়াছে, তাহার দোষ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি।

(২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ

বস্তুতঃ, বাঙ্গালা কবিতা এখন আর ‘কৃষকের গান’ নহে; এখন বঙ্গভাষা স্বভাবসুন্দরী লজ্জাবতী পল্লীবধূটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের জিনিষ নহে। ইহার প্রতি সংস্কৃত ও ফার্শীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে স্বভাবরূপ ঢাকা পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অনুগৃহীতা, পল্লীবাসিনীর সাদা যুঁইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই। সলজ্জ গ্রাম্য সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পল্লীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, রাজসভাতে ইহার কামনাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয় এবং নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতিঃ ফুটিয়া ওঠে।

রাজসভায় বঙ্গভাষা।

কবিগণ এখন বুদ্ধিসাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন। যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে! আমরা নৈষধ-চরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল;— * "হে রাজন্। দময়ন্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামর স্বীয় পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়?"; "দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে ক্ষুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে"; "বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই-জন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে। দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন-স্বরূপ জলদুর্গে বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস হইতেছে না;" "দময়ন্তীর পূর্ব্বে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, তার পর যেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনায় দময়ন্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য;" * বহুপত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শুধু সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্শী ও উর্দ্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন, * "তাঁহার কালো চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ;" "তাঁহার নখর জ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যের মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের ন্যায়;" "তাঁহার নিতম্ব আল্কা পাহাড়ের ন্যায়;" "তাহার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক" (জেলেখা); "সুন্দরী স্নানান্তে মেন্দীরঞ্জিত অঙ্গুলী দ্বারা চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে" (বদরচাচ্); * এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া বিদ্যাপতির—"চিকুরে গলয় জলধারা। মেহ বরিষে যেন মোতিমহারা॥ * স্বভাবতঃই মনে পড়িবে। এইরূপ অতিশয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতিবুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কোন সুন্দর রমণী দেখিলেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধক নহে,— ক্ষতিকারক।

রূপবর্ণনায় উপমায় বিকৃতি।

বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারা স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিম সুরে পতিবিয়োগ বিলাপ করিতেছে— * "আহা আহা হরি হরি, উহু মরি মরি,

হায় হায়, গোসাঞি গোসাঞি ৷৷" * ইহাকে করুণ রসের বিদ্রূপ ভিন্ন কি বলিব? সুন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন - * "এ নীলকাপড় হানিছে কামড়, যেন কাল নাগিনী ৷৷" * গম্ভীরভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্নদামঙ্গলরূপ ধর্ম্ম মণ্ডপে তিনি বাইনাচ দেখাইয়াছেন; যে দেশে এক সময়ে গোকুল চক্রবর্ত্তী গায়ক, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের গীত গাহিয়া শ্রোতৃকুলকে মোহিত করিতেন, —* "বঁধু কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ। তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ। সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণ মানি ৷৷" * ইত্যাদি সরস প্রেমের কথায় মর্ম্মের আবেগ ব্যক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের * "বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু। যেন কোকিল কুজিত কুহু কুহু ৷৷" * এবং তৎপথাবলম্বিত ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন; যেদেশে প্রেমের সরস মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি সাহিত্যের অতুল্য গৌরবের সামগ্রী, সেইদেশে প্রেমের অভাবে কুলবধূকে স্বামী একটা তোতাপাখীর ন্যায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন,—বিদেশে গমনোন্মুখ সাধু, স্ত্রীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন— * "বাহিরে পদ রাখা জেন ফণিফণা পরে। দীপান্তর যাওয়া হেন মা'ন অন্য ঘরে ৷৷ পর পুরুষের বর বজ্রতুল্য কানে। ভাল শয্যা কুসুমকণ্টক করি মানে ৷৷" (জয়নারায়ণের চণ্ডী)। *

করুণ রসের দুর্গতি।

এস্থলে বক্তব্য এই বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিদু-ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুট্‌নী ও কামিনীকুমারের সোনামুখীর ন্যায় দাসী বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের খাঁটি চরিত্র নহে; দুর্ব্বলাদাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ন্যায় নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় এইরূপ নারী-চরিত্র কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বটতলার নানা বিদেশী ভাবাপন্ন কেতাবে কুট্‌নী দাসী অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। জেলেখার দাসী তাঁহাকে বলিতেছে;— * "কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ, বল সে কে? যদি সে আশমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমিনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পুরিয়া তোমার নিকট

কুট্‌নী দাসীর আমদানী।

হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে॥ (জেলেখা)।* লয়ালীমজনুতে পড়িয়াছি— *"কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে।' তেমন কুট্‌নী কেহ না ছিল দেশেতে। মন ভুলাইত সেই কথায় কথায়। জমিনেতে চন্দ্রস্থর্য্য করিত উদয়॥" (মুসলমানী কেতাব)।

ইহাদের চন্দ্রস্থর্য্য ও বাঘের দুধ করায়ত্ত ছিল, ইহারা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত, এই রমণীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, পাঠক তাহাদিগকে— নারদ ঋষির স্ত্রীসংস্করণ, কুব্জা কিংবা দুর্ব্বলার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না।

বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্‌নীসংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ[১]—এ সমস্ত সম্ভবতঃ বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্সী অনুরাগী ধর্ম্মভীরু কবিগণ চণ্ডী-পূজার বিল্বপত্র কানে গুঁজিয়া বিদেশী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চ্চিতললাট, কর্ণলগ্ন, বিল্বপত্র ও মুখে *"কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডমুণ্ডি, মুণ্ডখণ্ডি, খণ্ডমুণ্ড মালিকে॥" * প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর বিদেশী সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, "চণ্ডীর চৌতিশায়'ই উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখাইয়াছেন, বটতলার কেতাব হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি * —"গোস্মা মনে লাল আঁখি, কহে লায়লীকে ডাকি, কালামুখী হায় কি করিলি। এই কি বাসনা তোর, জাত কুল গেল মোর, দেশমাঝে কলঙ্ক রাখিলি॥ কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাল এমন ব্যাভার। লাজভয় গেল তোর, অখ্যাতি হইল মোর, কুলে কালি দিলি সবাকার॥" (লয়লামজনু)। *

বিদ্যাসুন্দরের মুসলমানী প্রভাব।

বিদ্যাসুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র *"তনু মোর

১. এই দূতীগণের সাহায্যে বশীকরণের চেষ্টা প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের কাম-শাস্ত্রেও সকলের বিবৃতি আছে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর সাহিত্যিক রুচি নির্ম্মল হয়। বৌদ্ধগণের অনেকেই মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাহিত্যে সেই প্রাচীন জিনিষের পুনরায় আমদানীর জন্য তাঁহারাই দায়ী। বঙ্গীয়-প্রাচীন পল্লী-গীতিকায়ও আমরা সেই সকল কুটনীর অনেক চিত্র পাইয়াছি, সুতরাং ইহা বলা শক্ত যে এই চিত্রগুলির আভাস ভারতচন্দ্র নিজের দেশ হইতেই গ্রহণ করেন নাই।

হ'ল যন্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচাও না। ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গেয় না॥" * প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের ন্যায় সুধাবর্ষী, উহাদের ভাব চিত্তে উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি কলুষিত, কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু ইহাদের ছাঁচে-ঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোণার মূল্যে বিকাইয়াছে।

ভরতচন্দ্রের ভাষা ও রুচি।

এই অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজানুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল, তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাশ্রুবিধৌত সংগীত পুনশ্চ আরব্ধ হইয়া শ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রাসপ্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত সেই সব সঙ্গীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্য কোন ঋণ বহন করে না। তাহারা সামান্য কবিওয়ালার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল—কিন্তু বোধ হয় তাহাদের ভাবের নির্ম্মলতা ও আবেগ—রুচিদুষ্ট বৃথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে। আমরা পরে তাহাদিগের কথা সংক্ষেপে লিখিব।

কবি-গীতির সরল আবেগ।

(৩) কাব্য-শাখা

বিদ্যাসুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য। বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের ভিত্তি নহে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য গল্পের ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্ত্তমান আকার ধাবণ করিয়াছে, এই আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত। বহু প্রাচীন ফার্শীতে বিরচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি, উহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উর্দ্দু ভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন। মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি-পরায়ণ হইয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুস্থানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য

বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল; রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্ম্মের ছবক্ শিখাইয়া গিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মীরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপমোচনের জন্য কিরীটেশ্বরী পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্নী দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ মন্দিরে ভোগ দিতেন। উত্তর পশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ত্রিপুরায় মীর্জ্জা হুসেন আলি নামক জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়ীতে কালীপূজা করিতেন এবং ঢাকায় গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি। মুসলমানগণের 'গোপী', 'চাঁদ' প্রভৃতি হিন্দুনাম ও হিন্দুদিগের মুসলমানী নাম অনেক স্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল; চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার ভেলুয়াসুন্দরীর কাব্যে বর্ণিত আছে, লক্ষপতি সদাগর পুত্র-কামনায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্ব্বে 'বেদপ্রায়' পিতৃবাক্য মান্য করিয়া "আল্লার নাম" লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবদ্দীন তাঁহার "জামিল দিলারাম" কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্তঋষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষ্মণের চন্দ্রকলা,' 'রামচন্দ্রের সীতা', 'বিদ্যাধরী চিত্রলেখা' ও বিক্রমাদিত্যের 'ভানুমতীর' সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন;[১] হিন্দু ও মুসলমান এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দরকাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি? এই সময় নায়ক-নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উর্দ্দু ও ফার্শী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল; এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্ত্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে

হিন্দু ও মুসলমান।

মুসলমানী গ্রন্থে নায়কের পূর্ব্বরাগ।

১. এই কাব্যের হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে; উহাতে উর্দ্দু শব্দ খুব অল্প, বাঙ্গালাটি ঠিক হিন্দু কবির ভাষার ন্যায়।

নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়িকার কথাই মনে পড়িয়াছে।

পদ্মাবতী

প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলাওল পদ্মাবতী নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য চিহ্নগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্য পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্যশাখার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, কবি আলাওল সংস্কৃতে কিরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্তক পড়িলে স্বতঃই মনে উদয় হইবে, মুসলমানের এতটা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয়। যাঁহারা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির কবিতা পড়িয়া চমৎকৃত, তাঁহারা কবি আলাওলের এই সুস্বাদু কাব্যখানা পাঠ করুন।

আলাওলের পাণ্ডিত্য।

৯২৭[১] সালে মীর মোহাম্মদ নামক জনৈক কবি হিন্দীভাষায় 'পদ্মাবৎ' রচনা করেন,[২] ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন চিতোর রাজ্ঞীর

---

১. "সন নবসৈ সত্তাইস অহৈ। কথা আরম্ভ বেন কবি কহৈ॥ মীর মহম্মদের পদ্মাবৎ।
"সেখ মহম্মদ যতি, যখন রচিল পুঁথি
সংখ্য সপ্তবিংশ নবশত।"—আলাওলের পদ্মাবতী।

২. এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'ভারত-জীবন' পত্রিকার সম্পাদক কাশী-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বর্ম্মা আমাকে লিখিয়া পাঠান—"মহাশয়, সাহিত্য নামক মাসিক পত্রে (১৩৮১ বা.) মাঘ মাসের সংখ্যায় 'মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধের ৬৯১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে, মীর মহম্মদের রচিত হিন্দী পদ্মাবতী পাওয়া যায় নাই। মহাশয় ধন্যবাদ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, মীরমালিক মহম্মদ রচিত হিন্দী পদ্মাবতীকাব্য কাশী ও লক্ষ্ণৌতে ছাপা হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া যায়।' আমরা এবার মীরমালিক মহম্মদ-রচিত 'পদ্মাবৎ' গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই পুস্তকখানি উপহার দিয়া বাধিত করিয়াছেন—ইহা একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দীকাব্য। ৯২৭ সনে এই পুস্তক বিরচিত হয়; এরূপ উক্ত হইয়াছে—কিন্তু কবি সেরসাহের উল্লেখ করিয়াছেন, ৯৪৭ সনে সেরসাহ সম্রাট্ হন; সুতরাং শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন্ সাহেব অনুমান করেন—৯২৭ সন না হইয়া ৯৪৭ সন মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমরা প্রাচীন আলাওল-কৃত অনুবাদখানিতেও যখন মুদ্রিত হিন্দীকাব্যের অনুযায়ী ৯২৭ সনই উল্লিখিত দেখিতে পাই, তখন উহা মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। মালিক মহম্মদ একজন সাধু ফকির ছিলেন, আমেথির রাজা তাঁহার একজন নিতান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। সাধু কবির মৃত্যুর পর আমেথির রাজদুর্গের সমীপে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয় এখনও সেস্থলে তাঁহার সমাধি মন্দির দৃষ্ট হয়। গ্রীয়ারসন সাহেব চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'পদ্মাবৎ' গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে মালিক মহম্মদের

রূপ-তৃষ্ণায় যে সমরানল বা কামানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য তাহারই ইতিহাস। দুই এক স্থলে প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের বিপর্য্যয় আছে—চিতোরাধিপ ভীমসেন কবিকর্ত্তৃক রত্নসেন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পুঁথির শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে; যাহা হউক কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ করা উচিত হইবে না। মীর মহম্মদ মালিক জায়াসি-কৃত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন - কবি আলাওল, সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নূতন সৃষ্টি।

হিন্দী পদ্মাবৎ।

আলাওল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের কুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন। যৌবনারম্ভে ইনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্ম্মাদগণ (পর্ত্তুগিজ জলদস্যু) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে; কবির পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই সময় হার্ম্মাদগণের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা বিপদাশঙ্কা ছিল, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও আমরা ইহা দেখিয়াছি। কবি পিতৃবিয়োগের পর রোসাঙ্গের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগনঠাকুর মুসলমান ছিলেন, এস্থলে আবার আমরা মুসলমানের হিন্দুনাম পাইয়াছি। সংগীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; আলাওলের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মীরমহম্মদকৃত পদ্মাবৎ-কেচ্ছার বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়, পদ্মাবতী লেখার পর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু মাগনঠাকুর তাঁহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে "ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" নামক ফার্শীকাব্য অনুবাদ করিতে

আলাওলের পরিচয়।

কাব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, চিরাগত ধর্ম্ম ও সাহিত্যিক প্রথা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া হিন্দু প্রতিভা কি পরিমাণে শক্তিশালী হইতে পারে—মালিক মহম্মদের গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়;—এই আদর্শ অতীব উজ্জ্বল এবং হিন্দী সাহিত্যে একান্ত বিরল।'—

"Malik Mohomad's work stands out as a consipicuous and almost solitary example of what the Hindu mind can do, when freed from the trammels of literary and religious custom", (P. 18)

কবির সাধু জীবনের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে। প্রারম্ভে প্রদত্ত ঈশ্বর-বন্দনাটি অতি উদার দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ; গ্রন্থশেষে কবি তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানটি একটি ধর্ম্মের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—চিতোর অর্থে তিনি মানব-শরীর বুঝাইয়াছেন, রত্নসেন অর্থ জীবাত্মা; শুকপাখী—ধর্ম্মগুরু,—পদ্মিনী অর্থে বিবেক, ইত্যাদি।

নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকদূর রচনার পর মাগনঠাকুরের মৃত্যু হয়,—গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সুজাবাদ্শা তথায় আসিয়া আরাকানসেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। আরাকানরাজ সুজার অনুচরগুলি বিনষ্ট করেন। মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মির্জ্জা নামক এক দুষ্ট লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি আলাওল কারাগারে আবদ্ধ হইলেন; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কবি নয় বৎসর অতি দীন ভাবে অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকাল পরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় সুপ্রসন্ন হন। সৈয়দমুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে "ছয়ফুলমুলুক ও বদিউজ্জমাল" পুঁথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন; তখন কবি ভগ্নবীণায় পুনরায় তার যোজনা করিলেন, কিন্তু তখন তিনি অতি বৃদ্ধ,—বয়োগতে 'বনিতাবিলাসে'র গীতি কণ্ঠে উঠিতে চাহে না। আলাওল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা তাঁহার দেশব্যাপী যশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। ১৬৫৮ খৃ. অব্দে সুজার মৃত্যু হয়, তাহার অন্যূন ২০ বৎসর পূর্ব্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতী-রচনার কাল ধরিলে তিনি ১৬১৮ খৃ. অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। কবি আলাওল কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি। পূর্ব্বোক্ত দুইখানি গ্রন্থ ছাড়া আলাওল, দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না'র উত্তরাংশ রচনা করেন,—রোসাঙ্গের রাজার অমাত্য সলেমানের আদেশে এই কাব্য রচিত হয়। তৎপর তিনি সৈয়দ মহম্মদ খানের আদেশে পার্শী কবি নেজামি গজনবীর "হস্তপয়করের" একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কয়েকটি পদও পাওয়া গিয়াছে। একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তদীয় গ্রন্থাবলী।

"ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি। ধ্রু।
ঘরের ঘরণী, জগত মোহিনী, প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যুষ বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল॥

সিঁথের সিন্দুর নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে
হের দেখ মোর, অঙ্গ জরজর, দারুণ পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলের নাই সীমা।
আরতি মাগনে আলাওল ভণে, জগৎমোহিণী বামা ॥"

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষপ্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তিবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। আলাওল, "ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" কাব্যে লিখিয়াছেন— * "আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি ॥" * এই উক্তি অতি সত্য;—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতীকাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই। তিনি বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা,— * "আড় আঁখি বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয় ॥ চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় ॥ অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে। আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে ॥ * * * অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি। না জানি পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি।" * অন্যত্র— * "কুটিল কবরী কুসুমমাঝে। তারকামণ্ডলে জলদ সাজে ॥ শশীকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে ॥ সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে। খঞ্জনগঞ্জন নয়নে চাহে ॥ মদন ধনু ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণতরঙ্গে ॥ নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলীফুল ॥ দশন মুকুতা বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নিশি ॥ উরজ কঠিন হেমকঠোর। হেরি মুনি মন বিভোর ॥ হরি করিকুম্ভ কটিনিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব ॥ কবি আলাওল মধু গায়। মাগন আরতি রহুক সদায়।" * স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি জয়দেবের

পদ্মাবতী।

মত— * "বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবালা দুই ইন্দু, স্রবে যেন সুধা বিন্দু, মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥ প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রতরাসে॥ মলয়সমীর, সুসৌরভ সুশীতল বিলোলিত পতি অতি রসভাষে॥ প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম, মুকুলিত চূতলতা কোরক-জালে। যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রঙ্গমল্লিকামালতীমালে॥" * অন্যত্র বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে,— * "চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জনগমন শোভিতা।" * ঋতুবর্ণনার পদগুলি মসৃণ ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রচনার সঙ্গে গাঁথিয়া রাখার উপযুক্ত— * "নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্রত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ, চন্দন চম্পক মালা মলয়া পবন॥ সতত দম্পতি পাশে ব্যাপৃত মদন।" * বর্ষাকালে * "ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দর্দ্দুরী শিখিনীরব অতি মনে ভায়॥ স্বামীসঙ্গে নানা রঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিদ্যুৎ চমকি কণ্ঠে লাগে॥ বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া। ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া॥ কীটকুলকলরব কঙ্কণ-ঝঙ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার॥" * শরৎকালে— * "আসিল শরৎ—ঋতু নির্ম্মল আকাশে। দোলয়ে চামর কেশ কুসুমবিকাশে॥ নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক। উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ॥ কুসুমিত শ্বেত শয্যা অতি মনোহর। চন্দনে লেপিয়া কুঙ্কুম কলেবর॥ নানা আভরণ পটাম্বর পরিধান। যুবকের মরমে জাগায় পঞ্চবাণ॥" * শিশিরকালে— * "সহজে দম্পতি মজে শীতের সোহাগে। হেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে॥; * হেমন্তে— * শীতলিতে বাসে রবি ত্বরিত লুকায়। অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পুলকে পোহায়॥ পুষ্প শয্যা মৃদু খেলা বিচিত্র বসন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ॥" * আলাওল কবির বারমাস্যা বর্ণনাটিও সুন্দর এবং নিপুণ তুলির উপযুক্ত। ভাদ্রে— * "ভাদ্রেতে যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয়। নানা অস্ত্র অনিবার মদন ক্ষেপয়॥" "আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্ম্মল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ॥ সকলের মতে চন্দ্র, রাহু মোর মতে॥ মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রিকা উদিতে॥ * কার্ত্তিকে— * "পরব দেওয়ালি ঘরে ঘরে সুখভোগ। নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ॥"; * ফাল্গুনে— * "মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়। তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায়॥"; * বৈশাখে— * "বিদরে মহী অরুণ প্রবলে। ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহে অনলে॥ মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি। পতি বিনে কেমতে সহিবে কমলিনী॥" *

জ্যৈষ্ঠে— * "পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥*" * মহাদেব বর্ণনায় আলাওল কবি শৈবের প্রশংসা পাইবেন,— * "শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গ ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা॥ কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু। কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেতে ডুমুরু। শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥"[১] এতদ্ব্যতীত নানা বিচিত্র বিদ্যাসুন্দরী ধূয়াগুলির মত গীতভাঙ্গা পদ পুস্তকে সর্ব্বদা পাওয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের বিকাশ আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অন্তর্দৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিলেন, যথা—* "কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরপুর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর॥ নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা॥ বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না না জানয়ে রস॥"[২] * এবং ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমালে— * "উজ্জ্বল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অধম না হৈলে বল উত্তম কে চিনে॥ লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীমা। কৃপণ না হৈতো কোথা দাতার মহিমা॥ সত্য যে অসত্য দুই মতে হৈলো যত। ভাল মন্দ যে বলে না কর কর্ণগত॥ যেই পুঁজি আছে মাত্র হৃদয় ভাণ্ডার। লাজ ছাড়ি আলাওল ব্যক্ত কর তার॥" *

পদ্মাবতী-কাব্যে মুসলমানী-ভাব না আছে, এমন নহে। এই কাব্যে কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে, সেই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে আরব্য ও পারস্যদেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়। রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া

---

১. মূলে এইরূপ রহিয়াছে,—

তখন পঁহুছে আয় মহেশু। বাহন বৈহ কুষ্টিকর ভেশু। কাংথর কয়া হড়াবর বাংধে॥ মুণ্ডহার ঔ জনেউ কাংধে॥ শেষনাগ সোহে কুণ্ঠমালা। নতবিভূতি হস্তী করচ্ছালা॥ পহুচী রুদ্র কমলকী কটা। শশী মাথে শিরপর জটা॥ চঁবর ঘংট ঔ ডমুর হাথা। গৌরী পার্ব্বতী ধনী সাথা॥" সুতরাং আলাওলের অনুবাদটি আক্ষরিক নহে।

২. মূলে এইরূপ আছে—

"কবি ব্যাস বস কঁবলা পুরী। দুরহিং নেরে নেরে দুরী॥ নেরে দুর ফুল জস কাংটা। দূর জো নেসে জস গুড় চাংটা॥" এখানে "নিকটেতে দূর যথা পুষ্পেতে কলিকা" অনুবাদটি ঠিক হয় নাই, মূলে পুষ্প এবং কণ্টকের সম্বন্ধ নিকট হইলেও ইহাদের দূরবর্ত্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু পুষ্প এবং কলিকার উপমায় সে ভাবটি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, তবে কষ্ট করিয়া একটা অর্থ করা যায়, কলি একবার ফুটিয়া ফুল হইলে আর তাহার কলিকার অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায় নাই, সুতরাং ফুল এবং কলিকার সম্বন্ধ নিকট হইলেও দূর। 'কলিকা' স্থলে 'কণ্টিকা' পাঠ ধরিলেই গোল চুকিয়া যায়।

থাকিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে— *"ষোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী ॥"— * রাজকুমারীর দুঃখ সংবাদ জানাইতে যে পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহব্যথার পরিমাণ দত্ত হইয়াছে ;— * "দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল। সেই দুঃখে জলদ শ্যাম বর্ণ হৈল ॥ স্ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর। অন্তরে শ্যামল তহি ভেল শশধর ॥ উড়িতে নাড়িল পাখা শূন্যের উপর। উল্কাপাত হয় যেন বলে তারে নর ॥ সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন। জলনিধি হৈল তহি পূর্ণিত লবণ ॥" * যখন মুসলমান কবিকে পাঠক কিঞ্চিৎ কালের জন্য হিন্দু কবি বলিয়া ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক অদ্ভুত আড়ম্বরের শৈশব শ্রুত পরীবানু কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ হইবে, এবং পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানী কেচ্ছার আকার ধারণ করিবে।

মুসলমানী-ভাব।

পদ্মাবতী মৌলিক কাব্য নহে, ইহা একখানি অনুবাদপুস্তক। কিন্তু আলাওলের সুগভীর সংস্কৃতশাস্ত্রের জ্ঞান এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে সহানুভূতি তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থখানির উপর একটি মৌলিক সৌন্দর্য্যের প্রভা নিক্ষেপ করিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। মূলকাব্য সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর রচনা, তাঁহার মানবীয় আখ্যানের ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ প্রচুর রহিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলে মালিক মহম্মদ যেন নিজ স্বাভাবিক রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই সকল স্থলে, পরমেশ্বরের অপার করুণা স্মরণে আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিনি স্বীয় রচনার সুধামাখা তত্ত্বামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন, —আলাওল-কবি সেই সকল অংশে মালিক মহম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন,—সাধুর সম্বন্ধীয় কথাগুলির তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন,—নিম্নে দুই গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা তুলনা করিয়া দেখুন।

পদ্মাবতী কাব্য-সমালোচনা।

(১) "অপ্রকট গুপ্ত আছে সবাকারে ব্যাপি।
ধার্ম্মিক চিনয়ে তারে না চিনয়ে পাপী ॥"

আলাওল।

(১) "প্রকট গুপ্ত সো সর্ব্ব্যাপী।
ধর্ম্মী চিহ্ন ন চিহ্নৈ পাপী ॥"

মালিক মহম্মদ।

(২) "ধনপতি বহী জেহক সংসারূ।
সব দেহ তুনিত ঘটক ভংডারূ॥"

মালিক মহম্মদ।

(২) "সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার।"

আলাওল।

(৩) "সুমিরো আদি এক করতারূ।
জেং জীব দীহ্ন কীহ্ন সংসারূ॥

মালিক মহম্মদ।

(৩) "প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥"

আলাওল।

এই সকল ঈশ্বরের স্তব সূচক অংশ অনুবাদ করিতে যাইয়া আলাওল তাঁহার আদর্শের ভাব যথাসম্ভব সততার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। উদার ঈশ্বর-স্তোত্রগুলি অনেক স্থানে মূলের মতই সুন্দর হইয়াছে, মূলের মতই তাহাতে সকরুণ ভক্তিভাব এবং ঈশ্বরের অসীম শক্তির প্রতি সবিস্ময় বন্দনাগীতি সরল উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছে—আমরা নিম্নে আলাওলের সরল অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,— * "আপনার প্রচার হেতু সৃজিল জীবন। নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ॥ সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ বুঝাইতে। সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে। মিষ্ট রস সৃজিলেক কৃপা অনুরোধ। তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইলা ক্রোধ॥ পুষ্পে জন্মাইল মধু গুপ্ত আকার। সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥" * কোন কোন স্থানে কবি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যচিন্তায় স্তব্ধ ও ভাবগম্ভীর, কুত্রাপি তাঁহার অসীম করুণা স্মরণে কৃতকৃতার্থ— * "হেন দাতা আছে কোন শুন জগজন। সবারে খাওয়ায় পুন না খায় আপন॥" * সাধারণ প্রণয়-প্রণয়ীর উপাখ্যান এরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ববহুল করা হইলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পরিণত করা কঠিন হয়, লেখক কোন ক্ষুদ্র কথা বা আখ্যানবর্ণিত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ লইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইতে ব্যস্ত হন, সুতরাং উপাখ্যানটি কবির নিকট হইতে যথেষ্ট মনোযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিকাশ পাইয়া উঠে না। আলাওল কবি 'পদ্মাবৎ' পুস্তকের ধর্ম্মতত্ত্বের অনুবাদ করিতে যাইয়া নিজের কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু প্রণয়ি-প্রণয়িণীর ব্যাপারে তাঁহার নিজের

অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান ফলাইতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ আখ্যানের অনেক স্থলে আলাওল মূলের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজের অনেক কাব্যকথা পূরিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি গল্পটি ঠিক একটি সুন্দর কুসুমহারের ন্যায় গ্রন্থন-কৌশলে সুসম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই। মালী যেন এক রাশ সুন্দর কুসুম লইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু মালা গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই। আলাওলের কাব্যে নানারূপ ললিতভাব ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা—গল্পসূত্রে অর্দ্ধ-সংযুক্ত ও অর্দ্ধ-বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়—মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত হয়, কিন্তু কাব্যখানি অনুসরণ করিতে তাদৃশ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্শে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্য্যরাশি পল্লবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু বড় আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যেরূপ সর্ব্বত্র সুললিত ভাষা, উজ্জ্বল হাস্য রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার খেলা, পদ্মাবতীর সর্ব্বত্র তাহা নাই, কচিৎ কচিৎ সেরূপ আছে এবং কচিৎ কচিৎ আলাওল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ। আলাওলরচিত "ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট; কিন্তু ইঁহার সকলগুলিই কাব্যেরই ভাষা সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গালা, তাহাতে মুসলমানী ভাষার মিশ্রণ অল্প; আলাওল কবি বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। এই কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য—চট্টগ্রামের মুসলমানগণের প্রথা অনুসারে আলাওল এই দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য ফার্শী অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিদুল্লাসেখ ফার্শী অক্ষর বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন,—তাহা সংশোধন করিয়া এই দুইখানি কাব্য উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য

এই যুগের বিশেষ প্রশংশিত কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর; কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে।

এই কাব্যে হীরা মালিনী ভিন্ন অন্য কোন চরিত্র পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত হয় নাই। আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক-নায়িকার তোটকছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল,—উহা চরিত্রের

বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনী-লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে। সুন্দরের রাজসভায় বক্তৃতায়ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,—তাহাতে সুন্দরের চরিত্র খুঁজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। * "শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর। আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥ বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাধর জাতি মোর, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥"— * এ সমস্ত উক্তির অশিষ্টতা লিপিচাতুর্য্যের নামে মার্জ্জনীয় নহে। ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোন জামাতা যে সত্য সত্যই এরূপ ছন্দ ও ভঙ্গীতে আত্মপরিচয় দিতে পারেন,—ইহা আমাদের ধারণার অতীত। মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্দ্ধে কোটালের খরশান খড়্গ উত্থিত, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে অভিধান খুঁজিয়া চণ্ডী-শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণান্ত অনুরাগ দৃষ্টে,—বিপজ্জালবেষ্টিত গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্টচিত্ত, ভ্রূক্ষেপহীন আর্কমিডাসের কথা মনে হয়; হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্নমৃত্যু রাজা জ্বরবিকারগ্রস্ত হইয়া * * "হারং দেহি মে হরিণি" * প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পর্দ্ধিত কবিগণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মশানে পতিত সুন্দরকে দিয়াও ভারতচন্দ্র সেইরূপ সময়ানুচিত অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিনয় করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্ল্ভ—লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ। সুন্দর ধরা পড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল—ছন্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ; রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্যার শ্লেষপূর্ণ বাগ্‌বিতণ্ডা পড়িয়া বিজয়গুপ্ত-বর্ণিত পূর্ব্বদেশীয় বর্ব্বরগণের কথা মনে হইয়াছিল— * "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ তারা সব করে ঠাট্যা। ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা বৈসে চর্ম্মকাটা ॥" * রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি— * "আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥ আলো উদর ডাগর তোর। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥ আলো স্তনে কেন ক্ষরে পয়। বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥ আলো শয়ন কেন ভূতলে। বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥ আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম ॥" এই "মা ও মেয়ে" প্রহসনের আর অধিক উদ্ঘাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয়।

বিদ্যাসুন্দরের দোষ।

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক, কি অন্য যে কোন কারণেই

হউক, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র, হীরা মালিনীর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা জীবন্ত হইয়াছে।[১] এই চরিত্রের ভাব কতকটা তাঁহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্ররূপে কল্পিত না হওয়ায় কবি তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার করা আবশ্যক মনে করেন নাই। শিক্ষিত কবির চেষ্টা হইতে নিষ্কৃত পাইয়া হীরা মালিনী স্বাভাবিক বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে; বিদ্যার রূপবর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাঁটি মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তৎপার্শ্বে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য করিতে পারিবেন— * "সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী। হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥ কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম। গাল ভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে। কানে কড়ি, কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে। চূড়া বাঁধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী। ফুলের চুপড়ি কাঁখে, ফিরে বাড়ী বাড়ী। আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে। এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥ ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কতগুলি। চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়, জানে কত ঠুলি॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়। পড়শী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়। মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া। তুলিতে বৈকালে ফুল আইসে সেই পাড়া॥" * ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল। যে সকল স্থানে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রখানি হস্ত হইতে ফেলিয়া স্বভাবের আদত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, সে সকল অংশে তাঁহার বর্ণনা জীবন্ত ও সুন্দর হইয়াছে।

হীরা মালিনী।

নানা দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন, তাহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি—ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র। বাঙ্গালা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পড়িলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না; বাঁশীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদায় মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া একসময় বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে কবির

শব্দমন্ত্র।

১. হীরা মালিনীর অনুরূপ বহু চরিত্র প্রাচীন পল্লীগাথায় পাওয়া গিয়াছে।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভা পড়িয়া বইখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তিনি অন্নদামঙ্গলের এক স্থলে লিখিয়াছেন, তিনি হিন্দী, ফার্শী ও আরবী উত্তমরূপে জানেন, এবং সেই ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। সংস্কৃতে অবশ্য তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই বহুভাষার সংযোগে তিনি মিশ্র-ভাষায় "চণ্ডী নাটক" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের নমুনা তদীয় গ্রন্থাবলীতেই আছে।

কিন্তু সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন যিনি ভালরূপ না পড়িয়াছেন, তিনি ভারতচন্দ্রের কাব্য আলোচনা কালে দিগ্দর্শনী হারা হইয়া কোন্ কবির নিকট ভারতচন্দ্রের কতটা ঋণ তাহা বুঝিতে পারিবেন না। ভারতচন্দ্রের সময় পণ্ডিতগণ ন্যায়-দর্শনের বঙ্গানুবাদ করিয়া রাজসভায় যশঃ অর্জ্জন করিতেন. বিদ্যা ও সুন্দরের তর্কে সেই সময়ে অধীত গ্রন্থগুলির প্রতি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। * "আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ সুন্দর" করিল, * পদের "আত্ম-তত্ত্ব" শব্দের সহজ অর্থ আত্মা সম্বন্ধীয় তথ্য, কিন্তু শব্দটির আড়ালে "আত্মতত্ত্ববিবেক" নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের প্রতি নির্দ্দেশ আছে। * "বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যত্মবাদী তর্ক মীমাংসায় না হয় সম্পর্ক॥ বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে। পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥ সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্মনিরূপণ। পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥ স্ত্রীলোক করিতে নারে বিদ্যার বিচার। শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার॥"...সুন্দর বলেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত। বিদ্যা বলে সেই সত্য যা বলে বেদান্ত॥ অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন। তত্ত্বস্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥" *

এই সকল অংশে কবি অতি অল্প কথায়, বেদান্তের মত, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা, বৈশেষিক দর্শন এবং পাতঞ্জলের মত সম্বন্ধে দুই একটি কথায় যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা ষড়্‌দর্শনের মর্ম্মজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ সম্যক্ উপভোগ করিতে পারিবেন না। শেষের দুইটি ছত্র উদয়নাচার্য্যের "ইদন্তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" শ্লোকটি অনুবাদ মাত্র।[1] সুন্দর ধৃত হইলে রাজসভায় তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দুইটি চরণ দৃষ্ট হয়:— * "এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে। বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে।" * এই কবিতার ন্যায়-দর্শনের "বাক্‌চ্ছল, সামান্যচ্ছল, ও উপচারচ্ছল" এই ত্রিবিধ-ছলের একটির প্রতি স্পষ্ট

১. ১৩শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় অর্চ্চনায় "হিন্দু সাহিত্যে ভারতচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

ইঙ্গিত আছে। ভারতচন্দ্র যে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় আনিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাষায় ভ্রমশূন্যভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই,—শব্দের মাধুর্য্যে তাহা অতুলনীয়, হিন্দীর ধ্বন্যাত্মক কবিতার ভঙ্গী সেগুলিতে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুসৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তাহারা অনুমাত্রও লঙ্ঘন করে নাই। এ সকল বিষয়ে ভারতচন্দ্র বাহাদুর বটে। বাঙ্গালা শব্দে লঘু গুরু উচ্চারণ ভেদ নাই, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণ করা যে কত দুরূহ, তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু সংস্কৃত ছন্দগুলি নির্দ্দোষভাবে বাঙ্গালায় আমদানী করেন নাই, সংস্কৃতে যাহা নাই বাঙ্গালাতে ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ার নূতন গৌরব তিনি তাঁহার ভুজঙ্গ প্রয়াত ও তোটকাদি ছন্দে দিয়াছেন। কত বড় প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এক যুগের ফ্যাসন-দুরস্ত পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাইলেই আমরা কবিকে অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া লইব না; যদি প্রকৃত কবিত্ব না পাই, তবে পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী দেখিয়া সেই ভাবের মর্ম্মজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহাকে যতটা হাতে তালি দিবেন, আমরা ততটা দিতে পারিব না। সম্প্রতি 'দশাননবধ মহাকাব্য' নামক একখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় 'সংস্কৃত ছন্দ-বারিধি' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এই পুস্তকের পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়, কিন্তু কাব্য হিসাবে উহার কি মূল্য তাহা জানি না।

আমরা যে সমস্ত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, তন্মধ্যে মৈমনসিংহের কবি—চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই প্রাচীনতম। এই কাব্যে কোনরূপ অশ্লীলতার গন্ধ নাই—ইহার ভাষা ও কবিত্ব উভয়ের প্রধান গুণ সারল্য। সহজ সুন্দর ভাষায় এই উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। সেই কাহিনীর সঙ্গে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে গরমিল আছে। আমরা পল্লী-গাথা প্রসঙ্গে কবি কঙ্কের সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।

কবি কঙ্করচিত বিদ্যাসুন্দর।

কবি কঙ্ক ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও চণ্ডাল-গৃহে পালিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলোজ্জ্বল গর্গের কন্যা লীলার সহিত কঙ্কের যে অনাবিল ও অপার্থিব প্রেম হইয়াছিল, তাহা একান্ত দোষলেষ-শূন্য, রঘুসুত প্রমুখ কবিরা সেই প্রেমের বিচিত্র কাহিনী অপূর্ব্ব কবিত্ব মণ্ডিত করিয়া আঁকিয়া দেখাইয়াছেন (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ)। কবি কঙ্ক

চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের লীলাক্ষেত্র বর্দ্ধমান নহে, চম্পাদেশ। সুন্দর কাঞ্চীনগরের গুণসিন্ধু রাজার পুত্র নহে, পূর্ব্বদেশীয় মাল্যবান নামক রাজার পুত্র। তৎকৃত বিদ্যাসুন্দরের যে আত্মজীবনী আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বসুমতী। যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি॥ শিশুকালে বাপ মইল মাও গেল ছাড়ি। পালিলা চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি॥ জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে। চণ্ডালিনী মাতা মোর পালিলা আদরে॥ গঙ্গার সমান তার পবিত্র অন্তর। সেও ত রাখিল মোর নাম কঙ্কধর॥ জনম অবধি নাহি হেরি বাপ মায়ে। শিশু থুইয়া মোরে তারা স্বর্গপুরী যায়॥ মুরারী চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া। পালিলা কৌশল্যা মাতা স্তন দুগ্ধ দিয়া। মুরারি আমার পিতা ভক্তির ভাজন। বার বার বন্দি তাই তাঁহার চরণ॥ গর্গ পণ্ডিতে বন্দুম পরম গিয়ানী। যার আশ্রমে থাকিয়া ধেনু চরাইতাম আমি॥ পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি গর্গের চরণ। যার সম জ্ঞানী নাই এ তিন ভুবন॥ বেদ পুরাণ সার কণ্ঠে তাঁর গাঁথা। সাধনায় ঘরে বান্ধা সরস্বতী মাতা॥ বেদ বিধি শাস্ত্রে যার ক্ষমতা অপার। আর বার বন্দী গাই চরণ তাহার॥ শ্মশানের বন্ধু মোর দুঃসময় পাইয়া। জীবন করিলা দান পদে স্থান দিয়া॥ দুই দিন নাহি খাই অন্ন আর পানি। হাতে ধরি আশ্রমে লইলা মোরে মুনি॥ ক্ষীর সর দিলা মোরে গায়ত্রী জননী। মরিবার কালে মোর বাঁচাইলা প্রাণী॥ কান্দিয়া কহিছে কঙ্ক সভার চরণে। শুধিতে মায়ের ঋণ না পারি জীবনে॥ নদী মধ্যে বন্দি গাই রাজ রাজ্যেশ্বরী: তিয়াস লাগিলে যার পান করি বারি॥ তাহার পারেতে বইসা সুন্দর গেরাম। জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্রগ্রাম॥"

এই বিদ্যাসুন্দরের ভাষা অতি সরল ও মধুর, ইহার অনেক স্থানে বেশ কবিত্ব আছে। পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই; একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত নহে। ইহা সত্যপীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক একটি কাব্যের অন্তর্গত। বিপ্রগ্রামের প্রবাসী এক পীরের আদেশে কঙ্ক বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যখন এই কাব্য রচনা করেন তখন তাহার শৈশব অতিক্রান্ত হয় নাই। কাব্যখানি পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষতঃ মৈমনসিংহ জেলায়

অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে তরুণ বয়স্ক কবিকে পূর্ব্বদেশ-বাসী হিন্দু মুসলমানের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিল। কঙ্ককে জাতিতে তোলার যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তদ্বিরুদ্ধে মৈমনসিংহবাসী গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা অতি ক্রোধে ষড়যন্ত্র বাধাইয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দুর্ঘটনা হয়। সে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে পল্লীগীতিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের দরুণ কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর সমস্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হয় এবং গোঁড়া হিন্দুরা ঘরে ঘরে উহা জ্বালাইয়া ফেলিলেন। কবি কঙ্কের মলুয়ার বারমাসী শীর্ষক একটি পল্লীকথা আছে। তাহা তিনি বাঁশীতে গান করিতেন এবং বিপ্রগ্রামের সন্নিহিত বিশাল প্রান্তর ভূমি সেই সঙ্গীত ধারায় পরিপ্লুত হইত। এই পালা গানটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই, যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা অতি করুণ ও মধুর।

কবি কঙ্কের পরে ১৫৯৫ খৃ· অব্দে বিরচিত কায়স্থ কবি গোবিন্দদাস-কৃত কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর উল্লেখ করা উচিত। স্থাননির্দ্দেশ এবং চরিত্রবর্গের নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে অনেকটা স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। গোবিন্দ কবির বীরসিংহ রত্নপুরের রাজা। ভারতচন্দ্রের সুন্দর কাঞ্চীপুর নিবাসী; গোবিন্দ-দাসের সুন্দরের বাড়ী গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী স্থলে গোবিন্দদাসের রম্ভামালিনীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোবিন্দদাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত উপাখ্যান চট্টগ্রামের দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া রাঢ়দেশে পৌঁছিতে পারে নাই; সুতরাং ভারতচন্দ্র রায় এক শতাব্দীর পরবর্ত্তী লেখক হইলেও তদীয় গ্রন্থের প্রভাব ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরের শীলতার অভাব আদৌ নাই। উহা কালীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও ধর্ম্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহুপূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল; হিন্দুলেখকগণ উহা ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্ডীকাব্যের ন্যায় উহাতেও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছে। মুসলমানী যুগে লেখকগণ নামে মাত্র ধর্ম্মসংস্রব রক্ষা করিয়া মুসলমানী উপাখ্যানসমূহের ভাবের দ্বারা উহা বিকৃত করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের অনেকস্থলে গোবিন্দদাস কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। পরপৃষ্ঠায় একটি শিবস্তোত্র উদ্ধৃত হইল :—

গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দর।

"রাগ গৌরী—গান্ধার।
জয় শিব শঙ্কর তহু গতি
জয় দেবনাথ জগত-তারণ চরণ-সরোরুহে বহু মিনতি ॥
সুরনদী-চন্দ্রিম-মুকুট মালভূষণ ফণিমাল কুন্তল
সোহে শ্রুতি।
টলমল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন
রজত-ধরাধর-অঙ্গদ্যুতি ॥
সুররিপু ত্রিপুর হরদাহন-অবলেহন-সীতবরণ
শিব যোগপতি।
বিলসতি যোগভোগ ভববাসন দীন শরণ
রাগ—তুরী ॥
নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেব বন্দনী।
অর্দ্ধঅঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহি জহ্নুনন্দিনী ॥
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধঅঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী ॥"

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি বাঙ্গালার বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুইখানি বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ।

অন্যান্য কবির বিদ্যাসুন্দর।

প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে,— * "বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিম্‌তা যার বাস ॥ তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই ॥ পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥" *

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন;—এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে সংগ্রহ,— প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য। প্রকৃতিতেও নূতন সৃষ্টি

কিছু দেখা যায় না ; শুষ্ক পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে —উহা অতীতের পুনরাবির্ভাব মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন ; দোমেটে মূর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে—নিম্নে তুলনার জন্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

তুলনায় সমালোচনা।

১। "কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি যার লো ঘটে ।। হৃদয় মাঝারে, রাখিয়া ইহারে, নয়ন দুয়ারে, কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিবখিতে ভাল, দেখ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া ।। কহে রামা আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেলি লো টেনে। সাধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্ জন কবে ঘটাবে এনে ।। কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পলাইয়া যাই, এদেশ থেকে। নারী-কলাফাঁদে, বাঁধি নানা ছাঁদে, প্রাণ বড় কাঁদে, দেনা লো ডেকে ।।"—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর—নাগরী-উক্তি।

২। "আহা মরি যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে। যোগিনী হইয়ে, ইহারে লইয়ে, যাই পলাইয়ে, সাগর পারে ॥ কহে এক জন, লয় মোর মন, এ নব রতন ভুবন মাঝে। বিরহে জলিয়া, সোহাগে গলিয়া, হারে মিলাইয়া পরিলো সাজে ॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপা ফুলময়, খোঁপায় রাখি। হলুদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া, স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—নাগরী-উক্তি।

৩। "ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥ নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভ স্থান ॥ কিবা লোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোর দ্বন্দ্ব করিল ভজন ॥" "কোন বা বড়াই কাম পঞ্চশর তূণে। কত কোটি খরশর সে নয়ন কোণে ।।"—বিদ্যার রূপবর্ণনা—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

৪। "কাড়ি নিল মৃগ মন নয়নহিল্লোলে। কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে ।। নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচশম্ভুবলে। ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে ।।" "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ।।" কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটি কোটি কালকূট সম ।।"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর—বিদ্যার রূপবর্ণনা।

৫। "উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত

দোঁহাকার ॥ পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়ালো বচন ॥ উলু দিচ্ছে ঘন ঘন পিক সীমন্তিনী। নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী ॥ বরযাত্র মলয় পবন বিধুবর। মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর ॥ উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর ॥ নূপুর কিঙ্কিনী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দন-সময় ॥ সস্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক ॥"—গন্ধর্ব্ববিবাহ —রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

৬। "বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥ কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥ কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয়জন। বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ। নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায় ॥ ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়। নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়। নয়ন অধর কর জঘন চরণ। দুহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥" —গন্ধর্ব্ববিবাহ —ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

৭। "কেমনে পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই। রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই। আঁখি ঠেরে আর বার করে নিবারণ।"—রাজসভায় সুন্দর—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

৮। "চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

৯। "অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে ॥ জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই ॥"—মালিনীর বেসাতি—কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

১০। আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

১১। "বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ। হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ ॥ সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে সজনি ॥"—প্রথম মিলন—কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

১২। "হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল। কংস-সভায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিতে গেলে তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,— * "কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গায়।" * কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দারাও সেইরূপ পদার্পণ-মাত্র অতুল সৌভাগ্যশালী ভারতচন্দ্রের গুণ-কথাই জ্ঞাপিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদ্বয় ন্যায্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইয়া হতাদৃত অবস্থায় শ্মশানে সুপ্ত হইলেন এবং সমালোচকবর্গের জন্য এই নীতি-সূত্র ফেলিয়া গেলেন,—ভাগ্যবৃক্ষই সর্ব্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় কাঁটাবনের ন্যায় পদতল বিক্ষত করে মাত্র। আমরা এস্থলে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কবি কৃষ্ণরামদাস অনুমান ১৬৬৬ খৃ· অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া ষ্টেশনের আধ ক্রোশ পূর্ব্বে নিমৃতাগ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খৃ. অব্দে তিনি এক দিবস জনৈক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন. সেই রজনীতে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দরবনবাসী দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য-রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা "রায়মঙ্গল" হইতে সেই অংশ পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্য-রচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরামকবির বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা। এই পুঁথি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই,—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইখানি কাব্য ছাড়া কৃষ্ণরাম "অশ্বমেধপর্ব্বে"র একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। কবি কৃষ্ণরাম চৈতন্যোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, চৈতন্যবন্দনায় লিখিয়াছেন— * "যথায় কীর্ত্তিত হয় চৈতন্য চরিত। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥ তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা) প্রেমে নৃত্য করে। জীবন সুকৃতি তার ধন্য দেহ ধরে॥ হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত। তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত॥"[১]

কৃষ্ণরামদাস—
১৬৬৬ খৃ.।

১. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কবি কৃষ্ণরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্য ১৩০০ সন, ২য় সংখ্যা, ১১৭ পৃঃ।

বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন।[১] রামরাম সেনের দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র ও দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী কন্যাদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয়া ভগিনী ভবানীর পরিণয় হয়,—এই ভগিনীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর এবং বংশের আদি পুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পারি যে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন;—
* "শিশুকালে মাতা মৈল রাজ্য নিল চোরে" * বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয় পুত্র রামদুলালের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন কিছু দিন পূর্ব্বেও জীবিত ছিলেন। ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত আঙ্গুলে ইঞ্জিনীয়ারের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার দুই পুত্রের একজন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও অপরটি সদাগরী অফিসে কর্ম্ম করেন। গত পনের বৎসর যাবৎ হালিসহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সমসাময়িক। এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃ. অব্দে রামপ্রসাদকে ১০০ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে, * "গড় আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।" * যেবৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উত্থিত করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময় কুমারহট্টে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়নিঃস্পৃহ কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্যামা-সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও অপর সকলকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন নাই। কবি লিখিয়াছেন, কুমারহট্টে রামকৃষ্ণের মণ্ডপে তিনি

রামপ্রসাদ সেন।

১. "রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয় অভয়। তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদপদে কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া"—কবিরঞ্জন।

সিদ্ধিকামনায় যোগ অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনাহেতু সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে নিজের অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রীর পুণ্যবল বেশী ছিল বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন,— * "ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা, প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥ জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার নহে তাহা সে কথা কি কব॥" *

কথিত আছে, রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের অরণ্যে পথহারা পান্থের ন্যায় কবি মধ্যে মধ্যে হিসাবপত্রের ধারে দুই একটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব করিতেন। একদিন জমীদার মহাশয় সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির হিসাবের খাতায়,— * "আমায় দে মা তবিলদারী। আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী॥" * প্রভৃতি পদ পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন ও কবিকে ৩০ টাকা পেন্সন দিয়া ঘরে যাইয়া শ্যামা সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি কবি কুমারহট্ট গ্রামে তাঁহার সংগীতমুক্তাবলী ছড়াইতে লাগিলেন। শৃঙ্খল-বিমুক্ত পক্ষীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুধামাখা গানে জগৎকে সুখী করিলেন।

প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্যামাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন; কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে "কালীকীর্ত্তন" রচনা আরম্ভ করেন; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,— * "শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥" * ভারতচন্দ্রও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ-জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন— * "মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার।"—(অন্নদামঙ্গল)॥ * ১৭৭৫ খৃ. অব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্বে যে বৎসর রোহিলাদিগকে উৎসন্ন করিয়া ইংরেজ-সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি কবিগণের সকলেই কালীনামাঙ্কিত মলাটে পূরিয়া শোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্বর্ত্তী। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে 'কালিকামঙ্গল' পাওয়া যায় নাই। 'কালীকীর্ত্তন' ও

'কালিকামঙ্গল' এক কাব্য বলিয়া বোধ হয় না ; 'কালীকীর্ত্তন' একখানি গীতিকাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পালার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে।

রামপ্রসাদ কোন স্থলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাঁহার বৃত্তিদাতা জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই ; রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আজ্ঞাক্রমে কালীকীর্ত্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সময় রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়দাতাদিগকে কল্পনার স্বর্ণ খট্টায় স্থাপিত করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যের যাবতীয় উপমার উপঢৌকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামপ্রসাদের তোষামোদবৃত্তির প্রতি এই সরল সগর্ব্ব উপেক্ষা প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের গানের এক শত্রু ছিল, তাঁহার নাম আজু গোসাঞি। ইনি রামপ্রসাদী গানের সময়ে সময়ে যে টিপ্পনী করিতেন, তাহা বেশ হাস্যরসোদ্দীপক, যথা রামপ্রসাদের গান,— * "এ সংসার ধোকার টাটী। ও ভাই আনন্দ বাজার লুটি। ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী ॥"— * তদুত্তরে আজু গোসাইঞের গান,— * "এই সংসার রসের কুটী, খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটি। ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি। ওবে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী ॥" *

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার সাক্ষাৎ এবং তাঁহার গান শুনিয়া নবাববাহাদুরের অনুগ্রহ প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলৌকিক প্রবাদের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্যারূপে কবির বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন ; কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন ; কালীনাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয় ;—এই সব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় এবং ব্যয় আবশ্যক, তাহা আমাদের এখন আয়ত্ত নাই।

যাঁহারা তৎকালীন রাজ-সভার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই, —ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় মুগ্ধ, তাঁহার উন্নত-চরিত্রের সর্ব্বদা পক্ষপাতী ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি ; ভারতচন্দ্রের রচনা

যে গর্হিত রুচি-দোষ-দুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথপ্রবর্ত্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসপূর্ণ কবিতা আপাতসুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন নাই ; কিন্তু তাহা শক্তির অভাব জন্য,—ইচ্ছার ত্রুটিহেতু নহে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম 'কবিরঞ্জন'। 'কবিরঞ্জনে' রামপ্রসাদের সংস্কৃত-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই ; বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই,—উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,—

রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

* "সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য-সম নহে। "জলে স্থলে চান্তরীক্ষে।" "ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে।" "পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।" * কালীকীর্ত্তনে,— * বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগৃহি জাগৃহি। আগত ভানু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে গিরি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। সূত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি, নিদ্রাং জহিহি॥" * এইরূপ সংস্কৃত পদের প্রভাবে বাঙ্গালা কবিতা একান্ত শ্রুতিকটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা মিশাইতে যাইয়া উৎকট পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন—সে স্থলে তিনি বাগ্দেবীর আদরের কবি ; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি মুন্শীয়ানা বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইতে ব্যগ্র ছিল, এই দুষ্ট রুচির সংক্রমণে যখন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাবপ্রধান কবিকেও আমরা লোকমনোরঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন আমাদের ইডেন উদ্যানে এডেম এবং ইভের মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

"The unwieldy elephant,
To make them mirth used all his might and wreathed
His lithe proboscis."—Paradise Lost—Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; * "গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত" * প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উন্মত্তা রাধিকার[১] ন্যায় তিনি পদের

১. "রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উন। কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥ মুকুরে আঁচরে রাই বাঁধে কেশভার। পদে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥ করেতে নূপুর

অলঙ্কার কণ্ঠে ও কর্ণের দুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই নব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন,—একটু সাধারণ সৌন্দর্য্যবোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট্ চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ডশ্রমের শ্মশানে অন্ত ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উত্থিত হইয়াছে।

কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন।

কিন্তু শিক্ষার ধূম্রপটের পুঞ্জীকৃত আঁধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রাম-প্রসাদের কতকগুলি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ রচনা দৃষ্ট হয়। মেঘ-বিমুক্ত কিরণ রাশির ন্যায় সেই সব স্থল তৃপ্তিপ্রদ; আমরা 'কালীকীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

(১) "গিরিবর আর আমি পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে। আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথা রে॥ আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥"—কালীকীর্ত্তন।

(২) "প্রথম বয়সে রাই রঙ্গিণী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥ রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে। রাই আমার মোহন মোহিনী॥ রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে। কুটিল কটাক্ষ শরে জিনিল কুসুম শরে॥ কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ, সখি বকুলে বানাইল বেশ। তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ। নব-ভানু ভালেতে বিকাশ, মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ॥"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব-নিন্দায় একটু-বিদ্রূপশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,— * "খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥ মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥ পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥ এক এক জনার

জঙ্ঘে পরে তাড়। গলাতে কিঙ্কিনী পরে কটিতটে হার॥ চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥ শ্রবণে পরয়ে রাই বেশর সাজনা। নয়ন উপরে করে বেণীর রচনা॥ বংশীদাসে বলে যাই বলিহারি। রাই-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি॥"

সঙ্গেতে ধূমড়ী ছুটি ছুটি। দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥ ভুগিলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে। বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম ডেকে উঠে॥ সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায়ে পড়ে করে দণ্ডবত॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥ গোষ্ঠি-শুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥"—বিদ্যাসুন্দর।— * আধুনিক কালের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি শৈব এবং শাক্ত সন্ন্যাসীদিগের যে বর্ণনা দিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটির উত্তর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা— * দিন দুপুরে সন্ন্যাসীদল এসে জুটিল। "হর হর" এই রবেতে সে ঘর পুরিল॥ গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি নাম "অহংকার"। বিভূতিভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাভার॥ পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি আরক্ত নেশায়। ঢালে, সাজে সাজে ঢালে,—সদাই গাঁজা খায়॥ হাতে চিমটে গলার গাঁথা রুদ্রাক্ষবিশাল। গাঁজায় দেয় দম্ বলে ব্যোম ব্যোম, সদায় বাজায় গাল। অভিমানের হাঁড়ি জেন নরে হেয় জ্ঞান। জ্ঞানের তত্ত্ব সেই বুঝেছে আর সবে অজ্ঞান॥ পাঁচটি চেলা পাঁচটি অসুর এমনি বলবান। চক্ষুগুলি কুঁচের মত, বয়সে জোয়ান॥ বাহুগুলি লোহার গোলা তাতে মাখা ছাই। খেয়ে উদম ধর্ম্মের ষাঁড় সম কিছুই চিন্তা নাই॥ ধর্ম্মের ধার কেউ ধারে না কাজের মধ্যে তিন। গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুস্তীতে প্রবীণ॥ অপভাষায় ছাই কথা কয় শুনে সরম লাগে। আশে পাশে, স্ত্রীলোক বসে, মনে তা না জাগে॥" *

কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ কালীঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্য করাইয়াছেন, তাঁহার রাসলীলা ও গোষ্ঠবর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার আরাধ্যা দেবতা যে কৃষ্ণের মত সকল কার্য্যই করিতে পারেন, কালীকীর্ত্তন দ্বারা তিনি এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কালীর 'রাসলীলা' ও 'গোষ্ঠ'-বর্ণনা পড়িয়া শাক্তমহাশয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজুগোসাঞি এই মধুরভাবে একটুকু বিদ্রূপের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের গাঢ় রসসম্ভোগে বাধা দিয়াছিলেন; যথা—* "না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে॥ * স্ত্রীলোকের যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে স্নেহাতুরা যশোদা গোপালের গোষ্ঠ-গমনে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, যে দুই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি মধুর।

কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ কাব্যরচনার জন্য নহে ; তিনি গান রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুণ্ গুণ্ স্বরে কখন তাঁহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখন মায়ের কর্ণে সুধামাখা স্নেহমাখা স্নেহকথা বলিতেছেন ; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি—স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথামাখা,—এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাঁহার ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেশ,—শিশুর কথা,—তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য-বোধগম্য ; সেই সঙ্গীতের সরল অশ্রুপূর্ণ আব্দারে সাধক-কণ্ঠের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশু যেমন মায়ের হাতে মা'র খাইয়া 'মা', 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলে যাইতে চায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সাংসারিক দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও 'মা', 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভর-মিষ্ট সকরুণ গীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। আমরা গীতিশাখায় এই গানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন,— * "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" * তাঁহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর দ্বারা পরাভূত হইয়া আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে,— তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের লোকগণও কাব্য ফেলিয়া তাঁহার গানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল,— * "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥" *

প্রসাদী সঙ্গীত।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃ. অব্দে ভুরসুট পরগণাস্থ হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরসুটের জমীদার ছিলেন, তিনি 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। কথিত আছে কোন ভূমি-সংক্রান্ত সীমানির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষ্যে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। মহারাণী এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া অমলচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন ; তাহারা বহুসৈন্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ 'ভবানীপুর গড়' ও 'পেঁড়োর গড়' প্রভৃতি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

ভারতচন্দ্র— ১৭১২ খৃ.

নরেন্দ্র রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় 'নাওয়াপাড়া' গ্রামে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পড়িলেন এবং অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদাগ্রামে কেশরকুনি আচার্য্যদের বাড়ীর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণ এই বিবাহে তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত দেবানন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্র মুন্শী নামক জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাঁহার আনুকূল্যে তিনি ফার্শী শিক্ষা করেন। এই মুন্শী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষ্যে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি স্বকৃত 'সত্যপীরের কথা' পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন; এই সময় তিনি দুইখানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একখানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল; এই পুঁথির শেষে সময় নির্দ্দেশ করা আছে,— * "ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।—" * অর্থাৎ ১১৪৪ সালে (১৭৩৭ খৃ.)। ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন; এবার তাঁহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র রায় পুনশ্চ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি যথাসময়ে রাজসরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তথায় আকস্মিক কোন গোল-যোগে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। কারা হইতে কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট নামক সুবাদারের অনুগ্রহে পাণ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা মূল্যে প্রতিদিন এক একটি 'বলরামী আট্‌কে' প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিদ্রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়,— * "চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতুহলে॥" * এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয়। যাহা হউক, কবি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি এতদূর কৃপাপরবশ হইলেন যে তিনি বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্যালীপতির বাড়ী, এই মহাশয় নবীন সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন; অতঃপর বৃন্দাবনে না যাইয়া কবি শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে স্বীয় শ্বশুরবাড়ী সারদাগ্রামে উপস্থিত হইলেন।

তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না,—নিজের অভ্যস্ত ব্যঙ্গসহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন,— * "দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর ॥" *

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাঁহার স্ত্রীকে সেস্থান হইতে নিজ বাটীতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হন; তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া কতকদিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। এই রাজসভায় তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল প্রতিভার বিকাশ পায়। কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয়। চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনোপলক্ষ্যে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পালা বিরচিত হয় এবং তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধূয়াতে পরিণত হইয়া যায়। বৃন্দাবন প্রত্যাগত কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন. ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়; ইতিমধ্যে রাজা কবিকে মূলাযোড় গ্রাম ইজারা দিয়া তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আনুকূল্য করেন, কিন্তু সেইস্থান কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্দ্ধমান রাজার কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নিকট পত্তনি দিতে হয়। এই নাগমহাশয়ের অত্যাচার সহ্য করিয়া কবি অতি সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির এক দিকে হাসি অপর দিকে কান্না,—উহা অম্ল-মিষ্ট; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাসি রাখিতে পারেন নাই এবং দয়াপরবশ হইয়া কবিকে আনরপুরের গুস্তেগ্রামে ১০৫/ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃ. অব্দে, পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাঁহার প্রিয় কবিকে "রায় গুণাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

অন্নদামঙ্গল।

রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই অন্নদামঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যা-সুন্দর পালা ও তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহর-বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল

ছাড়া তিনি 'রসমঞ্জরী', অসম্পূর্ণ 'চণ্ডীনাটক' ও বহুসংখ্যক হিন্দী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে বিশেষ শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; অপরাপর কাব্যেও কবি জীবনের কোন গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই। 'নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার' ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন,—শিশুগুলি তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,— * "কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।" * দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন শিবশক্তি-উপাসক কবির যোগ্য হয় নাই। তারপর নারদ ঋষি কলহের দেবতা, ঢেঁকি বাহনে আসিয়া সাপের মন্ত্র বকিতেছেন। যে নারদের নাম শুকদেব ও প্রহ্লাদ হইতে উচ্চে, তাঁহার এই দুর্গতি দেখিয়া ভাগবতগণ কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের আদর্শ জননী; যশোদা ও মেনকার অশ্রুপূর্ণ অপত্য-স্নেহে বঙ্গের স্নেহাতুরা মাতৃগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি ধর্ম্মভাবে উন্নীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা-চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন,—* "ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয়॥ ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥" * যাহা হউক স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখচিত্র এই সব দেববর্ণন উপলক্ষ্যে চিত্রিত হইয়াছে; * "উমার কেশ চামর ছটা। তামার শলা বুড়ার জটা॥ উমার মুখ চাঁদের চূড়া। বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া॥" * কিংবা * "আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥" * প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হয় দ্বিতীয়বার শশিকলার ন্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক অত্যাচারে শিথিলদন্ত বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিসদৃশ খেলার অভিনয় করিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি শিব-প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সমাজের একটি করুণ অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পিতা মাতা কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় * "বাঘ ছাল দিব্য বস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণী" * বলিয়া জরাগ্রস্ত বরের নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেন।

দেবচরিত্রের দুর্গতি।

কাব্য-সাহিত্যে উপমা একটি ইঙ্গিতের ন্যায়; উহাতে রূপের চিত্রখানি সুন্দর হইয়া উঠে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিলে সৌন্দর্য্যের হানি হয়; এজন্য উপমা যত অল্প কথায় ব্যক্ত হয়, ততই উহা সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্য-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহার প্রতি আভাসে ইঙ্গিত করিতে হয়; তাহাতে অসীম বিস্ময় জাগিয়া উঠে,—জলে নামিলে অনন্ত জলরাশির শোভা দর্শন ঘটে না, সম্মুখের কতকটা অংশে দৃষ্টি এবং গতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। উপমার আতিশয্য ভাল নহে, উহাতে চিত্রগুলি কুজ্ঝটিকাপূর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যার রূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্র নিজের বিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনাও বাহুল্য দোষ বর্জ্জিত নহে:—

উপমার বাহুল্য।

"কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে।
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী।"

দলে দলে কোকিল কোকিলা, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী এবং খঞ্জন খঞ্জনী কর্ত্তৃক অনুসৃতা ভগবতী শিক্ষয়িত্রীর পদে বরিত হইয়া এস্থানে কি বিড়ম্বিত হন নাই? বাল্মীকি রাবণের পুরীর নিদ্রিত সুন্দরীগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—* "ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ। অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ॥" * এবং কালিদাস কর্ণান্তিকচর ভ্রমরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অল্প কথায় সেই চিত্রগুলি কেমন সুন্দর হইয়াছে! কিন্তু * "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং", * ভারতচন্দ্র সেই রাগের অতিরঞ্জন চেষ্টা করিয়া ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শিব-পার্ব্বতীর কলহের আরম্ভে— * "শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল"— * হইতে শ্রীশিবের পরাজয়-সূচক— * "ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে ক্ষুধানলে কলেবর দহে॥ বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত," * ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাকাগিন্নীর নিত্য ঘরকন্নার অভিনয় শ্লেষ ও বিদ্রূপের বর্ণে ফলিয়া

গৃহস্থালীর এক অঙ্ক— "বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে।"

বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের আরও অনেক দৃশ্য কবির তুলিতে উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছুঁইতে পারিতেছেন না; একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতাপাঠে সেইরূপ তৃপ্তি লাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য, চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ পায়, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণ দান করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই।

বর্ণনা প্রাণহীন।

কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাঁহার প্রতি সুবিচার হইবে না। ভাবযুগ গতে সাহিত্যে শব্দযুগ প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রাচীনকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে। তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে প্রাচীনকালের অন্য কোন কবি সমর্থ হন নাই। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-কবি। এই শব্দমন্ত্র কি পদার্থ তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবে; 'ম'-কার, 'ল'-কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা যে যাদু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় স্থানবিশেষে অর্থশূন্য হইয়াও চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ :—

শব্দমন্ত্র।

(১) "কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥ কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে। বসন্তরাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥ কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুনগুন, মদন দিলা গুণ ধনুক হুলে॥ যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন, মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥"—অন্নদামঙ্গল।

(২) "শুনলো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥ এত বেলা হৈল, পূজা না করি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রাঁড় যেন ষাঁড়ের নাট॥ রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম। এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥ দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥ কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে বলিয়া শিখাব কালি। হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে॥ ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥ কাঁদি কহে শুন

রাজকুমারী। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥ চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাজে কি আমার হেলা॥ বুঝিতে নারিনু বিধির ধন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ। ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥ বিনয়েতে বিদ্যা হৈল বশ। অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা কহে কি দেখি চিকণ হার। এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে আইল॥ কিবা কোন বধুঁ শিখায়ে গেল। হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥"—বিদ্যাসুন্দর।

(৩) "জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব-ঘাতক। জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন রঞ্জন॥ জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ-মোহন। জয় গোপালক, বৎসপালক, পুতনা-বক-নাশন॥"—অন্নদামঙ্গল।

শেষ পদটিতে ও তদ্রূপ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার হরগৌরীমিলন হইয়া গিয়াছে। এই পরিণয় ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়েন নাই; হাসিয়া খেলিয়া যাহা করিয়াছেন, রমাপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিয়াও তাহা পারেন নাই। ভারত-চন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বরশূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র, চিত্রের ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বামী লইয়া দ্বন্দ্ব—এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও আমোদকর হইয়াছে। স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোন মহামহিমান্বিত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহাদেবের যে ভৈরবসুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যসাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহাতে কবির ভাষা ও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে;—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

ফনাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে॥
*　　*　　*
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভুত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
*　　*　　*
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কেহ ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে— * "ছলচ্ছল, টলটল, কলকল তরঙ্গা" * এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "ছলচ্ছল"—জলের প্রবাহব্যঞ্জক, "টলটল"—জলের নির্ম্মলতাব্যঞ্জক, 'কলকল' —জলের নিক্কণব্যঞ্জক,—গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।

এই শব্দ ও ছন্দের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জনৈক সমালোচক ভারতচন্দ্রের কাব্য-গুলিকে "ভাষার তাজমহল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

এস্থলে বলা উচিত, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচিকৃত কাব্যে উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরামও ঘটনা-স্থান বর্দ্ধমান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই স্থান-নির্দ্দেশে প্রতারিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে বর্দ্ধমান ভ্রমণ করেন। বর্দ্ধমানে বিদ্যার সুড়ঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যাসুন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব। আমরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আলাওলকে এই সুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে দেখিতেছি; যথা—'ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল' পুস্তকে— * "বিদ্যার সুড়ঙ্গ আদি, সিন্ধু জগন্নাথ নদী, একে একে সব বিচারিল।" * এস্থলে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান।

বিষয়ে অনৈক্য আছে, কৃষ্ণরাম মালিনীকে 'বিমলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন,—সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধেও তাঁহার গল্প একটু স্বতন্ত্র রকমের; রামপ্রসাদ 'বিদুব্রাহ্মণী' নামক একটি নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ও চোরধরা উপলক্ষ্যে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন করেন নাই। যাহা হউক, এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি একরূপ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ডিঁউসাহীয় নীলমণি কণ্ঠাভরণ গায়েন-কর্ত্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব্বপ্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন,—এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।

ছোট কবিতা।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্ব্বত্রই কথার বাঁধুনি প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাখা; 'অনুকূল' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা তাঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,— * "ওগো ধনি প্রাণধন, শুন নিবেদন, সরোবরে স্নান হেতু যেয়োনা লো যেয়োনা। যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে, কমল কানন পানে চেওনা লো চেওনা॥ মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, নিকটে আইলে ভয় পেওনা লো পেও না। তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেওনা লো যেওনা॥" *

সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ।

এই বিকৃতরুচি ও পদলালিত্য কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতি-কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা স্থান পাইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা আলোচনা করিব। কিন্তু এই সময়ের যতগুলি বড় কাব্য পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে ভিন্ন নির্ম্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসু কাব্যের নাম—"মায়াতিমিরচন্দ্রিকা"; এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমাদরের যোগ্য, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েকখানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা" এই কাব্যত্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জ্জিত, কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও লজ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্যলেখকগণের যথোচিত

শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাতযোগ্য। এই তিনখানি কাব্যেই কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। কালীনামের সঙ্গে সংস্রব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন এবং প্রণিপাতপুরঃসর নিষ্কাম ধর্ম্মপিপাসার সহিত উপাখ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেবদেবীগণ যখন এই ভাবে কদর্য্যরুচির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ণিত নারী চরিত্র-গুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়। ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলার ন্যায় দুঃখসহন-ক্ষমা পতিপ্রাণা সুন্দরীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন। সহমরণ প্রথা নিবারণার্থ আইন করা প্রয়োজন কেন হইল তাহা সাহিত্যে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল, 'কামিনীকুমার', 'চন্দ্রকান্ত', ও 'জীবনতারা' রচিত হইয়াছিল ; এই পুস্তকগুলি জাতীয় অধোগতির শেষ চিহ্ন। কবি 'উইচারলীর' নাম করিতে ইংরেজগণ যেরূপ লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্যপ্রণেতৃগণের নাম করিতে আমাদের তেমনই লজ্জা হয়। কিন্তু ইঁহারা মধ্যে মধ্যে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সেই ছাঁচে ঢালা ভাষার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত-আগমন,— * "হিমান্ত হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন॥ প্রথমে সংবাদ দিতে পাঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া মারুত॥ বায়ু-মুখে শুনি বসন্তের আগমন। সুসজ্জা করিল যত পুষ্প সেনাগণ॥ কেতক করাত করে করিয়া ধারণ॥ দন্তে দাঁড়াইল হৈয়া প্রফুল্ল বদন॥ শূলহস্তে করি শীঘ্র সাজিল চম্পক। অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক॥ গোলাপ সেউতি পুষ্প সোনার প্রধান। প্রস্ফুটিত হৈয়া দোঁহে হৈল আগুয়ান॥ গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড় জবা ধাইলেক ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র॥ মল্লিকা-মালতী জাঁতি কামিনী বকুল। কুন্দ আদি সাজে তারা যুদ্ধেতে অতুল॥ পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায়। রঙ্গণ তাহার বাণ হেন অভিপ্রায়। সরোরুহ ঢাল হয়ে ভাসিল জীবনে। এইরূপে সজ্জা কৈল পুষ্প সেনাগণে। মলয়ার মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন॥ শরাশরে সন্ধান করিয়া পঞ্চশর। বিরহী নাশিতে বীর চলিল সত্বর॥ কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন॥ দেখ রাজ্যে বিরহিণী আছে কোন জন॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার॥

শীঘ্রগতি কর দিতে বসন্ত রাজার॥ বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যে না দেয় কর তার বধহ পরাণ॥ আজ্ঞা পেয়ে দুই সেনা করিল গমন। রমণী-মণ্ডলে আসি দিল দরশন॥ প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোপরে। রাজআজ্ঞা জানাইল নিজ কুহুস্বরে॥ পতি সঙ্গে রঙ্গে ছিল যতেক যুবতী। শব্দ শুনি কর তারা দিল শীঘ্রগতি॥ প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি রাজার। হাস্য পরিহাস দিল বাজে জমা আর॥"—কালীকৃষ্ণ দাসের কামিনীকুমার। * মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্য বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্তরাজার রাজধানীর একটি সমগ্র সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজগণের অধিকারে, শাসন ও কর আদায়ের জন্য যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে নাই। কবির হস্ত বেশ নিপুণ, সুসঙ্গতভাবে হউক, অসঙ্গতভাবে হউক, তাহা পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার অবাধ লালসা ও অসংযত ভাষায় শীলতার অভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ন্যায্য প্রশংসাটুকু দিতেও ইচ্ছা হয় না। অপর দুইখানি কাব্যসম্বন্ধেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত হইতে পারে।

তিনখানি গ্রন্থ।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও আলাওল কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আর তিনখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রমপুরবাসী ও একপরিবারভুক্ত। জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া ১৭৭২ খৃ· অব্দে 'হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্ব্বে রামগতি সেন 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' রচনা করিয়াছিলেন ও পূর্ব্বোক্ত দুই কাব্যের রচনার পরে জয়নারায়ণকর্ত্তৃক 'চণ্ডীকাব্য' প্রণীত হয়। এই মনস্বী পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের কাব্যগুলিতে সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ইঁহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

রামগতি ও জয়নারায়ণ।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি যশোহর ইত্নাগ্রাম হইতে বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর), জপ্সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিলদায়িনীতে নিবাস স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং

বেদগর্ভের পঞ্চমস্থানীয় গোপীরমণ সেন এবং তদ্বংশীয় হরনাথ রায়ের নাম মিঃ বিভারিজ্ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত কাছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম "দেওয়ান" ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন "ক্রোড়ী" উপাধী প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফিপ্‌থ্ রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁহারা চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের দ্বিতীয় পুত্র "লালা রামপ্রসাদ" বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালা রামপ্রসাদের স্ত্রী সুমতিদেবী অতি গুণবতী ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল,—১ম—লালা রামগতি, ২য়—লালা জয়-নারায়ণ, ৩য়- লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, ৪র্থ—লালা রাজনারায়ণ ও ৫ম—লালা নরনারায়ণ। রামগতি বাঙ্গালা ভাষায় "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" ও সংস্কৃতে "যোগকল্পলতিকা" প্রণয়ন করেন। জয়নারায়ণ "চণ্ডীকাব্য" ও "হরিলীলা" নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী 'হরিলীলা' প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজনারায়ণ 'পার্ব্বতীপরিণয়' নামক সংস্কৃত কাব্য-প্রণেতা, এই পুস্তক আমরা পাই নাই।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামগতি সেন ৫০ বৎসরের পর ধর্ম্মব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যোগানুশীলন জন্য প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশ্মশানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়; চিরানুগত সহধর্ম্মিণী সেই সঙ্গে অনুমৃতা হন। বাল্যকালে যে সব ভাবের লীলা চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা চিরকালের জন্য কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়। রামগতি সেন শৈশবে তাঁহার খুল্লপিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া খাইতেন, একদিন ভৎ'সিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও।" কিন্তু সেই শিশুর আবদারময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইল। রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফুল্লমুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। খুল্লপিতামহের এই গেরুয়া-পরা দেবমূর্ত্তি বালক রামগতির মনে চিরজীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল। তিনিও সর্ব্বদা বিষয়নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের প্রকৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তৎকালে তিনি ব্যবস্থা-

শাস্ত্রানুসারে ।/১॥/ অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ॥০ আনা হিস্যা কলিকাতানিবাসী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাঁহার অংশ হইতে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি জয়-নারায়ণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গে মর্ম্মাহত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্ঠকে সম্মত করিয়া ভ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ॥০ আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলঘর, জপ্সা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায়। পয়গ্রামনিবাসী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খৃ. অব্দে ৯ম বর্ষ বয়সে আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। লালা রামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাঁহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কৌতুকচ্ছলে "আনন্দরামসেন" বলিয়া অভিহিত হয়; পতি-পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত শঙ্কর নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরিদেব বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি সংস্কৃত শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন। তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি থাকাতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া তিরস্কার করেন। রাজবল্লভ 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি সেই সময় পূজায় ব্যাপৃত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।" আনন্দময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকগণের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

আনন্দময়ী ও তাঁহার পাণ্ডিত্য।

রামগতি সেনের 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' ধর্ম্মের রূপক; উহা সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র পথাবলম্বী। সংসারে মন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বস্তু, বুঝিতে পারে না,—পথহারা হইয়া নানা কল্পনা জল্পনার স্রোতে ভাসিয়া

বেড়ায়, বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে বোধের উদয় হয়; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি ভাবিয়া লোষ্ট্রখণ্ড আদর করিয়াছি, যাহার জন্য ভবে জন্ম—সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ভূতের বেগার খাটিয়াছি,—এই সব তত্ত্ব অনুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র হইয়া চিত্তে প্রকটিত হয়,—তখন বানিয়ানের তীর্থযাত্রীর ন্যায় মন এই রাজ্য ছাড়িয়া তত্ত্বপথে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর উদাসীনের কথা, যোগ কিরূপে হয়, তাহার নানারূপ কূটব্যাখ্যা, সেই সব শব্দের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,—আমরা সে ভাবের ভাবুক নহি। যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া কবি গোরক্ষ-সংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনেক দুর্ব্বোধ্য শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। কবি * "পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল ॥"* বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহানুভূতি ও ভয়কম্পিতকণ্ঠে লিখিয়াছেন,— * ভ্রমের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ, মায়ামৃগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ।" * তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগর্ব্ব স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, * "যৌবন কুসুম সম প্রভাতে বিলীন।" * এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জন্মিল, কবি রূপকচ্ছলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

মায়াতিমিরচন্দ্রিকা।

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানা রসে সদা জীব ধরায় ॥ তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী। হৃদি তারি রম্যপুরী তথায় আপনি ॥ অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী। দম্ভপাটে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটী ॥ পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার। দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার ॥ শান্তি ধৃতি, ক্ষমা, নীতি শুভশীলা নারী। মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি ॥ পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী ॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে ॥"

আমাদের প্রত্যেকের এক একটি রাজত্ব আছে, এই শরীরের বিদ্রোহী প্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্য আমাদের দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের দ্বারা সুনির্ব্বাহিত হয় না; কবি পরিষ্কার একটি রূপক

দ্বারা মনুষ্যেরও অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন; এই প্রতিবিম্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,—তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। সংস্কৃতকাব্যের ভাবে অধ্যায়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, যথা * "ইতি মায়াতিমিরচন্দ্রিকায়াং জীবচৈতন্যপ্রসঙ্গে দ্বিতীয়-কলা নাম দ্বিতীয়োচ্ছ্বাসঃ ॥"

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের গন্ধ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছুঁইতেও ঘৃণা হইত সেই সময় জপ্সাপল্লীর এই প্রবৃত্তি-সংযম সম্বন্ধে কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেকবাণীর ন্যায় উপলব্ধি হয়।

রামগতি সেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন, সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার পুষ্পরথারোহণে আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতেছিলেন, ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য; ছন্দগুলি ইঁহার করায়ত্ত; নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরসতুষ্টা হইয়া ইঁহার মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইঁহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে শিববিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী, ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধৃষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে। মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ আসিয়াছেন, কামদেব সেনাপতি। কবির বর্ণনা এইরূপ;—

চণ্ডীকাব্য।

"মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমররব সঘনে বাজিল॥ নব কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥ ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করপরেতে॥ ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আঁখি কোণেতে। কুসুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥ বামবাহু রতি গলে, রতিবাহু গলেতে। ভুবন মোহন কর হর মন মোহিতে॥ বায়ুবেগে সকল উত্তরে হিমগিরিতে। আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে॥ কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥ ছুটিল মানিনী-মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥ থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদুবাতেতে।

অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা দিনেতে। ললিত মালতী ফোটে যুথিকার ডালেতে। বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহরিছে কোকিলসমূহ পাঁচ শরেতে॥ নব লতা মাধবীর নতশিরে ভূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুলভারেতে॥"

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্য উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি দেখাই; ভাবাবেশে হরিণী শূকরের সঙ্গে যাইয়া মিলিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল; স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া— * "ঢল ঢল রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হানিতে॥"— * কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিবমূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেবদারুদ্রুমবেদিকা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক স্থলে তাঁহার পদ কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে যথা— * "নিরখিতে দেবগণ, ডাকে শুন ত্রিলোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ। যাবৎ এ দেববাণী, শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥" *

জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর; এই রতিবিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অপহৃত; কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে আহৃত কথা যোজনা করিয়াছেন যে, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা—

"অন্য নায়িকার ঘরে, নিশিথে বঞ্চিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিলা তুমি। খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া, মন্দ কাজ করিছিনু আমি॥ রঙ্গণের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন করিয়া, কর্ণ-উৎপলে তাড়িয়েছিলে। সেই অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥ আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নূপুর খসেছিল। ত্বরা তুমি দিতে পার, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল॥ তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত

পরিহরি, বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না নাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে।।" ইত্যাদি

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী কোমল পুষ্পমালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানি ছাইয়া ফেলিয়াছেন; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুন,— * "করেতে বদন যবে তোমার ধরিবে। ঐরাবত শুণ্ডে কি কমলিনী শোভিবে।। বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন। শিরীষ-কলিকা হিমগিরিতে যেমন।। আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী মত। সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ তুলিত।। আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম যার। সিদ্ধি দিতে পারিলে পাইবে মন তার।। *

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা বড় সহজ নহে; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী; এস্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত ধৃষ্ট বলিব। জয়নারায়ণের চণ্ডীতে সুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দবিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যানটি পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই, নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,— * "শরীর থাকিলে দেখা সথায় অবশ্য। কমল ভ্রমরে দেখ তাহার রহস্য।। শিশিরে কমল মজি থাকে সুলক্ষণা। বর্ষাকালে তাই হয় জীবন বাসনা।। দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠিয়া। হইয়া কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়া।। প্রফুল্ল হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস। মিলে আসি পূর্ব্বভৃঙ্গ মনে বহু আশ।। পুন পদ্মিনীর মধু মধুকর পিয়ে। অবশ্য যে দেখা হয় যদি দুই জীয়ে।।" *

হরিলীলা।

"হরিলীলা"—সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানি সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা হয় না,—ইহা বিস্তীর্ণ, নানারসপুষ্ট বড় কাব্যকথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সেগুলিতে তাঁহার ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না; বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভণিতায় দিতে সম্মত হন নাই। আনন্দময়ীর পিতৃকুলোদ্ভব প্রাচীন ব্যক্তিগণ

তাঁহার রচনাগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সেই সকল অংশ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ফরিদপুর সেনদিয়ানিবাসী সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে যে সকল অংশ আনন্দময়ীর রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কবির বংশীয়েরাও ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থানে আমাদিগের নিকট সেইগুলি তদীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সুলেখক অক্রূরচন্দ্র সেন ও আনন্দনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনায় আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য বেশী, আমরা তাহা পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) "সভামধ্যে রত্ন সিংহাসনে নবপতি। শিরে শ্বেত-ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি॥ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে * * * টল্ টল্ মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে। ঢল্ ঢল্ গজমতি মালা দোলে গলে॥ কস্ কস্ কসাতা সটুকা কটিতে। ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে। ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥ ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি। ঝক্‌মক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলি মণি॥"—রাজসভা বর্ণন।

(২) "আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী। মান ভঙ্গ করি সম্মুখে আনিল, নাগর যতন-করি॥ সোণার নাগর নাগরী দ্বন্দ্ব, হেরিয়া করিল রঙ্গ। স্বত্বত্যাগেতে করিলা দান, আপনার বর অঙ্গ॥ কাণে মুখ রাখি কহিছে নাগর, হৈল নাকি মান ভঙ্গ।"—নায়িকার মানভঙ্গ।

(৩) "ঘোরতর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ব্বদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে॥ আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা। চক্রবাকী প্রবন্ত পতির প্রেম খেলা॥ * * * পাখীগণ ইতি-উতি নিজ বাসা ছাড়ে। বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে॥ চন্দ্রভাগ করযুগ ধরি সুনেত্রার। 'যাই' বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥ উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাণ। সজল নয়নে ধনী পাছেতে পরাণ॥ যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া। সুধাকর যার ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল॥"—সুখনিশি-প্রভাত।

মিষ্টশব্দপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ আছে,— উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রেরও অব্যাহতি নাই। এই সব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়ই নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্যগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, * 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্'— * রস-বিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ী ভাব মুদ্রিত করে না ; ঘষা মাজা সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে পৌছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা রহিত হয় নাই, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥ কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি ॥ কত চারু বক্ত্রা, সুবেশা সুকেশা। সুনাশা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা ॥ কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥ দেখি ভন্দ্রভাণে, কত চিত্তহারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা ॥ করি দড়ি, দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া ॥ অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া ॥ কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা। প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা ॥ অনঙ্গাস্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা। বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা ॥ কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে। কারো হার কুর্পাস বিত্রস্ত কক্ষে ॥ গলদ্ভূষণা কেহ, নাহি বাস অঙ্গে। গলদ্‌রাগিণী কেউ মাতিয়া অনঙ্গে ॥ কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশ। রহিয়া সাধু বাক্য বক্তে প্রকাশে ॥ * * * সুকক্ষে নিতম্বে উর হেমকুম্ভে। এভাবে ও ভাবে হাঁটিতে বিলম্বে ॥ তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে। পরে হেলি ঢুলি অনঙ্গ জ্বরেতে। সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভাণে। করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে ॥ সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে। ঝণত্ ঝণত্ গলত্ গলত্ পড়ে নীর অঙ্গে ॥ * * * সখী চন্দ্রভাণে বলে চাতুরীতে। এ রত্নের মালা কাকের গলাতে ॥ শুনি চাতুরি দম্পতি হেটমাথে। ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে ॥"

আনন্দময়ীর রচনা।

—চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বাসি বিবাহ (হরিলীলা)।

বাঙ্গালা কবিতা এখন আর আপামর সাধারণের বুঝিবার বিষয় নহে। ইহার অর্থবোধের জন্য এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়। এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সংস্কৃতাজ্ঞ বাঙ্গালীগণ বাঙ্গালা ভাষায়ও দন্তস্ফুট করিতে অক্ষম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়। আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি—

"আসি দেখহ নয়নে। হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে। হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীনমনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥ * * * ভাবি যাই যথা আছে হইয়া যোগিনী॥ না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥ যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥ যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি। তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥ শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥ যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট-মনে। সে কঙ্কণ কুন্দল করিয়া দিব কাণে॥ তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী। তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥ আর তব স্থাপ্যধন বিষম যৌবন। লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥"—বিরহিণী সুনেত্রা—(হরিলীলা)।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কার স্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোকসুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন?— * পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন পাগরে ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীব শেষা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা ভূমে পড়ি॥"

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন;— * "জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম॥" * এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ।

ইহা বলা বাহুল্য, এই দুই ছত্রেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দ বিন্যাসের কৌশল গিরিধরকৃত "গীতগোবিন্দের অনুবাদে"ও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। এই গীতগোবিন্দানুবাদখানি ১৭৩৬ খৃ· অব্দে—(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৬ বৎসর (পূর্ব্বে) সমাপ্ত হয়। রসময়দাসকৃত পয়ার ছন্দের অনুবাদে মূল গীতগোবিন্দের পদলালিত্যের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না, তথাপি উহা বেশ প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। প্রথমাংশ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক * মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" * স্মরণ করিতে পাঠ করেন ;— * "মেঘ আচ্ছাদিলা সব গগন মণ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইয়াছে সেই কালে॥ বনভূমিতমালের বর্ণ সর্ব্ব স্থানে। শ্যাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে॥ যদি বল মনুষ্যের গমনাগমনে। যেমন চলিবে তার শুন বিবরণে॥ অন্ধকারে অভিসারের বেশ ভূষা করি। চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি।। আনন্দে নিদেশ পাইয়া চলে দুইজন। প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে দুইজন।। অধ্ব কুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে। চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহারে।। প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেইকালে। মেঘ আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে।" * গিরিধর যথাসম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেবকৃত গীতিগুলির মনোহারিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন ; গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে কেবল অনুস্বার বিসর্গগুলি নাই, কিন্তু শব্দের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে ; চতুর বাঙ্গালী লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদূর সংস্কৃতের মত করা যায়, তাহা দক্ষ লিপিকৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ;—

গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

(১) "তবদস্ত অগ্রে ধরণীর রয়, যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শূকররূপ ধারি। হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে, দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে, জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধারি।।"

(২) "এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি, নাচত কত প্রকার। পবনে লবঙ্গলতা, মৃদু বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কোকিলকুল কূজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায়।। বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরুডাল। পতি দূরে যার, তার প্রতি মনোরথ, মনমর্থনে হয় কাল। মৃগমদ গন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল সুবাস। যুবজন হৃদয় বিদারিতে, কামের

সখ কিবা হইল পলাশ ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম-নির্ম্মিত কি নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখসদৃশ বাণ নিরমাওল, পাটলী ফুল অতুল ॥ দেখি বিলক্ষণ, জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহীবিদারণ আশে ॥"

(৩) "যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ। কর অভিসার, করি রতি রস, মদন মনোহর বেশে। গমনে বিলম্বন, না করু নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ পাশে ॥ তুয়া নিজ নাম, শ্যাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী মৃদুভাষে। তুয়া তনু পরশি, ধূলিরেণু উড়ত, তাহে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে॥ উড়াইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে তুয়া আগমন হেন মানে। দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই, নিরখত তুয়া পথপানে ॥ শবদ অধীর, নূপুর দূরে, রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে। অতি তমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি নেহ অঙ্গে ॥"

এখন আমরা আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য-শাখার উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-লেখক দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরান্তর্গত উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী। অনুমান ১০০ বৎসর পূর্ব্বে 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিত হয়।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

সকল দেবতাই ভাষাকাব্যরূপবাহনে আরোহণ করিয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে পূজা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল ব্যূহে আবদ্ধ গঙ্গাদেবী যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল, * "ভাষায় আমার গান নাই।" * তখন কালগৌণ না করিয়া উলাগ্রামে দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন - "তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখাও" কিন্তু তখন ইংরেজের অভ্যুদয়ে দেবদেবীর আফিস বন্ধপ্রায়; যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী" রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর স্ত্রীর মারফৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে মধ্যে মধ্যে রচনার পারিপাট্য আছে। আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাঁহারা কি কি অলঙ্কার পরিয়া অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-নিচয়ে দৃষ্ট হইবে ;—

"ঢেঁড়ি, চাঁপি, মাকড়ি, কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥ নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুণী ভালো। লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো॥ কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥ কুন্দকলিকার মত কারো দন্তপাতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্তভাতি॥ মাজ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কালরেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥ মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥ পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥ পতির আয়াৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরাণ-বান্ধান লোহা সকলের হাতে॥ পাতা মল পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥"

এই অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান-পাড়ায় খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

৪। গীতি-শাখা

মুসলমানী কেচ্ছার কলুষস্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন; কিন্তু চিত্রের পদ্মে মধুমক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-কৌশলেও শ্রোতার মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না; সাহিত্যের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া নির্ম্মল ভাবের প্রবাহে পাঠকের কামনা পরিতৃপ্ত করিতে পুনশ্চ প্রতিভাবান্ লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দূরে—পল্লীগ্রামের স্বভাবসিদ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠ কবির আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দ্দোষ নহে, ইহার একাংশ বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্যের রুচি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে,—কিন্তু অপরাংশ অতি সুনির্ম্মল। এই দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়, কারণ এখানে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী, এই যুগের সাহিত্যেও গীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে।

গীতি-সংস্কার।

বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্যার পিতৃগৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহাকে

ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতী বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিরহে বালিকা ঘোমটা-ঢাকা সুন্দর মুখখানি চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত ; মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন,— * "উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।" * বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহ ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত সুখ !— * "আমার উমা এলো, বলে রাণী এলোকেশে ধায়।" * এই সকল গানের সরল কথায় শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুতঃ কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অনুভূতিক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবকে আমাদের সাধকগণ ধর্ম্মের ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি স্নেহ যশোদা চিত্রে ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়াছেন। * "শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপালে কোথায় লুকালে। যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধরি কাঁদে, জননী দে ননী বোলে ॥" * প্রভৃতি স্নেহ-উদ্বেলিত ভাব মধুর গানগুলি. শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলিমাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্ম্মল স্বর্গের প্রতি—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও স্বর্গের কথা। পুরুষের প্রতি রমণীর ভালবাসা এই দেশে উন্নত ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা "বৈষ্ণবযুগ" অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি।

গীতি কবিতায় গার্হস্থ্যচিত্র।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মাধুর্য্য এক দিকে, নির্ভরান্বিত শিশুর স্নিগ্ধ অভিমানপূর্ণ আব্দার অপর দিকে। মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্য কঠোরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের ক্রোধ অশ্রুগঠিত, উহা নামে মাত্র ক্রোধ—উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্বস্থাপন। প্রাচীনবঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই প্রেমভক্তিই সময়ে সময়ে অঞ্জনশলাকার ন্যায় লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধানপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ ছুঁইতে পারিয়াছিলেন।* "কি কাজ

রামপ্রসাদের মাতৃভাব।

রে মন যেয়ে কাশী।" "নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।" * প্রভৃতি বাক্য তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি কটাক্ষপাত নহে, তীর্থসমূহের চরমতীর্থে পৌঁছিলে ব্যাহ্নিক কর্ম্মকাণ্ডের উপর মনে যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, ইহা তাহাই। * "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার কর্‌তে চাওরে উপাসনা॥ ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে॥" * এই সকল উক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের কুৎসা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। যিনি চরমতত্ত্ব পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার সরল প্রাণের উক্তি, ইহা কোনক্রমেই উপায়কে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে না। * "বেদে দিল চক্ষে ধূলা, ষড়্‌দর্শনের সেই অন্ধগুলা"— * বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান্ হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদসূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল। কিন্তু দুয়ের ভাব ভিন্ন, একজন মাতৃমন্ত্রের আত্মহারা সাধক, অপরজন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-জগতের যোদ্ধা।

রামপ্রসাদ বিগ্রহপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদতলে বসিয়া অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন। যে ভোগসম্ভার তৎপদপ্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক মনে মনে গাহিয়াছেন,— * "জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়, আলচাল আর বুটভিজানা॥" * কখনও পুষ্প, বিল্বপত্র পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বলিয়াছেন, * "বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।" *

কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, গূঢ় রহস্যে ব্যক্ত—অতি সুন্দর ও ভৈরব; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন; অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,— * "ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে দ্রুতগতি দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে। কেরে—কালীর শরীরে, রুধিরে শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।" * প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মানসপটে মাধুর্য্যমিশ্র এক গৌরবমণ্ডিত ছবি অঙ্কিত হয়।

সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে সান্ত্বনা অনুভব করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া শ্যাম-সন্ধ্যাকালে যখন চিরপরিচিত সুহৃৎ-কণ্ঠে,— * "নিতান্ত যাবে এদিন কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য, কলঙ্ক হবে গো॥" * প্রভৃতি গান শুনিতাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদমাখা মহিমান্বিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। * "ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল। চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রৈল॥ নিম খাওয়ালি মা চিনি বলে কেবল কথার করি ছল। মিঠার আশে তেতো মুখে সারাদিনটা গেল॥ খেলবি বলে আশা দিয়ে মা এনেছিলি এ ভূতল। যে খেলা খেলিলি শ্যামা আশা না পূরল॥ রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হ'ল তা হ'ল। সন্ধ্যা হল এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল॥" * প্রভৃতি গান সংসারিক কষ্টবিড়ম্বিত চিত্তের পক্ষে মাতৃ-অবলম্বনজনিত সান্ত্বনার সুধাতুল্য। রামপ্রসাদের বৈষ্ণববিষয়ক গানও কোন কোনটি বড় মধুর; একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি;— * ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে। দু-কূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর, কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হ'ক ছানা দধি, কিন্তু মনে করি এই খেদ, কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা তবে হইবে হে বেদ।"

আমরা হালিসহরের রামপ্রসাদের স্মৃতিসভায় যাহা বলিয়াছিলান, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সাধক রামপ্রসাদ

"বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহার জটাজুট অগ্নি শলাকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের নাম তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া ব্যোমপথে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটিতে থাকে। রুদ্রের নিঃশ্বাসের জ্বালা— জগতের শ্মশান; তাঁহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগ্‌হস্তীরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়; তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান—বিনাশের ঝঞ্ঝা,—তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, তাঁহার বিষাণবাদনের তালে তালে চতুর্দ্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।

"বৌদ্ধযুগের শেষভাগে রুদ্র তাঁহার তেজঃ সম্বরণ করিলেন; সংহারের

দেবতা অপূর্ব্ব সৌম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যেন চিতা জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, কতকগুলি ছাই রহিয়া গেল। তাঁহার প্রলয়-বিষাণ থামিয়া গেল,—তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্ব্বত্যাগী হইলেন,—এক কথায় তাঁহার ভয়ঙ্করত্ব চলিয়া গেল, তাহার তাণ্ডব নৃত্য প্রেম-নৃত্যে পরিণত হইল।

"কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে যেরূপ ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, তাহাতো এখনও আছে। এখনও জরা-মৃত্যু তাহাদের রক্তলোলুপ লেলিহান জিহ্বা ব্যাদান করিয়া আছে; এখনও ভীষণ মহামারীতে প্রলয়কাণ্ড হইয়া থাকে, এখনও প্রকৃতির ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফুলের বাগান শুকাইয়া যায় এবং শ্মশানের চিতাগ্নি মাতৃহৃদয়ের হাহাকার উপেক্ষা করিয়া পদ্মের কুঁড়ির মত শত শত শিশুকে ধ্বংস করিয়া জ্বলিয়া উঠে; এখনও কৃষকের বহুযত্নে উৎপন্ন সোনার ফসল নির্দ্দয় বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং আকাশের প্রবল মেঘের কোল হইতে ভীষণ সর্পের ন্যায় খরবিদ্যুৎ ছুটিয়া আসিয়া বিশাল রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে;—এখনও অনন্তনাগের শিরঃকম্পনে জগদ্‌ব্যাপী ভূমিকম্পে শত শত দেশ বিধ্বস্ত হয় এবং আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে ভীষণ জ্বালা ও দ্রব অগ্নিপ্রবাহ নিঃসৃত হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্যময় নগরীকে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত করে। এক কথায় প্রকৃতির যে তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বৈদিক ঋষি রুদ্র-তাণ্ডব করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্করী লীলা তো জগৎ হইতে এখনও চলিয়া যায় নাই।

"রুদ্রদেব শিবসুন্দরে পরিণত হইলেন। হিন্দুর কল্পনায় বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শের যে মনোজ্ঞ প্রতিবিম্ব পড়িল—সেই ত্যাগ, জীবের জন্য সেই অপার করুণা, সেই বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তা দিয়া তাঁহারা রুদ্রদেবকে নূতন ছাঁচে গড়িলেন। বিশ্ববাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য বুদ্ধ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, রুদ্রদেবের হস্তেও আমরা ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু দিয়া তাঁহাকে দেব-ভিখারী সাজাইলাম।

"কিন্তু জগতের যে ভীষণতা আছে, তাহাতো আমাদের জীবনযাত্রার পথে পথে। রোগ, শোক, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি শতরূপে আমরা যে ভীষণতার—নির্ম্মমতার দর্শন পাই, তাহাতো সাধক একেবারে বাদ দিতে পারেন না। এই নির্ম্মম সত্যের কঙ্কাল হাসি যে আমাদিগকে নিত্যই দেখিতে হইবে। ফুল্লারবিন্দপ্রতিম শিশুর মৃদুহাসি-মণ্ডিত মুখখানি যেরূপ সত্য, ভীষণ

রোগশয্যার প্রেতপ্রতিম কঙ্কালও যে তেমনই সত্য। এই ভয়ঙ্করের দেবতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

"যে স্থান এককালে রুদ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থান কে গ্রহণ করিবে? রুদ্রদেব ক্ষমার আদর্শ—সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথে পরিণত হইয়া যুগব্যাপক চেষ্টার ফলে যে মনোজ্ঞমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে তো আর ভীষণ ভাবে কল্পনা করা যায় না। গঙ্গাকে আর ফিরিয়া হরিদ্বারে লইয়া যাওয়া অসম্ভব, ভগীরথ স্বয়ং আসিলেও তাহা হইবার নহে।

"এই ভীষণতার স্থান পূরণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে নব নব দেবতা আসিয়া বঙ্গদেশে শক্তিব্যূহ রচনা করিলেন,—বঙ্গের ঘরে ঘরে পূজিতা স্মেরাস্যা হংসারূঢ়া, অরুণিতবসনা মনসা দেবী এই ব্যূহের অন্যতমা।

"কিন্তু এই শক্তিকেন্দ্রের প্রধান দেবতা হইলেন কালী। ইনি বৈদিক দেবতা নহেন। কিন্তু যে স্থান হইতেই ইঁহাকে আমরা গ্রহণ করিয়া থাকিনা কেন; আর্য্যকল্পনা, হিন্দুর সাধনা ইঁহাকে এমনই ধ্যানের মূর্ত্তি দিয়াছে যে, ইনি একাধারে ভয় ও বরাভয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এদেশের সর্ব্বপ্রধান মাতৃদেবতা হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"আমরা বলিতে পারি না কেন, এই দেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকারভুক্ত। আর কোন্ দেশে এরূপ ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র ধরিত্রী কম্পিত করিয়া চলিয়া যায়? এরূপ নির্ম্মমভাবে কোন্ নদনদী-তরঙ্গ রাজনগরের মত কীর্ত্তি গ্রাস করিয়া লেলিহান ধ্বংসলোলুপ জিহ্বা প্রসারণ করে? আর কোন ভূমি এরূপ ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্রের জননী? Royal Tiger আর কোথায় এরূপ হস্তীর মস্তক চূর্ণ করিয়া রঞ্জিত নখর লেহন করে, —বঙ্গদেশের জঙ্গলের মত কোথায় এরূপ ভীষণ চন্দ্রবোড়া ও কেউটা জন্মিয়া থাকে? কৃষ্ণমেঘের মত বিশালকায় হস্তী আর কোন্ দেশের তমালতালীবন-রাজীনীলা সমুদ্র বেলা ও গিরিগুহায় বিচরণ করে? দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রক্তশোষণকারী দারিদ্র্য, নানা রোগ আর কোন দেশের লোককে এরূপ ঘন ঘন পীড়ন করে? এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ, অপর বৎসর ধরিত্রী সুজলা সুফলা; এক ঋতুতে মেঘের গর্জ্জনে, বিদ্যুৎ-স্ফুরণে কুটিরবাসী মুহুর্ম্মুহুঃ জৈমিনির নাম স্মরণ করিয়া শতছিন্ন কন্থার মধ্যে ভয়ে কাঁপিতেছে; অপর ঋতুতে ফুলের বাগানে আনন্দ ধরে না; সরসীর সুনীল জলে রক্তপদ্মের উপর সৌরকর কি হাসিই না মাখাইয়া দিতেছে! এক ঋতুতে পদ্মা মহাজনের

কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পদ্ উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বুদ্‌বুদের ন্যায় ডুবাইয়া দিতেছেন, অপর ঋতুতে পদ্মার পুত্রপ্রতিম জেলেরা মাঝ-দরিয়াকে সিংহাসন মনে করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গা চালাইয়া দিতেছে এবং করুণাময়ী মাতার নিকট হইতে ঝুড়ি ভরিয়া মৎস্য উপহার লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। এক ঋতুর গভীর তমিস্রার ন্যায় মেঘকুগুলা দিগ্-বধূগণ তাঁহাদের গাঢ় অন্ধকার-লহরীর বেণী দোলাইয়া দিয়া বিদ্যুৎ কটাক্ষের পৈশাচিক দীপ্তি দ্বারা পথিককে ভয় দেখাইতেছেন ; অপর ঋতুতে পদ্মার শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী প্রেমাবেশে ঢল্‌ঢল্ চোখে চাহিয়া দম্পতী-হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন। একদিকে যেমন বঙ্গপ্রকৃতি খাঁড়া ও নরমুণ্ড দেখাইয়া আতঙ্কিত করিতেছেন, আর একদিকে তেমনই বিচিত্র আনন্দ ও শোভাসম্পদ্ লইয়া যেন আমাদিগকে বর দিতেছেন। এক হস্তে উত্তোলিত খড়্গে বিদ্যুতের ঝলক খেলিতেছে ; অপর দিকে প্রসারিত করপদ্ম দ্বারা মাতা "মাভৈঃ" এই ইঙ্গিত করিতেছেন।

"সুতরাং আমাদের দেশ যে বিশেষভাবে এই করাল-বদনা, মহীয়সী, মধুরহাসিনী মাতৃদেবতার অধিকারে, তাহা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। দাশরথির সঙ্গীত ইহাকে একবার বলিতেছে, "নিরমল নিশাকর করকপালিনী", আর বার সেই সুর বদলাইয়া বলিতেছে, "নাগিনী জড়িত জটা বিভূষিণী", এক পংক্তিতে "নিরমল নিশানাথ নিভাননী" এবং অপর পংক্তিতে "লোল-রসনা করালবদনী"—"নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল ছাল, বামকরে শোভে খর করবাল" এই ভীষণ রূপের সহিত সুন্দরের সমাবেশ শাক্ত কবি ছাড়া আর কে করিতে পারিয়াছেন ? একছত্রে তিনি বলিতেছেন, "নীলনলিনী—জিনি ত্রিনয়নী"—অপর ছত্রেই বলিতেছেন "লোল-রসনা করালবদনী।"

"এই উত্তাল, নির্ম্মম উদ্দাম প্রকৃতির মেরুদণ্ডে পুরুষ। তাঁহার কত বড় স্থৈর্য্য ! প্রকৃতির ভীষণ লীলায় সরোবরের শত শত পদ্ম শুকাইয়া যাইতেছে, আবার পরদিন কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার হইতে নূতন শত শত পদ্ম-কুঁড়ি ফুটিতেছে ; প্রতিদিন শত শত শিশু শ্মশানের আগুনে জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, আবার পরদিন আঁতুড় হইতে শত শত শিশুর অধরে অমিয়-হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছে ! এই নিত্য ধ্বংস-লীলার মধ্যে কে স্থির অচঞ্চল ও অবিনাশী ভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন ? কাহার এই অতুলনীয় ধৈর্য্য, যাহা প্রকৃতির অবিরাম ধ্বংস-লীলার মধ্যে নিত্যকে অপরূপ সুন্দর অবিচল করিয়া রাখিয়াছে ?"

সে ধৈর্য্য কি অসীম, তাহা এক মৃত্যুর সঙ্গেই তুলনীয়। মড়াকে মার, কাট, তাহার পাঁজর ভাঙ্গ, সে নড়িবে না! যে পুরুষপ্রবর এই তাণ্ডব লীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি সেই মৃতের ন্যায়ই ধৈর্য্যশীল; তিনি যে কালসর্পকে বুকে করিয়া স্মিতবদনে শুইয়া আছেন। প্রকৃতিপুরুষের এই অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া পুরুষবরের প্রতি অপার করুণায় ভক্তহৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, তাই গাহিয়াছিলেন,—

"নেমে নাচগো ন্যাংটা নারী
বাজবে মহেশের বুকে"

"এই প্রকৃতির লীলা পুরুষই চিনিয়াছেন—তাই এই ধ্বংসকে তিনি আদর করিয়া বুকে লইয়াছেন। এই ধ্বংস দ্বারা তিনি জগতের নিত্য আনন্দ-লীলা সৃষ্টি করিয়াছেন, লীলাময়ীকে তিনি নিত্যলীলার সহায় মনে করিয়া অসীম ধৈর্যের সহিত তাঁহার পদপঙ্কজ বক্ষে রাখিয়া নিজে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন। ভক্তের ভয় বৃথা, তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিবে না, এই বজ্রনির্ম্মিত পাঁজর পোড় খাইয়া অমর হইয়াছে—অপার্থিব অলৌকিক আনন্দ এই পাঁজরের দৃঢ়তা জন্মাইতেছে। পরম নির্ভয় দেবতা তাঁহার আনন্দ-সাধনায়—এই প্রাকৃতিক লীলাকে অনশ্বর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন—তাঁহার স্পর্শে ক্ষণভঙ্গুর নিত্য-চঞ্চল প্রকৃতি অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"রামপ্রসাদের সময়ে দেশব্যাপক অরাজকতা। তখন মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, সেই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যে বৈতরণীর পদ্মফুলের মত তাজমহল দাঁড়াইয়াছিল। গত যুগের প্রেম ও সৌন্দর্য্য লিপ্সার অমর স্মারকচিহ্ন এই তাজমহল। সেই শাসন যাহা একচ্ছত্র হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নিরাপদ্ রাখিয়াছিল—প্রজাবৃন্দের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও উদারতা বিকশিত করিরা শিল্প ও ত্যাগের আদর্শকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের অবসানের দিনে তাহার সমস্ত মহিমা অন্তর্হিত হইল; দেশময় দস্যু ও তস্করের ভীতি উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দিল্লীশ্বরের শাসন-মুক্ত হইলেন এবং যেন মেষশাবকেরা সিংহ হইয়া প্রজা পীড়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশও অরাজকতা ও অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী স্বীয় দুহিতার পুত্তলী শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহাকে অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও জমীদারগণ "বৈকুণ্ঠ" নামধেয় জীবন্ত নরক ভোগের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজকুমারী

দিগকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ হইয়াছিল। কোন কোন রাজার কন্যা মুর্শিদাবাদাধিপ চাহিয়া বসিতেন, না দিলে তাঁহাদের ধনসম্পত্তি অত্যাচারের ফুৎকারে উড়িয়া যাওয়া নিশ্চিত ছিল,—কাজিরা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া প্রজাপীড়ন করিতে লাগিল। যখন রাজারাজড়াদের অবস্থাই এরূপ, তখন সামান্য প্রজাদের দুর্দ্দশা যে কি তাহা পাঠকবর্গ কল্পনা করিতে পারেন।

"এই অত্যাচার ও বিপদের দিনে মানুষের চিত্তে দুঃখবাদের প্রাবল্য স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব এই দুঃখবাদ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার শিক্ষা —ধনজন মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, পৃথিবী দুঃখময়। তপ্ত খোলা হইতে যেরূপ খই লাফাইয়া ভূঞে পড়ে, এই দুঃখবাদকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধের পরে শত শত লোক সেইরূপ সংসারাশ্রমকে দুঃখপূর্ণ মনে করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এই দুঃখবাদ হিন্দুকে যুগে যুগে সংসার-নিবৃত্ত ও ভোগবিমুখ করিয়াছে। দুর্দ্দিনে যখন নিরাশার ঘনঘটা চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, তখন দুঃখবাদ মনকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসে; বঙ্গের এই দুঃসময়ে বাঙ্গালার ভক্তি, বাঙ্গালার কর্ম্ম, বাঙ্গালার সাধনা এই দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ পাইয়াছিল। মানুষ যখন জীবনকে দুঃখময় মনে করে, তখন ভোগমুখী ইন্দ্রিয়-গুলিকে মানুষ শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে ভীতিকর বলিয়া ধারণা হয়, "দারাবন্ধু পরিবার" আমাদিগকে সংসারকূপে নিমজ্জিত করে—এই আশঙ্কায় সংসার-ত্যাগী মন শ্মশানের চিতাকেই পরম সম্পদ্ মনে করে। রামপ্রসাদের গানে এই দুঃখবাদের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়, রামপ্রসাদ গাহিলেন "রমণী বদনে সুধা নয়—সে বিষের বাটী, আগে ইচ্ছাসুখে পান করি, বিষের জ্বালায় ছটফটি।" "ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত, ওমা কি দোষে করিলি আমায় ছটা কলুর অনুগত।"

"এই যে সংসার অনিত্য—ইহার বন্ধন—মায়াপাশ—তাহা ছেদন করাতেই বীরত্ব! এই দুঃখবাদ তো আজকালকার নয়। বহুযুগ যাবৎ ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে পৃথিবীর এই কালো দিকটা হিন্দুর চোখে পড়িয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ এই দুঃখের সুরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে সংসারবিমুখতায় দীক্ষিত করিল; অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদের সুর অনুকরণ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিকির চাঁদ গাহিলেন—

"বাঁশের দোলাতে চড়ে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছে চ'লে,
ঘুরে যে ঢাকার সহর, দিল্লী লাহোর, টাকা মোহর নিয়ে এলে,
খেলে না পয়সা শিকি, কওনা দেখি, তার কি কিছু সঙ্গে নিলে।"

"এই দুঃখময় জীবনের আঁধার দিকটার উপর জোর দিয়া বৈরাগ্যের যে সুরটা উঠিয়াছিল—এ যুগে তাহার প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি তাঁহার মায়ের উপর স্নেহের দাবী ফাঁদিয়া এই দুঃখের জন্য তাঁহাকে স্নেহমিষ্ট গঞ্জনা করিতে কসুর করেন নাই। মা আদরের ছেলের মুখে চুমো খাইয়া তাহাকে আবার শ্মশানে ডালি দিতেছেন কেন? ছেলেকে গৃহবাসী করিয়া কেন আবার সন্ন্যাসী করিলেন, এই সকল অনুযোগ দিয়া তিনি তাহাকে "সর্ব্বনাশী" বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করিয়া মাকে সমস্ত বিধানের কর্ত্রী জানিয়াও তিনি মায়ের স্নেহের রাজ্যের বহির্ভূত হন নাই। তাঁহার সমস্ত অনুযোগ—আবদার মাত্র, তাহাতে কান্না আছে, "কেন মারছ?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আছে, শিশু যেমন মায়ের মার খাইয়া তাঁহার আঁচল ছাড়ে না, রামপ্রসাদ বাহ্যিক বিদ্রোহসূচক শত শত অভিযোগ করিয়াও মায়ের প্রতি নির্ভর ছাড়েন নাই। তাঁহার সেই অভিযোগে সর্ব্বত্র বৈষ্ণব কবিদিগের মানের সুরটি পাওয়া যায়। ইহা শুধুই দুঃখবাদ নহে। বাউলের গানের দুঃখবাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের গানের এই স্থলে প্রভেদ। বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধ ভাব। বাউল শুধুই মড়ার কান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়। রামপ্রসাদের কান্নায় দুঃখ সৃষ্টির জন্য মায়ের প্রতি ভৎ'সনা আছে, কিন্তু তাহা বিরাগ নয়, অনুরাগের ছদ্মবেশ। শত গালাগালি দিয়াও তিনি মায়ের আঁচলটীতে বাঁধা আছেন। "নিতান্ত যাবে এ দিন ঘোষণা রবে গো—তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক রবে গো।" এই সুরে মায়ের স্নেহে পাছে ঔদাসীন্যের কলঙ্ক ছাপ পড়ে, আবদারে ছেলে তাহারই জন্য কাঁদিতেছেন। এই দুঃখবাদ বিষ-কুম্ভ নহে। এই দুঃখবাদের মধ্যে প্রেম ও নির্ভর যথেষ্ট পরিমাণে আছে,—এই জন্য ইহা বৈষ্ণব কবির বিষ-মিশ্র অমৃত। ইহা মায়ের অসীম নিষ্ঠুরতা জানিয়াও মায়ের অসীম দয়ার প্রতি আস্থাবান্। এক একবার ইহা নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের অসি স্বীকার করিয়াছে সত্য—কিন্তু তাঁহার বরাভয়দায়ী করদ্বয়ও দেখিয়াছে; জগৎকে ভয়ানক জানিয়াও ইহার মূল শক্তির অভয়প্রদত্ব ও মঙ্গলত্ব স্বীকার করিয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মের এইখানেই জোর। ইহা লোক-চিত্তকে এই কারণে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা

ভগবান্‌কে শুধু দয়াময়, প্রেমময় বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপরাপর ধর্ম্ম ভগবানের শ্রীমুখ দেখিয়া ভুলিয়াছে। তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের বাঁশীর সুর শুনাইতে জগৎকে আহ্বান করিয়াছে। একমাত্র শাক্তধর্ম্ম বিশ্বের উলঙ্গ সত্যকে যথাযথভাবে দেখাইবার সাহস করিয়াছে—ইহা লোল-শোণিত-লোলুপ জিহ্বা ও কঙ্কালাকৃতিকে প্রণাম করিয়া বরাভয়দায়ী করদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে। কালীমূর্ত্তি—ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, মহামেঘ ও চিতাভস্মের দেবতা—ইনি বৈদিক রুদ্রদেবের পরবর্ত্তী বিভূতি। এদিকে তাঁহার কৃষ্ণকান্তি অপূর্ব্ব উন্মাদনায়—"ধনী না বাঁধে কবরী না পরে বাস—ও বিধুবদনে মধুর হাস"—এই ভীষণ ও সুন্দর উলঙ্গ সত্যকে সাহসিক সাধক ভিন্ন কে হৃদয়ের শোণিত দিয়া পূজা করিবে?

"বাউলের সুরের দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে এই প্রভেদ। বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্ব্বাণটাকে শেষাশ্রয়-স্বরূপ মনে করিয়াছে, রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারের শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃ-পাদপদ্মের শরণ লইলে দূর হয় তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই নিছক সত্য, এই নির্ভর আত্মোৎসর্গময় সঙ্গীত এককালে সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিল। সংসার কাঁটার বন, ইহা সাফ করিয়া যদি ভক্তির চর্চ্চা করা যায় তবে মানবজীবন দুঃখময় না হইয়া স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে। রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—"এমন মানব জন্ম রৈল পড়ে, আবাদ কৈলে ফলত সোনা।" হাটে মাঠে বাটে এই সকল গানের সুধা হরির লুটের মত তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

"আমি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কথা বিশেষ করিয়া বলিব না। পাঠক রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মিলাইয়া পাঠ করিবেন, দেখিবেন রাম-প্রসাদই ভারতচন্দ্রের আদর্শ। এমন একটি মৌলিক ভাব নাই, এমন কোন কবিত্বের কথা নাই, গোড়া যাহার রামপ্রসাদ গাঁথিয়া না দিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই ভিত্তির উপর রং ফিরাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের বিষয় রাজসভায় খুব প্রিয় হইলেও এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পিশা শ্যামসুন্দরের পুত্র রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদের মুরুব্বি হইয়া পুস্তক রচনার আদেশ করিলেও যে এই কাব্যের ভাব রামপ্রসাদের ভক্তগণের মনের ভাবের সহিত সঙ্গতি পায় নাই, তাহা স্পষ্ট। এই কাব্যে কবি তাঁহার মুরুব্বিকে সুধী

করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত পাণ্ডিত্য কবিত্বের ভাণ্ডার উলটপালট করিয়া এই কাব্যের গড়নে লাগাইতে যত্নপর হইয়াছেন; অনেক স্থানের অনুপ্রাস, বর্ণনা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উচ্চদরের হইয়াছে। তথাপি মনে হয় উহা কতকটা কৃত্রিম, উহাতে স্বভাবজ সৌন্দর্য্য নাই—আয়াসজাত যত্ন আছে, বাহ্যিক সমৃদ্ধি আছে—কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। বোধ হয় এই পরিশ্রমের পর কবি গান রচনা করিতে যাইয়া স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইয়া লিখিয়াছেন, "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" সেই গ্রন্থ তাঁহার বৃথা পাণ্ডিত্যের অসার কীর্ত্তি—ঐ গানগুলিই যে তাঁহার ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাণের বস্তু, তাহার মূল্য তিনি নিজে অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন।

"আমরা দেখাইয়াছি রামপ্রসাদ পরবর্ত্তী গীতি-সাহিত্যের দুঃখবাদে কি অপূর্ব্ব প্রেরণা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার দুঃখবাদ কি অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের রসধারায় স্নাত। রামপ্রসাদের ন্যায় মা মা বলিয়া এরূপ করুণ কান্না, মায়ের সঙ্গে এরূপ দুষ্টুমি ও আবদার, মায়ের উপর অফুরন্ত নির্ভর, "ভয় করি না মা চোখ রাঙ্গালে" এই স্নেহের বীরত্ব ও মায়ের আঁচল ধরিয়া নৃত্য—মাতৃগতপ্রাণ শিশু-জগতের সাধনার রাজ্যে আর কোথায় মিলিবে ?

"তারপরে রামপ্রসাদই আগমনী গানের প্রথম কবি। তৎপূর্ব্বে উমা ও মেনকা লইয়া বাৎসল্য রসের ধারা কোন কবি বঙ্গসাহিত্যে বহাইয়াছেন, বলিয়া আমরা জানি না। "গিরি, আমি প্রবোধ দিতে নারি উমারে, উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে। অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদিত শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়—ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"

"বাঙ্গালার কুটীরের বালিকাদুহিতাদের স্বামীগৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদিগঙ্গা—হরিদ্বার এই প্রসাদসঙ্গীত। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলি ফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষু-জল দিন রাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রুরচিত হার, উহা তাৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ-রসে পুষ্ট।

তৃতীয়তঃ, যেমন কৃষ্ণরূপ, শিবের রূপ নানা স্তোত্র ও কবিতায় ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামপ্রসাদের রচিত শত শত সঙ্গীতে কালী-মূর্ত্তি সেই

রূপ উচ্চাঙ্গের সাধনার সহায়ক হইয়াছে। জগতের যাহা কিছু সুন্দর তাহাই নহে—যাহা কিছু ভৈরব—তাহাই দিয়া এই মূর্ত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি-রচক,—রামপ্রসাদ বর্ণিত রূপকে আদর্শ করিতে পারেন নাই। চিত্রে ও মৃন্ময় বিগ্রহে কালীমূর্ত্তি স্থিরা, তাঁহার লীলা নাই, তাঁহার রূপ সংযত, কিন্তু কবি যেন তদ্বর্ণিত রূপে জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য, ভীষণত্ব ও চাঞ্চল্য ঢালিয়া দিয়াছেন ; তাঁহার ভাষায় যে জীবন্ত মূর্ত্তি পাই, এখনও মন্দিরে আমরা তাহা পাই নাই ; কালীমূর্ত্তির চিত্রকর ও ভাস্কর এখনও জন্মায় নাই। রামপ্রসাদ ভাষায় যেরূপ আঁকিয়াছেন —তাহা শুধু রূপ নহে, তাহাতে তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

"ঢলিয়া ঢলিয়া কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতিতে চলে দাবানলে
ধরি করতলে গজ গরাসে ॥
কে রে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখ-মণ্ডল
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
কে রে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত
নখর নিকর তিমির নাশে।
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥
দিতি সুতচয়, সবার হৃদয়
থর থর থর কাঁপে তরাসে।
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে"

পুনশ্চ— "এলো চিকুর ভার, এ রমণী কার
মার মার রব বলে"

"এই সকল গান সুগায়কের কণ্ঠে শুনিতে শুনিতে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় হৃদয় ভরিয়া যায় ; করিগ্রাস অবধি যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর তাহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া যেন লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। গানগুলি কল্পনাকে

অলৌকিক ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া এমন এক রাজ্যে লইয়া যায় যাহা বীভৎস ও ভীষণকে সুন্দর করিয়া দেখায় এবং সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব কবিত্বমণ্ডিত হইয়া ভৈরব, মহান্ ও সুন্দরকে এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলে।

"সেই মহীয়সী মূর্ত্তি যাহা কালিন্দীর তরঙ্গে কিংশুকের ন্যায় শোভমান,—যাহার রূপজ্যোতিঃ বিদ্যুতের মত সাধকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে—যিনি আসব পান করিয়া বিগলিতকেশা, দৈত্যসহ রণক্লান্ত হইয়া আসব আবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তিনি তাঁহার পাত্র শূন্য করিয়া তাঁহার ভক্তির আসব রামপ্রসাদকে দিয়াছিলেন, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—"—আমার মন মাতালে মাতাল কৈল, মদ মাতালে বলে।" কোথায় সেই আসব? তাহা শুঁড়ির দোকানের নহে, তাহার জন্মস্থান সাধকের চিত্তে।

"একবার এই কুমারহট্টের মৃত্তিকার ধূলি লইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহা জগতের সার বস্তু মনে করিয়া তাঁহার কোঁচার খুঁটিতে বাঁধিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"কুমারহট্ট ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ।"

"সেই কুমারহট্টের ধূলি লইয়া আসুন আমরা মস্তকে ছোঁয়াইয়া উত্তরীয়াগ্রে বাঁধিয়া রাখি। রামপ্রসাদের লীলাস্থান এই কুমারহট্টকে শত নমস্কার। এই স্থান হইতে ভক্তির যে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল—বঙ্গদেশের দিগ্‌দিগন্ত হইতে কোটি কোটি লোক হাত পাতিয়া প্রসাদকবির সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে যে মা মা রব উত্থিত হইয়াছিল তাহা দুই শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার পথে ঘাটে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, আসামে ও স্বচ্ছসলিলা ধলেশ্বরী-বাহিত ঢাকা ও ফরিদপুরে, ময়মনসিংহে, প্রকৃতির রম্য নিকেতন বাঁকুড়া ও বীরভূমে এবং সরস্বতী ও দামোদর তটে, এক কথায় সমস্ত বঙ্গদেশে রামপ্রসাদের গান লোকেরা গাহিয়া গাহিয়া এই দীর্ঘ সময় যাবৎ মাতৃপাদপদ্মে উপহার দিয়াছেন, এই সকল গানের এই আদিগঙ্গা—এই হালিসহর, আমাদের চক্ষে মহাতীর্থ, ইহাকে শত শত নমস্কার।"

রামপ্রসাদের পর শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনায় আরও কয়েকজন কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া যাইব।

শ্যামাসংগীতকারগণ।

কবিওয়ালা রামবসু—(১৭৮৬—১৮২৮ খৃ.) কলিকাতার পরপারস্থিত সালিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, পাঁচ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ইনি পাঠশালায় বসিয়া কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক কবির রচিত গান, ভবানীবণিক নামক কবিওয়ালা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজদলে গাওয়াইতেন। যে ফুলটি অতি শীঘ্র ফোটে, তাহা অতি শীঘ্র শুকায়; রামবসুর ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। প্রথম বয়সে ইনি ভবানীবেণে, নীলুঠাকুর, মোহনসরকার প্রভৃতির দলে গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই এক দল সৃষ্টি করেন। রামবসুর বৈষ্ণবসংগীত-গুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, আমরা স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করিব। তাঁহার উমাসংগীতগুলিও স্নেহরসে উদ্বেলিত। মায়ের নয়ন-জলসিক্ত এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,— * তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা। সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক, ধূলায় পোড়ে লুটাতো ॥" * পরিবার ভরণপোষণে অসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের ন্যায় বিঁধিবার কথা, গানের সময় গলদশ্রুনেত্রে দরিদ্র শ্রোতা ঘরের 'কার্ত্তিক', 'গণেশে'র কথা ভাবিতে থাকিতেন।

রামবসু—১৭৮৬ খৃ.।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—১৮০০ খৃ. অব্দে অম্বিকা-কালনা হইতে বর্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।

কমলাকান্ত।

রামদুলাল রায়—(১৭৮৫—১৮৫১) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার কুল-উপাধি নন্দী। কতককাল ইনি নোয়াখালির কলেক্‌টার হেলিডে সাহেবের সেরেস্তাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের দেওয়ান হন। ইঁহার গানগুলিতে বিষদ, বিরাগ ও ভক্তির কথা আছে। আমাদের স্থানাভাব, একটি গান হইতে কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি— * "ধনাশা, জীবন-আশা গেল না সকলি গেল মা। কৌমার যৌবন গত জরা আগমন হল ॥ * * অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে দেখার আশ, দরশনে জরা বলে কি দায় হল ॥"

রামদুলাল—১৭৮৬ খৃ.।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০—১৮৩৬ খৃ.)। বর্দ্ধমানস্থ চুপীগ্রামনিবাসী, ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র। ইঁহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদদিগের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন; তাঁহার শ্যামাবিষয়ক গানগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামদুলাল রায় প্রণীত গানসমূহের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

রঘুনাথ রায়—
১৭৫০ খৃ.।

মীর্জ্জা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ,—এই দুইজন মুসলমান গীতরচক সমসাময়িক। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে মির্জ্জা হুসেন আলির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং ইঁহারা এক শতাব্দী পূর্ব্বের কবি। মির্জ্জা হুসেন আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমীদার ছিলেন, কথিত আছে, ইনি সমারোহ করিয়া কালী পূজা করিতেন। আমরা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে এই শাক্ত-ধর্ম্মে আস্থাবান্ মুসলমান কবির কথা বলা যাইতে পারে। মির্জ্জা হুসেন আলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

মুসলমান কবিগণ।

* "যারে শমন এবার ফিরি, এসো না মোর আঙ্গিনাতে! দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি। বলে মৃজা হুসেন আলি, যা করে মা জয়কালী, পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥" * এই দুই মুসলমান কবির পার্শ্বে আমরা আর একটি কবির স্থান নির্দ্দেশ করিব, ইঁহার নাম এণ্ট্নি। ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটীর নিকট এণ্ট্নি কবিওয়ালার বাগান বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এণ্ট্নি পর্ত্তুগিজ ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এণ্ট্নি একটি ব্রাহ্মণরমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; তিনি দোল-দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন এবং অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া নিজে আসরে নামিয়াছিলেন। তখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে সমাজগত পার্থক্য এত বেশী ছিল না; মনে করুন মাথার টুপি ও গায়ের কুর্ত্তি ছাড়িয়া ভদ্র ও ইতর শত শত শ্রোতার গুঞ্জরণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গি-কবি গানে তান ধরিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দল-নেতা ঠাকুরসিংহ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

এণ্ট্নি ফিরিঙ্গি।

"বলহে এণ্ট্‌নি আমি একটি কথা জান্‌তে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥"

এণ্ট্‌নি ইহার জবাব কি দিবেন, আপনারা বলুন। তিনি বিলাতি খাতায় লেখা সুরুচিসঙ্গত রহস্যের ভদ্রতায় এখানে কুলাইতে পারিবেন না, তিনি কবিওয়ালার আসরে আসিয়া ষোড়শকলায় পূর্ণ কবিওয়ালাই সাজিয়াছেন; তিনি ঠাকুরসিংহকে 'শ্যালক' সম্বোধনে অভিহিত করিয়া এই আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন,—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই, কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি॥"

রামবসু আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিলেন—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী-সাহেব শুন্‌তে পেলে, গালে দেবে চূণ কালী॥"

সাহেবের উত্তর,—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ গ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

এণ্ট্‌নি যে নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না;—শুধু আমোদের জন্যই এই মুক্তপ্রাণ, সামাজিক বৈষম্যগর্ব্ববর্জ্জিত, একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভদ্রলোকটি দেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া আসরে গাহিতেন,—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজে ত ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥"

এই অনন্যসাধারণ দৃশ্য দেখিবার জিনিষ ছিল বটে!

অপরাপর কবিগণ।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত সংগীতসংগ্রহগুলিতে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের রচিত অনেক গান পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীতরচকগণের মধ্যে সকলেই

নির্ম্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন না। এই সময় বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রার দলে গীত হওয়ার জন্য কতকগুলি ললিত শব্দবহুল, কদর্য্যভাবপূর্ণ গান রচিত হইয়াছিল; এই সকল গানের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদ কবি গোপাল উড়ে; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছেন; এই গানগুলির রচনার ভঙ্গী এতাদৃশ যে ইহা গাওয়ার সঙ্গে নাচাও চলিতে পারে; হাটে, মাঠে, ঘাটে এই সব গান পথিকগণ গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এখন সমালোচনার অনুরোধে সেগুলি পুনর্ব্বার পড়িয়া গোপালচন্দ্র উড়ে মহাশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী; সুন্দর ইঁহাকে "মাসী" বলিয়া সম্বোধন করায় ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,— * "যাদু এমন কথা কেন বললি। ভোরের বেলা সুখের স্বপন, এমন সময় জাগালি॥" * ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যখন বামুনপাড়া ফুলের যোগানে গমন করেন, তখন পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ককেশী রূপবতীকে দেখিয়া,— * "রহে কোশাকুশী অমনি ধরে।" * অনেক স্থলেই কেবল শব্দের মা'র,— * "যামিনীতে কামিনীফুল নিত্যি নে যায় চোরে" * পড়িতে ভাল, গানে শুনিতে ততোধিক কিন্তু কামিনীফুল ছুঁইতেই পড়িয়া যায়, চোরে লইবে কিরূপে? বিদ্যা হীরাকে দেখিয়া বলিতেছে— * "ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ॥ প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ॥" * এই সব নাচিয়া গাহিয়া কহিবার কথা। হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন তাহা মিঠেকড়া রসিকতা হয়; সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়া ঠাট্টা করিয়া হীরা বলিতেছে— * "ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে, এই রাজারি কুলে। সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি, সন্ন্যাসী কুলে। আকড়াধারি মহৎ আশ্রম, অতিথ আসবে রকম রকম, গাঁজাতে লাগাবি লো দম 'ব্যোম কেদার, বোলে॥" *

গোপাল উড়ে।

কৈলাসচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়—এই দুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনই অতি যোগ্য শিষ্য, কৈলাস বারুই কবির আবার চুট্‌কি রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করিবার হাতযশঃটুকু ছিল; নমুনা এইরূপ,— * "গা তোলরে নিশি অবসান প্রাণ। বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।" *

কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।

গোপাল উড়ের গানে যে ক্ষিপ্র গতি ও কবিত্ব টের পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যেন ভারতীর নূপুর শিঞ্জন শোনা যাইতেছে। এককালে এই কবিদের গানে বঙ্গদেশের হাট, বাট ছাইয়া পড়িয়াছিল।

এই শ্রুতিসুখকর কিন্তু কুরুচিদুষ্ট গীতরচকগণের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জেলা বর্দ্ধমানস্থিত বাঁদমুড়াগ্রামে দাশরথী রায়ের পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল, কিন্তু দাশু শৈশবকাল হইতে পাটুল্লির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তিনি প্রথমতঃ শাঁকাই নামক স্থানের নীল কুঠীতে কেরানীগিরির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু আকাবাই নাম্নী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরি ত্যাগ করেন। কিন্তু আকাবাই এক ওস্তাদি কবির দল গঠন করে, তন্মধ্যে দাশুরায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর কোন এক কবি-দলের সরকাব দাশুকে ছড়া বাঁধিয়া বিশেষরূপ গালি দেন, সেই ভৎ'সনার কথা তাঁহার মাতা শুনিয়া পুত্রকে যথেষ্টরূপ গঞ্জনা করেন। মাতার ভৎ'সনায় দাশু প্রতিজ্ঞা করেন, আর ক'বর দলে গান বাঁধিবেন না; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন, এই নূতন অস্ত্র হস্তে দাশু দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পালা এখন ছাপা হইয়াছে। তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়,—ইতিপূর্ব্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাশু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্রহস্ত। তাঁহার অশ্লীলতার পরিচর পাঠক অনেক স্থলেই পাইবেন। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, উহা সেই যুগের পরিচায়ক, সুতরাং এই দোষের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দোষী করা সমীচীন হইবে না। বিশেষ বাঙ্গালা সাহিত্য তখন রাজ-প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া জনসাধারণের পদচিহ্নিত ধূলি কাদায় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা একটু স্থূলরকমের আদিরসঘটিত কথা না হইলে ততটা স্ফূর্ত্তি পাইত না। যে গুণে হোরেশ, বোকাসিও, বায়রণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতেন,—দাশুও তদ্রূপ যশের কতকটা অংশী হইবেন সন্দেহ নাই। দাশুর রচনা ভ্রমরের মত—মুখে মধু, কিন্তু হুলে বিষ বহন করে; উহা শিশুর নবোদ্গত দন্তের ন্যায়—দর্শনে সুন্দর, কিন্তু দংশনে তীব্র; দাশু যেস্থলে গালি দিবেন,—সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই। শত্রুর গালে চুণকালী দিয়া তিনি তামাসা

দাশরথি রায়—১৮০৪ খৃঃ।

পাঁচালী।

দেখিবেন। বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,— * "গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া, যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া, কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি। বলে গৌর ডাক রসনা গৌরমন্ত্রে উপাসনা, নিতাই বলে নৃত্য করে, ধুলায় গড়াগড়ি॥ গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দীকোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত। বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখ্‌তে নারেন চক্ষের শূল, কালী নাম শুনলে কাণে হস্ত॥ * * * কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা সেবাদাসী, ভজন কুঠরী আইরী কাঠের বেড়া। গোসাঞিকে পাঁচশিকে দিয়ে, ছেলেশুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া। ভজহরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাইদাস, শাস্ত্র ইহাদের অগোচর নাই কিছু। এক এক জন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥"

কথিত আছে, কালিদাসের উপমা গুণ নৈষধের পদলালিত্য গুণ ও ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এই সকল কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাশু রায়ের গুণের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না; যখন কবি উপমা দিতেছেন, তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন, লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই— * "পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি। যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি॥ বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম। পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর, উভয়ে উভয় প্রেম বদ্ধ॥ শরীরের ভূষণ চক্ষু, যাতে জগত হয় দৃষ্ট। দাতার ভূষণ দান করে বলি বাক্য মিষ্ট॥" * কবিকে 'থাম' 'থাম' বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হওয়ার নহে। 'নলিনীভ্রমরোক্তি' নামক ক্ষুদ্র পালা কবির বিদ্রূপ, কবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক অমর কীর্ত্তি বলা যায়।[১] পদ্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া মধুকর তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,— * "চলিলেন পদ্মিনী স্বামী যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাক্‌লে কথা কন না কারু সনে।" * এইভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর জগৎ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার ন্যায় নায়ক ও আকাবাইএর ন্যায় নায়িকার রসকোন্দল উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রুচি ও পবিত্রতার অনুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

উপমা।

---

১. নিতান্ত অশ্লীল বলিয়া এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া দাশুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিলে দেখা যাইবে, শব্দের বাঁধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য হউক্‌ না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্ব্বত্রই ইনি 'দন্তরুচি-কৌমুদী' দেখাইয়া ঠাট্টার হাসি হাসিতেছেন; 'প্রভাস-মিলন' পড়িয়া দেখুন,—যে প্রভাসমিলনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়াছেন, যে প্রভাসমিলনের সঙ্গে হিন্দুর কত উন্মাদকর করুণ স্বপ্ন বিজড়িত, দাশু তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তদুপলক্ষ্যে কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া কিরূপে গলাধাক্কা লাভ করিয়াছিল, এইরূপ একটি মিথ্যা গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাশুর পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছেন; যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাশু প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের স্রোতঃ বহাইয়া দিতেছে,—অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঋ, গ, ম বাঁধিয়া সুর দিতেছেন এবং কোন্ সময় কবি মূল সুর ধরিলেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে দেখিলেন, পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।

উপাখ্যানভাগে অপটুতা।

দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গানগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব; এখানে বাক্যচপল অসার আমোদপ্রিয় শব্দকুশল দাশু সহসা ধর্ম্মগম্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন; * "দোষ কারো নয় গো মা" * প্রভৃতি গান প্রকৃত বৈরাগ্য ও অনুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র। দোষ রাম-শ্যামের, আমি ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দোষ গাহিয়া গাহিয়া জীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত করিয়াছি; কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে, যখন পরছিদ্র-অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর গতি ফিরিয়া যায়, এবং নষ্টযুক্তি দ্বারা স্বীয় কার্য্য সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন এই মায়াময় সংসারচিত্র চক্ষু হইতে সরিয়া পড়ে এবং নিঃসহায় হইয়া জগন্মাতার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া মানুষ নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায়। এই পুণ্যক্ষেত্রে রিপুবশে নিজে কূপ কাটিয়া ডুবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব? * "দোষ কারও নয় গো মা" * বলিয়া সরল

শ্যামাসঙ্গীত।

মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তখন দয়ার জন্য, ক্ষমার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ি,—অভিমানস্ফীত মানুষ—প্রকৃতির মহাকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর ন্যায় কৃপা ভিখারী ; এই ভাবের গান দাশরথির অনেকগুলি আছে। একটি বৈষ্ণববিষয়ক সঙ্গীতে দাশু রাধাকৃষ্ণের রূপকের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই গানটি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা।

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলা-পতি। ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ॥ মুক্তি কামনা আমার(ই) হবে বৃন্দা গোপনারী, আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥ ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার-গোবর্দ্ধন, কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥ বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মনধেনুকে বশ করি ; গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পুরাও, পদে তোমার এই মিনতি ॥ প্রেমরূপ যমুনার কূলে আশাবংশীবটমূলে, 'দাস' ভেবে সদয় হয়ে সদা কর বসতি ॥ যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বদ্ধ আছ ব্রজধামে, জ্ঞানহীন রাখাল তোমার 'দাস' হ'তে চায় দাশরথি ॥"

ইহার আর একটি শ্যামাবিষয়ক গানের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভক্তের নিকট মৃত্যুচিন্তাও কেমন সুখস্বপ্নময়, পাঠক গানটি পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন :—

আর একটি গান।

"দুর্গে কর মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়। আমার এ দেহ পঞ্চত্বকালে, তব প্রিয় পঞ্চস্থলে, আমার পঞ্চভূতে যেন মিশায়। শ্রীমন্দিরে অন্তর আকাশ যেন যায়। এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎপ্রতিমায়, মা মোর পবন তব চামর ব্যজনে যায়, হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়। আমার জল যেন যায় পাদ্যজলে, যেন ভবে যায় বিমলে, দাশরথির জীবন মরণ দায়।"

দাশুর রুচি, দাশুর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদিগকে জার্ম্মান কবি সুবার্ডের কথা স্মৃতিতে উদ্রেক করে। ভক্তির সঙ্গে অশ্লীলতার, স্থূল পরিহাস-রসিকতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ভাবুকতার আমরা সাহিত্যের এই যুগে যতটা বিরোধ কল্পনা করি, বোধ হয় ততটা প্রকৃত নহে। কিংবা মনুষ্য মন অতীব জটিল বস্তু, উহাতে নির্ম্মলতার সঙ্গে আবর্জ্জনা, সারল্যের সঙ্গে কৌটিল্য, উভয়ই একত্র থাকিতে পারে।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার "ভাই তিনকড়ি" ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কিছুকাল তাঁহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 'পাঁচালী'র দল তাঁহার মৃত্যুর পরে আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই—যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া 'পাঁচালী' লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়াগ্রামবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রসিকচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

পুনরায় বৈষ্ণব গীতি।

কদর্য, আদিরসের স্রোতঃ হইতে দূর নির্ম্মল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা পুনঃ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীত প্রাণের কামনা ও নিঃস্বার্থতার আবেগে পূর্ণ। এই গীতিগুলি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী· ভোলানাথ ময়রা, মধুসূদন কিন্নর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তন্তুবায়, প্রভৃতি কবিগণ নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হন। বস্তুতঃ কবিওয়ালাগণের বহুসংখ্যক গীতি-রচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন। যখন বড় বড় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পঙ্ক দ্বারা ইহাকে কাব্য-পিপাসুর অসেব্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—যে দেশের সামাজিক পদবীতে নিতান্ত ঘৃণ্য ও অধঃপতিত ব্যক্তিগণ এরূপ উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রেমের কথা বলিতে পারে—সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত করিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

রামনিধি রায়—
১৭৪১ খৃ।

কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা রামনিধি রায়ের উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি ১৭৪১ খৃ. অব্দে পাণ্ডুয়ার নিকট চাঁপাতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা কুমারটুলি আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন; ১৮৩৪ খৃ. অব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের গানগুলি সাধারণতঃ 'নিধুর টপ্পা' বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কবি নিধু রায় স্বতন্ত্রপথাবলম্বী; ইনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধাকৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর-প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা। তাঁহার প্রেমসঙ্গীতে সঙ্গত রুচি ও আত্মসমর্পণের কথা অধিক, — * "ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর

জানিনে॥" "সুরভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে," যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে।" "তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই চাই, মরি তাতে ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলি সবে॥" "যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ।" * বিদ্যাসুন্দরাদির পঙ্কিল স্রোতঃ হইতে সমুত্থান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ-অঙ্গের প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

এখানে আমরা সংক্ষেপে কবিওয়ালাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। শ্যামাসঙ্গীতরচকগণের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে শুধু বৈষ্ণব সঙ্গীতকারগণের প্রসঙ্গ লিখিতেছি।

কবিওয়ালাগণ।

কবিগণ প্রথমে "দাঁড় কবি" নামে পরিচিত ছিলেন, আসরে দাঁড়াইয়া কবিতা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ, এই তিনজনই সর্ব্বপ্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক। রঘু চর্ম্মকার-জাতীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছিলেম, অপর এক দলের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন।

রামবসুর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধা জলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধা, অশ্রুনেত্রে করযোড়ে সেই রূপ দেখিতেছেন ও সখীগণকে বলিতেছেন,— * "ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে, হবে পাতকী॥" * এই দৃশ্য ছবির উপযুক্ত। রামবসুর বিরহে বঙ্গবধূর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী জানেন, এ দেশে সেই হৃদয়ের দাম নাই। * "যখন হাসি হাসি সে আসি বলে। সে হাসি দেখে ভাসি নয়ন-জলে॥" * তাঁহার বিদায়ের সময়ের এই নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া যত দুঃখ হইয়াছিল, তাহা মানিনী লজ্জায় জানাইতে পারেন নাই। * "তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি॥" * সে হাসিতে হাসিতে অনায়াসে চলিয়া গেল—কিন্তু নীরব অশ্রুপূর্ণ একখানা সুন্দর মুখ এবং বুকভাঙ্গা লজ্জা ও বিরহের একখানি ম্রিয়মাণ মধুর ছবি পাছে ফেলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গে রাধিকা আবার কাঁদিতেছে—* দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। * * * তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না॥" * পৃথিবীর

রামবসু।

উৰ্দ্ধভাগে অল্পকালশ্রুত চলন্ত স্বর্গবাসী পাখীর মধুর স্বরের ন্যায় এই সব কবির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবসুর গানে মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের লীলা আছে যথা,— * "এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছ। শ্রীমতীর কুঞ্জে, গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।"

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ১৭৩৮ খৃ. অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হরুঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাস নামক একজন তন্তুবায়ের নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করেন। কথিত আছে,—একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দল সখ করিয়া গাহিতেছিল, রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া শাল প্রদান করেন। হরুঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শালজোড়া তৎক্ষণাৎ ঢুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। হরুঠাকুর রামবসুর ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও স্নিগ্ধ ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ, একটি গান এইরূপ,— * "হরিনাম লইতে অলস হও না, রসনা যা হবার তাই হবে। ঐহিকের সুখ হল না বলে কি, ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে। * বিরহবর্ণনায় হরুঠাকুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন,— একটি গানের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল;—

হরুঠাকুর—১৭৩৮ খৃ.।

"সুধীর ধীর বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখীরে কোথায় গুণমণি, ঘন গরজে ঘন শুনি ॥
ঐ ময়ুর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী,
এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাঁতি সেউতি সেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে দিবস রজনী ॥

১৮১৩ খৃ. অব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

রাসু ও নৃসিংহ—ইঁহার দুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দলপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা সখীসংবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা সঙ্গীত রচনা করেন। রচনার নমুনা যথা,— * শ্যাম তোমার চরিত, পথিক যেমত হোয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় ফিরে ॥" * এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি গোঁজলাগুঁই রচিত অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে।

রাসু ও নৃসিংহ এবং অন্যান্য কবিওয়ালাগণ।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী (১৭৫১ খৃ.—১৮২১ খৃ.) চন্দননগরবাসী ছিলেন। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। ইঁহার দলে রচিত কোন কোন গান বড় মিষ্ট যথা— * "বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে। শ্যামের বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে॥ বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে। যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে॥" * আমাদের আর স্থান কুলাইতেছে না, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কৃষ্ণে মুচি), লালু, নন্দলাল, নিত্যানন্দ, ভবানী, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নবাইঠাকুর, গৌর কবিরাজ প্রভৃতি বহু কবিরাজওয়ালার গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু এস্থলে যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী রমণী কবি রচিত একটি সখীসংবাদ গানের কতকাংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,— * "কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান। হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ। আমায় বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে। আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে॥ এখন অধীনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও, ঘরের ধন ফেলে, প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত বরষা, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পূরাও॥" *

যজ্ঞেশ্বরী।

আমরা ভোলা ময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইনি হরুঠাকুরের চেলা ছিলেন, ইঁহার 'ভোলানাথ' নামে শিবত্ব আরোপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দল ব্যঙ্গ করাতে ভোলা গালি খাইয়া বলিতেছে — * "আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই। আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই, আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা সবাই, বিল্বদলে আমায় পূজলি কই।" * পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া মধুসূদন কিন্নররচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়।

ভোলা ময়রা।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য। আমরা আপাততঃ তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না; সংগ্রহকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল। পূর্ব্ববঙ্গের

পূর্ব্ববঙ্গের রামরূপঠাকুর।

কবিওয়ালা রামরূপঠাকুর-কৃত একটি সখীসংবাদ গান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—(চিতান) * "শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী। যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিত জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেমি কমলিনী॥ তুলে জাঁতি যুঁথি কুট্‌রাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলী অর্দ্ধবিকশিত, যাতে বনমালী হরষিত। সাজাল রাই ফুলের বাসর, আস্‌বে বলে রসিক নাগর, আসাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত। ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা বাঁশী বাজায়। রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধূয়া) ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে। (পর চিতেন) ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে, বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি-শেষে এলে রসময়। বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম্ম নয়। তুমি জান্‌তে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষে, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়। প্যারী ভাগের প্রেম কর্‌বে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মর্‌তে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে॥ *

কবিওয়ালার সঙ্গে যাত্রাওয়ালা দলেরও উল্লেখ আবশ্যক। সখীসংবাদগান অপরের ন্যায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়। এদেশে শ্রীকৃষ্ণযাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালিয়দমন'; কিন্তু এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয়দমন' যাত্রায় অভিনীত হইত। আমরা এস্থলে প্রাচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব। গোপালচন্দ্র দাস উড়ের নাম আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। যাত্রাগুলির সর্ব্বাদৌ "গৌরচন্দ্রিকা" পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয়, মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্ত্তমান আকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রায়,—বীরভূমনিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তৎপর শ্রীদাম স্থবল অধিকারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যশঃ অর্জ্জন করেন।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রা।

এই কবির সমসাময়িক লোচন অধিকারী অক্রুরসংবাদ এবং নিমাইসন্ন্যাস গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কবিকে অপরিমিত-সংখ্যক মুদ্রা দান

করেন। করুণ-রসে বিপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইঁহাকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। জাহাঙ্গীরপাড়া--কৃষ্ণনগরনিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী, ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরনিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রায় পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চাঁদ অধিকারী রামযাত্রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ-নিবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাহিতেন ও দুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্বী ছিলেন।[১]

পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণযাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল যাত্রালেখক কবিগণের নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আমরা এখন করিতে পারিলাম না--কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যিনি পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমরা যে সকল কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্ত্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই—তিনি এই বৈষ্ণব-গীতি-সাহিত্যের পুনরুত্থানকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজের বংশোদ্ভব; বংশাবলী এইরূপ,—১। সদাশিব, ২। পুরুষোত্তম, ৩। কানাই-ঠাকুর, ৪। বংশীবদন, ৫। জনার্দ্দন, ৬। রামকৃষ্ণ, ৭। রাধাবিনোদ, ৮। রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। কৃষ্ণকমল। সুখসাগর ইঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বোধখানা গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন। কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাটবাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব-বৈদ্যবংশের এক বিশেষ শ্লাঘার বিষয় এই, পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন, সুতরাং ইঁহারা নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান-সন্ততির গুরুকুল।

বংশাবলী।

কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃ. অব্দে ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা

১. ভারতী, মাঘ, ১৮৮৮।

সাধ্বী যমুনাদেবী পরদুঃখকাতরা আদর্শরমণী ছিলেন। সপ্তম-বৎসর-বয়স্ক বালককে মাতৃক্রোড়বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানে কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন,—কথিত আছে, তথাকার এক নিঃসন্তান ধনকুবের বালক কৃষ্ণকমলের স্নিগ্ধ রূপ ও হরিভক্তির উদ্দাম ভাবাবেশ দেখিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া পোষ্যপুত্র স্বরূপ রাখিতে ইচ্ছা করেন। মুরলীধর এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতির জন্য পুত্রসহ পলাইয়া গৃহে আগমন করেন। ছয় বৎসর পরে মাতা যমুনাদেবী পুনরায় শিশুর মুখচুম্বন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

বাল্যজীবন।

কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রা রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন। ইহার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল হুগলীর সোমড়া বাঁকিপুর গ্রামের স্বর্ণময়ীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি স্বীয় বদান্য শিষ্য রামকিশোরের সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে। সেই সময় ঢাকা সংগীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানা দল তথায় প্রতিযোগিতা করিতেছিল। কৃষ্ণকমলের "স্বপ্নবিলাস" রচিত হওয়ার পর সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগিগণ সারেং লইয়া স্বপ্নবিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চীৎকার করিয়া— * "এ ঘর হতে ও ঘর যেতে, অঞ্চল ধরি সাথে, বল্‌তে দে মা ননী খেতে—সে ননী অবনীতে পড়ে র'ল গো" * প্রভৃতি গাহিতে লাগিল। স্বপ্নবিলাস রচিত হওয়ার পর ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই সব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ তাহাদের নির্ম্মল রস আস্বাদন করেন,—সেই স্বার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্ত্যধামের দুঃখ-পীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। আবদুলাপুর গ্রামে 'স্বপ্নবিলাসে'র প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। তৎপর কবি 'রাই-উন্মাদিনী', 'বিচিত্র-বিলাস', 'ভরত মিলন', 'নন্দ হরণ', 'সুবল সংবাদ' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। বিচিত্র-বিলাসের ভূমিকায় কবি 'রাই উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্নবিলাসে'র কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন— * "বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা

স্বপ্নবিলাস।

অন্যান্য গ্রন্থ।

কি ?" * ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই-উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্রবিলাস' প্রভৃতি পুস্তক জার্ম্মানী, রাসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া "The Popular Dramas of Bengal" নামক সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ডাক্তার উপাধি লাভ করেন।

কৃষ্ণকমল অসামান্য প্রসিদ্ধির সহিত ঢাকায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিম্‌সন্ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও 'পণ্ডিত গোঁসাই' বলিয়া সমাদর করিতেন,—"বড়গোঁসাই" বলিলে ঢাকাবাসী লোক কৃষ্ণকমলকে বুঝিতেন। অশ্রুগদগদকণ্ঠে যখন বড়গোঁসাই ভাগবত পড়িতেন, তখন তাঁহার করুণ ব্যাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন।

শেষ জীবন।

কবির বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়। এই শোক ও নানারূপ জটিল ব্যাধিতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয়,—১৮৮৮ খৃ. ১২ই মাঘ—৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমে চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাঁহার লীলার অবসান হয়। তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় আছেন, এবং তাঁহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হইল কলিকাতা হইতে 'কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী'র এক নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ্চ মাসের 'ন্যাসনাল্ ম্যাগাজিনে' এবং পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই-উন্মাদিনী"ই বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্যদেবকে মনে পড়িবার বিষয় আছে। যাঁহারা "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা "রাই-উন্মাদিনীর" স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না। অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উন্মাদিনীর নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন,— * "স্বাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কাঁদি বলে হরি হরি।" চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে ৮ম পরিচ্ছেদে ঠিক এই কথাই আছে,— * "আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" * আমরা নারকিসাসের ন্যায় আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহিরের বস্তুতে কে কবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে! বাহিরের বস্তু উপলক্ষ্য করিয়া আমরা স্বীয়

রাই-উন্মাদিনী।

আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। এই রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত; রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল কি স্নিগ্ধ পল্লবটি দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণিগণও মুগ্ধ হইত; জাতিগত হইলে চীনদেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম; সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে 'নিজের মাধুরী' দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে; নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে। গৌর-অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ফুট— নিজেকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন— * "দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বারে বার, স্বরূপ দেখারে একবার,—নতুবা পরাণে মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ, হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরতে যায় করিয়া দৈন্য।" (রাই-উন্মাদিনী)। * কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌর-চন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি "রাই উন্মাদিনী"-রূপ উৎকৃষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন,— * "চাঁদে যে কলঙ্ক আছে। ছি, ছি, চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে!" * প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন,— * "তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ। তার হেতু প্রোষিতভর্ত্তৃকা রসাস্বাদ॥ স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে। তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥ অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী॥" (রাই-উন্মাদিনী)। * এই মিলন-বিরোধী পথের অন্তরায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি করিতেছে,— তাহা আত্মবিস্মৃতি মাত্র। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার বিশেষরূপ আলোচনা আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণকমলের রাধিকা—চৈতন্যদেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ—নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণসত্তা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার প্রেম-বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ, মধুর ও আত্মহিহ্বলতার কারুণ্যে মাখা। কবি

---

১. লর্ড বাইরণের পদে এই কথার আভাস দৃষ্ট হয়;—

"It is to create and in creating live
a being more intense. that we endow,
with form our fancy, gaining as we give the life we enjoy."

প্রেম-চিত্রের মোহিনীতে মুগ্ধ রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রেম-মাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাশ্রু-উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যকতা নাই। চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,—

কৃষ্ণকমলের রাধিকা।

*"যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা কত, তখন এই না মুখের কতই যেন শোভা হ'ত—তা নৈলে এমন হবে বা কেন, বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, কেঁদে উঠ্‌ত রাধা বলে।"—"বঁধু থেকে কুসুমশয্যায়, হৃদয়ে রাখ্‌তে যায়, সে ধন আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়।" "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি—এ কমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে—বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে—হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।" * পাঠক দেখিবেন, রাধিকা যখন কৃষ্ণের প্রীতি-পাত্রী, কিম্বা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা—চন্দ্রাবলী সেই সকল স্থলেই শুধু রাধিকাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধিকা হাসিয়া কথা বলিতেন, সেই সময় তাঁহার হাসির মাধুর্য্যে চন্দ্রাবলী মুগ্ধ হইত—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি যত্নে বক্ষে রাখিতেন, এই জন্য ধূলিলুণ্ঠিতা রাধিকার প্রতি চন্দ্রাবলীর এত কৃপা, বঁধু আল্‌তা পরাইতেন—এইজন্য সে পাদপদ্মযুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে সুন্দর—এবং যখন কৃষ্ণদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া রাধিকা ছুটিয়া যাইতেন, তখন অনুরাগিণীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চন্দ্রাবলী বক্ষ পাতিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এস্থলে রাধিকার প্রেমই তাঁহার সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

দিব্যোন্মাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দ যূথিলতিকার নিকট দুঃখ-কথা কহিতেছেন,—সে স্থলটি কবিত্বময়,— * "এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকূলে, চাঁদের হাট মিলাইত—সে রূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো।" * ইত্যাদি স্মরণ করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন; নানা অতীত সুখের কথা মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুসুম দর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন, দুপ্রহরে রাধা সুবল সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন, দেখিলেন * "নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অমি তুলে নিলাম ধূলা ঝেড়ে, রাখিলাম শ্যাম হিয়ার উপরি—কত যতন ক'রে গো—আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী—সুবল বলরে। কইলাম আমি তোমার সেই দাসী, আমায় বুঝি চিন নাই নাথ,—অমি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বঁধু কতই বা সুখে" *

বিরহ।

তার পরে কিরূপে তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,—* "প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে—সখি, আমায় যেতে হবে গো—রাই বলে বাজিলে বাঁশী। অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম, সখি, আমার যেতে যে হবে গো—বঁধুর লাগি পিছল পথে। হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে শিখিতেম, সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে।" * ইহা কি নিষ্কাম দেব-আরাধনার কথা নহে! এই পদটি গোবিন্দ দাসের অমৃতময় ব্রজবুলিলিখিত একটি পদের অপূর্ব্ব বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাঁহার উপেক্ষা কি সহা যায়! —* "আঁচরি চিকুর বানাইত বেণী, সখি সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী মালতীর মালে বেড়াইত গো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে র'ত, বঁধুর বিধু বদন ভেসে যেত, দুটি নয়নের জলপুঞ্জে॥" * এই বিলাপাত্মক গীতির সুরে সুরে আসন্ন মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা; এই অবস্থায় সহসা পাখীর স্বরে কি মেঘোদয় মন উতলা হইয়া পড়ে,—উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষের নিকট মেঘ কৃষ্ণের রূপপ্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধানামে সাধা বাঁশীর ধ্বনিতে পরিণত হয়; রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন, * "ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়। যে যার স্মরণ লয়, নিঠুর বঁধু তারে কি বধিতে হয়। হেথা থাকৃতে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে। যদি মনে মন রত না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে—না থাকে, না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে। বঁধু যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে।" * উন্মাদিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন,— * "নেত্রপলকে নিন্দে বিধাতাকে, এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহোক দেখা হ'ল, দুঃখ দূরে গেল—এখন গত কথার আর নাই প্রয়োজন।"—* গত কথা বলিতে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমাশীলা বলিতেছেন,— * "গত কথার আর নাই প্রয়োজন।" * তার পর আবার,— * "বঁধু আমার মত তোমার অনেক রমণী, তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি"; "বঁধু আমার হৃদয় কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ"— * পাগলিনীর এই ভ্রমময় কৃষ্ণপ্রীতিবিহ্বলতার চিত্রখানির সমগ্র পাঠক নিজে দেখিবেন। এই

অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের ন্যায়, কিন্তু চৈতন্য হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধা এই ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেঘের অদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ এই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা—সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার প্রেমাশ্রুমিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল; চৈতন্য-প্রভুর উন্মত্তাবস্থায় বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মুরারি প্রভৃতি পার্শ্ব-চরগণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন; এই ছবি এত সুন্দর ও স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত যে, তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল বিস্মৃতির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইতেন না। রাধিকার— * 'নিশ্বাসে না বহে কমলের আস' এবং "গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে মুখে নাহি সরে, শুধু গো গো করে, বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে। আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।" * এই চিত্রের সঙ্গে আর একখানি চিত্র দেখুন— * "প্রেমবশে মহাপ্রভু গরগর মন। নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥ * * * সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন॥"—চৈ. চ., অন্ত্য, ১৯ পৃ.। * উন্মাদিনী রাধিকার * "ওগো মালতি জাঁতি কুন্দলতিকে, যূথি, কনক-যূথিকে গো" * প্রভৃতি গান চৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম শ্লোকানুবাদ— * "তুলসী, মালতী, যূথি, মাধবী, মল্লিকে" * প্রভৃতি অংশের সহিত মিলাইয়া পড়ুন। রাধিকার মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা— * "কিবা সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।"— * গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম স্বর্গের চতুর্থ শ্লোকের কৃষ্ণরূপসূচক পদটির অবিকল অনুরূপ— * কি হেরিব শ্যাম, রূপ নিরুপম" * গানটিও জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটি শ্লোকের অনুবাদ। এই সকল শ্লোক চৈতন্য বারংবার আবৃত্তি করিয়া পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য সেগুলি পড়িবার সময় তাঁহাকে মনে পড়া স্বাভাবিক। রাধার সঙ্গে সখীগণ কাঁদিয়া অজ্ঞান হইল, তখন চন্দ্রাবলী আসিয়া সেই মুদ্রিত পদ্মসঙ্কুল তড়াগের ন্যায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে— * "মরি একি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে, এসব কনক পুতুলী পড়িয়াছে ঢলি, বিপিনবিহারী শ্রীহরি বিনে। গজোৎপাতে যেন কমলকানন, মহাবাতে যেন হেম রম্ভা বন।" ইত্যাদি। * রাধাকে চন্দ্রাবলী চিনিত, কারণ চন্দ্রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী,—ন্যায়পর শত্রু আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে,— * "মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী, যার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী" * এ স্থলটি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনারাবৃত্তি।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আধ-ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন,— * "কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে। দে দে দে দেখা, সে ব ব ব বঁধুকে॥ না না না না দেখে বি বি বিধু মুখে। প প পরাণ যে যা যা যায় দুঃখে॥ * চন্দ্রা মথুরা হইতে দাসখতের সর্ত্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন, * "বেঁধ না তার কমল করে, ভৎ'সনা ক'র না তারে' মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক॥" * এইরূপ নির্ম্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন। অভিনিবেশ-সহকারে বহু স্থান লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণকমলকৃত পদাবলী পাঠকের চক্ষে এক নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার ন্যায় চক্ষু হইতে অপসৃত হইয়া পড়িবেন এবং তৎস্থলে এক উপবাসকৃশ দীন অথচ পরম সুন্দর. বিরহকাতর ব্রাহ্মণ বালকের মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে—এই পদাবলীবর্ণিত রাধা-চরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে ব্যাখ্যাত গৌরলীলার সার সংগৃহীত। রাই-উন্মাদিনীতে তাঁহারই মধুর আখ্যান বৃন্দাবননিবাসিনীর নামে বর্ণিত, আমরা কৃষ্ণকমলের পদ অন্য ভাবে পড়ি নাই।

কৃষ্ণকমল বাঙ্গালার কথিত ভাষার খনির মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঁহার অন্তর্দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। ইনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তথাপি ইনি বাঙ্গালার প্রকৃতি (genius) যতটা বুঝিয়াছিলেন, অন্য কবির মধ্যে তাহার তুলনা বিরল।

প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব,— * (১) "ভাল ভাল বঁধু ভাল তো আছিলে, ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে।"—এই দুইটি ছত্রের মধ্যে প্রথম দুটি 'ভাল'র অর্থ "বেশ্ বেশ্", দ্বিতীয় 'ভাল'র অর্থ 'সুস্থ', তৃতীয় 'ভাল'র অর্থ "উপযুক্ত", চতুর্থ 'ভাল'র অর্থ 'উত্তম'।

(২) "হেথা থাকৃতে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে। যদি মনে মন-রত, না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে, না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে। যথা যে না থাকে তারে আর সে থাকে, ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে।"

প্রথম "থাকৃতে"=অবস্থান করিতে, দ্বিতীয় "থাকে"=রহে, লগ্ন হওয়া,

তৃতীয় "সে থাকে"=তথায়, চতুর্থ "থাকে"=হয়, (বেড়ে থাকে=বৃদ্ধি হয়), পঞ্চম "থাকে"=অস্তিত্ব, থাকা, ষষ্ঠ "না থাকে না থাকে", "থাকুক বা না থাকুক", তৎপর "সে-থাকে"="সেইস্থান" এবং সর্ব্বশেষ 'রেখে থাকে",—এখানে "থাকে" শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ নাই, শুধু "রাখা" কথাটির উপর জোর দেওয়ার জন্য উহার প্রয়োগ। পাঠক দেখিবেন, প্রায় প্রত্যেকটি "থাকের" অর্থের একটুকু একটুকু সূক্ষ্ম বিভিন্নতা আছে। বাঙ্গালা খাঁটি শব্দগুলির মধ্যে যে কতরূপ অর্থ-বৈচিত্র্য আছে—তাহা কৃষ্ণকমলের মত কেহ এতটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান নাই। অবশ্য বাঙ্গালা ভাষায় এই খনির আবিষ্কারক ভারতচন্দ্র। বাঙ্গালার একই শব্দের বিভিন্নার্থের দৃষ্টান্ত তিনিই বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন, যথা বিদ্যাসুন্দর ;— * "বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি (বাছা), মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি (নির্ব্বাচন, বিচার), পাছে বল বুনপোর মাসী দেয় খোঁটা (কলঙ্ক), যটি টাকা দিয়েছিল সবগুলি খোঁটা (ঝুঁটো ওজনে কম), যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায় (যোগ্য হয়), এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায় (জুয়া খেলায়)। তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গী (ভাঙ্গাই করি), ভাঙ্গাইনু। ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গী (ভাঙ্গ খোর)। সরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ (মিষ্ট দ্রব্য), আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ (পুরস্কার, বার্ত্তা)। আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি (মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ), অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি (গুণ জানি)। দুর্ল্লভ চন্দন চূয়া লঙ্গ জায়ফল (একরূপ মস্‌লা জাতীয় ফল), সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যার ফল (যার কোন প্রয়োজন বা উপকার নাই)। কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরে (ঘুরিয়া), যেটি কয় সেটি হয় নাহি লয় ফিরে (ফিরিয়া দিতে চাহিলে লয় না), দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান (পর্ণ), আমি যেঁই তেঁই পেনু অন্যে নাহি পান (প্রাপ্ত হন)। দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে (তটদেশ), আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে (আনিতে সমর্থ)। খুন হইয়াছি বাছা চুন চেয়ে চেয়ে (সন্ধান করিয়া), শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে (চাহিয়া, বিনামূলে), মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর (জবাব)। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর (ক্রমে ক্রমে।)" * সুতরাং খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের এই বিচিত্র অর্থ গৌরব ভারতচন্দ্রই বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দেন। খাঁটি দেশী শব্দের এই বিভিন্ন অর্থ-বৈভবের সন্ধান পাইয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা মাতিয়া

যান। নূতন কোন সম্পদ্ পাইলে তাহাতে একটু বাড়াবাড়ি অস্বাভাবিক নহে। যাত্রা ও কবির নেতাগণ—এই ক্ষেত্রে অনেকটা বাড়াবাড়ি করিয়া গিয়াছেন। দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কবিদের রচনায় যমক অলঙ্কারের এই ভাবের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কৃষ্ণকমলের খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার সম্পদের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেশী ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে খুব মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়াছেন,—কোন কোন স্থলে যে একটু বাড়াবাড়ি না হইয়াছে—তাহা নহে; তিনি শুধু নাম শব্দগুলির দ্বারা যমক অলঙ্কারের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার পদে বিভক্তি ও শব্দাংশ দ্বারা শত শত স্থানে যমক অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টিতে বাঙ্গালা ভাষার মজ্জাগত শক্তি বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক স্থলে উচ্চারণ একই—অথচ শব্দগুলি ভিন্ন, যথা— * "যদি না পাই কিশোরীরে কাজ কি শরীরে"— * পদে 'কিশোরীরে ও "কি শরীরে" উচ্চারণ একই—উভয়ে ভিন্নার্থ বাচক। * "শয়ন করিয়া সে কুসুম সেযে, হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে, সে যে কত না কৌতুকে সারা নিশি জেগে পোহাত।" * এখানে প্রথম "শেযে"="শয্যায়", দ্বিতীয় অর্দ্ধ ছত্রের "সে" ও "যে" দুই পৃথক শব্দ। * "বল সে রবে, ঘরে কে রবে" * প্রথম রবে=স্বরে, দ্বিতীয় রবে=রহিবে। আর এক দুঃখ শুন কৈ তবে। অকৈতব ভাবে ঘটালে কৈতবে।" প্রথম কৈ তবে,=কহি তবে, দ্বিতীয় কৈতবে=কাপট্য। * "চল্ গো যে যাবে, বিধু মুখে বাঁশী কতই বাজবে" * এখানে যাবে ও "বাজবে"র 'জবে' দুই ভিন্নার্থ বাচক। এইভাবে * অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আলতা পরাত বঁধু কত না বাখানি" * পদে দুইটি 'খানি' শব্দের প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করুন। * "যে ধনী আছিল শ্যামের হিয়ার হার, হরি-হারা হয়ে এখন কি দশা তাহার" * প্রভৃতি শত শত পদে বাঙ্গালী খাঁটি প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহযোগে বিভিন্ন অর্থের সৃষ্টি কৃষ্ণকমলের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণকমল অগাধ সংস্কৃতশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য লইয়া খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার মূলগত প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য। ভাবরাজ্যের খুটিনাটি বিভক্তি ও প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল। কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে তিনি এ সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় যাঁহারা অভিধান লিখেন, সংস্কৃত-অভিধানের নিগড়ে তাঁহাদের হাত পা একরূপ বাঁধা থাকে। তাঁহারা কথিত বাঙ্গালার স্বরূপ আবিষ্কার করা তো দূরের কথা—তাহার যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য

আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিধানে কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং—বাঙ্গালা যমক অলঙ্কারের এই প্রাচুর্য্য যে তদীয় অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করে—তৎসম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক একটি কথা বলা দূরে থাকুক,—কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা বৃথা যমক অলঙ্কারের খচ্ মচ্ সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছেন—এরূপ অভিমত প্রচার করিয়াছেন। যমক অলঙ্কারের এই অপূর্ব্ব স্বরূপ প্রদর্শন ছাড়া কৃষ্ণকমল ও রামবসু প্রভৃতি লেখকেরা ভাবরাজ্যে যে রাজটীকা কপালে পরিয়া জনসাধারণের নিকট অজস্র প্রশংসার রাজস্ব লইয়া গিয়াছেন—তাহাও তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, এই যুগের সাহিত্যের ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্দ্দৈব হইতে পারে?

বৌদ্ধপঞ্জিকা।

উপসংহারকালে আমরা আর দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিব। ব্রহ্মভাষায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'থাড়ুথাঙ্' পুস্তকে বুদ্ধের জন্মাবধি নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে। নীলকমল দাস নামক জনৈক বঙ্গীয় কবি 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে এই পুস্তকের একখানি পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের রাজা ধর্ম্মবক্সের প্রধানা মহিষী রাণী কালিন্দীর আদেশে এই পুস্তক বিরচিত হয়। বচনার সময় জানা নাই; কিন্তু এ গ্রন্থের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ ভিন্ন বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

নীলার বারমাস।

চৈত্র মাসে গাজনের উপলক্ষ্যে এখনও হিন্দু-রমণীগণ নীলা ও লীলাবতী নাম্নী কোন মহিলার উদ্দেশ্যে উপবাস করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে এই উপবাসের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। 'নীলার বারমাস' নামক যে ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, নীলা-নাম্নী কোন মহিলার স্বামী গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নীলার বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সে যে উৎকট কৃচ্ছ্রসাধন পূর্ব্বক নীলা বনে বনে স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল এবং বহুদিনের পর স্বামীকে পাইয়া যে সকাতর মিনতি করিয়াছিল, তাহা গ্রাম্য-কবির অমার্জ্জিত ভাষায় বর্ণিত হইলেও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কবির আবেগ এই বর্ণনায় সূচিত হইয়াছে। নীলা মাথার কেশ এলাইয়া স্বামীর কণ্টকক্ষত ধূলিপূর্ণ পদযুগল মুছাইয়া দিয়াছিল। চৈত্রমাসের গাজন-উপলক্ষ্যে এই নীলার বারমাসী অনেক স্থলে

গীত হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় যে নীলার উদ্দেশ্যে উপবাস নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নীলাই সেই পতিব্রতা রমণী। তাহার স্বামীর পরিচয় উপলক্ষ্যে কবি লিখিয়াছেন, সুলুক নামক প্রদেশস্থ নন্দপাটন পল্লীতে তাহার বাড়ী ছিল এবং তাহার পিতার নাম গঙ্গাধর এবং মাতার নাম কলাবতী। কিন্তু এই বৃত্তান্ত আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১১ খৃ.—১৮৫৮ খৃ.) নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহার লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জ্জিত নহে—এজন্য আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসই তাঁহার গ্রন্থাদি আলোচনার উচিত স্থল হইবে। বিম্‌স সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে "হিন্দুস্থানী রেবেলেস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন;[১] ইনি অনেকগুলি সখীসংবাদ গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় সখীসংবাদ গান অপেক্ষা ব্যঙ্গ কবিতা রচনাতে কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না,—পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের তীব্ররশ্মি নিপতিত হইয়াছে—লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ,[২] আইনের সূত্র লইয়া ব্যঙ্গ,[৩] ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ,[৪] গোস্বামীগণ লইয়া ব্যঙ্গ।[৫] তাহার এই প্রখর ব্যঙ্গরাশি ও সখীসংবাদগীতি কালে সাহিত্যের অধঃস্তরে পড়িয়া বিস্মৃত হইবে—কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহে বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় আলোচনা করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

(১) "Ishwor Chandra Gupta, a sort of Indian Rabelais."—Beames' Compartive Grammar, Vol I., p. 86.

(২) "লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥ যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥ ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। প্যাঁচা লয়ে যাউন মাতা কৃপণের ঘরে॥"

(৩) বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে—"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥ শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা। কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥"

(৪) "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।"

(৫) "অনেক কথাই ভাল গোঁসায়ের চেয়ে॥"

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দঃ অনুকৃত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দঃ বাঙ্গালাতে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতেছি।

ছন্দঃ।

বৃত্তগন্ধী।

"কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥ বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল॥—বি. সু (ভারতচন্দ্র)।

ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী।

"থাক, থাক, থাক, কাটাইব নাক, আগেতে রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি॥"—ঐ।

ভঙ্গত্রিপদী।

"ওরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু।"—ভা, বি. সু।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

"কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উপারে অঙ্গনা।"—ক. ক. চ।

দীর্ঘ চৌপদী।

"এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি-কুণ্ডল, আধঅঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীরে।"—অ. ম।

লঘুচৌপদী।

"আহা মরে যাই লইয়া বালাই, কুলে দিয়ে ছাই, ভজি উহারে। যোগিনী হইয়া উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া সাগর-পারে॥"—ভা, বি. সু।

মাল ঝাঁপ।

"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি প'ড়ে। প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥—কবিরঞ্জন, বি. সু।

একাবলী—একাদশাক্ষরাবৃত্তি।

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥"—ভা, বি. সু।

একাবলী—দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি।

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত। কনক মুকুরে মুকুতা খচিত॥"—কবিরঞ্জন, বি. সু।

তূণকছন্দ।

"রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হুলস্থূল, কুল কুল, ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥"—অ. ম।

দিগক্ষরাবৃত্তি।

মৃদুমন্দ দক্ষিণ পবন, সুশীতল সুগন্ধি চন্দন, পুষ্পরস রত্ন আভরণ, আজু কেন হৈল হুতাশন।"—আলাওল।

তরল পয়ার।

"বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার। কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥"—কবিরঞ্জন, বি. সু.।

হীনপদ ত্রিপদী।

"হর মম দুঃখ হর। হর রোগ, হর তাপ, হর শোক, হর পাপ, হিমকর শেখর শঙ্কর॥"—অ. ম।

মাত্রা ত্রিপদী।

"ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ, ঘুনু ঘুনু ঘুজ্ঘুরে বোলে॥"—ভা, বি. সু।

মাত্রা চতুষ্পদী।

"হে শিব-মোহিনী, শুম্ভ-নিসূদিনি, দৈত্য-বিঘাতিনি, দুঃখ-হরে॥"

তোটক।

"রমণী-মণি নাগর-রাজ কবি। রতি-নাথ বিনিন্দিত চারু ছবি।"—কবিরঞ্জন, বি. সু।

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥"—অ. ম।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে সুন্দররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পদবিন্যাস সংস্কৃতের ন্যায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্ব্বত্রই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্কৃতের নিয়মানুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গালা পদবিন্যাস করিতে গেলে শব্দগুলি সর্ব্বত্র সুললিত হয় না। ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একেবারে না আছে এমন নহে,—যথা তোটক ছন্দে,— * "শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।" * এখানে "রী" গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য কবির রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে,—তোটক ছন্দে— * "ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে।" * পদে "মু" ও "বু" লঘু হইয়াছে, এই দুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্যক ; হরিলীলায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে— * "বসিয়া সুবর্ণের পীঠে হাসিছে। প্রবালাধরে মন্দ মন্দ ভাসিছে ॥" * "হাসিছে" ও "ভাসিছে" শব্দদ্বয়ের "সি"র গুরু উচ্চারণ রাখা উচিত। আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই। সংস্কৃতের ছন্দ-অনুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেবপালিত 'ভর্ত্তৃহরি' কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয় ; আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মালিনী ছন্দ— * "ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভা সুন্দরী গৌরকান্তি ॥ মধুর নববয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্যা। যুবক নয়নলোভা কামিনী কামশোভা ॥" * "বংশস্থবিল,— * "তথায় ভীমাসিত বর্ম্ম-ভূষিত। প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে ॥ সবিদ্যুতগ্নি প্রলয়োন্মুখাভ্রবৎ। কৃপাণ-পাণি প্রহরী ব্রজ ভুমে ॥" * এই ছন্দের অনুকৃতি নির্ভুল হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন সংস্কৃতের পন্থা হইতে তির্য্যক গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে।

পদ্যসম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। শুধু শেষ অক্ষরের মিল পড়িলেই পদ্য শ্রুতিমধুর হয় না ; শেষ বর্ণের আদ্য বর্ণের স্বরে মিল থাকিলে দুইটি চরণে প্রকৃত মিল পড়িল বলা যায়। ভারতচন্দ্র ছাড়া প্রাচীন কালের

কোন কবিই এ বিষয়টিতে মনোযোগ প্রদান করেন নাই ; স্থানে স্থানে শুধু শেষ বর্ণের মিল থাকিলেও, দুইটি চরণ নিতান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, যথা :— * "দিবানিশি, থাকে বসি, ডানায় ঢাকিয়া। ইহাকেই বলে লোকে ডিমে 'তা দেওয়া ॥" * এখানে "ঢাকিয়া" এবং "দেওয়া" নিতান্তই শ্রুতিকটু শুনায়। কবিকঙ্কণ, কাশীদাস প্রভৃতি সকল কবিই এ নিয়মটি উপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, তাঁহার অতি অল্প বয়সের লিখিত 'সত্যপীরে'র কথায় এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,—উক্ত কবিতাটিতে 'বসি'—'আসি','গুণে'—'ত্রিভুবনে', 'স্তুতি'—'অব্যাহতি', 'উত্তরিল'—'পেল', 'কথা'—'গাঁথা' প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা মিল দেওয়া হইয়াছে। 'সত্যপীরের কথা' ভারতচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাড়িয়া দিলে, তৎপ্রণীত অন্য কোন কাব্যেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না,—ভারতচন্দ্রের কবিতায় অবলম্বিত এই অতীব প্রশংসনীয় গুণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। আর একটি কথা, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় "ন" এর সঙ্গে "ম", "ক" এর সঙ্গে "খ", "চ" এর সঙ্গে "ছ", "জ" এর সঙ্গে "ঝ" দ্বারা অবিরত মিল পড়িতে দেখা যায়। ইহা যথাসম্ভব পরিহার করিতে পারিলে যে কবিতা শ্রুতিমধুর হয়, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই সকল নিয়ম দ্বারা কবিতাসুন্দরীর গতি ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করিলে অবশেষে তাঁহার পঙ্গু হইয়া পড়িবার আশঙ্কা যাঁহারা মনে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন,—স্বাভাবিক ও শক্তি-সম্পন্ন কবিগণের শ্রুতিই তাঁহাদিগের কবিতাকে উৎকৃষ্ট নিয়মানুযায়ী রচনার দিকে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাঁহারা এ সকল নিয়ম মনে করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন না,—নিয়মগুলি কাব্যকলার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে, তাঁহাদিগকে আপনা আপনিই অনুসরণ করিবে ; অবশ্য কষ্টকবিগণ এই সকল নিয়ম দ্বারা বিড়ম্বিত হইতে পারেন, তাঁহারা গদ্য দ্বারা স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করুন কিংবা এরূপ কোমল ব্যবসায়ের অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যান্তর লিপ্ত হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

পদের নিয়ম।

আমাদের নির্দ্দিষ্ট শেষোক্ত নিয়মটি সম্বন্ধেও ভারতচন্দ্র সতর্ক। এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এ স্থলে বলা উচিত প্রাচীন হিন্দীকাব্যসমূহে এই দুইটি নিয়মই সর্ব্বদা অনুসৃত হইতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্র হিন্দীকাব্যগুলির আদর্শে হয়ত

এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে কবি গোবিন্দদাসও কবিতার নিয়ম সম্বন্ধে অনেকটা সতর্কতা দেখাইয়াছেন; তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যের অনুভূতি অতি প্রখর ছিল এবং শ্রুতি-শক্তি অতি সূক্ষ্ম ছিল—তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের সম্বন্ধে এ কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের কবিতা গীত হইত। কবিতা ও সঙ্গীতের নিয়ম স্বতন্ত্র। যাহা চোখে বাধ বাধ ঠেকে, অনেক সময় সুরে তাহা বাজে না।

এই পুস্তকে আমরা পদ্য সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। গদ্য-রচনার নমুনা একেবারে না আছে, এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু আধুনিক বঙ্গভাষায় আমরা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য-রচনা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি,—সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য-রচনাগুলি নব্য সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

গদ্য সাহিত্য।

আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 'গদ্য পদ্যময়' রচনার উল্লেখ পাইয়াছি, স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের মতে—এই 'গদ্য-রচনা' পদ্যেরই এক প্রকার রূপভেদ। এই মত নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না।

প্রাচীন গদ্যের প্রথম নমুনা আমরা বৌদ্ধাধিকারের বঙ্গীয় অন্যতর প্রাচীনতম রচনা শূন্যপুরাণে প্রথম পাই। তন্নিদর্শন যথা—

* "পশ্চিমে দুয়ারে কে পণ্ডিত। সেতাই জে চারিসএ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্রকটাল জে জে বস্যুয়া ঘটদাসী দুত নাহি ডরায় তুমারে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমাণ করে।"

শূন্যপুরাণ।

ইহা ছাড়াও অনেকস্থলে শূন্যপুরাণের যে গদ্যাংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহা দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার ন্যায়। শূন্যপুরাণের পরে চণ্ডীদাসের গদ্য-রচনার কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' নামক চণ্ডীদাসকৃত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা তান্ত্রিক উপাসনার কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন-স্বরূপ। যথা—

* চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা লাড়ি। রএতে চ মিশিল। রাএতে বসিল। ইহা এক অঙ্গা লাড়ি॥" *

চৈত্যরূপ

চৈতন্যপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর রূপগোস্বামি-বিরচিত 'কারিকা' নামক ক্ষুদ্র

গদ্যপুস্তক পাওয়া গিয়াছে।[১] প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয়। দুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি। প্রারম্ভ-বাক্য,— * "শ্রীরাধাবিনোদ জয়॥ অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ, রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে, গন্ধগুণ নাসাতে, রূপগুণ নেত্রে, রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই ; হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।" ইত্যাদি। * শেষ অংশ— * "আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে। ইতি।" *

রূপগোস্বামীর 'কারিকা'।

আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত "রাগময়ীকণা" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পদ্যগ্রন্থ, কিন্তু যে স্থলে কোন সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সব স্থল গদ্যে লিখিত। একটি অংশ এইরূপ— * "রূপ তিন তিন। কি কি রূপ শ্যাম ১ শ্বেত ২ গৌর ৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ জীউর পঞ্চম নাম। গুণ তিন মত হয় কি কি গুণ। ব্রজলীলা ১। দ্বারকালীলা ২। গৌরীলীলা ৩। দশা তিন কি কি দশা।" ইত্যাদি। *

কৃষ্ণদাসের 'রাগময়ীকণা'।

"দেহকড়চা" পুস্তিকাখানি ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে,—ইহার রচনাও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রকাশক ; যথা,— * "তুমি কে॥ আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল য়েক যোগে ভাণ্ড হইল। পঞ্চ আত্মা কে কে। পৃথিবী। আপ। তেজঃ। বায়ু। আকাশ। একাদশেন্দ্র কে কে। কর্ম্ম-ইন্দ্র পাঁচ। জ্ঞানেন্দ্র পাঁচ। আবরণ এক॥"

দেহকড়চা।

১১৮১ বাং সনের হস্তলিখিত ভাষাপরিচ্ছেদ নাম গদ্যপুস্তকের আরম্ভ ও মধ্যভাগ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

'ভাষা পরিচ্ছেদ'

---

১. বর্দ্ধমান রায়না নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বান্ধব, ১২৮৯ সন, অষ্টম সংখ্যা, ৩৪৯ পৃ.।

আরম্ভ—"গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।"

মধ্যে—"মীমাংসা মতে কর্ত্তাত্মক শব্দ নিজে ধ্বন্যাত্মক শব্দ জন্য বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন। মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না। অতঃপর কর্ম্মের পরিচয় কহিতেছি। * * * ব্যাপারবং কারণের নামকরণ। কারণজন্য হইয়া কার্য্যজনক যে হয় তাহাব নাম ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন পর্ব্বতে বহ্নি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে কারণ যে হয় সে অবশ্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেতে থাকে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির স্মৃতি পরে পরামর্শ। তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ সে ক্ষণে সংশয় থাকিল না। জ্ঞান ইচ্ছাদ্বেষকৃত সুখ দুঃখ। ইহারা দ্বিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ ত্রিক্ষণে নষ্ট হয় জানিবে।"

'বৃন্দাবনলীলা'।

অল্পদিন হইল 'বৃন্দাবনলীলা' নামক একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন গদ্যপুঁথি (খণ্ডিত) আমার হস্তগত হইয়াছে, আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি ;— * "তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উটের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন, যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাব্যবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারি স্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম (তারতম্য ?) নাঞী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেস শাহি তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক সেবা আছেন, তাহার পূর্ব্বে দক্ষিণে সেরগড়। * * * গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর জাইতে বামদিগে এক অট্টালিকা অতি গোপনীয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প

বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধুবনের পশ্চীমে কিছু তুর হয় নিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিন্যাস করিতেন, ঠাকুরাণীজীউর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পূজা হয়েন।" * অচেতন পদার্থের প্রতি গভীর সম্মানসূচক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং "নাঞী" প্রভৃতি রূপ অদ্ভুত বর্ণবিন্যাসদৃষ্টে বিস্মিত না হইলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ঝুড়ি ঝুড়ি বর্ণাশুদ্ধি থাকা সত্বেও এই রচনা অনাড়ম্বর ও সহজ গদ্যের নমুনা। পরমভক্ত বৈষ্ণবলেখক যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অলিগলির সম্মানসূচক পদ প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ নাই। এই পুস্তক ভিন্ন কৃষ্ণদাস-প্রণীত (১০৯৮ সনের হস্তলিপি) "আশ্রয় নির্ণয়, ১১১২ সনের হস্তলিপি "ত্রিগুণাত্মিকা", চৈতন্যদাস-প্রণীত "রসভক্তিচন্দ্রিকা", "দেহভেদ তত্ত্ব নিরূপণ", নীলাচলদাস প্রণীত "দ্বাদশ পাঠ নির্ণয়", ১০৯২ সনে লিখিত "প্রকাশ্য নির্ণয়", (এবং ১১৯৮ সনের হস্তলিপি) "সাধন কথা" প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন গদ্য রচনার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে বলা উচিত এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই "সহজিয়া" সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত।

সহজিয়া পুঁথি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় 'স্মৃতি-কল্পদ্রুম' নামক নিজ বাটীতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে (সেরপুর) প্রাপ্ত অপর একখানা বাঙ্গালা গদ্যে রচিত স্মৃতিগ্রন্থের বিষয় জানাইয়াছেন।[১] আমরা রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের রচিত গৌরী-মঙ্গল কাব্যে * "স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণঃ" * পদে স্মৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা খুব সম্ভব পদ্যগ্রন্থ। আমরা 'ব্যবস্থা-তত্ত্ব' নামক একখানি প্রাচীন গদ্যপুস্তক পাইয়াছি। ইহার লেখক কে, তাহা জানা যায় নাই।

স্মৃতিগ্রন্থ।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দ্বারা বোধ হয় দুরূহ সূত্রের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধারাবাহিক গদ্যরচনার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না।

১. শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, ১৫৯—১৬০ পৃষ্ঠা।

আমরা দেবডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি। এই তন্ত্র খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালাটি বোধগম্য হইল না; একটি ছত্র এইরূপ,—

তন্ত্রে গদ্যভাষা।

* "গোঁসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াই পাই মুই অকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া।"—বে, গ., হস্তলিখিত পুঁথি।

স্থত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গালার নমুনা দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির ভাষাও বেশ সহজ, আমরা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ এবং ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৬ খৃ. অব্দের অগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের ও 'দীননাথ সামন্তজীউ'র নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে; মিঃ বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাসন্যাল্ মেগাজিন্ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্র দুইখানির ভাষা সহজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দ্দুর সহিত মিশ্রিত, যথা,— * "অতএব ও সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকৃররর মকৃররব, জানিবা। নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।" * শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৭ই ফাল্গুন ১২৫২ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের যে একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৬ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পত্রাদিতে প্রচলিত তাৎকালিক গদ্য রচনার একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই দলিলে সহজিয়া মতের প্রাধান্য দৃষ্টে বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির স্থচনা উপলব্ধ হয়।

নন্দকুমারের পত্র।

রাজদরবার উর্দ্দু ও সংস্কৃতে মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গালা গদ্য গঠন করিয়াছিল; এখনও * "কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে", "টাল মাটালে টাকা আদায় না করাতে", "ওয়াদা কার্ত্তিক মাসে টাকা পরিশোধ করিব" * প্রভৃতি দলিল প্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃত রূপের নমুনা কিছু বিদ্যমান আছে। আমরা পাঠ্য পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী কাছারী ও জমীদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গদ্য বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেখানে

দরবারী ভাষা।

সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না। আমরা নিম্নে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দ-মাণিক্য প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি,—* "৭স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমরবিজই মহামহোদয়ি রাজনামদেশোঽয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল মৌজে ষোলনল অজ হামিলা ১৵০ আঠার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম, এহার পাঁঠা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা, সুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭, ১৯ কার্ত্তিক।" * এক পাদটীকায় উদ্ধৃত অনন্তরাম শর্ম্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তাহাও প্রায় এই সময়ে রচনা। এই উর্দ্দূ-মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এইচ্. পি. ফষ্টার্ সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জ্জমা করেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। সেই তর্জ্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বয় ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির পরিষ্কার রূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না।

আলালী ভাষার প্রাচীন আদর্শ 'কামিনীকুমার'।

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে "কামিনীকুমার"-রচক কালীকৃষ্ণদাস "গদ্যছন্দের" যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে "আলালী ভাষা" তাঁহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা "কামিনীকুমার" হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

রামবল্লভের তামাক সাজা

"গদ্যছন্দ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করাতে সুন্দরী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কটু দিব্য বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিঞা করিতেছে অতএব শরণাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে, বরঞ্চ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিসম্মত বটে। আর বিশেষতঃ আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্য ২ কর্ম্ম উহা হৈতে যত হউক আর না হউক কিন্তু এক আধ ছিলিম তামাক চাহিলেও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হাঁ ক্ষতি নাই

তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্ম্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত ন্যূনতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে সর্ব্বদা আমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হইবেক আমি যখন যাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্ম করিবে তাহাতে অন্যথা করিলে তদ্দণ্ডে রাজার নিকট প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্তু যদি কর্ম্মের দ্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে পারহ তবে তোমার পক্ষে শেষ বিবেচনা করা যাইবেক। সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেক যে রাম বাঁচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক কামিনীর সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আপনি জন্মান্তরে এদীনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই নতুবা এমত উপকার পর পরের যে তো কখন করেন না। সে যাহা হউক আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভৃত্য কৃতসাধ্য প্রাণপণে পালন করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কর্ম্ম করিবে কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষনেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওরে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি। রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আলবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক। এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি।"

১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন-কৃত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" লণ্ডননগরে মুদ্রিত হয়; ইহা প্রাচীন কালের খাঁটি বাঙ্গালায় লিখিত, ইহার উপর ইংরেজী-গদ্যের কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গদ্যের এই নিদর্শন দেখিয়া বোধ হয়, গদ্যরচনা পূর্ব্বে এতদ্দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত না থাকিলেও ইহার বেশ বিকাশ হইয়াছিল। আমরা নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত'।

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" শুধু গদ্য-সাহিত্যের হিসাবে নহে,—ইহা সেকালের একখানি তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

"পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবী সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান প্রধান সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উম্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন আপনি কি করেন আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। শত্রুর সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরিত করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজ সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন। সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাবসাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরচ্ছেদ করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীরজাফরালি খান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল। সেই বাণে মোহনদাসের পতন হইল। পরে নবাবী যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইংরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল। যাবদীয় প্রধান প্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিয়া রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান। তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকটে এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব স্রাজেরদৌলা বিষণ্নবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয়বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালি খানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের লোক এ সম্বাদ পাবামাত্র অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক।"

আমরা নব পর্য্যায়ের বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা রাম রাম বসু সম্বন্ধে বঙ্গবাণী পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। টমাস ও কেরীর সঙ্গে রাম বসুর জীবন এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে আশা করি এই প্রবন্ধে উক্ত পাদ্রীদ্বয়ের সবিস্তার উল্লেখ কেহ কেহ

অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। টমাস সাহেবের জীবন-চরিত হইতে এই সকল কথা সংগৃহীত হইয়াছে।

"১৭৫৭ খৃ. অব্দে ইংলণ্ডের ফেয়ারফোর্ড নগরে টমাসের জন্ম হয়। টমাস ডাক্তারী পাশ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় প্রাজ্ঞ হইয়া উঠেন।

"কিন্তু চিকিৎসা তাঁহার ধাতের জিনিষ নয়, ধর্ম্ম লইয়াই টমাস পাগল হইয়া পড়েন। ঠিক গোঁড়ামি বলিলে টমাসের ভাব বুঝা যায় না, ধর্ম্মরাজ্যের যে সীমানায় গেলে পাগলা-গারদটা খুব দূরে থাকে না, টমাস প্রায় সেই সীমানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বপ্নবোদ্ধা, অর্থাৎ যাহা কিছু স্বপ্নে দেখিতেন, তাহারই মধ্য হইতে বাইবেলের কোন রহস্য কিম্বা যিশুর কোন আদেশ বুঝিয়া লইতেন। শুধু বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না,—সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে জীবনের কর্ম্মপ্রণালী বহাইয়া দিতেন। টমাস ডাক্তারী ছাড়িয়া ১৭৮৬ খৃ. অব্দে পাদ্রী হইয়া আসেন। এখন যে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চ এত বড় খ্যাত-নামা, টমাসই তাহার ভিত্তিস্থাপন করেন। তার পর কেরি, মার্সমান ওয়ার্ড প্রভৃতি এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন।

"খৃষ্টধর্ম্ম এদেশের লোক তখন তখনই দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায় হাত পাতিয়া লইল না; ভক্ত টমাস বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে একটা কাঁকড়া,—সেটা তীক্ষ্ণ হুল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে এবং তারপরই আবার কাঁকড়াটা সদ্য সদ্য একটা পদ্ম-ফুলে পরিণত হইয়া গেল। এই স্বপ্নে টমাস নিশ্চয় করিয়া যিশুর মহিমা বুঝিলেন, —বাঙ্গালীরা তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে সত্য, কিন্তু অচিরাৎ তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, কাঁকড়া পদ্ম-ফুল হইয়া দাঁড়াইবে। এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে তাঁহার সমস্ত অবসাদ ও নৈরাশ্য দূর হইল এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিজয়-কেতন যে শীঘ্র এ দেশে প্রোথিত হইবে—তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনই দ্বিধা রহিল না। শুধু স্বপ্ন নহে, মানুষের কথা-বার্ত্তা হইতে অতর্কে উচ্চারিত দুই একটি কথার মধ্যে তিনি যিশুর আদেশ বুঝিয়া ফেলিতেন। একদিন কোন গুরুতর বিষয়ে চিঠি লিখিয়া তাহা ডাকে ফেলিতে যাইবেন, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী খালে মাঝিদের কথা-বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। টমাস বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন—তিনি শুনিলেন এক মাঝি আর এক মাঝিকে বলিতেছে, "জমিদার মারে—কাল যাবে।" এই অনির্দ্দিষ্ট বাক্য তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া যিশুর কি একটা আদেশ বুঝাইল। তিনি চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন

এবং সেই মাঝির উক্তিতে প্রভু তাঁহাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তদনুসারে নূতন এক চিঠির খসড়া প্রস্তুত করিলেন।

শঠের পাল্লায়

"এমন লোককে প্রতারণা করা খুব সহজ। কেউ যদি তাহাকে আসিয়া বলিত "মহাশয়, প্রভু যিশু ভিন্ন আমার আর গতি নাই", কিংবা কোন স্বপ্নের উল্লেখ করিত—তবে টমাস ভক্তিতে গলিয়া যাইতেন এবং জানু পাতিয়া বসিয়া গদ্গদশ্রুচক্ষে খৃষ্টের মহিমা স্মরণ করিতেন। তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক টমাসের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাহা তাহাদের সুবিধায় লাগাইয়া দিল।

একদিন পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় রাত্রি দুইটার সময় কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইল এবং তাহার হাত ধরিয়া বদনচন্দ্র অধিকারী কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "বল কি হইয়াছে?" বহু জিজ্ঞাসার পর মুখুজ্যা বলিল, "ঈশ্বরের দূত স্বরূপ টমাস পাদ্রীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি! আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন নরকাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং তাহা আমাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে, এ সময়ে ঈশ্বরের একমাত্র জাত-সন্তান যিশু ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে?" এই কথা শুনিয়া বদন অধিকারীর চক্ষুও অনার্দ্র রহিল না,—দুই জনে হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া পাদ্রীধামে উপস্থিত হইল। পাদ্রীর সরল চক্ষের জল, ঐ দুই ব্যক্তির কপটাশ্রুর সঙ্গে মিশিয়া বিষামৃতের সৃষ্টি করিল। টমাস তদবধি এই দুজনের বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের ভার নিজে লইলেন এবং তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিতে যাইয়া নিজে এরূপই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, একবার তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল এবং দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহার উত্তমর্ণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া আসিল। অথচ প্রকাশ্যে খৃষ্টের নাম শুনিয়া দুটি বাঙ্গালী বন্ধুর দেহ যতই কণ্টকিত হউক না কেন, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তাব হইলে নানা ওজুহাতে তাহারা দিন পিছাইয়া দিতে লাগিল। মূল কথা, তাহারা পাদ্রীদের খরচায় দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা প্রভৃতি পালন করিয়া চিরকালই মহাসুখে দিন গুজরাণ করিয়াছে, কোন কালেই খৃষ্টান হয় নাই।

রামবসু

"কিন্তু তৃতীয় শঠের নাম বলিতে স্বতঃই আমাদের দ্বিধা হয়। তিনি বর্ত্তমান বঙ্গগদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি ষোলবর্ষ বয়সে আরবি ও পারশী

পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচুড়ায় এক প্রধান কায়স্থ বংশে অনুমান ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহারা এককালে বঙ্গদেশের জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের কোপানলে পড়িয়া এই বংশ সর্ব্বস্বান্ত হন। রামবসু ইংরাজিতেও বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁহার বন্ধু ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন—রামবসুর মত একান্ত অধ্যয়ন-নিরত পণ্ডিত তিনি দেখেন নাই। টমাস তাঁহার জারনেলে লিখিয়াছেন, "এই বঙ্গদেশের নিঃসঙ্গ কষ্টকর জীবনের একমাত্র সুখ—রামবসুর সঙ্গ।" কেরি ও টমাসে গলায় গলায় ভাব ছিল। কিন্তু কেরি তাঁহার জারনেলের এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"টমাস হইতেও রামবসুকে আমার ভাল লাগে।" রামবসু এত দূর মুক্তহস্ত ও বদান্য ছিলেন যে কেরি লিখিয়াছেন "তাঁহার একদিনের মুক্তহস্ততা দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। য়ুরোপের ভদ্রবংশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও যদি এরূপ মুক্তহস্ততা দেখাইতে পারিতেন, তবে তাঁহারও গৌরব বৃদ্ধি হইত।" রামবসুর কথা বলিবার কায়দা এমনই চমৎকার ছিল যে, টমাস এবং কেরি উভয়েই বহু স্থানে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতির ও সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই প্রতিভাবান লেখক পূর্ব্বোক্ত দুই শঠের সমব্যবসায়ী ছিলেন,—বিশেষ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা রামবসু পাদ্রীদিগকে এমনই বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শত শত শঠতা—যাহা আমাদিগের নিকট দিবালোকের মত পরিষ্কার বোধ হয়—তাহা পাদ্রীদের চক্ষু এড়াইয়া গিয়াছে। রামবসু বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম মহারথ—গুরুস্থানীয়, কিন্তু তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব। একধারে এত গুণের সঙ্গে ধূর্ত্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রকারে থাকিতে পারে—রামবসুর চরিত্র তাহারই একটি দৃষ্টান্ত স্থল। পদ্মলতা ও চন্দনতরুর গা জড়াইয়া যেরূপ ভীষণ অজগর থাকে, রামবসুর উৎকৃষ্ট গুণগুলির সঙ্গে সেইরূপ ভয়াবহ ও জঘন্য দোষের সমাহার হইয়াছিল।

কৃতঘ্নতা ও ব্যভিচার

"যে বৎসর টমাস বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রামবসু তাঁহার মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। রামবসু টমাসকে বাঙ্গালা

শিখাইয়াছিলেন এবং বাইবেলের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অনুবাদে পাদ্রী সাহেবকে বিশেষ সহায়তা করেন। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব বাইবেলের যে বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করেন, রামবসু এই সময় তাহার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিলেন। টমাসকে বিশেষরূপে হাত করিবার উদ্দেশ্যে রামবসু খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার তথাকথিত অনুরাগ দেখাইতে সুরু করেন এবং যিশু সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় এক গান রচনা করেন। গানটি আমার কাছে আছে। ঐ গানটি টমাস সাহেব ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। সে তর্জ্জমাটিও আমি পাইয়াছি। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এই যিশুস্তোত্রটি বঙ্গদেশের গির্জ্জাগুলিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক পুস্তক লিখিয়া রামবসু বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং পাদ্রী-সাহেবের বিশেষ পেয়ারের হন। তিনি টমাসের চোখের তারার মত প্রিয় হইয়াছিলেন। কেরি সাহেব পরবর্ত্তী সময়ে যেখানে খৃষ্টমহিমা প্রচার করিতেন, রামবসু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সেই সেই স্থানে জনবৃন্দকে বাঙ্গালা ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন।

"কিন্তু এ সকলই ভূয়া। বদন অধিকারী ও পার্ব্বতী মুখার্জ্জির সঙ্গে ফন্দী আঁটিয়া রামবসু নানা ছুতায় সাহেবদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন। মৌখিক যিশু-ভক্তি সত্ত্বেও এই ত্রিমূর্ত্তি কখনই সাহেবদের সঙ্গে বসিয়া খাইতেন না, সাহেবের মডা ছুঁইতেন না এবং সাহেবদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করিতেন না। যদি খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষার কথা উঠিত, তাহা হইলে তিনজনে একত্র হাত জোড় করিয়া বলিতেন "ব্যস্ত কেন? সেতো হবেই।" একবার বলিলেন, "নবদ্বীপে যাইয়া দীক্ষা লইব।" কেরি ও টমাস তথায় যাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্ত কোম্পানী চম্পট দিলেন।

"প্রতিবার এই ভাবে প্রতারিত হইয়াও সাহেবদের মোহ ভাঙ্গিল না,—তাঁহাদের আশা ফুরাইল না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও পাদ্রীরা পুনঃ পুনঃ রামবসু এবং কোম্পানীকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পর যখন ইঁহাদের ভুল ভাঙ্গিল, তখন টমাস্ একদিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এদের কথা কি বলিব! এই সব বাহিক খৃষ্ট-ভক্তি সত্ত্বেও স্বয়ং খৃষ্টও যদি উপস্থিত হন, তবে ইহারা তাঁহার হাতের ছোঁয়া জল খাইবে না।"

"একবার টমাস বিলাতে গিয়াছিলেন। তারপর তিনি কেরিকে সঙ্গে

করিয়া ফিরিয়া আসিলে শুনিতে পাইলেন, রামবসু খৃষ্টভক্তিতে ইতি দিয়া দিব্য দুর্গোৎসব ও দোলোৎসব করিয়া বেড়াইতেছেন। কেরি সাহেব কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তখন রামবসু ন্যাকা সাজিয়া বলিলেন—"খৃষ্টধর্ম্মে যে বিগ্রহ পূজা নিষিদ্ধ, তাহাতো জানিতাম না—ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা তো মন্দিরে যিশু ও মেরীর আরতি ও পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষ আমার বড় আমাশা হইয়াছিল। আমি পূজা-আর্চ্চায় যোগ না দিলে আমার কুটুম্ব-স্বগণ কেউ আমার চিকিৎসা শুশ্রূষা প্রভৃতি করিতে রাজি হয় নাই।" টমাস সরল-প্রাণে তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি রামবসুকে কেন ভাল করিয়া বুঝান নাই, তজ্জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

"কেহ কেহ বলেন, রামবসু তাঁহার বন্ধু রাজা রামমোহনের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কখনই নয়। তাহা হইলে কি দেবদেবী পূজা তিনি এত ঘটা করিয়া করিতে পারিতেন?

"কিন্তু ইহার পরে তিনি আরও ভয়ানক শঠতা করিয়াছিলেন। এক কায়স্থ বিধবার গুপ্ত অনুরাগের ফলে তিনি ভ্রূণ হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। তখন তিনি টমাসের মুন্সীগিরি ছাড়িয়া কেরির মুন্সী হইয়াছিলেন। কেরি যথাসাধ্য নিজকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এই অভিযোগ মিথ্যা। কিন্তু যখন ঘটনা উৎকটভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল, তখন আর তিনি কি করিবেন?—রামবসুর মুন্সীগিরি আর টিঁকিল না। কেরি দুঃখের সহিত রামবসুকে বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রামবসুর এমনই পাণ্ডিত্য ও অসামান্য প্রতিভা ছিল যে, কেরি পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী দিলেন। এই কার্য্যে রামবসু তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বহাল ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে রামবসুর মৃত্যু হয়, তৎপর কেরি তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসুকে সেই কার্য্যে বহাল করেন।

টমাস কেন পাগল হইলেন

"বস্তুতঃ টমাসের ন্যায় সরলবিশ্বাসী, খৃষ্ট-ভক্ত ব্যক্তি দুর্লভ ছিল। ১৪ বৎসর কাল ক্রমাগত উক্ত তিন বন্ধু ইঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার লোভ দেখাইয়া আশা ও নিরাশায় এরূপ উত্তেজিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন হর্ষবিষাদে ক্রমাগত দোল খাইতেছিল। তাঁহার মাথা কোন কালেই ঠিক ছিল

না। কিন্তু ১৪ বৎসর পরে (১৮০০ খৃ.) সত্য সত্যই তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণ পাল নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই দিনকার অসহ্য সুখ টমাস বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি সারারাত্রি আনন্দের চোটে লাফাইতে লাগিলেন,—কোন সময় জানু পাতিয়া বসিয়া, কোন সময় দাঁড়াইয়া, কোন সময় অট্ট হাসিয়া, কখনও বা ঝর ঝর চোখের জল ফেলিয়া, যিশু মহিমায় এমনই গদগদভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, কেরি প্রভৃতি বন্ধুগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা তাঁহাকে হাতে হাতকড়ি পরাইয়া পাগলা গারদে লইয়া গেলেন।"

রামবসুর বাঙ্গালা

এটি স্থির কথা, বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীনতর নমুনা যতই থাকুক না কেন, রামবসুই আধুনিক গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ছন্দের গদ্যে প্রতাপাদিত্যচরিত্রের মত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক কেহ লেখেন নাই। পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের খুঁৎ ধরিয়াছেন—রামবসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের যে বিকট ব্যূহের সৃষ্টি করিয়া অনেক স্থলে তাঁহাদের রচনা একেবারে সাধারণবুদ্ধির অগম্য ও অনায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—সে তুলনায় রামবসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। বিশেষ তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন, দরবারের চিত্র দিয়াছেন,—সেখানে মুসলমানী শব্দ তখন চলিত ছিল, তিনি তাঁহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে? একথা নিশ্চয় যে সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ভুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা যে যুগে বাঙ্গালা গদ্যটাকে সংস্কৃতে পরিণত করিবার উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, সে যুগে মুসলমানী শব্দের উপর একটা বিদ্বেষ খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। এই ছোঁয়াচে রোগের জন্য রামবসুর লেখা ততটা আদর সে সময়ে পায় নাই। কিন্তু পণ্ডিত-মহলে এ পুস্তকের প্রতিষ্ঠা যে বিশেষরূপ হয় নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জার্ম্মানিতেও পুস্তকখানির খোঁজ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সাহেবদের মত কতকটা নিজেদের অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন, এজন্য লঙ্‌ সাহেব তাহার গ্রন্থ-তালিকায় এই পুস্তকের মুসলমানী

প্রভাবের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় ঐ নিন্দা পুনরায় বিঘোষিত হইয়াছিল। পুস্তকখানির লেখা আগাগোড়া সাধুভাষায় পরিণত করিয়া কয়েক বৎসর পরে হরিশ তর্কালঙ্কার আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু এ সকল সত্বেও রামবসুর পুস্তকখানি আমার নিকট অতি উপাদেয় মনে হইতেছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ খাঁটি, বাহুল্যবর্জ্জিত এবং সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার ইতিবৃত্তের অংশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী প্রভাব-বর্জ্জিত। এই পুস্তক সেই যুগের বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ্। রামবসুই বঙ্গবাণীর এই যুগের আদি সেবক। তাঁহার চরিত্রের ত্রুটির জন্য তিনি জীবনে অনেক নিন্দা সহিয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের বিচারে আমরা তাঁহার চরিত্রের কথা তুলিব না, বরং বাগ্দেবীর পায়ের বড় পদ্মকুসুমের মালাটি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না।

রামবসুর লিপিমালাও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হয়। চ্যাটারটন হইতে লর্ড বায়রণ পর্য্যন্ত অনেক লেখকের চরিত্রের ত্রুটির জন্য তৎসময়ে সমালোচকগণ তাঁহাদের লেখার যথাযথ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, রামবসুও ইঁহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

জাতীয় চরিত্র

এখানে একটি কথা বলা উচিত—রামবসু ও তাঁহার দুই বন্ধুর স্মরণ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মেকলে আমাদিগকে সেই যুগে যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন নহে। যে যুগের কথা হইতেছে সেই যুগেই আমাদের সমাজে রাজা রামমোহনের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয় এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে শপথ লইতে হয়; ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণের হাজত ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন,—প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে ত্রিরাত্রি তিনদিন উপবাস করিয়া রহিলেন,—প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি আদালতে শপথ করিবেন না,—এই

তাঁহার পণ। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কেরি সাহেব বিচারপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও যেরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাদ্রীরা অনেক সময় পরিতাপ করিয়া বলিয়াছেন,—"এই কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকে, আমাদের খৃষ্টানদের মধ্যে সেইরূপ অনুরাগের সিকি ভাগও দেখিতে পাই না।" এই সময়ে যেরূপ দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম দেখাইয়া সতীরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হ্যালিডেপ্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কেরি ও টমাস নবদ্বীপে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতগণের যে আশ্চর্য্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতার গৌরব চাক্ষুষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সমাজের সাধুতা অনেক সাহেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং পদন অধিকারী ও পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দুটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত শঠের ব্যবহার জাতীয় চরিত্রের নিদর্শন নহে। পৃথিবীর সকল সমাজেই এরূপ চরিত্র সুলভ। আমরা রামবসুর ন্যায় শিক্ষিত প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যবহার স্মরণেই বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু অন্যদেশেও সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ চরিত্রের অভাব নাই।

রামবসু যে খৃষ্টীয় সমাজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এদেশীয় খৃষ্টীয় গির্জ্জা স্থাপনের প্রয়োজন দেখাইয়া তিনি বিলাতে যে চিঠি লিখিয়াছেন, সেই চিঠি ও তাহার উত্তর আমরা দেখিয়াছি এবং একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে বঙ্গদেশে আধুনিক ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠার মূলে রামবসুর সেই চিঠি অনেকটা কাজ করিয়াছিল। রামবসুর সাহায্য ভিন্ন টমাস ও কেরি কখনই বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিতে পারিতেন না। কলিকাতার ৪২ মাইল পূর্ব্বে দেহাটা নামক গ্রামের জমিদার রামবসুর খুল্লতাত ছিলেন। রামবসুর চেষ্টায় সেই অঞ্চলে পাদ্রীরা অনেক জমি অতি সুবিধায় পাইয়াছিলেন এবং রামবসুর সেই খুল্লতাতের কলিকাতাস্থ মাণিকতলার বাস-ভবনে কেরি সাহেব বিনা খাজনায় অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং রামবসু যে খৃষ্টান সমাজের নানারূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেরি ও টমাস শেষ পর্য্যন্ত একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, রামবসু তাঁহাদের সঙ্গে শঠতা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস রামবসু হিন্দু-

সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া দীক্ষা লইতে পারেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামবসুর বেতন ছিল ৪০৲ টাকা। সেই সময়ে এই বেতন নিতান্ত অল্প ছিল না, স্বয়ং কেরি বঙ্গদেশে আসিয়া বোধ হয় ইহার অধিক অর্থ মাসিক পাইতেন না। টমাস মাসে ২০০৲ শত টাকা খরচ করেন শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহাকে কেরি এবং মার্সমান ডা. জনসনের সমকক্ষ মনে করিতেন, তাঁহারই বেতন ছিল মাসিক ২০০৲ টাকা।

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হইতে সি. বি. লুইস (C. B. Lewis) জন টমাসের যে জীবনচরিতখানি ১৮৭৩ খৃ. অব্দে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সন্দর্ভে লিখিত সমস্ত কথাই বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। সেই পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডন মিউজিয়মে একখানি আছে। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডা. হাওয়েল্‌স বলিয়াছেন, তাঁহাদের কলেজ লাইব্রেরীতে একখানি ছিল, এখন তাহা আছে কি না বলা যায় না। আমার নিকট এক কপি আছে।

অপরাপর গদ্য-গ্রন্থ।

'তোতা ইতিহাস', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ' প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্যপুস্তক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়,—উহাদের ভাষা কতকটা একই রকমের। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়,—কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা ভাবিলেন—তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা অলঙ্কৃত করিতে হইবে.—সাধারণের দুরধিগম্য উৎকট সমাসবদ্ধ রচনা দ্বারা তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যকে যেরূপ বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন,—তাহার নিদর্শন "প্রবোধচন্দ্রিকা" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে পাওয়া যায়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগণ।

শিশুবোধকের ধারা।

প্রাচীন একখানি শিশুবোধকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শিরোনামা ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়-প্রদানেষু।"

"শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র

শুভম্বিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছে, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।'

স্বামীর উত্তর—"শিরোনামা প্রাণাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনাঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুভম্বিশেষ বহুদিবসাবধি প্রত্যবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস ব্যতিরিক্ত উক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিত্তোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনমিতি।"

অনুপ্রাস বাহুল্যহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে ঢকানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িত, যথা,—* "রে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভজন করিতেছ এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছ?" * অনুপ্রাস এ স্থলে ভাষার অলঙ্কার হয় নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনার পার্শ্বে * "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" (প্রবোধ চন্দ্রিকা) * প্রভৃতি উৎকট গদ্য সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।

অনুপ্রাসের বিকৃতি।

প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

অনেক স্থলে গদ্য রচনার পূর্ব্বে "গদ্যছন্দ" এই কথাটি লিখিত দেখা যায়। পদ্য রচনার যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, গদ্য পুস্তকেও মধ্যে মধ্যে সেরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা কালীকৃষ্ণদাস রচিত 'কামিনী-কুমারে'— * "কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কস্ত হইল যে, কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না, রাম বলিবা মাত্রেই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত। *

প্রাচীন গদ্য লিখিবার রীতি।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে দৃষ্ট হয়, এক একটি প্যারাগ্রাফের শেষে দুইটি দাঁড়ি (॥) প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধ্যায়াংশের মধ্যবর্ত্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরামচিহ্ন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, সেই সকল স্থানে এক একটি দাঁড়ি (।) প্রদত্ত হইতে দেখা যায়।

গদ্য পুস্তকে অপ্রচলিত শব্দ।

প্রাচীন গদ্যরচনাগুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্রচলিত কিম্বা ভিন্নার্থবোধক হইবে তাহা স্বাভাবিক। গদ্য পুস্তকে আমরা "সমাধান"—গুছান; 'প্রকরণ"—কার্য্য, ঘটনা, "খোদিত" —বিমর্ষ—"সমভিব্যবহৃত"—সঙ্গযুক্ত; "অন্তঃকরণে করা"—মনে করা প্রভৃতি ভাবের অর্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। "দিগের" এই বিভক্তিটির পূর্ব্বে প্রায়ই একটি 'র' প্রযুক্ত হইত, যথা "লোকের-দিগের", "ভৃত্যের-দিগের", "পণ্ডিতের-দিগের"; এরূপ প্রয়োগ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এবং প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাসমূহেও অনেক পাওয়া যাইবে। প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাসগুলির অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ পরিদর্শন করিয়া এখন আমাদের আর বিস্ময় হয় না, "মনোনীত" শব্দের স্থলে "মনোন্বিত", কুটুম্ব—"কুতুম্ব", বটে—"ভটে", এক—"য়েক" প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষু সহিয়া গিয়াছে। 'কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে' কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "মহামহোপাধ্যায়" শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও সাবেকী বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শিশুবোধকের পত্র লিখিবার ধারা সংস্কৃত-বিদ্যাভিমানী বিকৃতমস্তিষ্কের রচনা,—সাধারণ কাজকর্ম্মের জন্য এরূপ পত্রাদি প্রচলিত ছিল না। হালহেড্ সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—সমস্ত বঙ্গদেশে কারবারের জন্য বাঙ্গালা পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিত হইত। এইরূপ পত্রাদিরচনায় বাঙ্গালা গদ্য নিত্য ব্যবহৃত হইত, সে সকল গদ্য সহজ ভাষা ও সরল কথায় লিখিত হইত।

প্রাচীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্য আমরা এই স্থলে দুইখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম পত্রাংশ ৺দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের লেখা। ১৮২৪ খৃ. অব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয়।[১] দ্বিতীয় পত্রখানি ড্রেক্ সাহেবের নিকট সিরাজউদ্দৌলা লিখিয়াছেন, উহা রাজীবলোচন যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

প্রথম পত্রাংশ

"সেবকস্য প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সেবকের মঙ্গল পবস্তু।—

সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক দ্বারা জানিলাম যে, মহাশয় পুনর্ব্বার সংসার করিবেন এমত অভিলাষ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক।"

দ্বিতীয় পত্র

"ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্র মত লিখিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন, এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তাঁর রাজ্যের বাহুল্য হয় না, এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন, মহাজন, কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন? এতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয়-বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক, কিন্তু আর আর সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহাদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক, সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।"

১. লিপি সংগ্রহ। আমরা এই পত্র এবং পরবর্ত্তী পত্রখানিতে বিরামচিহ্ন প্রদান করিলাম, মূলে বিরামচিহ্ন ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পুছিল, পেখিল, মেনে (এই শব্দটি চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেষোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শব্দের কোন অর্থ দৃষ্ট হয় না,—পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়), নেহারে, ঘরণী, দোঁহে (দুইজন), আচম্বিত, এথায়, এবে, এড়িল প্রভৃতি শব্দের গদ্য-সাহিত্যে এখন আর কোন স্থান নাই, ইহাদের কোন কোনটির প্রভাব পদ্যসাহিত্যেও অস্তগামী।

শব্দের পরিবর্ত্তন ও অর্থান্তর গ্রহণ।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত "প্রীতি" শব্দ বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালা "পীরিত" শব্দে বোধ হয়, তাহা বুঝায় না। সংস্কৃত 'রাগ' শব্দ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর সময়েও রাগের অর্থ ক্রোধ ছিল না,—গোবিন্দ দাসের কড়চায় * রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ। পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখে যত ভক্তগণ" — * অংশে রাগ শব্দ মূল অর্থ বিচ্যুত হয় নাই, এখন 'রাগ' এবং 'অনুরাগ' বাঙ্গালায় দুই ভিন্নার্থবোধক শব্দ। ভর্ত্তা হইতে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় কেবলমাত্র অর্থদুষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অশ্লীল হইয়াছে। ভাণ্ডারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধনও কুণ্ঠিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তদ্রূপ গৌরবজনক নহে। দেব শব্দ হইতে 'দে' শব্দ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলে 'দে' গণের 'দাস' আখ্যা গ্রহণের ন্যায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্রও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। "মহোৎসব" শব্দের অর্থ বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে; বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। মহোৎসবের ন্যায় বোধ হয় "সঙ্কীর্ত্তন" শব্দও তাঁহাদের দ্বারা সঙ্কুচিতার্থ হইয়াছে।

পূর্ব্বে যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। "খেঁউড়" গানে গালাগালির চূড়ান্ত করা হইত। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নদে ও শান্তিপুর 'খেঁউড়' গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা তাঁহার স্বামী সুন্দরকে বর্দ্ধমানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছেন,— * "নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥"—(ভা, বি)। *

খেঁউড় গান।

কৃষ্ণনগরের পুতুল ও শান্তিপুরের ধুতির বিষয়ও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধামেও তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা হালিসহরনিবাসী নয়ন ভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি— * ("নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিল"—ভক্তি-রত্নাকর, ১০ তরঙ্গ)। * জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের ঢাল, লাহোরী কামান, কাশ্মীরী কুঙ্কুম, মূলতানের হিঙ্গ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষরূপ আদৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত * "কাশ্মীর দেশের ভাল শাল গঙ্গাজলি" * উক্ত পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,—প্রভৃতি নাম ধনের মর্য্যাদাব্যঞ্জক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে নায়করূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত,—আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মানীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক-নায়িকা - সদাগর-কুলোদ্ভব। এখন বণিকসম্প্রদায় য়ুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহভাজন।

শিল্প ও বাণিজ্য।

অন্তঃপুরশিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আনন্দময়ী দেবীর যেরূপ রচনা-পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিত্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাদিগের অন্ততঃ সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়ভাগে আমরা যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে লালা জয়নারায়ণের ভগিনী গঙ্গামণি দেবী এক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও তদ্দেশে বিবাহোপলক্ষ্যে গীত হইয়া থাকে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর নিবাসিনী সুন্দরী দেবী নাম্নী ব্রাহ্মণ রমণী ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জে. লং সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় এই রমণীর নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া হটি বিত্যালঙ্কার এবং কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণের কন্যা দ্রবময়ী দেবী সংস্কৃতের বহু বিভাগে এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, যে ইঁহারা পণ্ডিত সমাজে অধ্যাপকের

স্ত্রী-শিক্ষা।

বিদায় পাইতেন। সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহাদের কথা উল্লিখিত আছে। ইঁহারা প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

যখন রমণীমহলে লেখাপড়ার এতদূর চর্চ্চা হইতেছিল, তখন পুরুষগণের অনেকেই যে সরস্বতীর বরপুত্র হইতে লালায়িত হইবেন, তাঁহাতে আশ্চর্য্য কি! বাঙ্গালা ভাষায় ফার্শী ও সংস্কৃত এই দুই ভাষা মাঝে মাঝে মিশিয়া গিয়াছিল।

সংস্কৃত ও ফার্শী

আমরা রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার সংযোগ চেষ্টা দেখাইয়াছি। সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই দুই উপাদান ভালরূপ মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবি আলাওল প্রভৃতি এই বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; ভারতচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন, * "মানসিংহ পাতসার হইল যে বাণী। উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্দুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেইমত বলিবার পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল॥ * কেবল যবনীমিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, ফার্শী, বাঙ্গালা হিন্দী এই চতুর্বিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়বের ভাষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জীবিত দক্ষমূর্ত্তির ন্যায় উৎকট[১]—যথা, * "শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে মররো রোয়কে। বক্তং বেদং চন্দ্রমা, চু' লালা চে বেমা, ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিমে কাহে শোয়কে।" * এই সময় বহ্বাড়ম্বরময় শিক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টায় নিমন্ত্রিত সভাগৃহ আন্দোলিত হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি ভাবে বিচার করিতেন, জয়নারায়ণ সেন তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক ইহাতে সে সময়ে কি কি পুস্তক পঠিত হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে পাইবেন।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহণে। কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণে॥ তেজসপুঞ্জ সুকিরণ, শুক্লবর্ণ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা-মৃত্তিকা-কোঁটা॥ শুক্ল যজ্ঞোপবীতে,

১. ১৭৭৮ খৃ. অব্দে বিরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় গ্রন্থকার হাল্‌হেড সাহেব লিখিয়াছেন—"At present those persons are thought to speak this compound idiom with the most elegance who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns."

রক্তভোট আসনেতে, বহিতেহি বিচারের ঘটা॥ অনুমান প্রত্যক্ষেতে, পরস্পর সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নানাতর্ক। প্রমাণ কুসুমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্মবলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক॥ পদ পদার্থ বিচারেতে, এক দণ্ড সমাসেতে, কায় কত নিন্দিত ঘটাইয়া। বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া॥ মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে। ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিক লয়ে কাব্যপ্রকাশক উদাহরণেতে॥ নানা ছন্দে শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের। রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি, মাঘ, নৈষধের। পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তনফ ভাবগণে অস্ত-প্রত্যস্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, জানায় সাধু প্রতি সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত দেখি। সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এমত কয়, পাপ-পুণ্যালয় নিরঞ্জন। শত্রু মিত্র ময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্য্যের এ লিখন॥ পড়িলে বিপত্তিকালে, দোষ যদি ঘটে বলে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে। স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা এই, শূলপাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মনু কহে॥"

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দান গ্রহণ করিতেন না, রাজপুত্রগণ এক হস্তে শুক পক্ষী ও অপর হস্তে রসকথাপূর্ণ কাব্য লইয়া বিলাস-কলায় দীক্ষিত হইতেছিলেন,—এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নবভাবে গঠিত হইতেছিল; তাঁহাদের শাস্ত্রকথা ও রসকথাও যে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক ঝাপ্টা বাতাসে থামিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা মনে করেন নাই।

এই স্থলে আমরা সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাচীন মুদ্রা-যন্ত্রের একটি ইতিহাস প্রদান করিব। বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথিতে আমরা মুদ্রিত লিপির নমুনা পাইয়াছি। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন একখানি বাঙ্গালা পুঁথিতে কাষ্ঠের উপর ক্ষোদিত লিপির সাহায্যে কাগজে মুদ্রিত লিপির নমুনা দেখিয়াছি। তদ্দারা মনে হয় সাধারণের মধ্যে মুদ্রিত লিপির প্রচলন না থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় সেইরূপ মুদ্রণকার্য্য মধ্যে মধ্যে হইত। উহা অবশ্যই নিষ্কর্ম্মা লিপিকরের স্বীয় চিত্তবিনোদনের জন্যই সম্পাদিত হইত। সাহেবেরাই আমাদের এ বিষয়ে

বাঙ্গালা প্রাচীন মুদ্রাযন্ত্র।

গুরু। ঢাকার অন্তঃপাতি ভাওয়াল নামক স্থানের ভাষায় বিরচিত বাইবেলের খানিকটা অনুবাদ লিসবন নগরে ১৭৪৩ খৃ. অব্দে মুদ্রিত হয়, ঐ পুস্তকে যে ভূমিকা দৃষ্ট হয় তাহা ১৭৩৪ খৃ. অব্দে লিখিত। লিসবনের বাঙ্গালা মুদ্রা-যন্ত্র যে একখানি বই ছাপাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কিন্তু আপাততঃ এই একখানি পুস্তকই পাওয়া যাইতেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উইলকিন্স্ সাহেব ১৭৭৮ খৃ. অব্দে হুগলীতে একটি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, পঞ্চানন কর্ম্মকার এই মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর খোদাই করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রে সার এলিজা ইম্পের আইনের বঙ্গানুবাদ ও হ্যাল্‌হেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। কিন্তু হুগলীপ্রেস অচিরে বিলুপ্ত হয় এবং শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরি সাহেব পঞ্চাননকে ধরিয়া পুনরায় বাঙ্গালা অক্ষর ঢালাই করিয়া ১৭৯৯ খৃ. অব্দের জুলাই মাসে বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮০০ খৃ. অব্দে রামবসুর প্রতাপাদিত্যচরিত এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত লেখকের নিন্দাবাদপূর্ণ এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। রামবসু তদীয় বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কে প্রতাপাদিত্যচরিতের পাণ্ডুলিপি দেখাইয়াছিলেন এবং উক্ত রাজা কর্তৃক সেই পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছিল। রামবসু নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কেরি সাহেব ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "রামবসুর অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই।" কেরী সাহেব ইঁহার নানা গুণের প্রশংসা করিয়া ইহাও লিখিয়াছেন—"ইঁহার ব্যবহার সৌজন্যপূর্ণ এবং ইঁহার সততা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু কেহ অপকার করিলে ইনি তাহা জীবনে ভুলিতেন না। চিরকাল তাহার শত্রু হইয়া থাকিতেন।" কেরি সাহেবের মুদ্রাযন্ত্র হইতে রামবসুর আরও একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা তৎকৃত "লিপিমালা"। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরীর "কথোপকথন", ১৮০২ খৃ. অব্দে গোলোকনাথের "হিতোপদেশ", ১৮১২ খৃ. অব্দে কেরি কৃত "ইতিহাসমালা" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থখানি ১৮১৩ খৃ. অব্দে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার "প্রবোধচন্দ্রিকা"। মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে মার্সমান সাহেব তৎকৃত শ্রীরামপুরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন:—"ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

১৭৩৪ খৃ.।

১৭৭৮ খৃ.।

১৭৯৯ খৃ.।

পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। ইঁহার বাড়ী উড়িষ্যায় ছিল (মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল) এবং ইনি বিদ্যার জাহাজ[১] স্বরূপ ছিলেন। ইনি ইঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তায় ও সিদ্ধান্তসমূহের সারবত্তায় ডাক্তার জনসনের সঙ্গেই তুলিত হইতে পারেন এবং সেই প্রসিদ্ধ অভিধানকারের মতই ইনি স্থূলদেহ এবং কদাকার ছিলেন। তাঁহার মত সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি আর কাহারও ছিল না এবং তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক কোন অংশে অপর কাহারও রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। কেরি সাহেব ইঁহারই নিকট বাঙ্গালা শিখিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র বাঙ্গালা রচনায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন।” শ্রীরামপুর-কলেজে কেরি ও বঙ্গভাষায় ব্যবহার-শাস্ত্রের গদ্যানুবাদ-প্রণেতা পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের একখানি ছবি আছে।

পঞ্চানন কর্ম্মকার বয়সে প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর কর্ম্মকার অক্ষর ঢালাই কার্য্যে অতঃপর তৎস্থলে সম্পূর্ণরূপে অভিষিক্ত হইলেন। ১৮২৯ খৃ. অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে খুব সুন্দর ছিল না, মাত্রার সমতা ছিল না এবং যুক্তাক্ষরগুলি ছত্রের মধ্যে বিসদৃশ হইয়া থাকিত, রেফ ও ঊর্দ্ধ রেখাগুলির পরিমাণে সামঞ্জস্য ছিল না। কিন্তু ১৮২০ খৃ. অব্দের পর— মনোহরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের পর, বঙ্গাক্ষরের এক নব যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে বাঙ্গালা অক্ষর মূলতঃ ঠিক আধুনিক আকারে পরিণত হইয়াছে। ১৮২৯ খৃ. অব্দের পর ক্রমশঃ অনেকগুলি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে এখানে আলোচনার স্থানাভাব। এই যুগের সাহিত্য এবং যুগ-প্রবর্ত্তক কেরি সাহেব ও তাহার সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে অপরাপর তথ্য যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মৎপ্রণীত ইংরেজী “History of Bengali Language and Literature” এবং বঙ্গসাহিত্যপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করুন। এই পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ লং সাহেবের ক্যাটালোগ মুদ্রিত হইল। তাহাতে ১৮০০ হইতে ১৮৫০ খৃ. অব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তকের তত্ত্ববহুল বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। এই ক্যাটালোগখানি এ যুগের বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান আলোকবর্ত্তিকা। মৎপ্রণীত “Bengali Prose Style” পুস্তকেও এই সময়ের গদ্য সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি

১৮২৯ খৃ.।

১. মূলে “কলোসাস্” শব্দ আছে, বাঙ্গালায় ঐ শব্দের প্রতিশব্দ দিলে ভালরূপ অর্থবোধ হইবে না, এই জন্য তৎস্থলে আমাদের দেশে প্রচলিত ঐ ভাবের অর্থ-জ্ঞাপক একটি সহজ-বোধ্য শব্দ দিলাম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় ১৮০০-১৮২৫ খৃ. পর্য্যন্ত (২৫ বৎসরের) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-সম্বলিত একখানি ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ইংরেজী পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এবং প্রিয়রঞ্জন সেনও বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। প্রিয়রঞ্জনের পুস্তকখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে।

ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি ও নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্যসাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, ইহা ভাবী শুভযুগের পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর ঊর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমৎকৃত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কিত না হয়! আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে ভবিষ্যতে নবভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, নব-আশা-দৃপ্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব, আশা রহিল।

নবভাবের সূচনা।

বঙ্গসাহিত্যের আদিস্থান

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গই বঙ্গসাহিত্যের আদি তীর্থ। আমরা প্রাচীনতম মহাভারত (সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত) পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাইয়াছি— তাঁহাদের পরে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, রাজেন্দ্র দাস, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি এক গোষ্ঠী ষোড়শ শতাব্দীর ভারতের অনুবাদকের গ্রন্থও পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে —ইঁহাদের অধিকাংশেরই পরে নিত্যানন্দ ঘোষ ও কাশীরাম দাস রাঢ় অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু দীপ জ্বালাইয়া বহুকাল এদেশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল—পূর্ব্ববঙ্গ। রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাসের বাড়ী ফুলিয়া, এই গ্রাম নদীয়া জেলায়, কিন্তু সে সময়ে ইহা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ছিল। কৃত্তিবাসের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াছিল, তাঁহার গুরুর নিবাস ছিল বড় গঙ্গার পাড়ে—অর্থাৎ পদ্মার তীরে এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই

আসিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরে বহু সংখ্যক পূর্ব্ববঙ্গের কবি রামায়ণের অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, ভবানী দাস, শিবচন্দ্র সেন, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবি শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে আলো সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঢ়ে প্রবেশ করিয়া তদ্দেশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিল; সপ্তদশ শতাব্দীতে বুদ্ধের অবতার রামানন্দ ঘোষ, রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন এবং আরও পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ় হইতে রামমোহন তাঁহাদের সুললিত রাম-চরিত আমাদিগকে দান করিয়াছেন।

কিন্তু মনসা দেবীর নামাঙ্কিত সাহিত্যের প্রায় সমস্তটাই পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কানা হরিদত্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজকীয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কিছু পরে বংশীদাস ও তাঁহার বিদূষী হতভাগিনী কন্যা চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন (১৫৭৫ খৃ.)। ষোড়শ শতাব্দীতে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, রায় বিনোদ, বৈদ্যজগন্নাথ, জীবন মৈত্রেয় (রাজশাহীবাসী) প্রভৃতি শত শত কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন,—প্রায় প্রতি বৎসরই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবি আবিষ্কৃত হইতেছেন পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীতে একমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কমললোচন ও জনার্দ্দন প্রায় কানা হরিদত্তের সমকালীন কবি। কবিকঙ্কণের কিছু পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব বলা যাইতে পারে, যদিও কবির বাসস্থান ত্রিবেণীর তীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তখনও পশ্চিম-বঙ্গে "চণ্ডীপূজা" পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই।

আলো-মণ্ডলের কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্য, আলোর আদি খুঁজিতে গেলে যেরূপ পূর্ব্বদিকেই মুখ ফিরাইতে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যের আদি খুঁজিতে সেইরূপ পূর্ব্ব-বঙ্গেই, আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের পালা গান এখন জগৎ-প্রসিদ্ধ, কবিত্বে ও সাহিত্যিক আদর্শ গঠনে পূর্ব্ববঙ্গের কৃতিত্ব এই সকল পল্লীগীতিকায় বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে পাল-রাজাদের মহিমা-জ্ঞাপক গীতি প্রচলিত ছিল, অনেক তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরা, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ও রাজন্যবর্গের গীতি এক সময় প্রজাপুঞ্জের অবকাশ-রঞ্জনের অবলম্বন ছিল। এখনও

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শত শত লোক দলবদ্ধভাবে প্রাচীন গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

চৈতন্যদেব বঙ্গদেশেরই লোক, তাঁহার পিতামাতা শ্রীহট্টবাসী; তাঁহার ভক্তবৃন্দ, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অনেকেই শ্রীহট্টবাসী। তাঁহার ভক্তাগ্রগণ্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (যাঁহাকে তিনি পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন), চৈতন্যবল্লভ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত—চট্টলবাসী। যশোহরে হরিদাসের জন্ম। সুতরাং চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীহট্টের লোক, তাঁহার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ই শ্রীহট্টবাসী এবং শ্রীহট্ট, চট্টল প্রভৃতি বঙ্গদেশের একগোষ্ঠী লোক লইয়া তিনি ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য নিজে শ্রীহট্টের লাউড় নগরবাসী।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার ভক্তবৃন্দ লৌকিক গানগুলির প্রতি বিরূপ হইলেন। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির প্রতি বৃন্দাবন দাস তাহার ভাগবতে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন; সেই হইতে লৌকিক গানগুলি বঙ্গদেশে নিবিয়া গেল। মহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বীরভূমের চণ্ডীদাস নবশক্তি লাভ করিয়া রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা পাইলেন। পূবের আলো নিবিয়া গেল, তদবধি পশ্চিম দিগ্বলয় নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

হিমালয় যেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে শির উত্তোলন করিয়াছিল, সেদিন শত শত নদ নদী তাহার অঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত সবুজ শস্যের আভরণে ভূষিত করিয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনসাম্রাজ্য, তাতার ও তুর্কিস্থানের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ তখন হইতে টুটিয়া গেল, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে পূর্ব্ববঙ্গের মঙ্গল ও গীতি সাহিত্যের শুভদিন অন্তর্হিত হইল—পূর্ব্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া এদেশ পশ্চিমাগত খোল ও করতাল বাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি-বন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল; মহাপ্রভুর পিতৃভূমি শ্রীহট্ট, জন্মভূমি নবদ্বীপ ও পূর্ব্বপুরুষের নিবাস কটক জাজপুর,—সুতরাং তিনি বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যাকে তাঁহার স্বর্গীয় সুরে আকৃষ্ট করিলেন। বঙ্গসাহিত্যের এত ব্যাপক প্রসার ও এই ব্যাপক সাহিত্যের গৌরব আমরা করিতে পারিতাম না যদি শুধু পশ্চিমবঙ্গ ইঁহাদের লীলাভূমি হইত।

পরিশিষ্ট

বঙ্গদেশে সম্প্রতি যে অপূর্ব্ব কবিত্বখনি পল্লীগাথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশ ভাবজগতে দ্বিতীয় গোলকুণ্ডার স্থান অধিকার করিবে। য়ুরোপের মণীষিবৃন্দ বঙ্গীয় অশিক্ষিত কৃষকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং কবিত্বের মাদকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। জগতের আর কোন দেশের কৃষক কবি এরূপ উচ্চাঙ্গের কাব্য-শিল্পের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

এই পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে "মহুয়া", "মঞ্জুর মা" ও "ধোপার পাট," "কাজলরেখা," "শ্যামরায়" প্রভৃতি কয়েকটি এমন পালা-গান আছে, যাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেগুলির মধ্যে এরূপ লক্ষণ আছে—যাহা চণ্ডীদাসের যুগচিহ্নাঙ্কিত।

কিন্তু পল্লীগীতিকায় বৈষ্ণবপ্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে—কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই; দুশ্চর তপস্যা আছে—কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এক কথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই। পল্লীগীতিকার প্রেম বিরাট্ আকাশের নীচে, নীলবনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্পরঞ্জিত বন্যবীথিতে কংস, ধনু প্রভৃতি প্রবল নদ-সৈকতে স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নারীর প্রেম, ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে। তথাপি এই প্রেম [illegible]র অতি সন্নিহিত—ইহাতে যেটুকু বাকী ছিল, বৈষ্ণবেরা তাহা পূরণ [illegible]য়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতায় ললিতছন্দ, অপূর্ব্ব শব্দমাধুর্য্য, শিল্পীর কৌশলযুক্ত গাঁথুনি— ব[illegible] শিক্ষালব্ধ গুণ নিরক্ষর পল্লীকবি কোথায় পাইবে? পল্লীকবির ভাষা [illegible]ত—কিন্তু অতি সরল, তাহার ছন্দোহীন রচনা কবিত্বে ভরপুর। এই পল্লী নিরক্ষর কবি—অভিমানের পাদপীঠে বসিয়া—আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় ব[illegible] কথাই—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—জগজ্জয়ী কথা—বলিয়া ঘোষণা করে প্রা[illegible] নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাহাদের অনুমাত্র ছিল না। তাহারা যে পল্[illegible] আঁকিয়াছে—তাহাতে তুচ্ছ করিবার কিছু নাই। তাহা বাঙ্গালী হই[illegible] যত বড় করিয়া দেখাইয়াছে তদ্রূপ বড় করিবার সম্পদ্ বাঙ্গালার হাটে তা[illegible]য়া নাই। এই গীতগুলি বাঙ্গালী জাতির চির-গৌরব। ইহাতে গীতি[illegible]দেশের যে পরিচয় আছে, সেরূপ পরিচয় আর কিছুতে নাই।

কতকগুলি পালাগানের কথার সঙ্গে চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদাবলীর শব্দসম্পদের আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। যথা :—ধোপার পাটে (১২।৩০) "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি আর ছলাতে কাটে", চণ্ডীদাসের "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি সময় পাইলে কাটে"—এ দুই একেবারে অনুরূপ। ধোপার পাটের "তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম" চণ্ডীদাসের "তোমার চরণে বঁধু শতেক পরণাম। তোমার চরণে বঁধু লিখ আমার নাম" এ উভয়ও আক্ষরিক ভাবে মিলিয়া যাইতেছে। ঐ পালাগানটির "ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন" (২।৪), চণ্ডীদাসের "ঘর করলাম বাহির, বাহির কৈলাম ঘর। পর করলাম আপন আপন কৈনু পর।" এবং ধোপার পাটের "কাট্যা গ্যাছে কাল মেঘ চাঁদের উদয়। এই পথে যাইতে গেলে কুল-মানের ভয়॥" এবং চণ্ডীদাসের "কহিও বঁধুরে সখি কহিও বন্ধুরে। গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে।" প্রভৃতিও প্রায় একরূপ। জ্ঞানদাসের "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী—অবনী বহিয়া যায়", ইহার সঙ্গে পালাগানের অনেক ছত্রের মিল দেখা যায়। (পল্লী-গীতিকা দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড—ভেলুয়া ৯।১২ এবং দেওয়ান ভাবনা ২।১২ দ্রষ্টব্য।) "ফুল যদি হৈতারে বন্ধু ফুল হৈতা তুমি। কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইরা বানতাম বেণী"—মহুয়া (৮।২২) পদের সঙ্গে লোচনদাসের "ফুল নও যে, কেশের করি বেশ" মিলিয়া যাইতেছে। শ্যামলকুন্তলা বঙ্গভূমির চির-সুন্দর মৃদু-মলয়-কম্পিত ধান্য-শীর্ষ-পরিপূরিত নদী-সৈকতে রাখাল বালকের যে সুমধুর মর্ম্ম-স্পর্শী বাঁশীর স্বর ভাসিয়া যায়—যে স্বরের আদি উৎস—প্রেমের কথায়, ও পরিণতি প্রেমের আধ্যাত্মিকতায়—সেই বঙ্গ-পল্লীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ্ বাঁশীর গানের কথা অপূর্ব্ব উন্মাদনাজনিত উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়া মহিষাল বঁধুর পত্রে পত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে—অনুরূপ কথা চণ্ডীদাসের যে কত পদে আছে—তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ধোপার পাটের নায়ক রাজকুমার তাঁহার প্রেমিকার সঙ্কেতে গৃহের আঙ্গিনায় আসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন, নায়িকা গুরুজনের ভয়ে বাহির হইতে না পারিয়া যে বিলাপোক্তি করিতেছেন, তাহার মাধুর্য্যমিশ্র কারুণ্য চণ্ডীদাসের "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে। আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে॥" প্রভৃতি পদ স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দিবে, পল্লীকবি যেন চণ্ডীদাসের ভাষ্য করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদের অনেক কবিত্বপূর্ণ ছত্রের সঙ্গে এই সকল পালা-

পানের কথার অবিসম্বাদিত নৈকট্য পাঠকের নিকট স্পষ্ট হইবে। ধোপার পাট, মহুয়া ও মহিষাল বন্ধু প্রভৃতি কতকগুলি পালাগানে এই নৈকট্য বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু যাঁহারা পল্লীগানগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন বৈষ্ণবপ্রভাব ঐ সকল গাথায় একবারে নাই। বৈষ্ণবেরা নরজগতের প্রেম-লীলা,—যাহা পল্লী-গীতিকার প্রতিপাদ্য বিষয়,—তাহাই আর এক ধাপ উপরে চড়াইয়া আধ্যাত্মিকতায় পৌছাইয়া দিয়াছেন। পল্লীগাথার ভাষা ও ভাব স্বতন্ত্র, তাহাতে বৈষ্ণবগণের অনুকরণ আদৌ নাই।

কিন্তু তাহা হইলে ভাব ও ভাষার এই নিগূঢ় ঐক্যের কারণ কি, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিতে পারে।

পল্লীগাথার প্রেমের আদর্শটা কি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে-নগরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রেমের জন্য অসাধ্য সাধন হইতেছিল—চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন "সহজ সহজ সবাই বলয়ে"—অর্থাৎ তাঁহার সময়ে নরনারীর অবাধ প্রেম সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। পল্লীগানে যে স্বার্থশূন্য, পাপলেশ-বিরহিত, অতুল্য, জীবন-পণ ভালবাসার কথা লিখিত হইয়াছে—তাহা ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব স্বরূপ সহজিয়ারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই প্রেমের বিচিত্র লীলা জ্ঞাপক কোমল ভাষা বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পল্লীপ্রকৃতির বেল যুথি জাতি যেরূপ একটা বিশিষ্ট সম্পদ্, পল্লীগাথার কোমল শব্দগুলিও সেইরূপ আর একটি সম্পদ্। দাম্পত্য গৃহের নিভৃত নিকেতনে, জনকজননীকৃত শিশুদের আদর আপ্যায়নে, অভিসারিকার মৃদু প্রেম-আলাপনে, খণ্ডিতার অভিমানজাত ক্ষুব্ধ আহত প্রেমের উচ্ছ্বাসে—শত শত প্রকারে এই কোমলকান্ত পদাবলী বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই পদাবলী রমণীরা কথায় কথায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে পল্লীকবি ও পদকর্ত্তা উভয়েই তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্যই এই আশ্চর্য্য ঐক্য। বঙ্গদেশের প্রেম-সাধনা যে কিরূপ ব্যাপ্তি ও প্রসারলাভ করিয়াছিল—তাহা এই পল্লীগাথাগুলি বিশেষভাবে প্রমাণ করিবে। সেই তপস্যাজাত নিঃস্বার্থ আত্ম-সমর্পণের প্রচেষ্টা হইতে শত শত কথা—বায়ু-তাড়িত শত শত কুসুমের ন্যায়—বঙ্গের গৃহে-গৃহে, কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পল্লীগীতিরচক ও বৈষ্ণব কবি সেই স্বদেশী উপাদান হইতে তাঁহাদের কাব্যকথা আহরণ করিয়াছিলেন। এই

জন্য তাঁহাদের রচনায় এই ঐক্য—ইহারা কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের কবিতার সঙ্গে পল্লীর যেরূপ যোগ দৃষ্ট হয়—সেরূপ অন্য কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার লেখায় আমরা প্রেমের অপূর্ব্ব সাধনা যেরূপ পাইয়া থাকি—পল্লীজীবনের সঙ্গে তেমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও সহজে আবিষ্কার করিতে পারি। পল্লীঅন্তরঙ্গতার দরুণ পল্লীগাথার সঙ্গে তাঁহার ভাব ও ভাষার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পল্লী কবিরা পল্লীর কথায়, পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে প্রেমের দেবতাকে উদ্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস পল্লীর কাব্য-উপাদান সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া পল্লী-প্রাচীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পল্লীর প্রাণেশ্বর তাঁহার নিকট জগদীশ্বর হইয়াছেন। গৃহস্বামী, হৃদয়স্বামী তাঁহার কাছে—সার্ব্বভৌম জগদেকাবলম্বন,—নিখিলবিশ্বের স্বামী হইয়াছেন। এই জন্য পল্লীগাথার আদর্শ যেখানে শেষ হইয়াছে—চণ্ডীদাসের আদর্শ সেই থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগাথার প্রেম সুরধুনী, বৈষ্ণব পদের প্রেম মন্দাকিনী। পল্লীগাথার কথা দেশ বিদেশে—বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে, য়ুরোপে ও জাপানে সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ার যোগ্য; কারণ তাহাতে মানুষেরই কথা আছে—দৈব লীলা নাই। যেখানে মানুষের হৃদয় আছে সেইখানেই পল্লীগাথা ঘা দিবে। এরূপ ত্যাগ, এরূপ বিশুদ্ধ উৎসর্গ সকলের হৃদয়ই মুগ্ধ করিবার সাধ্য রাখে। কিন্তু বৈষ্ণব পদ হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে,—জনকোলাহল হইতে বহুদূরে স্থিত সমাহিত ভক্তি ও প্রেমের মন্দিরে আদৃত হইবে। চৈতন্যের কৃপায় এই সমস্ত বঙ্গদেশটা তেমনই একটা মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্ব দেবতা জগতের সর্ব্বত্রই নীতির নিয়ন্তা; একমাত্র ভারতবর্ষে, বিশেষ বঙ্গদেশে—এদেশের বহু সুকৃতির ফলে—তিনি লীলাময়। সেই লীলামাধুর্য্য বুঝিতে তথাকথিত সভ্যদেশের লোকেরা এখনও অনভ্যস্ত। পল্লীগাথায় ভগবানের লীলার আভাস কোনস্থানেই পাওয়া যায় না; অতি তুচ্ছ বৈষ্ণব কবিতায়ও তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র এই কারণেই আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি পল্লীগাথা ও বৈষ্ণবপদ—নানা কথার ঐক্য সত্ত্বেও—দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ এবং পল্লীগাথা বৈষ্ণবগণ্ডীর বাহিরে ও বৈষ্ণব প্রভাব বর্জ্জিত।

ময়নামতীর গানে আমরা দেখিতে পাই—রাণী অদুনা চুল বাঁধিতেছেন। একবার বেণী বাঁধিবার এমনই কৌশল দেখাইলেন, যে তাহাতে পূজারী ব্রাহ্মণের

ছবি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেই চুল-বাঁধা পছন্দ হইল না। তখন আবার চুল বাঁধিতে বসিলেন, তাহাতে ক্রীড়াশীল শিশুদের মূর্ত্তি প্রকাশ হইল, আর একবার চুলের সজ্জায় বিকশিত কুসুম ও গুঞ্জরণশীল ভ্রমর পংক্তি দেখাইয়া দিলেন, এইভাবে চিত্রকরের ছবি আঁকার মত কতবার যে আঁকিয়া মুছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু ময়নামতীর গানে নহে, পালাগানের কোন কোনটিতে ও কোন কোন মনসামঙ্গলেও আমরা এইভাবে চুল-বাঁধার ছবি দেখিতে পাই। অতুনা রাণী শাড়ী পরিতেছেন, প্রথম পড়িলেন নীলাম্বরী,—নীলাভ নক্ষত্র-খচিত কৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় স্বর্ণ-খচিত নীলাম্বরী ঝলমল করিয়া উঠিল—তার পরে মেঘ-ডুম্বুর,—তাহা একবারে গাঢ় কৃষ্ণ,—ইহাও পছন্দ হইল না, তখন পরিলেন গঙ্গাজলী,—একবারে হরিদ্বারের নির্ম্মল শুভ্র গঙ্গাধারাকে জয় করিয়া সেই শাড়ীর স্বচ্ছতা প্রকাশ পাইল,—এইরূপ করিয়া কতবার পেটিকা খুলিলেন এবং কত প্রকার দুর্লভ ও মহামূল্য শাড়ী বাহির করিয়া কোনটি ঠিক তাঁহার শ্রীঅঙ্গের উপযোগী তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ শাড়ীর বিচার আমরা অনেক পালাগানে পাইতেছি—বৈষ্ণব কবিতায় যদুনন্দন দাসের গোবিন্দ-লীলামৃতে রাধিকার পরিচ্ছদ পরিধান উপলক্ষ্যে এই বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখিতে পাইতেছি।

সুতরাং মনে হয়, নারীগণের পেটিকার বহু শাড়ীর ন্যায় এবং চুল বাঁধিবার নানা কৌশলের মত,—বাঙ্গালার পল্লীভাষার ভাণ্ডারে, এরূপ সকল নির্দ্দিষ্ট সাজানো কথা ছিল যে কবিগণ পুনঃ পুনঃ যথাসময়ে তাহাদের সাহায্য লইয়া তাঁহাদের নায়িকাগণের ছবি আঁকিয়াছেন; এইভাবে বেশ-বিন্যাস ও চুল-বাঁধা হইতে সুরু করিয়া বিবাহের ঘটকালী ও বঙ্গনারীর পুকুরঘাটে স্নান প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঘরে ঘরে কতগুলি সাজানো কথা ছিল। যে কোন পল্লীকবি পালাগান রচনা করিতে বসিতেন, এই জাতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তিনি ভাষায় এই চলিত কাব্য-কথাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না।

সুতরাং পল্লীকবি ও বৈষ্ণবেরা—একই কথা-ভাণ্ডার হইতে বাঙ্গালার পল্লীসম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়াছেন। কি চট্টগ্রাম, কি শ্রীহট্ট, কি ময়মনসিংহ, কি রাঢ়, কি বঙ্গ—সমস্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাদেশিক রূপ থাকা সত্ত্বেও—রচনাভঙ্গীতে এবং ভাবের ঐক্যে বাঙ্গালাভাষা একটা বিস্তৃত মহাদেশের সাধারণ ভাষা ছিল। আমরা সংক্ষেপে পালাগানগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

মহুয়া, ধোপার পাট, মঞ্জুর মা, শ্যামরায়, আঁধা বঁধু, প্রভৃতি কয়েকটি গীতিকা

একপংক্তিতে স্থান পাইবে—ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে একটা নাট্যকৌশল আছে। কবিগণ বাদসাদ দিয়া শুধু সেই সকল ঘটনা ও দৃশ্য আনয়ন করিয়াছেন, যাহাতে কাব্যকথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পর পর ঘটনার বিবৃতিতে নাট্যকলা প্রস্ফুট হইয়াছে, বর্ণনীয় বিষয় মনোজ্ঞ হইয়াছে ও চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঝড় যেমন ফুলের কুঁড়িটি উড়াইয়া লইয়া যায়, মহুয়া, কাঞ্চনমালা ও মঞ্জুর মা—এই তিন পরম সুন্দরী রমণীকে ঘটনার আবর্ত্ত তেমনই জোরের সহিত তাহাদের অদৃষ্টের পথে লইয়া গিয়াছে। বেদের মেয়ের সংযম অসাধারণ—যে ব্রাহ্মণ কুমারের জন্য সে আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মৃত্যুর মুখে পতনোন্মুখ—সে তাহারই ইষ্ট স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ ধরা দেয় নাই। সে ভাবিয়াছিল তাহার প্রতি ভালবাসা রাজকুমারের একটা খেয়াল মাত্র। এই খেয়ালের প্রশ্রয় দিলে রাজকুমার বিপদের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিবেন, অথচ যেদিন তাঁহার চোখে খেয়ালের ঘোর কাটিয়া যাইবে—সেদিন তিনি দেখিতে পাইবেন, তিনি জাতিছাড়া—সম্পত্তিহারা ফকির সাজিয়াছেন। রাজকুমারের ইষ্ট স্মরণ করিয়া বেদের বালিকা স্বীয় হৃদয়ের অসীমপ্রেম সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেদিন বুঝিল তাঁহার প্রেম খেয়াল নহে, তাহা প্রকৃতই মণি—কাচ নহে, পিত্তল নহে, খাঁটি সোনা—সে দিন স্ফূর্ত্তির সহিত বেদের বালিকা পাহাড়িয়া ঘোড়ায় চড়িয়া—অসীম ও জটিল বন্যপথে ছুটিয়া চলিল। চন্দ্রালোকিত নদীতীরে প্রেমিক প্রেমিকার মিলন কি মধুর, শেষরাত্রে উভয়ের ঘোটকারোহণে পলায়ন কি নির্ভীক! ঝরণার জল পান করিয়া রক্ত পুষ্পারণ্যে যখন প্রেমিকযুগল কংস নদের তীরে ঘুরিতেছে—তখন বিশ্বের সমস্ত কাব্য-সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে যেন আশ্রয় করিয়াছে। মহুয়া ভুজঙ্গজড়িত পদ্মলতার ন্যায় বিপৎকালে কি ভীষণ! স্বামীকে কাঁধে রাখিয়া পার্ব্বত্যপথে মহুয়ার আনন্দ যাত্রা, সতীদেহবাহী মহাদেবের নৃত্য হইতেও অধিক বিস্ময়কর। কি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সে বণিকের জাহাজ পরশুর আঘাতে দীর্ণবিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলিতেছে! বণিকের মুখর ও চঞ্চল প্রেমের বাচালতার উত্তর না দিয়া সে কি অপূর্ব্ব চাণক্যনীতি অবলম্বন করিয়া পান সাজিতে বসিয়া গিয়াছে! মৃত্যুকালে পিতার নিকট সে প্রেমের কথা কি নির্ভীক কি তেজস্বী ও কি করুণ ভাবের উত্তর দিয়াছে! এক মহীয়সী রমণীর চরিত্র নানাগুণে বিস্ময়কর। যেখানে বিপদ্ সেইখানেই তাহার উদ্ভাবনী শক্তি। সে ব্রাহ্মণ কন্যা শুদ্ধা একব্রতা; সে বেদিয়ার পালিত কন্যা—এই জন্য সে বনে

বনে বন্য-মার্জ্জারের ন্যায় ক্ষিপ্র, বিপদে বন্যব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ,—হায়! আমাদের গৃহে গৃহে এইরূপ কোমল ব্রততী অথচ এরূপ প্রলয় মেঘের বিদ্যুৎ কবে আবির্ভূত হইবে? মহুয়ার মত রমণী বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। সে যেমনই অরণ্যজীবনের উপযোগী তেমনই গৃহিণীর গুণপণায় অভ্যস্ত। এই বন্য সীমন্তিনীর গৃহস্থালীও আমাদিগকে কম চমৎকৃত করে না—নদের চাঁদকে ভাত খাইতে দিতে না পারিয়া ভাঙ্গা মন্দিরে বসিয়া সে যে দুঃখাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের কোমলতা সুব্যক্ত। স্বামী যখন বাজারে যাইতেছে, তখন মহুয়া তাহার কানে কানে তাহার জন্য নথ আনিতে বলিয়া দিতেছে—স্বামী যে দিন পীড়িত সে দিন মহুয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে—যেদিন নদের চাঁদের গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে সে দিন মহুয়া তাহার আরোগ্য কামনায় দেবতার নিকট কালা ও ধলা ছাগ মানৎ করিতেছে। একদিকে বন্য, উদ্দাম তেজে ভরা একটা বিদ্যুৎ; অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা ও সারল্য;—দুর্ল্লভ। এই মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা, উজ্জ্বলরূপা দাক্ষায়ণী সতী—এই পরদুঃখকাতরা অন্নপূর্ণার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে কেন অপর কোন সাহিত্যেও সহজে মিলিবে না।

কিন্তু এই পালার গৌরব এক মহুয়া বা নদের চাঁদের চরিত্রেই শেষ হইয়া যায় নাই। পটক্ষেপ না হইতেই আর একটি নিরাভরণা অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী, দেবতার ন্যায় পরদুঃখকাতরা রমণীর ছবি আমরা এই বিয়োগান্ত রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই! সেই নিঝুম বনপ্রদেশে সকলে নির্জ্জন সমাধিটি ফেলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পালঙ্ক একটি পুষ্পিতা লতিকার ন্যায় সমাধিটিকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়া গেল। তাহার অশ্রুবিন্দু শরৎ-শেফালীর ন্যায় সেই সমাধির উপর নীরবে বর্ষিত হইত—সে একা একা গান গাহিত;—"নিষ্ঠুর বেদেরা আর তোমার অনুসরণ করিবে না, এবার জাগিয়া উঠিয়া তোমাদের প্রেমলীলার অভিনয় কর, দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি, আমি তোমাদের জন্য যে ফুলের চারা রোপণ করিয়াছি, তাহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে,—সেই ফুলের মালা তোমাদিগকে পরাইয়া চক্ষু জুড়াইব।" এই বিয়োগান্ত গীতিনাট্যের মর্ম্মবিদারক শেষ দৃশ্যে এই মহিয়সী মহিলার রূপ আমাদিগের হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় ভাগে 'ধোপার পাট' অনেকটা 'মহুয়ার' মতই গল্পের আঁট সাট বাঁধুনীতে ও একান্ত বাহুল্য-বর্জ্জিত কলানৈপুণ্যে নাট্য-শ্রী পরিশোভিত হইয়াছে।

মহুয়া ধোপার পাটের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং ধোপার পাট চণ্ডীদাসের সমকালিক কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান হয়—যেহেতু ধোপার পাটের ভাষা ও ভাব চণ্ডীদাসের যুগের বেশী নিকটবর্ত্তী ও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রথম অধ্যায় পাঠ করিবার সময় আশঙ্কা হয়, বুঝি পল্লীকবি শ্লীলতার সীমা কতকটা অতিক্রম করিলেন। কিন্তু এই কবিগণের নৈতিক আদর্শ এত উচ্চ যে ক্ষিপ্রগামী জেলে ডিঙ্গির নাবিকের ক্ষেপণী যেরূপ ডুবন্তপ্রায় নৌকাকে অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, এই সকল পল্লীকবিরাও শ্লীলতার বাঁধ অতিক্রম করিতে করিতে যেন অসামান্য সংযমের দ্বারা লেখনীকে সাবধান করিয়া নির্ম্মল রসধারা রক্ষা করিয়া থাকেন।

ধোপার পাটের কাঞ্চনমালা আশঙ্কার সহিত—ভয়ের সহিত দুর্গম প্রেমপথে অগ্রসর হইতেছেন। একদিকে দেখিতে পাই রাজকুমারের নির্ভীক সংযমহীন উদ্দাম চরিত্র। তিনি রাজার পুত্র, জীবনে তাঁহার কোন ইচ্ছাই বাধা মানে নাই; তাঁহার প্রবৃত্তিগুলি দুরন্ত বন্য ঘোটকের মত পথ বিপথ না মানিয়া—ভবিষ্যৎ গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়াছে—তাহা রাশ মানে নাই, তাঁহার দুর্নিবার-গতি প্রবৃত্তির মুখ বল্গা দিয়া ফিরান যায় না। অন্যদিকে ভীরু বালিকার দ্বিধাপূর্ণ পদক্ষেপ—ভয়শঙ্কিত গতি, শঙ্কা-চকিতদৃষ্টি,—যাহাকে পাওয়া তাঁহার পক্ষে শিশুর চাঁদ ধরা অপেক্ষাও অসম্ভব, সেই অসম্ভব সুখ হাতের-মুঠোর মধ্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও বালিকার বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছে। বালিকার এই সংযত অথচ দুরাশাপূর্ণ প্রেম আধ্যাত্মিক নিগূঢ় রসের ভাষায় মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজকুমার ও ধোপার মেয়ে গৃহত্যাগী হইলেন। মন্থরগামিনী, দ্বিধাচকিতা—শরাহতা হরিণীর মত গৃহত্যাগ-দুঃখকাতরা বালিকার নৈশ-পর্য্যটন কি সুন্দর! কি করুণ! বালিকা বলিতেছে—কাল প্রাতে সূর্য্য উঠিবে, কিন্তু আমাদের পল্লী-তরুরাজির শীর্ষ আলোকিত করিয়া সূর্য্যোদয় যেমন দেখিতাম—আর তেমনটি দেখিব না। খোয়াই নদীকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিয়াছি। পল্লীর আত্মীয়গণের সঙ্গে শেষ আলাপ করিয়া আসিয়াছি, তাদের সঙ্গে সুখ-সম্পর্কের বাঁধন চিরতরে ছিঁড়িয়া আসিয়াছি। পিতামাতার কথা ভাবিতে কতবার কাঞ্চন প্রাণাধিক রাজকুমারের স্বর্গীয় সঙ্গলাভ করিয়াও কাঁদিয়া উঠিতেছে।

রাজকুমারের খেয়াল বড়লোকের সখের মতই ; সহসা জ্বলিয়া উঠে এবং সহসা নিবিয়া যায়। উহা খড়ের আগুনের মত, অতি ঘটা করিয়া প্রকাশ পায় এবং শেষে ছাই হইয়া ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেও দেরী হয় না। কুক্ষণে কাঞ্চন রুক্মিণীর কাছে নিজ পরিচয় দিয়াছিল—যে কুমার একদিন ধোপার মেয়ের ধোওয়া কাপড়ে তাহার পাঁচটি আঙ্গুলের সুগন্ধি দাগ দেখিয়া ভ্রমরের মত মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ভ্রমরের মতই কাঞ্চনপুষ্পটিকে ছাড়িয়া রুক্মিণীপুষ্পে আকৃষ্ট হইলেন।

তারপর কি নিদারুণ নৈরাশ্যের ইতিহাস—সে করুণ বারমাসী পাঠ করিতে পাঠকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। হতভাগিনী তখনও দুরাশা ছাড়ে নাই—রাজকুমার আমার জন্য কত হীরা মণি লইয়া আসিবেন, দরিদ্র আমি তাহার প্রতিদানে কি দিব ? আমার দুটি চোখের জলের দাম দিয়া কিনিয়া লইব। এক একটি মাস তাঁহার মন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ করিয়া, তাহার হৃদয় দাগিয়া দিয়া চলিয়া গেল, বার মাস অতিবাহিত হইল—তের মাসের শেষের দিনে কাঞ্চন নিজগৃহের প্রদীপটি ফুৎকারে নিবাইয়া অন্ধকারে নিজেকে ঢাকা দিলেন।

তারপর তমসাগাজির বাড়ীর দৃশ্য,—সেখানকার এত স্নেহ যত্ন পাইয়াও বালিকার হৃদয়ের হারানো স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল না। ছিন্নবৃন্ত কুসুমের কাছে মৃদু সমীরের স্নেহকথা, বা অরুণ কিরণের উষ্ণত্ব নিষ্ফল। তমসাগাজির পর্য্যটন বৃত্তান্তটি অল্প কথায় কৌতূহলপ্রদ ও বিচিত্র, সেই প্রসঙ্গে হঠাৎ বালিকা যখন তাহার শোকার্ত্ত পিতার কথা শুনিল, তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া তমসাগাজির পায়ে ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বিরহ-বিধুরার করুণ শেষ দৃশ্য মর্ম্মান্তিক, নদীর জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য সে গিয়াছে—তাহার তৎকালীন জীবনের চূড়ান্ত সুখ রাজকুমারের শেষ দর্শন সে পাইয়াছে—আর তার কোন সাধ নাই। সে রাজকুমার ও রুক্মিণীর মিলনদৃশ্য দেখিয়াছে, একদিকে রাজপুত্র অপরদিকে রাজকন্যা, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যার মিলন—ধোপার মেয়ে হইয়া রাজরাণী হওয়ার আশা বৃথা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস বৃথা, গোবরের পোকা হইয়া পদ্মের আশা বৃথা। সে মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রার্থনা করিতেছে—তাহার মৃত্যুর কথা যেন রাজকুমার না শোনেন। নবসুখোন্মত্ত কুমারের চিত্তে কাঞ্চনের মৃত্যুসংবাদ হয়ত সামান্য একটু বিষাদ আনিতে পারে,—সে দুঃখটুকুও কাঞ্চন তাঁহাকে দিতে অনিচ্ছুক, এজন্য সে বায়ুকে ডাকিয়া বলিতেছে 'চুপ'—নদীর

তরঙ্গকে ডাকিয়া বলিতেছে 'চুপ'—নদীর ধারে রাজকুমার যে এক সময় কাঞ্চনের জন্য পুষ্পশয্যা করিতেন, তাহার দাগ এখনও আছে, বংশীর স্বরে তাহাকে ডাকিয়া আনিতেন—স্বর্ণপালঙ্কে অভ্যস্ত কুমার তাহার প্রেমে মাটীর উপর পাতার বিছানা এক সময়েও লোভনীয় মনে করিতেন, সারারাত্রি জাগরণের পর কাঁচা ঘুমে তিনি উঠিয়া যাইতেন. কাঞ্চন প্রভাতকালের ঘুমটুকু ভাঙ্গাইয়া তাহার কাছে বিদায় লইতে বাধ্য হইত, সেই শত অতীতের কথা মনে করিয়া কাঞ্চন একটিবার চোখের জল মুছিল, একটিবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর শত তরঙ্গোত্থিত বুদ্বুদের ন্যায় আপনি একটি বুদ্বুদ নদীনীরে মিশিয়া গেল। এক একটি ছোট ছোট অধ্যায়ে এক একটি চিত্র সম্পূর্ণ, কাঞ্চনের পিতার উপদেশগুলি পলোনিয়াসের উপদেশের মত—অল্প কথায় বহুদর্শী জীবনের অভিজ্ঞতা. কি সুন্দর ও হিতকর !

কাঞ্চনমালা ও কাজলরেখা

এ দুইটি রূপকথা। উভয়ই পূর্ব্বোক্ত পালা দুইটির সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য—এই দুই রূপকথায় প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। রূপকথা হইলেও এই উন্নত আদর্শ আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া যায় নাই। ভারতনারীর একনিষ্ঠ প্রেম ও পাতিব্রত্য—এই দুই রূপকথায় প্রদর্শিত হইলেও ইহা শুধু গল্পের বিষয় নহে। যে দেশের মহিলারা স্বেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্বীয় দেহ আহুতি দিয়াছেন. যাঁহারা সেবার দৈন্য, উৎকট কষ্টে আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা বরণ করিয়া লইয়া আমাদের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের নিবাস হোমানলের ন্যায় এ দেশের বাতাসকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে. যাহাদের পদরজঃ এ দেশকে কাশী ও বৃন্দাবনের মাটীর পবিত্রতা দান করিয়াছে—সেই মহিলারা এ দেশের রূপকথার নায়িকা হইলেও —ঐতিহাসিক চিত্রের ন্যায়ই জীবন্ত। সুতরাং কাঞ্চনমালা ও কাজলরেখাকে কেহ যেন অসম্ভব আদর্শ মনে না করেন। রূপকথার কাঞ্চনকে যেন কেহ ধোপার পাটের কাঞ্চন বলিয়া ভুল না করেন। দুইটি ভিন্ন চরিত্র।

কাঞ্চনমালা শেষ অধ্যায়ে যে পরীক্ষায় জয়ী হইয়াছিলেন, সেরূপ পরীক্ষায় সীতা-সাবিত্রী হটিয়া যাইতেন কি না জানি না,—অন্ততঃ অগ্নি পরীক্ষা হইতে সে পরীক্ষা যে বড় তাহাতে সন্দেহ নাই।

সপত্নীর অত্যাচারে কাঞ্চনমালা নির্ব্বাসিতা—সপত্নী তাঁহাকে ডাইনী

প্রতিপন্ন করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্বামী তাঁহার শোকে অন্ধ হইয়াছেন—সন্ন্যাসীর নিকট কাঞ্চনমালা স্বামীর চক্ষে দৃষ্টিদান চাহিল। "আমার সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ কর—তাহাতেও যদি না সন্তুষ্ট হও, তবে আমার চক্ষু গ্রহণ করিয়া উঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দাও।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি পারিবে? যাহা বলি তাহা করিতে পারিবে?"

নির্ভীক বীরত্বের সহিত কাঞ্চনমালা বলিল, "স্বামী চক্ষু পাইবেন, তজ্জন্য যাহা বলিবেন—তাহাই করিব, তাহা পারিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই ফলটি লও,—তোমার সপত্নী ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে ফলটি দিয়া আইস—কিন্তু এই ফলের সঙ্গে তোমার রাজ-প্রাসাদ তাহাকে দিয়া বিদায় লইতে হইবে। আর ফিরিয়া এখানে আসিতে পারিবে না।" এ ত্যাগ—সহজ, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর একটু প্রতীক্ষা কর, শুধু রাজপ্রাসাদ নহে—তাহার সঙ্গে তোমার স্বামীকেও তাঁহাকে দিতে হইবে—তুমি স্বামীকে আর পাইবে না,—তাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এই শেষ।" কাঞ্চন কাঁপিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এই দান তোমাকে করিতে হইবে, যদি দান করিবার সময় তোমার চক্ষের জল পড়ে, কিম্বা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হয়—তবে তোমার স্বামী অন্ধ থাকিয়া যাইবেন—এই মহাদান যদি করিতে পার, তবে তোমার স্বামীর চক্ষু ভাল হইবে।"

স্বামীর ইষ্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়া ত্যাগশীলা বুকে পাষাণ চাপাইয়া ফল হস্তে সপত্নীর কাছে অগ্রসর হইতেছেন—তাহার পদ চলিতে চাহে না, সে পদভরে বুঝি মেদিনী কাঁপিয়া ফাটিয়া যাইত। কিন্তু সে পাদক্ষেপ কি সংযত! —সুখ দুঃখের সীমার পরপারে যে নিস্তব্ধ ইন্দ্রিয়বিকারহীন পরম আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি—কাঞ্চন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিতেছেন, পাষাণের মত কঠোর হইয়া তিনি স্বামীর ইষ্টকে বরণ করিয়া নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখে প্রসন্নতা নাই, অপ্রসন্নতা নাই, তাঁহার চোখে এক বিন্দু জল নাই, তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ—ইন্দ্রিয়ের অধিকার অতিক্রম করিয়া দৈহিক সুখ পদদলিত করিয়া মানুষী কিরূপে দেবী হইতেছেন—একবার দেখুন। যে শিশু-স্বামীকে তিনি বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, যে স্বামীকে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া চোখে হারাইতেন, দুর্দ্দিনে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ক্রোড়ে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া—পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আঁচল দিয়া তাঁহার কোমল দেহকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিয়া চলিতেন—নিজে ভিজিয়া

যাহাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতেন—যাহাকে হারাইয়া তিনি বুদ্ধিশুদ্ধি হারাইয়া জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন—সেই স্নেহ-পাগলিনীর নয়ন পুত্তলী—কৃপণের গুপ্ত রত্ন-ভাণ্ডার, পুনঃপ্রাপ্ত হারানিধিকে তিনি জন্মের শোধ সপত্নীকে দিয়া যাইতেছেন—এই মহাভিক্ষুণীর ত্যাগের দৃশ্য দেখুন, বুঝিবেন—বুদ্ধদেব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কতবার অবতীর্ণ হইয়া নারীরূপে পুরুষরূপে ত্যাগের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা পুঁথির শালা খুঁজিলে দৃষ্ট হইবে, প্রাচীন পুঁথিগুলির মধ্যে দাতা-কর্ণের পালা অনেকগুলি। শিশুর মস্তক নিশ্চল করে করাত দিয়া দানশীল পিতামাতা কর্ত্তন করিতেছেন। মহাভারতে কর্ণের এই দান-বৃত্তান্ত নাই। বৌদ্ধযুগে মানুষের মহৎ গুনরাশির চূড়ান্ত অনুশীলন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যের পুনরভ্যুত্থানে জপ-তপের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—নামের প্রভাব দেখাইতে আদর্শ ভক্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদ এবং তৎসঙ্গে ক্ষুদ্রতর অনেক আদর্শ যথা লাউসেন, শ্রীমন্ত প্রভৃতির অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ যুগ ত্যাগের শীল-মোহর করা। মানুষ নিজের সুখকে ত্যাগ করিয়া ইষ্টকে বরণ করিয়াছে—কিন্তু এই যে কাঞ্চনমালার অনুরাগমূলক ত্যাগ ইহা শুধু সুখ ত্যাগ নহে, ইহা প্রিয়ের ইষ্টের জন্য সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ; চণ্ডীদাস রাধার মুখে বলিয়াছেন, "আমি নিজ সুখ দুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি"—এত বড় কথা বাঙ্গালী ভিন্ন কেহ বলিতে পারে নাই—কাঞ্চনমালা এই কথার দৃষ্টান্ত। ফলের সহিত নিজের রাজ্য এবং তৎসহ স্বামীকে দান করিয়া অশ্রুহীন চোখে কাঞ্চন ফিরিয়া যাইতেছেন—আর তাঁহাকে ফিরিয়া একটিবারও তাঁহাকে দেখিবার অধিকার নাই। যে স্বামীকে ছাড়া কাঞ্চনের কাছে জগৎ আঁধার—স্বর্গ শ্রীহীন, কাঞ্চন দেখাইয়া গেলেন—সেই স্বামীর ইষ্টই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেই ইষ্টের মধ্যেই তিনি অনন্ত আনন্দ আবিষ্কার করিলেন। কবি শেষ ছত্রে বলিতেছেন, এ পরীক্ষা বড় কঠিন পরীক্ষা, রমণী হইয়া কাঞ্চন তাহা পার হইলেন, পুরুষ হইলে হয়ত পারিতেন না—এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতার জন্য অবলা হওয়া সত্ত্বেও রমণীকে "শক্তি" নাম দেওয়া হইয়াছে।

যেখানে নিদ্রিতা কাঞ্চনমালাকে দেখিবার জন্য কুমার চুপে চুপে দ্বারের ফাঁকে উঁকি মারিতেছেন, কখনও তাঁহাকে গোপনে বাতাস করিতেছেন, নিভৃতে সেবা গ্রহণ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার ঈর্ষা প্রবলবেগে জ্বলিয়া

উঠিতেছে—সেই সকল স্থানে কবি মনস্তত্ত্ব বিচারের যে অসামান্য পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিরক্ষর পল্লীবাসীর হস্তে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

এই শ্রেণীর আর একটি রূপ-কথা কাজলরেখার গল্প। জগতে দৈব বলিয়া একটি জিনিষ আছে। অনেক সময় দেখা যায় পার্থিব প্রকাণ্ড শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া এই দৈব তাহার জয়ধ্বজা উত্তোলন করে। সংসারের সমস্ত ক্ষমতাকে এই দৈব বিফল করিয়া ফেলে, এই দৈবের ক্রীড়া শুধু সূক্ষ্ম নহে—দুর্জ্ঞেয়। অনেক সময়ে নির্দ্দোষ ব্যক্তি চরম শাস্তি পাইতেছে। যাঁহার চরিত্রে কলুষলেশ নাই তিনি দস্যু ও চোরের ন্যায় শাস্তি পাইতেছেন; কত ক্রাইষ্ট জগতকে ভালবাসিয়া জগতের হাতে দণ্ড পাইতেছেন। কত যুধিষ্ঠির, কত নল পাশায় হারিয়া সর্ব্বস্ব-হারা হইতেছেন, কত দুঃশাসন, দুর্য্যোধন ও শকুনী এই দৈবের দ্বারা বলশালী হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিতেছে। দেবোপম প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিরা চোরের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। রামায়ণে লক্ষ্মণের আস্ফালনকে নিরস্ত করিয়া রাম বলিয়াছেন "এখন পুরুষকার দেখাইবার সময় নহে—কারণ, দেখিতেছ না দৈব আমাদের প্রতিকূল; যদি বল দৈব কি? তাহার উত্তরে বলিব—প্রত্যাশিত অবস্থা না ঘটিয়া—যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা কখনও সম্ভবপর নহে - তাহাই যদি ঘটে—তবে জানিবে তাহা দৈব। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না, দাঁড়াইলেও কিছু করিতে পারিবে না। দশরথ রাজা আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন—কৈকেয়ী আমার নিজ মাতা কৌশল্যা অপেক্ষাও আমাকে অধিকতর স্নেহ করেন। ইঁহাদের মত উপকারী আমার জগতে নাই। তাহা সত্ত্বেও ইঁহাদেরই দ্বারা আমার এরূপ অনিষ্ট কেন হইতেছে? লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিতেছে না, প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক যাহা—তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল—অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব হঠাৎ আসিয়া সমস্ত উলট পালট করিয়া গেল—ইহাই দৈব।" এই দৈব একদিন বুঝিয়াছিলেন—মুদ্রারাক্ষসের রাক্ষস মন্ত্রী, এইজন্য শেষ অঙ্কে তিনি প্রবল ষড়যন্ত্রের মুখে পড়িয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, দিবালোকবৎ সত্য প্রমাণাভাবে মিথ্যা হইয়া গেল। বোধ হয় এই জন্যই ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন—"Resist not evil"। ইহা আশ্চর্য্য হইলেও জগতে এই দৃশ্য বিরল নহে। তুমি যাহা স্পষ্ট জান, তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে প্রতিপক্ষীয়গণ অমাবস্যা প্রমাণ করিবে। আদালতের বিচারে সর্ব্বথা এই অঘটন ঘটিয়া থাকে। এইরূপে দৈব প্রতিকূল হইলে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া

থাকিও—তাহার প্রতিবিধান করিতে যাইও না। দৈবদোষে শেফালিকা ও রজনীগন্ধা স্বীয় শুভ্রতা প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

কাজলরেখা পৃথিবীর অন্যায় এইরূপ বুক পাতিয়া সহিয়াছিলেন। তিনি সত্যকে প্রমাণ করিবার জন্য একটুকুও চেষ্টা করেন নাই। যে বিপদ্ আসিয়াছে তাহা আপনা আপনি না কাটিয়া গেলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার চেষ্টা খাটিবে না। এই দৈবকে অন্ধশক্তি বলিয়া বোধ হইলেও—ইহা অন্ধ নহে। আমাদের প্রকৃতিগত কিম্বা জন্মজন্মান্তরাগত এমন কোন দোষ আছে—যাহার জন্য আমাদের এ দণ্ড পাওয়ার দরকার—এই দৈব—সেই দণ্ড। নিজের নির্দ্দোষিতার দ্বারা এক্ষেত্রে সুবিচার পাওয়া যাইবে না। যে ব্যক্তি কোন দিন এ জীবনে কাহাকে হত্যা করে নাই, বড় বড় বিচারক টুপি মাথায় পরিয়া বিচারাসনে বসিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন যে সেই ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে—সুতরাং তাহারই ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন ঘটনায়ও এই দৈবের ক্রিয়া দেখিতে পাই—যে কাজ করি নাই—তাহারই অপরাধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল, কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমি দোষী নহি। পুরুষকার দ্বারা বুঝাইতে গেলে ফল উল্টা হইয়া যায়—এইটি আরও বেশী প্রমাণ হইয়া যায় যে আমিই দোষী।

তখন সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়—যখন দেখিলাম বুঝাইতে চেষ্টা করিলে ফল বিপরীত হয়—তখন সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া বুক পাতিয়া সেই দণ্ড গ্রহণ কর। ওষ্ঠাধর চাপিয়া নিজ সমর্থনের কথা গোপন করিয়া যাও, তুমি যদি সহিয়া থাক—তবে দুঃখের রাত্রি এক সময়ে পোহাইবে, কিন্তু রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সূর্য্যকে ডাকিয়া আনিতে পারিবে না। যে সহে সে রহে। কাজলরেখার পালায় জগতের এই নীতির নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

কাজলরেখার সহিষ্ণুতা—আশ্চর্য্য, এই পরম কষ্টসহ অদ্ভুত এবং মহিমান্বিত নারী-প্রকৃতির নিকট স্বভাবতঃই আমাদের মস্তক নোয়াইয়া পড়ে। কাজল-রেখা শুধু কষ্টসহিষ্ণু নহে—তাহার মত ক্ষমাশীলা কে? কঙ্কণ দাসী যখন তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, তখন কাজলরেখা আঁচলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, দানবীর পায়ে দেবী লুটাইতেছে—অথচ তাহাতে এক বিন্দুও কপটতা নাই।

কাজলরেখার চরিত্রের এই নিয়তির প্রতীক্ষাজনিত অতুলনীয় ধৈর্য্য আমরা কমলার চরিত্রে দেখিতে পাই। কমলার ধৈর্য্য যেরূপ অপূর্ব্ব, তাহার প্রতিভা,

মনস্বিতা এবং নারীমর্য্যাদার অভিমানও সেইরূপ অপূর্ব্ব। মাতুলালয় হইতে দর্পিতা রমণী ঘনায়িত নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি উল্কার মত জ্বলিতেছেন, স্বয়ং পুড়িতেছেন এবং চলিতেছেন। একবার কমলা ভাবিলেন না—সেই নৈশ-আঁধারে নিবিড় হাওরের পথে—অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে সে পন্থাহীন আশ্রয়হীন—কে তাহার সহায় হইবে? কোথায় রাত্রি কাটাইবে—কোথায় কাহার শরণ লইবে? নৈশাকাশের নক্ষত্ররাজি তাহাকে একটুকু দীপ্তি দান করিয়া দেখাইল না—তথাপি সে চলিল—হায় বাঙ্গালী যদি শত অপমান মাথায় বরণ না করিয়া সেইভাবে চলিতে পারিত, তবে বোধ হয় আশ্রয় পাইত। আমরা প্রতি পদে ভীত, কমলা প্রতি পদে নির্ভীক, সে যখন বুঝিল যে গৃহে সে আছে—সেখানে আর তাহার থাকা চলে না, তখন লাথি গুঁতো হজম করিয়া পদদলিত কীট হইয়া সেখানে আর পড়িয়া থাকিল না। সে বুঝিল সমস্ত জগৎটা গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহার আরাধ্য বনদুর্গার অধিকার সেই মাতুলালয়ে নিবদ্ধ নহে—অত্যাচার অপমান না সহিয়া কমলা যেভাবে অভিমান করিয়াছিল এবং বৃদ্ধ মহিষালের নিকট আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহা যেমন করুণ তেমনই মহৎ।

এই ধৈর্য্যশালিনীর ধৈর্য্যের সীমা নাই। রাজগৃহে নরবলি হইবে। তাঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ সহোদরের বলি হইবে। কমলা তাহা শুনিলেন; অন্য কোন রমণী হইলে চীৎকার করিয়া রাজপ্রাসাদ ফাটাইয়া দিতেন। কিন্তু কমলা পাষাণময়ী বিগ্রহ, কঠোর ধৈর্য্যের বর্ম্ম পরিয়া রাণীর পরিচারিকার কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তিনি রাজ্ঞীর গায়ে তৈল মাখাইলেন, তাঁহার স্নানের জন্য কলসী পূর্ণ করিয়া জল রাখিয়া দিলেন। কালীপূজার ঢাকের শব্দে যখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—তখনও তিনি বাহিরে স্থির গম্ভীর, এমন কি রাজকুমার কাছে আসিলেও এই নিদারুণ শোক-প্রসঙ্গের কোন কথা তুলিলেন না। রাজসভায় তিনি নিজের মকর্দ্দমার উকীল নিজে হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল জঘন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে—তাহা গৃহস্থ ঘরের লজ্জাশীলা রমণী কহিবেন কিরূপে? তিনি তাহা নিজে কিছুই কহিলেন না। কেবল শৈশব ও কৈশোরে পিতামাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া যে সুখের জীবন কাটাইয়া ছিলেন তাহার মধুর কাহিনী করুণায় অভিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মন বিগলিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপর জীবনে যে ভীষণ দুর্য্যোগ আরব্ধ হইয়াছিল—তাহা প্রমাণ করিলেন—কতক সাক্ষীদিগের কথা

দ্বারা—কিন্তু অধিকাংশ চিঠি পত্র দিয়া রাজসভায় তিনি যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, সাধ্ব্য তারা ও নিজের চোখের জলকে সাক্ষী মান্য করিয়া যেভাবে পাপিষ্ঠ কারকুণের ভীষণ প্রতারণা ও মিথ্যাচরণকে দিবালোকবৎ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা একদিকে বড়ঘরের কুলললনার পদোচিত মর্য্যাদা ও সংযম অপর দিকে মহীয়সী প্রতিভাদীপ্তা অলোকসামান্যা রমণীর বুদ্ধি ও তেজস্বিতার মহিমা পদে পদে দেখিতে পাই। তাঁহার রাজবাড়ীর অজ্ঞাতবাসটি তাহার চরিত্রকে অতি শোভন করিয়া দেখাইয়াছে। সেই জীবনের উপর বঙ্গের সমস্ত পল্লীসৌন্দর্য্য যেন প্রতিফলিত হইয়া উহা করুণার একখানি জীবন্ত চিত্রপটে পরিণত করিয়া দেখাইতেছে।

মলুয়া—গল্পটি আগাগোড়া সুসম্বন্ধ নহে। ইহা একটি ধারাবাহিক কাহিনী, মহুয়া ও ধোপার পাটে যে নাট্যকৌশল দেখিতে পাই—মলুয়াতে তাহার একান্ত অভাব। কবি একটা গল্প বলিয়া গিয়াছেন, কাব্যের ধরনে—নাটকীয় ধরনে নহে। তিনি অনেক চিত্র গোপন করিয়া শুধু বাছিয়া সুন্দর সুন্দর উপাদানগুলি কৌশলে অবতারণা করেন নাই। চাঁদবিনোদের বিবাহ পর্য্যন্ত পালাগানটির একটি অধ্যায়—কাজির অত্যাচার মলুয়ার মৃত্যু পর্য্যন্ত আর একটি অধ্যায়—এই দুই অধ্যায় কোন সুবর্ণসূত্রে আবদ্ধ নহে। এই দুই অংশ দ্বারা দুইটি পৃথক পালাগান রচিত হইতে পারিত। প্রথম অধ্যায় বর্ণিত ঘটনার খুঁটিনাটি দেখিতে পাই—এই অধ্যায়েও তাহাই পাওয়া যাইতেছে—ঘটক যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, বিবাহের প্রস্তাব একবার ভাঙ্গিয়া পুনরায় গড়িয়া উঠিতেছে; নানা স্থান হইতে প্রস্তাব আসিতেছে, কন্যার পিতার মন উঠিতেছে না। বিবাহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসবের বর্ণনা, স্ত্রীলোক—বিশেষ এয়োদের সংঘট্ট এবং আলাপ,—এই সমস্ত বর্ণনায় কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে না থাকিলেও কোন প্রসঙ্গই কৌতুহল-রস-বিহীন নহে।

কিন্তু কবির শক্তি যে অসামান্য তাহা এই প্রথম অধ্যায়েরও দুই তিনটি স্থানে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। চাঁদবিনোদ ধান্যক্ষেত্রে কাস্তে হস্তে যাইতেছেন, বারমাসী গান গুন্ গুন্ স্বরে গাইতে গাইতে চলিতেছেন, "পাঁচ গাছি বেতের ডুগুল হাতেতে লইয়া। মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া॥" এই দুইটি ছত্রে কৃষক নায়কের চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেন্দির বেড়াতে ঘেরা কলাবনের কাছে—এঁধো পুকুরঘাটে বর্ষায় কদম ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেঁয়ার স্নিগ্ধ বাস প্রাণ পুলকিত করিতেছে—সেইখানে

চাঁদবিনোদের সঙ্গে মলুয়ার প্রথম দেখা। হঠাৎ মনে হইল কবি কালির দাগে মনের কথা না বুঝাইয়া এখানে স্বর্ণলিপি লিখিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বরাগের এমন মধুর দৃশ্য বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল।

মলুয়ার মধুর মূর্ত্তি ক্রমশঃ মহীয়সী হইয়া উঠিল। বিপদ্ তাঁহার জীবনের প্রথম অঙ্কেই বিষম পরীক্ষার আগুন জ্বালিয়া দিল। সেই অগ্নি বিদগ্ধার নিকষিত হেম-কান্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল না, আগুনের অপেক্ষা শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া একখানি স্বর্ণ প্রতিমার মতই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। কুট্‌নীর মুখে কাজির প্রলোভন শুনিয়া সাধ্বী-মহিলা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সেই দেশেরই যোগ্য, যে দেশে কোন অতীত যুগে স্পর্দ্ধার তুঙ্গশৃঙ্গ সমাশ্রিত লঙ্কেশ্বরের প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া অযোধ্যার সম্রাজ্ঞী অশোকবনে স্বীয় চরিত্রগৌরবে জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। মলুয়া বলিতেছেন :—

"কাজিরে কহিও কথা নাহি চাই আমি। রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী॥ আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া। আমার সোয়ামী সে যে রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥ আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান। না হয় দুষমন কাজি নউখের সমান। দুষমন কুকুর কাজি পাপে দিলা মন। ঝাঁটার বাড়ি দিয়া তারে করতাম বিড়ম্বন। ব্যাচা থাকুক স্বামী আমার লক্ষ পরমায়ু পাইয়া। থানের মোহর ভাঙ্গি কাজি পায়ের লাথি দিয়া॥ জাতের মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী। মনের আপশোষ মিটাক তারা সাত নিখা করি॥ সেই মত আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা। কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাঁটা॥"

যতই বিপদ্ বাড়িতেছে, ততই এই মূর্ত্তি বেশী উজ্জ্বল হইতেছে। এই স্বর্ণমূর্ত্তি এক সময়ে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ছিল; এখন পাশ্চাত্য-প্রভাবের দশমীর দিনে এই আদর্শ আমরা ঘাড়ে করিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি। প্রেম যে জগতের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা হইতে বড়, মলুয়ার চরিত্রে তাহার সমুন্নত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্বামী বিরহে দুঃখের চূড়ান্ত কষ্টে মলুয়া বারটি মাস কিভাবে কাটাইয়াছিলেন—তাহার কতকটা বিবরণ আমরা দিতেছি :—

"নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল। গলার যে মতির মালা

তাহা বেচ্যা গেল ॥ শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে। এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে ॥ হাতের বাজু বান্ধ্যা দিয়া ভাদ্র মাস যায়। পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায় ॥ কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্ত্তিক মাস খাইল। অঙ্গের যত সোনা দানা সকল বান্ধ্যা দিল ॥ ছেঁড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে। একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে ॥ শতালি অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী। আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের থাকী ॥ ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুঠ খুদ। দিন রাতই বাড়তে আছে মহাজনের সুদ ॥" "জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে কাকে করে রাও। কোন বা দেশে আছে স্বামী নাহি জানে তাও ॥ আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা। সোয়ামীর চাঁদ মুখ না যায় পশরা ॥ মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া। সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া ॥"

গ্রাম্য কবির লেখায় গ্রাম্য-পথের দু'ধারে বনজপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল কবিত্বের ছটা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"মেওয়া মিশ্র সকল মিঠা মিঠা গঙ্গার জল। তার থ্যাকা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥ তার থ্যাকা মিঠা দেখ দুঃখের পর সুখ। তার থ্যাকা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ॥ তার থ্যাকা মিঠা যদি পায় হারাণো ধন। সকল থ্যাকা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ॥"

কাজীর পাল্সী হইতে মলুয়াকে যেখানে তার পাঁচ ভাই উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল—তাহার চিত্রপট পাঠকের মনে অনেক দিন মুদ্রিত হইয়া থাকিবে :—

"বিস্তার ধলাই বিল পদ্ম ফুলে ভরা। কোড়া শিকার করিতে দেওয়ান যায় দুপুরবেলা ॥ সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী। পানসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরি ॥ পঞ্চ ভাইএর পানসীখানা দেখিতে সুন্দর। লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা তাহার উপর ॥ অষ্ট দাড়ে মারে টান জ্ঞাতিবন্ধুজনে। পঙ্খী উড়া করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে ॥" * অবশ্য আমরা অনেক বাদসাদ দিয়া উঠাইলাম।

মলুয়ার কাহিনী পাঠ করিতে কতবার যে পাঠকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। এই সকল বঙ্গীয় কুলবধূদের একটা ছাপ আছে—তাহা সেই চিরদুঃখিনী অযোধ্যার রাজবধূর। সেই মহা আদর্শ বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়া বঙ্গবধূগণকে প্রেরণা দিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার জোরে আমরা এই মহাচিত্রখানি মুছিয়া ফেলিতেছি—কিন্তু ভারতের সীতা-সাবিত্রী গেলে—ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা খসিয়া পড়িবে। তাহাদের স্থল পূরণ করিতে বিদেশ হইতে কি আনিয়াছে? বারনার্ডশ ও মেটারলিঙ্ক যাহা দিতেছেন, তাহা কি যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবে? নারী-হৃদয়ে ভালবাসা না থাকিলে—ভাবের পুষ্পোত্থান না থাকিলে—যাহা থাকিবে, তাহা পদগৌরবে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারিলেও সে সাহারায় সামাজিক ও পারিবারিক তৃষ্ণা মিটাইবার কিছুই নাই।

যে সর্ব্বস্বত্যাগী ভালবাসা দিয়া মলুয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াছিলেন,—তাহা সামাজিক নিয়ম এবং পুরোহিত মুখ উচ্চারিত মন্ত্রবলে জন্মাইতে পারে না, তাহাতে কৃত্রিমতার বাষ্প নাই। মাটী খুঁড়িয়া শত পরিশ্রম করিয়া কেহ মাটীর নীচ হইতে একটি গোলাপ গড়িয়া তুলিতে পারে না। এই পালাগানের চরিত্রগুলি স্বাভাবিক অনুরাগ বিকশিত করিয়া দেখাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, ধর্ম্ম বা মত প্রচার নাই, কোন যুগোচিত সমস্যার সমাধান নাই—ইহাদের আদর্শ সনাতন প্রেমের আদর্শ,—সহস্রবার নিন্দা করিলেও পদ্মের সৌরভ ও শোভা নষ্ট হইবে না। কোন বিশেষ যুগে মানুষ হয়ত একটা বিশেষ ভাবের উত্তেজনার পাছে পাছে ছুটিতে পারে—কিন্তু এই অফুরন্ত সুধাভাণ্ডার প্রেমপিপাসুর জন্য চির-সঞ্চিত। যেখানে মানুষ আছে, মানুষের হৃদয় আছে—সেখানে এই প্রেমসুধার চির-প্রয়োজন থাকিবে।

ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে—সেই ঝড়ে—তরুলতার মূল উৎপাটিত হইতে বসিয়াছে, উত্তাল তরঙ্গ ঝড়ের অগ্রগামী হইয়া প্রকৃতির পটে ধ্বংসের নিশান তুলিয়াছে। ভাঙ্গা মন-পবনের নৌকামধ্যে গঙ্গায় মলুয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, ঋষি-অভিশপ্তা লক্ষ্মীর ন্যায় এই ডুবন্ত প্রতিমার সিন্দুরোজ্জ্বল কপাল ও আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদামের উপর মেঘাবৃত সূর্য্যরশ্মির শেষ রেখা পড়িয়াছে—এ কি বঙ্গলক্ষ্মীর শেষ নিমজ্জন চিত্র! এ চিত্র কি আর দেখিতে পাইব না! আমরা এই মলুয়ার পালা অতি যত্নে আমাদের নিভৃত ভাণ্ডারে রাখিয়া দিব। কালে যদি এই আদর্শ সমাজ হইতে তিরোহিত হয়, তবে হয়ত জাতীয় আদর্শ

গড়িবার সময় এই পালাগানের চিত্রটির প্রয়োজন হইতে পারে। এই পালাগানটির রচয়িত্রী খুব সম্ভব কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী।

পূর্ব্বে যতগুলি পালাগানের উল্লেখ করিয়াছি—মদিনা চরিত্র ইহাদের কোনটি হইতে আদর্শ হিসাবে ন্যূন নহে। দেওয়ান মদিনা পালাটিতে কবির অসাধারণ সৌন্দর্য্য জ্ঞান এবং তৎসঙ্গে বাস্তবতার খুঁটি-নাটি মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলিয়াছে!

এই পালাটিতে নাট্য-কলা ও বিষয়-নির্ম্মাণের রীতি দোষশূন্য নহে। কিন্তু ইহা করুণার একটি অফুরন্ত নির্ঝর,—মুসলমান মহিলা মদিনা—দূরাগত আদর্শ নহেন, ইনি সতী সাবিত্রী ও মলুয়ার ভগিনী। যে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রতি একদিনের জন্যও তাঁহার অভিমান হয় নাই। বিশ্বাসঘাতককে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন, এমন কি তালাক-নামখানি—তিনি একটা পরিহাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বজ্র মাথার উপরে ডাকিতেছে—তথাপি ফুলটি যেরূপ হাসিতে থাকে, মদিনার এই বিশ্বাস তেমনি আশ্চর্য্য নির্ভর ও বিশ্বাসের নিদর্শন। স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—অপর রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন—তবু তাঁহার বিশ্বাস টলিতেছে না, এ যে সপ্ততাল-ভেদী শিকড়, ইহার মূল কোথায় কে খুঁজিয়া বাহির করিবে? কুঠারাঘাতে অশ্বত্থবৃক্ষ আমূল কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু কুঠার হইতেও কঠোরতর আঘাতে পুষ্পবল্লীর ন্যায় এই রমণীর বিশ্বাস টলিতেছে না। তিনি আসিবেন বলিয়া পুকুরের জলে জাল ফেলিতে দিতেছে না, রোজ রোজ নানারূপ পিঠা ও পুলি তৈরী করিয়া স্বামীর পথপানে সে চাহিয়া আছে—

"ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বাঁধা দৈ। আইজ বানায় তালের পিঠা, কাইল বানায় খৈ। শালী ধানের চিড়া কত যতন করিয়া। হাড়ীতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে করিয়া॥"

ক্রমে আশা-হতা তন্বঙ্গী মদিনা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই সেই পুরাতন-স্মৃতি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। প্রতিমাসের সঙ্গে প্রতি দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে যাঁহার স্মৃতি অচ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িত, সেই কলিজার সার—হৃদয়ের হারকে সে কিরূপে ভুলিবে? অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী ধান কাটিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিতেন, মদিনা কত উৎসাহে ধান ঝাড়িয়া

বাড়ীতে তুলিতেন ! দুইজনে একত্রে বসিয়া ধানে "উনা" দিতেন অর্থাৎ কুলা দিয়া ঝাড়িয়া খড়ের টুকরা দূর করিয়া ফেলিতেন ; পৌষমাসে ক্ষেত ছাইয়া ধানের চারা বড় হইতে থাকিত, কত উৎপাত সহ্য করিয়া মদিনা রাত্রে ধানের পাহারা দিতেন। বাড়ীতে হুক্কাতে জল ভরিয়া কখনও কখনও স্বামীর প্রতীক্ষায় তামাক সাজাইয়া রাখিতেন। স্বামী ক্ষেতের কাজ সারিয়া কখন বাড়ীতে ফিরিবেন, ভাত রাঁধিয়া মদিনাবিবি তাহার প্রতীক্ষা করিতেন। যখন ছোট ছোট ধানের চারা এক স্থান হইতে তুলিয়া স্বামী অপর স্থানে তুলিতেন, তখন মদিনা চারাগুলি নিজে আগাইয়া স্বামীর হাতে দিতেন, স্বামী তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতার কত প্রশংসা করিতেন। মাঘ মাসের শীতে হাড় কাঁপিতে থাকিত, প্রাতে উঠিয়া এই ঘোর শীতে স্বামী ক্ষেতে জল দিতে যাইতেন, মদিনা পেছনে পেছনে হাঁড়িতে আগুন লইয়া যাইতেন। স্বামী খড় কাটিতেন, মদিনা জল আনিতেন। দিন রাত্রে উভয়ে মিলিয়া সংসারের কার্য্য করিতেন। চাষা ও তাঁহার স্ত্রী—উভয়ের সম্বন্ধ শুধু দৈনন্দিন কার্য্যের শেষে বিরামকুঞ্জে আবদ্ধ ছিল না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে ইঁহারা দু'জনে পরস্পরের সহযোগী। এই কার্য্যক্ষেত্রে দু'য়ের প্রতি দু'য়ের অনুরাগ পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাব্যরসও নিহিত ছিল। শৈশবে যখন দুলালকে ছাড়া ছয় বৎসরের মদিনা একদণ্ড থাকিতে পারিত না, সেই সময় হইতে এই প্রেমের অঙ্কুর। কোন এক বৈশাখ মাসে মদিনার বুলবুলির বাচ্চা উড়িয়া গিয়াছিল, দুলাল তাহা ধরিয়া দিয়া একটা পিঁজরায় পুরিয়া দুইজনে মিলিয়া তাহা পালন করিয়াছিল—সেই হইতে এই প্রেমের অঙ্কুর। কোন এক জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইজনে ভাল একটা আমের চারা বুনিয়া জল সেক করিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিল, তদবধি এই প্রেমের অঙ্কুর। তাহার অবশেষে কি ভীষণ পরিণতি ! ভালবাসা কখনও নিষ্ফল হয় না, মেকীর লোভে মানুষ কতদিনের জন্য খাঁটিকে ভুলিতে পারে ? খাঁটির জন্য আবার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিবে—যে দিন মেকী ধরা পড়িবে। পালাগানের মধ্যে জয়চন্দ্র ও দুলালের তাহাই হইয়াছিল। দুলালের শেষকালের আর্ত্তি লৌহ শাবলের ন্যায় শ্রোতার বক্ষে আঘাত করিবে। যখন নিদারুণ নৈরাশ্যে,—অনুতপ্ত দুলাল নিজের কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া মদিনা কোথায় বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন শোকে মৃতপ্রায় দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক সুরুজ জামাল ঘরের মৃত্তিকা-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া উন্মত্ত পিতার নিকট দাঁড়াইল— * "দুলাল জিজ্ঞাসে সুরুজ

মদিনা কোথায়। চোখে হাত দিয়া সুরুজ কবর দেখায়।" * বালক কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে অশ্রুগঙ্গা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেই চোখের জল এক হাতে আবৃত করিয়া অপর হস্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সে মাতার কবর দেখাইয়া দিল।

প্রবল পরাক্রান্ত বানিয়া চঙ্গের দেওয়ান দুলালের শেষকালে যে শোক হইয়াছিল—তাহা হৃৎপিণ্ডের রুধিরে লিখিত, তাহা চোখের জলের অফুরন্ত প্রস্রবণ—প্রায়শ্চিত্তের অগ্নি পরীক্ষা। দুলালও ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সেই ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কতটা বদ্ধমূল তাহা সে নিজেই জানিত না। এই অপরাধ করিয়া সে বুঝিল সে কত বড় প্রেমের সাধনা করিয়াছিল—সেই কৃষক রমণীর শোকে সে তৃণবৎ তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও গৌরব পদতলে দলিত করিয়া প্রিয়তমা মদিনার কবরের পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিল। সেই কৃষক রমণীর প্রেম, তাহার বিপুল রাজ-প্রাসাদের উর্দ্ধে স্বীয় গৌরব নিশান তুলিয়া ভালবাসার জয় ঘোষণা করিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রেঁামা রেঁালা মদিনার পালাটির অজস্র প্রশংসা-বাদ করিয়াছেন।

কেনারাম

এই সমস্ত প্রেমবিষয়ক পালার পার্শ্বে কেনারামের গান একটা অদ্ভুত ও স্বতন্ত্র স্থানের দাবী করিতেছে। ভীষণ নরহন্তা কি'ভাবে একজন ভক্ত ও সুগায়কে পরিণত হইয়াছিল—কেনারাম তাহারই একখানি জীবন্ত চিত্র। আমরা জগাই, মাধাই, নারোজী, ভীলপন্থ প্রভৃতি দস্যুর জীবনে এইরূপ অদ্ভুত পরিণতির কথা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চন্দ্রাবতী প্রতিভার তীব্র আলোকপাত করিয়া দস্যুর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন—এই চরিত্রের ভয়াবহ নির্ম্মমতা এবং আভ্যন্তরীন সুপ্ত সরলতা, যাহা সাধু-সংসর্গে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার কঠোর ও জটিল নৃশংসতা - সমস্তই অদ্ভুত। এরূপ আর একটি চরিত্র অন্য কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। "কাফেন চোরা" নামক আর একটি পালাগানেই আমরা মনসুর ডাকাতের যে চিত্র পাইয়াছি, তাহা কতকটা কেনারামের অনুরূপ বটে। ভিক্টর হিউগোর হাঞ্চ ব্যাকের কথা কেনারামের পালা পাঠ করিবার সময় মনে পড়িবে—কোন্ কোন্ বিষয়ে এই দুই চরিত্রের সাদৃশ্য আছে—তাহা ঠিক বলিতে পারি না,—কিন্তু উভয়ের চরিত্রের বিরাট জটিলতা কতকটা এক ধরনের বলিয়া মনে হয়।

কেনারাম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতির বহু সাধনা-লব্ধ সন্তান। ময়মনসিংহ জালিয়ার বাঁধ নামক বিস্তৃত 'হাওরের' পারে বাকুলিয়া গ্রামে খেলারাম নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং যশোধরার গর্ভে কেনারাম জন্মগ্রহণ করে। জন্মের অব্যবহিত পরে যশোধরার মৃত্যু হয়। খেলারাম শোকে পাগল হইয়া কেনারামকে দেবপুর গ্রামে তাহার মাতুলদের নিকট রাখিয়া স্বয়ং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া যান। খেলারাম যখন চার পাঁচ বৎসর বয়স্ক সেই সময় মৈমনসিংহ জেলা ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়। অনাবৃষ্টির দরুণ ধরণী শস্যহীনা হইলেন, এক মুষ্টি ধান্য তখন এক স্বর্ণমুষ্টির মতন,—যখন তাহা একান্ত দুর্লভ হইল—তখন লোকে গাছের ফল—তৎপর পাতা এবং যখন তাহাও জুটিল না, তখন ঘাস খাইয়া জীবনরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু দারুণ আতপ তাপে ঘাস পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল—তখন লোকে গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া খাইল—অতঃপর গৃহস্থ গৃহিণীকে বিক্রয় করিল, জননী নিজ সন্তান বিক্রয় করিল। এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া খেলারামের মাতুলেরা পাঁচ কাঠা ধান মূল্যে তাহাকে এক হেলে কৈবর্ত্তের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

গাড়ো পাহাড় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ধনু-কংশ-ভৈরব প্রভৃতি নদরাজি প্রক্ষালিত ও বিস্তৃত হাওর ও বিলময় ভূখণ্ড জুড়িয়া সেই কৈবর্ত্তের সাত পুত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। দস্যুর দলে যাইয়া কেনারাম দস্যু হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা সেই নৃশংস ব্যবহারের দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহা নলখাগড়া বনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত।

কেনারাম ক্রমে ডাকাতের সর্দ্দার হইয়া উঠিল, সে দাঁড়াইলে মনে হইত যেন কোন কৃষ্ণ পাহাড় আকাশ ছুঁইয়া আছে। * "হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া। আসমানে জমিনে ঠেকে যখন হয় খাড়া।" * সে রাবণের মত প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। ক্রমে সে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে যাওয়া আসা ছাড়িয়া দিল। বন্য-ভল্লুকের মত বনেই সে বাস করিত। তাহার ধূলিমণ্ডিত বিশাল দেহ বনে বন-বৃক্ষের নিম্নে সুপ্ত অজগরের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। তাহার বৃহৎ দলের নামে সেই সুবৃহৎ জনপদ কাঁপিয়া উঠিত।

স্ত্রীপুত্র ও গৃহহীন এই মহিষাসুরকল্প দস্যু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লুকাইয়া রাখিত। সে অর্থের কোন ব্যবহার করিত না। বিস্তৃত জালিয়াবন্দের তীরে শত সহস্র গরু ও মহিষ চরিয়া বেড়াইত, তাহাদের অজস্র দুগ্ধ পান করিয়া এই দস্যুদল ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধনু নদের স্রোতে বণিকেরা ডিঙ্গাযোগে

যাত্রাকালে যদি এই দলের পদোত্থিত ধূলিরাশি দেখিতে পাইত, তাহা তাহারা ঝড়বৃষ্টি সম্বলিত ভীষণ দুর্য্যোগ ও "হাড়িয়া মেঘ" অপেক্ষা ভীষণতর মনে করিত। বণিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ইহারা তাহার গলায় ও হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দিত। সন্ধ্যাকালে কেহ ঘরে দীপ জ্বালিতে সাহস করিত না। রাত্রে দীপ নিবাইয়া গৃহস্থেরা চুপি চুপি কথা বলিত এবং নিতান্ত নির্ভীক ও দুরন্ত শিশুরাও কেনারামের নাম শুনিলে ঘুমাইয়া পড়িত।

এই বিস্তৃত হাওরের পার দিয়া একদিন কবি এবং সাধু বংশীদাস চলিতেছেন। তাঁহার গায়ে নামাবলী, কপালে তিলক ও মস্তক জুড়িয়া দীর্ঘ কেশ-পাশ। তাঁহার দলের ভক্তগণ কেহ খোল, কেহ কর্ত্তাল এবং কেহ বা একতারা বাজাইতেছে।

ভক্তেরা মনসাদেবীর প্রেমে তন্ময় হইয়া বাজাইতেছে—কারণ স্বয়ং ঠাকুর দেবীর নামকীর্ত্তন করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—সম্মুখে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল নল খাগড়ার বন, কিন্তু বংশীদাস ভক্তিতে বিভোর হইয়া সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখনিঃসৃত মধু-নিস্যন্দিনী মাতৃভক্তি সূচক গীতিকায় বনের মধ্যে যেন গঙ্গাধারা ছুটিয়াছে—সেই রবে আমন্ত্রিত হইয়া ভীষণ কেনারাম দল-সহ তাহার পথ আগুলিয়া সেখানে দাঁড়াইল। তাঁহারা যখন শুনিলেন, দস্যুর নাম কেনারাম, তখন সেই দলের লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। ঠাকুর তাঁহার ঝুলি খুলিয়া দেখাইলেন, কয়েকটা কড়ি ও ছিন্নবস্ত্র—"ইহা তুমি লইয়া যাও। অর্থোপার্জ্জন আমার ব্যবসায় নহে। আমি মায়ের নাম গাইয়া বেড়াই।" কেনারাম বলিল—"আমি অর্থ উপার্জ্জন করি বটে, কিন্তু তাহা গৌণ উদ্দেশ্য—আমার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের প্রাণ নষ্ট করা। বাঘ যেরূপ তাহার শিকারটা খেলিয়া খেলিয়া মারে, মনুষ্য হনন কার্য্যে আমি তেমনই একটা তীব্র আনন্দ পাই—তাহাই আমার নেশা—তোমরা প্রস্তুত হও।" ঠাকুর বলিলেন, "অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তুমি কি কর?" কেনারাম বলিল, "কিছুই করি না,"—

"নিজে ভোগ কর না কেন?"

"ধন ভোগ করিলে বিলাসী হইব, আমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিলাসে অভ্যস্ত হইলে সেই স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে।"

"অর্থ পরকে দান কর না কেন?"

"অর্থ পরকে দান করিলে সে লোভী হইবে এবং সর্ব্ব-অধর্ম্মের মূল অর্থ হাতে পাইলে তাহার মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইবে।"

"তবে মানুষ মারিয়া পাপ অর্জ্জন কর কেন ?"

"কি পাপ কি পুণ্য তাহা আমি জানি না ; মানুষ মারিয়া আনন্দ পাই, ইহাই আমার লাভ। আমি আশৈশব এই কার্য্য করিয়া আসিতেছি, এখন প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার মুখে ধর্ম্মের পাঠ শুনিতে চাই না।" এই বলিয়া কেনারাম 'জয় কালী' বলিয়া খাণ্ডা হস্তে চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহার দলের লোকেরা সেই চীৎকারে যোগ দিল ; বংশীদাসের সহকারী লোকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—কিন্তু কেনারাম বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইল বংশীদাসের মুখে কোন ভীতির চিহ্ন নাই—শ্রীঅঙ্গে নামাবলী, মাথায় তিলক—দেববিগ্রহের ন্যায় বংশী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ অকুতোভয় এবং তাঁহার মুখ প্রীতি ও করুণাময়। পৃথিবীতে এমন ঝড় নাই, যাহাতে প্রশান্ত সাগরে ঢেউ তুলিতে পারে।

বংশী বলিলেন, "তুমি হত্যা করিবে, কর—তাহাতে আমার ভয় নাই, একটিবার আমাকে বল অর্থ দিয়া তুমি কি কর।"

কেনারাম বলিল, "আমার যত অর্থ আছে—তাহা অনেক সম্রাটেরও নাই। এই সমস্ত অর্থ যাহার, আমি তাহাকেই দিয়াছি।"

"এ অর্থ কাহার ?"

"এ অর্থ পৃথিবীর, আমি সমস্ত অর্থ পৃথিবী তলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। সমস্ত জিনিষেরই পরিণতি—মৃত্তিকা—আমি—সেই মৃত্তিকাকেই তাহা উপহার দিয়াছি। কিন্তু কে তুমি যাহার এতবড় দুঃসাহস যে আমার সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এরূপ ভাবে তর্ক করিতেছ ? তোমার আশ্চর্য্য সাহস—তোমার জোড়া লোক ত আমি দেখি নাই, আমাকে দেখা দূরের কথা আমার নাম শুনিলে লোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।"

"আমার নাম বংশীদাস।"

"তুমি সেই বংশী, শুনিয়াছি যার গানে পাষাণ গলিয়া নদী হইয়া যায়—শুনিয়াছি ভাটীর পাগলা নদী তোমার গানে উজান বহিয়া থাকে—আকাশের মেঘ হইতে ঝর ঝর করিয়া জলবিন্দু বর্ষিত হয়। শুনিয়াছি নাকি পাখী ও পশু তোমার গান শুনিলে তোমার কাছে চলিয়া আসে এবং উদ্যত ফণা নোয়াইয়া কালভুজঙ্গ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে—তুমি সেই বংশীদাস ?"

"আমি সেই বংশীই বটে, কিন্তু পাষাণ দ্রব হইলেও দস্যুর মন দ্রব করিবার মন্ত্র আমি জানি না।"

"ঠিক বলিয়াছ—তুমি বংশীদাসই হও বা যেই হও, তোমার দলবল সহ আমি এখনই তোমাকে বধ করিব।"

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়—নল-খাগড়া বনের উপর সূর্য্যের শেষ রশ্মি ডুবিয়া যাইতেছে; ভক্তদের জীবনের শেষ আশা সেইভাবেই তিরোহিত হইতে উদ্যত।

বংশী বলিল, "তুমি মারিবে—কোন ভয় নাই, মার হাতে এই জীবন পাইয়াছি. মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইব, ভয় কি, তোমাকে একটি মাত্র অনুরোধ, মৃত্যুকালে একবার মায়ের নাম শেষবার গান করিব।"

মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া কেনারাম বলিল, "এই আমার হাতের খাঁড়া মাটিতে রাখিলাম, যে পর্য্যন্ত আমি আবার ইহা হাতে না লই—সেই সময় পর্য্যন্ত তোমার আরাধ্যের নাম লইতে পার।"

"আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশুপাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি॥"

সে কণ্ঠ এমনই ভক্তিপ্লুত এমনি মধুর যে পাখীরা আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছিল—তাহারা নিকটবর্ত্তী গাছের ডালের উপর বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। নিস্তব্ধ হাওর, দূর্ব্বার বিছানা, আকাশ চাঁদোয়া, ভক্তকণ্ঠের অমৃতবর্ষী স্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিল। গাইতে গাইতে সন্ধ্যা অতীত হইল,—ডাকাতেরা বেহুঁস হইয়া মায়ের নাম শুনিতে লাগিল। কেনারামের আদেশে ডাকাতের দল প্রদীপ্ত মশালের আলোতে সেই নির্জ্জন অন্ধকার জনপদ আলোকিত করিল—শত শত মশাল সেই স্থানটিকে দিবালোকবৎ প্রদীপ্ত করিল। সহসা কেনারাম খড়্গ ফেলিয়া বংশীদাসের পা' জড়াইয়া ধরিল, তাহার চক্ষু হইতে দর দর অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে তাহার সমস্ত ধন বংশীদাসকে দান করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা জানাইল। রাজরাজেশ্বরের অতুল ঐশ্বর্য্য সে বংশীকে দিতে চাহিল, কিন্তু তিনি নর-রক্ত-কলঙ্কিত সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন না। অনুতাপে দস্যু উন্মত্তবৎ হইয়া ঘড়া ঘড়া ধন ফুলেশ্বরীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল এবং নিজের হাত পা কামড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় সে তাহার ভীষণ

খড়্গ আবার হাতে তুলিয়া লইয়া ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের মুণ্ড কাটিতে উদ্যত হইল। বংশীদাস বুঝিলেন, তাহার প্রকৃত অনুতাপ হইয়াছে—তখন তিনি তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। যদিও সে কুৎসিত, কদাকার, তাহার স্বরটি ছিল কোকিলের মত। সে যখন কর্ত্তাল বাজাইয়া ঘরে ঘরে মনসা-মঙ্গল গাহিয়া ফিরিত, তখন ভক্তি-গদগদ কোকিলকণ্ঠ দস্যুর গানে পাষাণ বিগলিত হইত। যাহারা এক সময়ে তাহাকে যমসদৃশ মনে করিত, এখন সে তাহাদের অন্তরঙ্গ হইল। যেসকল শিশু তাহার নাম শুনিলে আতঙ্কিত হইয়া চক্ষু বুজিত, তাহারা গান শুনিতে যাইয়া তাহার কাছ ছাড়া হইত না। তাহার গায়ের হাওয়ার স্পর্শে এক সময়ে বৃক্ষপত্র ভয়ে শিহরিত হইত, এখন তাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সেই সকল বৃক্ষপত্রের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। এই পালাটি স্বয়ং চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন, যদিও কবিতার ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার পিতার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য।

সমস্ত পালাগানের রাজ্যে "কঙ্ক ও লীলা"—যেন স্বর্গের নন্দন বন। বংশীরব-মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় লীলা, সে সরলতার খনি—প্রেম সরসীর একটি নিষ্কলঙ্ক পদ্ম। ভ্রাতৃপ্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য লীলাচরিত্রে এক হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের ভাবকে স্নেহ, প্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য—যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহা একান্ত পক্ষে নিষ্কলুষ,—ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধে। পাড়ার লোকেরা যদি নিন্দাবাদ করে—তবে তাহাদিগকে ততটা দোষ দেওয়া চলে না। বালিকা যখন যৌবনে পাদক্ষেপ করিল, তখন কঙ্কের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি লোকে ভালচক্ষে দেখিবে কেন? তাহারা চিরকাল বাড়ীর কাছে কূপ ও পুকুর দেখিয়া আসিয়াছে, সমুদ্র দেখে নাই। যে স্রোতে পঙ্কিলতা দূর হয়—যাহা চির অনাবিল—যাহা কখনও অশুদ্ধ হয় না—যাহা পরকে শুদ্ধ করে—এমন স্বর্গীয় সামগ্রীর গৌরব তাহারা বুঝিবে কিরূপে?—কঙ্কের চরিত্র আকাশের ন্যায় উদার,—তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদজ্ঞান নাই, সে বালক হইয়াও প্রবীণের মত। গর্গ যখন তাহার ভাতে বিষ মাখাইয়া দিয়াছিলেন—তখন সে বলিয়াছিল—"হঠাৎ উত্তেজনার ফলে গুরুদেবের ভ্রান্তি হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহামনা লোকের এ ভ্রান্তি বেশী দিন থাকিবে না।" যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যু কামনা করিয়া খাদ্যদ্রব্যে বিষ মাখাইয়া দিতেছে—বালক তাহার বিচার কিরূপে ধীরতার সঙ্গে করিতেছে! এই পালাগানটি বিবিধ কবির রচনা,

—কিন্তু সকলের প্রতিভাই এক ছন্দের। ইহার অনেক পংক্তি কবিত্বের হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল। "হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নেমে এসে" পদটিতে আলুলায়িতা মেঘ-কুন্তলা বর্ষার স্বর্ণ পাত্র হস্তে পৃথিবীতে নামিয়া আসিবার কেমন সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তদপেক্ষা সুন্দর, অতুলনীয় কবিত্ববিশিষ্ট আর একটি পদ—"শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। বউ কথা কও বলি কান্দে পথে পথে।" উর্দ্ধে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছে—মাথার উপরে ঘন ঘন বজ্র নির্ঘোষ—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই, বিরহবিধুর কান্তাভিমানাহত পাখী পথে পথে "বউ কথা কও" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। লীলার কাহিনী, এইরূপ বারমাসীর করুণ কবিত্বে ভরপুর। কবি রঘুসুত চারিটি ছত্রে গৌরাঙ্গ দেবের যে চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহা স্বর্গীয় মাধুরী ও করুণায় ভরপুর। কঙ্ক ঘোর বিপদে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন—যেন অমানিশি পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, যেন কেহ তাঁহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়াছে—অগ্নির শিখার সঙ্গে পিশাচদের লেলিহান জিহ্বা তাহার দিকে প্রসারিত, পিশাচেরা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—দুঃসহ কষ্ট ও ভয়ে কঙ্ক পরিত্রাহি ডাকিতেছেন—এমন সময় কে এক রক্ত-গৌরবর্ণ মহাপুরুষ—কাঞ্চন-বিগ্রহের ন্যায় ধীর ও স্থির—তাঁহাকে আসিয়া বাঁচাইয়া দিলেন এবং তাহার সহিত দেখা করিবার স্বপ্নাদেশ দিয়া অদৃশ্য হইলেন। কঙ্ক চৈতন্যের পায়ের নূপুরধ্বনি শুনিবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইলেন।

কঙ্ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার আত্ম-বিবরণ তদীয় বিদ্যাসুন্দরে প্রদত্ত হইয়াছে—তাহার বর্ণিত ঘটনার সহিত পালাগান রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। তিনি চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী।

এই পালাগানগুলির মধ্যে মধ্যে যে কবিত্ব আছে, তাহা বঙ্গের সমস্ত পল্লী-সৌন্দর্য্যকে মনোজ্ঞ আকার দিয়া দেখাইতেছে। আমরা উল্লেখ করিয়াছি, বর্ষা বর্ণনা করিতে যাইয়া এক কবি লিখিয়াছেন—মাথার উপর বজ্রপাত হইতেছে—বর্ষণের বিরাম নাই—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, "বউ কথা কও" বলিয়া অনুনয় করিয়া পাখীটা তাহার মানিনী স্ত্রীর মান ভাঙ্গাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। আর একজন লিখিয়াছেন, শুভ্র জ্যোছনায় পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে, যেন কেহ আকাশ হইতে মুঠি মুঠি বেলফুল ভূতলে ফেলিতেছে। কেহ লিখিতেছেন, বিদ্যুৎ ছটায় সোনার খোদকারী করা ভৃঙ্গ হাতে লইয়া বর্ষা পৃথিবীতে নামিতেছে। এইরূপ সুন্দর উপমার অবধি নাই। আমাদের

ক্ষুদ্রায়তন অধ্যায়ে এই পল্লীগাথার জন্য আর বেশী স্থান করিতে পারিলাম না। এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মৎসংগৃহীত ও মৎসম্পাদিত ৫৬টি পালাগান প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "আঁধা বঁধু"র সুরে যে অপূর্ব্ব মাদকতা ও স্বাধীনতার বৈকুণ্ঠধাম পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহার উদাহরণ জগতে বিরল। কুল, শীল, জাতি, মান, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন—এই সকল লৌকিক সংস্কারের অজেয় দুর্গ,—পুষ্প-ধনুর কোমল শরে ভিত্তি সহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—অথচ ইহাতে রণ দুন্দুভি বাজে নাই, সহজ ও কোমল ভাবের আকর্ষণ যেভাবে লৌহ প্রাচীর ভেদ করিতে পারে—সেইভাবে প্রেম সমস্ত লৌকিক সংস্কার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে—যেমন পাযাণ ভেদ করে ক্ষুদ্র গুল্ম, দুর্জ্জয় স্রোতের বিরুদ্ধে যায় শফরী। "আঁধা বঁধু" ছাড়া রাণী কমলা, শ্যামরায়, সুরন্নেহা এবং বিশেষ করিয়া "মাণিক তারা" এই পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার হীরার খনির মধ্যে কোহিনূর সদৃশ।

এই সমস্ত পল্লীগাথার উদ্ধারকল্পে যাঁহারা বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে ময়মনসিংহ কেন্দুয়া পোষ্টের অধীন আইথর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের প্রাণান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায় বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। এই পল্লীগাথাগুলির বিশেষ বিবরণ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার ভূমিকায় সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই ক্ষেত্রে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার নিবাস চৌধুরী পাড়া লেন, তামাকু মুণ্ডা, চট্টগ্রাম। তিনি পল্লী-গীতিকার উদ্ধারকল্পে জীবন পণ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বহু পালা গান বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ছাপাইতেছেন।

এই সকল পল্লী-গীতিকা সম্বন্ধে বিশিষ্ট য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাহা গ্রন্থশেষে প্রদত্ত "মত" শীর্ষক নিবন্ধে দ্রষ্টব্য।

—::—

গ্রন্থভাগে অনুল্লিখিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথির

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

১। অদ্বৈততত্ত্ব—শ্যামানন্দপুরী। "ধরেন্দা, বাহাদুরপুর"-বাসী দুরিকানন্দন প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ এই পুস্তকে অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। অন্তপ্রকাশ খণ্ড—শ্রীনিবাস-পুত্র গতিগোবিন্দ প্রণীত। শ্লোক ১২৫।

৩। অভিরামবন্দনা—রাইচরণ দাস। অভিরামগোস্বামী ও জাহ্নবাঠাকুরাণী সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে আছে। শ্লোক ৪২০। হ. লি. ১০৯৫ বাং সন।

৪। অমৃতরত্নাবলী—মুকুন্দদাস। বৈষ্ণবধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ।

৫। অমৃতরসাবলী—শ্রীমুকুন্দ দেবের আদেশে কোন অজ্ঞাত লেখক দ্বারা লিখিত। ইহাতে সহজ-ভজনের ব্যাখ্যা আছে। গ্রন্থকার স্বপ্ন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির দোহাই দিয়া সহজ-ভজনাকে ধর্ম্মের উচ্চ-অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী। শ্লোকসংখ্যা ৩২০।

৬। আটরস—গোবিন্দদাসপ্রণীত।

৭। আত্মজিজ্ঞাসা—গদ্যপুস্তিকা। কৃষ্ণদাসপ্রণীত। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, হ. লি. ১২৩৮ বাং।

৮। আত্মনিরূপণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। আত্মতত্ত্ববিষয়ক পুঁথি। শ্লোকসংখ্যা ২১১। হ. লি. ১২২১ সাল।

৯। আত্মনিরূপণ—খণ্ডিত।

১০। আত্মসাধন—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। হ. লি. ১২২২ সাল।

১১। আনন্দভৈরব—প্রেমদাসপ্রণীত।

১২। আনন্দলহরী—খণ্ডিত।

১৩। ইতিহাসসমুচ্চয়—খণ্ডিত।

১৪। উদ্ধবদূত—মাধবগুণাকরপ্রণীত।

"তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম।
কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম॥
তাহার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর।
পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্বগুণধর॥
গজসিংহ নাম রাজা ছিল বর্দ্ধমানে।
তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে॥"

১৫। উদ্ধবসংবাদ—দ্বিজ নরসিংহপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।

১৬। উপাসনাতত্ত্বসার—হ. লি. ১২৪৭ সাল।

১৭। উপাসনাপটল—নরোত্তমদাসপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৮১০।

১৮। উপাসনাপটল—শ্লোক ১২৫।

১৯। উপাসনাসারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।

২০। একাদশীব্রতকথা—শ্যামদাস প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৮০।

২১। কণ্বমুনির পারণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। হ. লি. ১১৩৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

২২। কণ্বমুনির পারণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।

২৩। কপিলামঙ্গল—ক্ষুদিরামদাস ও কেতকাদাস-প্রণীত। হ. লি. ১২২৮ বাং।

২৪। কবচাবলী—সত্রঙ্গরূপ। হ. লি. ১০৮২। শ্লোক ১৪০।

২৫। কালনেমির রায়বার—কাশীনাথপ্রণীত। হ. লি. ১২৫৯ সাল।

২৬। কালকেতুর চৌতিশা—শ্রীচাঁদদাসপ্রণীত।

২৭। কালিকাপুরাণ—দ্বিজদুর্গারামপ্রণীত।

২৮। কালিকাষ্টক—শম্ভুপ্রণীত।

২৯। কালিকাবিলাস—কালিদাসপ্রণীত, খণ্ডিত পুস্তক, যে অবধি আছে, শ্লোকসংখ্যা ১৭৪০।

৩০। কালীয়দমন—দ্বিজপরশুরামপ্রণীত। হ. লি. ১৭৬১।

৩১। কাশীখণ্ড—ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুরনিবাসী কেবলকৃষ্ণবসু-কর্তৃক এই অনুবাদখানি ১২২৭ সালে রচিত হয়।

৩২। কিরণদীপিকা—দীনহীনদাস—কবিকর্ণপূরপ্রণীত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার অনুবাদ।

৩৩। কুঞ্জবর্ণন—নরোত্তমদাসপ্রণীত। "শ্রীলোকনাথগোসাঞি-পাদপদ্ম করি আশ। কুঞ্জবর্ণন গায় নরোত্তম দাস॥" শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

৩৪। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—পদসংগ্রহ গ্রন্থ।

৩৫। কৃষ্ণলীলামৃত—বলরামদাস।

৩৬। কৃষ্ণের একপদ চৌতিশা—ভবানন্দ।

৩৭। ক্রিয়াযোগসার—রামেশ্বর নন্দী প্রণীত, বৈষ্ণবদিগের নিত্যনৈমিত্তিক পাঠ্য গ্রন্থ। পু. ল. ১২১৯ বাং।

৩৮। গঙ্গামঙ্গল—জয়রামপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৩৫০ ; সন ১২৪৮।

৩৯। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভবানীদাসপ্রণীত। শকাব্দা ১৬১৫ হ. লি.।

৪০। গীতগোবিন্দ—(অনুবাদক)—অজ্ঞাত লেখক। "হেন জয়দেব-বাক্যরচনা সংস্কৃতে। ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃতে প্রাকৃতে॥ এই দোষ আমায় ক্ষেমিবে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ। বৈষ্ণবের আজ্ঞাহেতু আমার রচন॥ সমাপ্ত করিল গজইক্ষুরস সোমে।" কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥ পটের তৃতীয় কর মধ্যেতে আকার। সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বাধার॥ ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তীপতি। বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥"

৪১। গীতগোবিন্দসার—গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

৪২। গীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাস (দিব্যসিংহের পুত্র)।

৪৩। গুরুদক্ষিণা—অযোধ্যারামপ্রণীত। হ. লি. ১২২২ সন। শ্লোক ১৫০।

৪৪। গুরুদক্ষিণা—পরশুরামপ্রণীত। শ্লোক ১৫১। হ. লি. ১২৫৬ সাল।

৪৫। গুরুদক্ষিণা—স্বরূপনাম। হ. লি. ১২৫৩ বাং।

৪৬। গুরুদক্ষিণা—শঙ্করপ্রণীত। হ. লি. শ্লোক ৩০০।

৪৭। গুরুশিষ্যসংবাদ—নরোত্তমদাসপ্রণীত, হ. লি. ১২২২ বাং।

৪৮। গুরুশিষ্যসংবাদ—হ. লি. ১২৫৩ বাং।

৪৯। গোপালবিজয়—কবিশেখর-প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। হ. লি. শকাব্দা ১৭০১।

৫০। গোপীভক্তিরস বা কৃষ্ণলীলা—খণ্ডিত। শ্লোকসংখ্যা (প্রাপ্ত) ২১০০।

৫১। গোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাসপ্রণীত। সুন্দর পদাবলী।

৫২। গোলকবস্তুবর্ণন—গোপালভট্টপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ১০০।

৫৩। গৌরগণাখ্যান—দেবনাথ-প্রণীত, ভক্তগণের বিবরণ। শ্লোকসংখ্যা ৩২৫।

৫৪। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—দ্বিজ রূপচরণ দাস, কর্ণপূরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ।

৫৫। ঐ হৃদয়ানন্দ দাস—গ্রন্থকার খণ্ডবাসী রঘুনন্দনবংশীয়। এখানিও কবিকর্ণপূরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ।

৫৬। গৌরীবিলাস—দ্বিজ রামচন্দ্র-প্রণীত।

৫৭। ঘুঘুচরিত্র—ভবানন্দপ্রণীত। হ. লি. ১২১২ সাল।

৫৮। চন্দ্রচিন্তামণি—প্রেমানন্দ দাস-প্রণীত, গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। "কনকমঞ্জরী পাদপদ্ম অভিলাষে। চন্দ্রচিন্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে॥"

৫৯। চমৎকারচন্দ্রিকা—শ্রীমুকুন্দদাস—হ. লি. ১২৪২ সাল।

৬০। ঐ—নরোত্তম দাস—হ. লি. ১১৪৫ সাল।

৬১। চম্পক-কলিকা—গদ্যাংশযুক্ত পদ্যগ্রন্থ, শ্রীরসময় দাস-প্রণীত।

৬২। চাটুপুষ্পাঞ্জলি—রূপগোস্বামী-বিরচিত খণ্ডিত পুঁথি।

৬৩। চিন্তামণিটীকা—খণ্ডিত। হ. লি. ১২৪৩ সাল।

৬৪। চৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ।

৬৫। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী—প্রেমদাস-বিরচিত, জীবনাখ্যায়িকা গ্রন্থ॥ শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। হ. লি. ১১০৬ সাল।

৬৬। চৈতন্যতত্ত্বসার—রামগোপালদাস-প্রণীত, হ. লি. ১০৮১। "শ্রীমধুমতী-চরণে যার অভিলাষ। চৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপাল দাস॥"

৬৭। চৈতন্যপ্রেমবিলাস—লোচনদাসপ্রণীত। শ্লোক ১০০।

৬৮। চৈতন্যমহাপ্রভু—হরিদাস-প্রণীত। হ. লি. ১২২০ সাল। শ্লোক ২৫০।

৬৯। চৈতন্যরসকারিকা—যুগলকিশোর দাস-প্রণীত। শ্লোক ৩০।

৭০। জগন্নাথমঙ্গল—দ্বিজ মুকুন্দ-প্রণীত। হ. লি.। শকাব্দা ১৭৩৫। শ্লোকসংখ্যা ২০৪০।

৭১। জয়গুণের বারমাস্যা—প্রায় ১৫০ বৎসর গত হইল চট্টগ্রামস্থ আনোয়ার নিবাসী মহম্মদ হারি কর্তৃক বিরচিত, সংস্কৃতাত্মক মধুর পদাবলী।

৭২। জ্ঞানরত্নাবলী—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।

৭৩। ঝাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ—খণ্ডিত।

৭৪। তত্ত্বকথা—যদুনাথ দাস-প্রণীত। খণ্ডিত পুঁথি।

৭৫। তত্ত্ববিলাস—বৃন্দাবন দাস-প্রণীত। হ. লি. ১০৮৭। শ্লোক ৮৫০।

৭৬। তামাকুচরিত্র—সীতারাম কর-প্রণীত।

৭৭। তুলসীচরিত্র—দ্বিজভগীরথ-প্রণীত। হ. লি. ১২৫৩ সন। শ্লোকসংখ্যা ১৮০।

৭৮। ত্রিগুণাত্মিকা—ক্ষুদ্র গদ্য-ব্যাখ্যাময় পুস্তক। সন ১১১২।

৭৯। দধিখণ্ড—বৃন্দাবন-বিরচিত। হ. লি. সন ১২১৩।

৮০। দণ্ডীপর্ব্ব—কবি মহীন্দ্র-প্রণীত। হ. লি. ১২৫৯ সন। শ্লোকসংখ্যা ১৫০০।

৮১। দর্পণচন্দ্রিকা—নরসিংহ দাস-প্রণীত। হ. লি. ১২৬৭ সাল। শ্লোক ২৫০।

৮২। দময়ন্তীর চৌতিশা—বিষ্ণুসেন-প্রণীত।

৮৩। দানখণ্ড—জীবন চক্রবর্ত্তী-প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২২৫।

৮৪। দাসগোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস-প্রণীত, হ. লি. ১২৫৬ সাল। শ্লোকসংখ্যা ৫০।

৮৫। দ্বাদশপাট নির্ণয়—নীলাচল দাস-প্রণীত, গদ্যপদ্যময় পুঁথি। শ্লোক ১১০; শেষ এইরূপ:—"দ্বাদশ পাটের নির্ণয়। আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল কৃষ্ণনগর ১। অম্বিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ২। আকনা মহেশ পণ্ডিত ঠাকুর ৩। ঠাকুর সুন্দরানন্দ হলদা মহেশপুর ৪। উদ্ধরণ দত্ত সপ্তগ্রাম। ৫। কাল্যা কৃষ্ণদাস আকাই-হাটের ৬। এই ছয় পাঠ। নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর ১। কমলাকর পিপলাই ২। ধনঞ্জয় পণ্ডিত। ৩। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর ৪। মুকুন্দদাস ঠাকুর ৫। কাশীশ্বরদাস ঠাকুর ৬। জোজানে মালীদাস ঠাকুর নবদ্বীপে ছয় পাট (?) উপমহান্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রদ্বীপ ১, তমলুকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর ২, গৌরীপুর ৩।

৮৬। দ্বারকাবিলাস—দ্বিজ জয়নারায়ণ-প্রণীত। হ. লি. ১২৫২। শ্লোক সংখ্যা ২০০০।

৮৭। দিনমণিচন্দ্রোদয়—মনোহর দাস "শ্রীযুক্ত অনঙ্গমঞ্জরীর পদে আশ। দিনমণিচন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস॥"

৮৮। দীপকোজ্জ্বল—বংশীদাস-প্রণীত, (বৃহৎ পুঁথির অবশেষ বলিয়া বোধ হয়)।

৮৯। দেহনিরূপণ—লোচন দাস-প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ১০০।

৯০। দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ—গদ্যপদ্যময় ক্ষুদ্র পুঁথি।

৯১। দুই দশার আখ্যা—হ. লি. ১২৬৭ সাল।

৯২। দুর্গামঙ্গল—দ্বিজরামচন্দ্র-প্রণীত।

৯৩। ধর্ম্মমঙ্গল—দ্বিজরামচন্দ্র-প্রণীত "দ্বিজরামচন্দ্র গায় নিবাস চামটে।

৯৪। ধ্রুবচরিত—ভারত পণ্ডিত। শ্লোক ৫৯০।

৯৫। ঐ—চট্টগ্রামনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত দাস-বিরচিত।

৯৬। নবদ্বীপপরিক্রমণ—ক্ষুদ্র পুঁথি।

৯৭। নামামৃতসমুদ্র - নরহরি দাস-প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৯০।

৯৮। নারায়ণদেবের পাঁচালী—দীনরাম লিখিত।

৯৯। নারদপুরাণ—কৃষ্ণদাস, হ. লি. ১১০৮ সাল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় এইরূপ, "অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার। স্বর্ণবণিক-কুলে উৎপত্তি আমার॥ পৈত্রিক বসতি পূর্ব্বে অম্বিকানগর॥ হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর॥ পিতামোহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥ এ সকল পুণ্যবান আছে পূর্ব্বকীর্ত্তি। এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্ত্তি॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রামনারায়ণ॥ ভেক্ আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥ রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান॥ আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥ দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে।

১০০। নিকুঞ্জরহস্যস্তব গীতাবলী—শ্রীরূপ এবং সনাতন-কৃত মূল বংশীদাস-কৃত অনুবাদ, হ. লি. ১২০৬ সাল।

১০১। নিগম—শ্লোক ১৬০। হ. লি ১২২২ সাল।

১০২। নিগমগ্রন্থ—গোবিন্দদাস-প্রণীত, হ. লি. ২৫৫ বাং। ১৪০।

১০৩। নিগমগ্রন্থ।

১০৪। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী—গৌরীদাস-প্রণীত। শ্লোক ১৫৫৫। বৈষ্ণব ধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ।

১০৫। নিগূঢ় তত্ত্ব—হ. লি. ১২৪২ সাল।

১০৬। নিত্যবর্ত্তমান—শ্রীজীব গোস্বামী।

১০৭। নিমাইচাঁদের বারমাস্যা।

১০৮। নিষ্কামী আশ্রয়-নির্ণয়—এই পুস্তকে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর কথায় ভক্তির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১০৯। নৌকাখণ্ড—জীবন চক্রবর্ত্তী, হ. লি. ১২০২ সাল, শ্লোক ১২০।

১১০। পাষণ্ডদলন—কৃষ্ণদাস।

১১১। প্রার্থনা—লোচনদাস ঠাকুর।

১১২। প্রেমদাবানল—নরসিংহ—শ্লোকসংখ্যা ৩০০।

১১৩। প্রেমবিষয়ক বিলাপ—যুগলকিশোর দাস। শ্লোক ৫৪২।

১১৪। প্রেমভক্তিসার—গুরুদাস বসু-প্রণীত।

১১৫। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনকাহিনী। গ্রন্থকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বিতীয় পত্নী গৌরপ্রিয়ার আদেশে পুস্তক রচনা করেন। শ্লোকসংখ্যা ৪৪০০।

১১৬। বাণ-যুদ্ধ—শ্রীগৌরীচরণ গুহ-বিরচিত।

১১৭। বিক্রমাদিত্য-উপাখ্যান—খণ্ডিত।

১১৮। বিদ্যাসুন্দর—শ্রীনিধিরাম কবিরত্ন প্রণীত।

১১৯। বিলাপকুসুমাঞ্জলি—শ্রীরঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস-প্রণীত। রাধিকার স্তব।

১২০। বিলাপবিবৃতিলতা—খণ্ডিত।

১২১। বীররত্নাবলী—গীতিগোবিন্দ।

১২২। ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত—হ. লি. ১০৮২ সাল।

১২৩। বৃন্দাবন-ধ্যান—খণ্ডিত।

১২৪। বৃন্দাবন-পরিক্রমা—দুইখানি পাওয়া গিয়াছে—একখানি কৃষ্ণদাস-প্রণীত ও অপরখানি শ্যামানন্দ পুরী-প্রণীত। বৃন্দাবনের স্থান-মাহাত্ম্য।

১২৫। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। হ. লি. ১০৮৮।

১২৬। বৈষ্ণবামৃত—খণ্ডিত।

১২৭। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস।

১২৮। ভক্তি উদ্দীপন—নরোত্তম দাস।

১২৯। ভক্তি-চিন্তামণি—বৃন্দাবন দাস—শ্লোক ৬০০। হ. লি. ১০৬৯ সাল।

১৩০। ভক্তিরসাত্মিকা—অকিঞ্চন দাস—শ্লোক ১৭৫।

১৩১। ভক্তিরসাত্মিকা—খণ্ডিত।

১৩২। ভগবদ্গীতা—বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী-প্রণীত। গীতার অনুবাদ। পু. ন. ১২৪৬ বাং।

১৩৩। ভ্রমরগীতা—দেবনাথ দাস—শ্লোকসংখ্যা ২৫০।

১৩৪। ভ্রমরগীতা—খণ্ডিত।

১৩৫। ভাণ্ডতত্ত্বসার—রসময় দাস—হ. লি. ১২৭৬ সাল। শ্লোক ২৫০।

১৩৬। মঙ্গলচণ্ডী—রঘুনাথ দাস—হ. লি. ১২২৪ সন, শ্লোক ১৫০।

১৩৭। মঙ্গলচণ্ডী—শ্রীমদন দত্ত-বিরচিত।

১৩৮। মদনমোহনবন্দনা—জয়কৃষ্ণ দাস—হ. লি. ১২৬৭ সাল।

১৩৮। মনঃশিক্ষা—গিরিবর দাস—হ. লি. ১১৪৮ সন, শ্লোক ৩৫০।

১৪০। মনসামঙ্গল—জগন্নাথ (বৈদ্য)। খণ্ডিত পুঁথি।

১৪১। মনসামঙ্গল—জগমোহন মিত্র প্রণীত। শেষাংশে গ্রন্থকার তাঁহার বংশের সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিবার একান্ত স্থানাভাব স্বীকার করিতেছি। বালাণ্ডার গোহপুরে তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিগণ বহুপুরুষ পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। কবির পিতার নাম রামচন্দ্র। নিজের নাম সম্বন্ধে কবি সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন "নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন। অন্ধের যেমন নাম কমললোচন॥" কবি জগমোহন ১৭৬৬ সালে মনসামঙ্গল রচনা করেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়; সাঙ্কেতিক ভাবে পুস্তকরচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়া "মূর্খের হইবে দুঃখ সূক্ষ্ম ভাবনায়" বিবেচনা করতঃ মূর্খগণের প্রতি কৃপাপরায়ণতার একশেষ দেখাইয়া নিজের সংস্কৃতের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়াছেন। প্রাপ্ত পুঁথির শ্লোকসংখ্যা ৬৭০০।

১৪২। মনসামঙ্গল—জীবন চক্রবর্ত্তী-প্রণীত।

১৪৩। মাধব মালতী—দ্বিজরাম চক্রবর্ত্তী-প্রণীত।

১৪৪। মুক্তাচরিত্র—নারায়ণ দাস প্রণীত—১০৪৬ শকে বিরচিত, হ. লি. ১১০৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ২০০০।

১৪৫। মোহমুদ্গার—পুরুষোত্তম দাস-প্রণীত। হ. লি. ১১৯৯ সন।

১৪৬। যম-উপাখ্যান—শঙ্কর দাস, হ. লি. ১২৫৩ সাল, শ্লোক ১২৫।

১৪৭। যোগাগম—যুগলদাস, শ্লোক ২২৫।

১৪৮। রতিবিলাস—রসিকদাস-প্রণীত, শ্লোক ২৯০।

১৪৯। রতিমঞ্জরী—হ. লি. শকাব্দা ১৬৯০, শ্লোক ১০০।

১৫০। রতিশাস্ত্র—গোপাল দাস-প্রণীত শ্লোক ১৫০।

১৫১। রত্নমালা—পদ্যসংগ্রহ।

১৫২। রসকদম্ব—কবিবল্লভ-প্রণীত। কবিবল্লভের পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী, নরহরি দাস কবির দীক্ষা-গুরু। মুকুটরায় নামক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে ১৫২০ শকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

কবিবল্লভের বাসস্থান "করতোয়াতীরস্থ মহাস্থানের সমীপবর্ত্তী আমবাড়া গ্রাম।" বর্ণনা মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর। বৈকুণ্ঠ বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল।

"গীতছন্দে কথা যাতে নৃত্যছন্দে গতি।
সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি॥
না ভোগিলে সর্ব্ব রস ভোগে সর্ব্বজন।
না দেখিয়া সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ॥
না বলিলে সর্ব্ব কথা বোঝে অনুমানে।
না শুনিলে সর্ব্ব ধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সবে না রমিঞা রমে।
মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনাশ্রমে॥

১৫৩। রসকম্পসার—নিত্যানন্দ দাস-প্রণীত, হ. লি. শক ১৭০১, শ্লোক ৮০।

১৫৪। রসভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস-প্রণীত, শ্লোক ১২৫।

১৫৫। রসসাগর,—কৃষ্ণনগরের মহারাজাকৃষ্ণচন্দ্র-রায়ের সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাতুড়ীর উপাধি। তৎপ্রণীত বিবিধ উদ্ভট কবিতার অন্য কোন সংজ্ঞা না পাইয়া আমরা উহা "রসসাগর" নামে অভিহিত করিব। রস-সাগরের উদ্ভট কবিতাগুলি তদীয় উপস্থিতি বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ রহস্য শক্তির পরিচায়ক। "বড় দুঃখে সুখ," "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর," "কাঠ পাথরে প্রভেদ কি?" প্রভৃতি সমস্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাহার পূরণ করিয়াছিলেন—

"বড় দুঃখে সুখ।"

"চক্রবাক চক্রাবকী এক (ই) পিঞ্জরে,
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চখা কহে চখী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥"

"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

"কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগরে বাহির।
বায় (ই)স্বারী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

"কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ?"

"তোমার চা'ল না না চুলো ঢেঁকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষ্মী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
আমার কাঠের না, দিলে পা
না' হবে মোর মুনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাঠপাথরে প্রভেদ কি ?"

১৫৬। রসোজ্জ্বল—জগন্নাথ দাস-প্রণীত, শ্লোক ৬৬০, হ. লি. ১২৮৯ সাল।

১৫৭। রসোদ্ধার—প্রসিদ্ধ পদকর্তৃপক্ষগণের ৩৬টি পদ সংগ্রহ।

১৫৮। রাগমালা—নরোত্তম দাস-প্রণীত, শ্লোক ১৮০। হ. লি. ১১৪৩।

১৫৯। রাগমার্গলহরী—শ্লোক ১২৫।

১৬০। রাগরত্নাবলী—কৃষ্ণদাস-প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ২০০। হ. লি. ১২৪৭ সাল।

১৬১। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

১৬২। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব—যদুনন্দন দাস-বিরচিত, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ। যদুনন্দন দাস-কৃত অপরাপর পুস্তকের এই পুস্তকেও "শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী'র প্রতি বন্দনাদি আছে। প্রাপ্ত পুঁথির হ. লি. ১০৯০ সাল।

১৬৩। রাধাচৌতিশা—দেবদাস-প্রণীত।

১৬৪। রাধারাগসূচক—(রঘুনাথ দাস গোস্বামী-কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ) রাধাবল্লভ দাস-প্রণীত। শ্লোক; ৫০, হ. লি. ১২৭৫ সাল

১৬৫। রামায়ণ—গোবিন্দ দাস-প্রণীত। আদি, অযোধ্যা, সুন্দরা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, উত্তর কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে এই কয়েক কাণ্ডের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ,—আদি, ১৫০০। অযোধ্যা ৭৫০। কিষ্কিন্ধ্যা, ১০০০ সুন্দরা, ৩৪০০। লঙ্কা,. ৯৯০০। উত্তরকাণ্ড, ৮৩৫০। গ্রন্থকারের পরিচয় এই—"কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ। তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস। গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ। কে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ॥ গোবিন্দ দাসের মন রাম গুণনিধি।

কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥ যে কর সে কর মোরে নিল মুনিরাম। শেষ হৈলে পরমায়ু বিধি হৈল বাম॥ শিশু গোবিন্দ দাস গায় রামনাম। আমি কি গাওয়াব মোরে গাওয়ান যে রাম॥"

১৬৬। রামরত্ন গীত—ভবানীদাস-রচিত, হ. লি. ১২৭৫ সাল।

১৬৭। রায়বার—দ্বিজ তুলসী। শ্লোক ১২৫।

১৬৮। রাসপঞ্চাধ্যায়—গঙ্গাধর দাস।

১৬৯। রূপমঞ্জরী—কৃষ্ণদাস-প্রণীত। শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে বিলাপ। অনুবাদক বৈষ্ণবদাস। হ. ল. ১২৪৪।

১৭০। লক্ষ্মীব্রত পাঁচালী—শ্লোকসংখ্যা ১০৮। দ্বিজ অভিরাম-প্রণীত।

১৭১। লীলামৃতসার—বৃন্দাবন দাস।

১৭২। বস্তুতত্ত্ব—সহজিয়া গ্রন্থ।

১৭৩। শতস্কন্ধবধ—কৃত্তিবাস—হ. লি. ১২৫০।

১৭৪। শাখাবর্ণন—রসিক দাস।

১৭৫। শ্যামাপদ প্রকাশ—কৃষ্ণদাস—হ. লি. বা. শ্যামানন্দের প্রসঙ্গ।

১৭৬। শিবায়ন—রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র—হ. লি. ১০৯১ সাল।*

১৭৭। শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ—হরিচরণ—৯ পত্র খণ্ডিত পুঁথি। গ্রন্থকারের পিতার নাম দাশরথি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুনিরাম।

১৭৮। সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাস। পত্রসংখ্যা, ১২৭; লিপিকাল, ১৬৯৩ শকাব্দা। পঁয়ত্রিশ জন পদকর্ত্তার পদ সম্বলিত পুঁথি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ছিল।

১৭৯। সত্যনারায়ণ—ফকিররাম দাস। গ্রন্থকারের নামটি যেমন, রচনার ভাষাও সেই প্রকার যাবনিক ভাষার সংমিশ্রণে সিদ্ধ। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের সঙ্গে সম্মিলিত। ভাষার নমুনা—"দেব থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো। জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো॥ ফকির রাম কবিরাজে কয়। যাকৃ দেখি বড় মঙ্গলময়॥ ইতি সন হাজার সতর ১০১৭ জ্যৈষ্ঠ মাসে। সাজ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে॥" শ্লোক ৮৫০॥

১৮০। সত্যনারায়ণ—নরহরি। শ্লোক ১৩৫।

* সম্প্রতি মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রকে "অযোধ্যারাম" প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

১৮১। সত্যনারায়ণ—দ্বিজ রামকৃষ্ণ, হ. লি. ১১৪১ সন।

১৮২। সত্যনারায়ণ—দ্বিজ বিশ্বেশ্বর—শকাব্দ ১১৫১। শ্লোক ২৬০।

১৮৩। সত্যপীর-কথা —শঙ্করাচার্য্য—হ. লি. ১০৩২ সাল।

১৮৪। সদ্ভাবচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস—খণ্ডিত পুঁথি, শ্লোক ৪৩২।

১৮৫। সনাতন গোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস—সাল ১২০০ হ. লি.।

১৮৬। সরকার ঠাকুর-শাখা বর্ণন—রামগোপাল দাস।

১৮৭। সহজতত্ত্ব—রাধাবল্লভ দাস। হ. লি. ১১৯৫ সাল।

১৮৮। সাধন লক্ষণ—খণ্ডিত।

১৮৯। সাধন কথা—গদ্যপুস্তক, হ. লি., ১১৫৮।

১৯০। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

১৯১। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস, শ্লোক ১৮২।

১৯২। সাধ্যবস্তুসাধন—হ. লি. ১২৫২ সাল, শ্লোক ৩১২।

১৯৩। সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। হ. লি. ১১৮৫ সন।

১৯৪। সারাৎসার কারিকা—হ. লি., ১২৬৬ সাল।

১৯৫। সিদ্ধসার—গোপীনাথ দাস, হ. লি. সন ১২৫৫, শ্লোক ১৮০।

১৯৬। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা—রামচন্দ্র দাস, হ. লি. সন ১০৮২, শ্লোক ২৬০।

১৯৭। সিদ্ধিনাম—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হ. লি. শকাব্দা ১৭১৮, শ্লোক ১২।

১৯৮। সুদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম, ১২৩—সাল শ্লোক ২০০।

১৯৯। সুধন্বার চৌতিশা—রামানন্দ।

২০০। সূর্য্যব্রত পাঁচালী—১৬১১ শকাব্দাতে শ্রীরামজীবন কর্ত্তৃক প্রণীত।

২০১। স্মরণ দর্পণ—রামচন্দ্র দাস হ. লি. সন ১০৮৩, শ্লোক ১৫০।

২০২। স্মরণ মঙ্গল—নরোত্তম দাস—হ. লি. শকাব্দা ১৬৪০।

২০৩। স্মরণ মঙ্গল সূত্র—গিরিধর দাস।

২০৪। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস, গদ্যপদ্যময় পুস্তক, হ. লি. সন ১০৮১।

২০৫। হংসদূত—নরসিংহদাস—হ. লি. ১২৭১।

২০৬। হংসদূত—দাসগোস্বামী—হ. লি. সন ১০৭৫, শ্লোক ১০০০।

২০৭। হরপার্ব্বতীবিবাহ—তিলকচন্দ্র, হ. লি. সন ১১০৫।

২০৮। হরপাঁচালী—দ্বিজ বৈষ্ণবদাস।

২০৯। হরিনামকবচ—গোপীকৃষ্ণ দাস—হ. লি. সন ১১৬৫। শ্লোক ১০৪।

২১০। হাটবন্দনা—বলরাম দাস—হ. লি. ১১৭৫। শ্লোক ১২৫।

ইহার পরে আরও এত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, যাহার বিবরণী দিতে গেলে পুস্তকখানি অতি বৃহদায়তন হইয়া পড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-শালায় ৭০০০ পুঁথির ক্যাটালোগ ছাপা হইতেছে। ইহা ছাড়া সাহিত্য-পরিষদ্ লাইব্রেরী এবং অপরাপর স্থানে পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাচীন-কালে সাহিত্য-চর্চ্চা যে কতটা প্রসারলাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

A DESCRIPTIVE CATALOGUE
OF
BENGALI WORKS

Containing a classified list of Fourteen Hundred Bengali Books and Pamphlets which have issued from the press during the last sixty years with occasional notices of the subjects, the prices and where printed.

BY
J. LONG,
CALCUTTA

Printed by
SANDERS, CONES & CO.
65, COSSITOLLAH
1855

PREFACE

The object of this work is to be a guide to those who wish to procure Bengali Books, either for educational purposes, or for gaining an acquaintance with the Hindu manners, customs, or modes of thought. Popular Literature is an Index to the state of the Popular mind.

While we have "Sir H. Elliot's Index to the Muhammadan Historians of India", "Adelung's Guide to Sanskrit Work", edited by Professor Wilson, "Sprenger's Catalogue of the Lucknow Oriental Libraries", published at the expense of the Government of India and Garcin De Tassi's "History of Hindustani Literature", published by the Oriental Translation Fund and dedicated to the Queen, we have hitherto had no list of Bengali works to shew what has been done, what is doing, what ought to be done.

This Catalogue is an extract from a larger one, which the author is preparing for the press and which will enter more into detail on various points.

The learned native by observing the comparative poverty and richness of the literature of his native tongue, will see the sphere of usefulness that lies before him, in translation or original composition.

As such a number of works has been noticed, about 1,400, the remarks on each must be necessarily very brief. Those works obtainable and suitable for general circulation, have numbers affixed to them and are procurable, through Messrs. Rozario and Co., or Hay and Co. on condition of cash payments.

The greater part of these books can be seen at the Public Library, where a Vernacular Library has been established, through the munificence of Babu Jaykissen Mukerjyea.

ABBREVIATIONS

(A.B.) Printed in English and Bengali.
(As.) Annas.
(A.I.U.) Anglo-Indian Union Press.
(B.C.P.) Bishop's College Press.
(Bh. P.) Bhaskar Press.
(Bi. B. P.) Bindu Basini Press.
(Ch. P.) Chandrika Press.
(C.K.S.) Christian. Knowledge Society.
(E. T.) Translation from the English.
(Ed.) Edition.
(G.B.A.) Government Book Agency.
(Jy. A) Jyan Akar.
(Kal.) Kamal Alay Press.
(K. R.) Kabita Ratanakar.
(M. L.) Mahendra Lal Press.
(P.) Press.
(P. T.) Translated from the Persian.
(B. P.) Purnachandraday Press.
(Roz. Co.) Rozario Co's shop.
(Rs.) Rupees.
(S. B. S.) School Book Society.
(Ser. P.) Serampur Press (Marshman).
(S. T.) Translated from the Sanskrit.
(S. B.) Sanskrit and Bengali.
(S. P.) Sanskrit Press.
(Su.. P) Superior Press.
(Tr.) Translation.
(T. S.) Tract Society.

A

DESCRIPTIVE CATALOGUE

OF

BENGALI WORKS

PART I

EDUCATIONAL

ARITHMETIC

The Rules of Common Arithmetic, set to doggerel rhyme, by a Khayastha, one SUBHANKAR, the Cocker of Bengal, have been chanted for 150 years in some 40,000 Vernacular schools—thus the Hindus took the lead in a practice which has been since introduced into our English infant schools. See the London Asiatic Journal for 1817 for an excellent account of the Hindu mode of teaching Arithmetic.

In 1817 appeared at the Serampore Press, in three parts, Smyth's JAMINDARI PAPERS pp. 150, a very useful work for Village Schools, which gave the whole system of keeping Zemindar's accounts. It deserves a reprint, as a knowledge of Zemindary accounts affects the interests of all in a country where the land is so sublet, and such minute calculations have to be kept of the trees, &c., on it. In 1817 Mr. May, a most successful teacher of Vernacular Schools, published a collection of ARITHMETICAL TABLES, selected from those employed in the Native Schools. "It is remarkable that many coincidences may be traced between them and the most improved kind of Arithmetical Tables adopted in the schools in Britain on the new model." The Natives of all ranks soon bought up this edition. Since that period, through the almost universal neglect of an improved Vernacular education, litttle has been done in this department. In 1840 the Tatwabodhini Sabha published

Ankasa Sikikasa, 2 as, Arithmetical Tables on annas and sikis; the same year was published for the Hindu College Patshala an Arithmetic, pp. 55.

1. CHATTURJEA'S ARITHMETIC, S. B. S. 1854, pp. 145, 6 as. Ganita Sar. Taken from Keith, Bonnycastle's Arithmetic. the Universal Calculator, Subhankar. Gives the Rule of three, Practice, Interest. The Square Root, Practical Geometry. The most complete system of Arithmetic yet published.

2. HARLEY'S ARITHMETIC, Ganitanka, 1st ed., Chinsurah 1819; 5th ed. 1846; pp. 96. 4 as, S. B. S., 3,000 copies sold. Combines the European and Native systems, give the first Chief rules, boat measurements, weights, the symbolica, tables applicable to Integers, Fractions, the Rule of Three Direct and Inverse, Native Rules for calculating Areas and Solids, Rules in Verse—the author was Assistant in the Chinsurah Government schools.

3. KHETTRAMOHAN'S ARITHMETICAL TABLES, Dhārāpāt, St. P., 1 an; 6th ed. 1853, pp. 21, used in the Hindu College Patshala, of whice the author was headmaster.

4. MAY'S ARITHMETIC, Meganita, 2½ as, 1st ed. 1818; 4th ed., 1852, 2 as. S. B. S., pp. 50. According to the native system. in verse, selected from those employed in the native schools. Many coincidences may be traced between these and the most improved kind adopted in schools in England. Met with a rapid sale among natives.

DICTIONARIES

The first Bengali Dictionaiy was by Foster, a Civilian and Sanskrit Scholar. Printed in 1799, in 2 vols, containing 18,000 words and sold for Rs. 60. The various appli-

cations of English words, idioms and phrases are given in this, which have not been inserted in any subsequent Dictionary. In 1801 MILLER'S DICTIONARY was published by subscription, containing matter equal to an 8vo. of 50 pp. for Rs. 32. In 1809 Pitambar Mukhurjea of Utarpara, published the SHABDA SINDHU, or meanings in Bengali of the AMARA KOSH, a Sanskrit Dictionary. The same year a Dictionary of 3,600 Sanskrit words used in Bengali, with their meanings, pp. 200, was published at the Hindustani press. In 1817, the Serampore Vernacular School Society, in order to give youths an idea of the formation of their language, published the Dhatushabdaja, pp, 8. "1,000 of the more common Bengali words are given, arranged in etymological order ; the root being given first and various words in common use, formed from it by the different prepositions and formative terminations, sixty of the most common roots originate the whole 1,000. The method is as pleasing to a native as an alphabetical classification of words to us." In 1821 was published Ram Kissen's VOCABULARY, ENGLISH, LATIN and BENGALI. In 1824 LAVANDIER, a teacher of Rammuhan Ray's Anglo-Hindu School, translated Mylius School Dictionary, A. B. pp. 300. In 1825 Haughton published a GLOSSARY or meaning in English, of 2,500 Bengali words used in the Batrish Singhasan, Krishna Ray Charitra. Purush Parikhya, Hitopadesha. In 1818 was published at Serampore an Abhidan, or Alphabetical Vocabulary of difficult words. CAREY'S DICTIONARY came out in 1815-25, in three 4 to, vols., containing 80,000 words, the work of thirty years, which gave us compound words of the editor's own coining ad-libitum, the original price was Rs. 120—but the work is entirely superseded by Haughton's admirable Dictionary—which ought to be in the hands of all

school-teachers, scholars, translators, &c. Marshman published in 1827, an Abridgment of Carey's English and Bengali, a work very useful, containing 25,000 words. In 1827 TARACHAND CHAKRABARTI published an Anglo-Bengali Dictionary of 7,500 words, 6 Rs. pp. 25, B. M. P., meagre, a mere Vocabulary. In 1829 Marshman published a BENGALI AND ENGLISH DICTIONARY of 26,000 words, 10 Rs. and also a reverse one of 24,000 words. But HAUGHTON'S BENGALI and ENGLISH DICTIONARY is the magnum opus, the Johnson of Bengal, a cheap reprint of this, which was published at the expense of the Court of Directors, would be a great desideratum. For translators WILLIAMS' ANGLO SANSKRIT DICTIONARY is invaluable and ought to be in the hands of all who wish to convey knowledge through Bengali. In 1831 Jagannath Mullick published the Shabda Kalpa Latika, pp. 387, a translation of the Amara Kosha.

Rev. J. Pearson published in 1829, for the School Book Society, a SCHOOL DICTIONARY, English and Bengali, but it was a mere Vocabulary. In 1831 appeared Walker's Dictionary, abridged by Swift. 24,000 words, pp. 376. RAMCOMUL SEN gave a work of great research, the result of 15 years' labor, in 1834, a translation of Todd and Johnson, containing the meaning in Bengali of 58,000 English words, it cost Rs. 50 a copy, "a perfect chaos of materials for future lexicographers," and an example of equal industry, with Radhakant's famous Sanskrit Dictionary. MORTON'S DICTIONARY, was published in 1828, pp. 600, Rs. 6 with Bengali Synonyms and an English translation—it is very valuable, containing 10,700 words, it omits however all exotics. JOY GOPAL'S PERSIAN AND BENGALI DICTIONARY. 1838, 2,500 words, has fallen with the decay of the Persian anguage. In 1838, two Persian and Bengali Vocabularies

were published. One by Lakhmi Narayan, Sudar Amin of Purnea, he wished to substitute Bengali for Persian terms in the Court and gave 200 copies of his work with this view to Government, for distribution in the zillahs, but the rapid decay of the Persian renders them almost useless now; except for Court terms. In 1834 Jagannath Mallik a zemindar, published his Shabdakalpa Tarangini, B. M. P. The same year JAGANARAYAN SHARMA published a Dictionary, pp. 435, 16,000 words, excluding all exotics. In 1839, RATNA HALDAR, in order to teach the correct spelling of words, published Bangabhidhan, pp. 102, an alphabetical list of 6,264 Sanskrit words used in Bengali. The same year RAMESHWAR TARKALANKAR published a Dictionary of 18,000 words.. pp. 473, 24 mo. In 1840, A VOCABULARY OF SCRIPTURE PROPER NAMES., B. M. P., English and Bengali, pp. 200, appeared; the names are spelled according to the Arabic mode and not according to the Hebrew. It was designed to form the basis of an uniform method of spelling the proper names of Scripture in the language of India. In 1840. JAGANARAYAN MUKARJYEA published a Dictionary of 12,000 words, P. C. P., pp 120, excluding exotics. In 1845, W. Morton published a BIBLICAL, THEOLOGICAL VOCABULARY, pp. 31, of 800 Bengali terms.

5. ADEA'S ANGLO BENGALI DICTIONARY, Roz. & Co., 1854 pp. 761, 5 Rs., 23,000 words. Give English definitions, synonyms and a Bengali interpretation,—a work the result of years of investigation and of consulting various authorities,—based on Todd's Johnson's Dictionary and Marshman's Bengali Dictionary.

6. ANGLO BENGALI VOCABULARY, Ch. P., 1850, pp. 48. The Bengali and English meanings, with the Parts of Speech of Reader. NO. I, Part 2nd.

7. ABHIDAN, Adea's New Dictionary, P. C. P. in the press, will contain about 20,000 words for 1 Re.

8. ANGLO BENGALI DICTIONARY Ch. P., 1850, pp. 90. Chandernath's, gives the English pronunciation in Bengali letters.

9. ANGLO BENGALI DICTIONARY, published by Radhanath Dey and Co. 1850 pp. 185. A Vocabulary giving the meaning of words relating to Grammar. Heaven, Earch, Body, Natural Objects. Fruit, Apparel, Minerals, Farming; the English pronunciation is given in Bengali letters.

10. ANGLO BENGALI DICTIONARY, Ingraji Bangala Adhidhan, S.B.S., 1853, pp. 256, 14 as. An useful explanation of 16,000 English words in Bengali.

11. BENGALI AND ENGLISH DICTIONARY, 1st ed., 1852, 1,000 copies, S. B. S. 2nd ed. in the press.

12. HAUGHTON'S BENGALI DICTIONARY, explained in English, 1833, pp. 1,461, Rs. 80, London. Roz. & Co. Published at the charge of the E.I. Company, it serves as a Sanskrit Dictionary also and has an Index of 80 pp., serving as a reversed Anglo Bengali Dictionary, it is rich in scientific and Technical terms, gives 40,000 Bengali words, with their derivations from Persian, Urdu or Sanskrit; a cheap edition of this Dictionary would be invaluable,—it might be reprinted for 10 Rs. Sir C. Haughton was an able critical scholar and a Professor of Sanskrit at Haileybury for ten years.

13. JOHNSON'S DICTIONARY abridged by Lavandier, 1st ed., 1830, last ed. 1851, St. P., pp. 305, 2 Rs. Has an Anglo Bengali Grammar prefixed to it: besides the Bengali meanings of English words, it gives a list of abbreviations and of Latin and French phrases.

14. LAW TERMS—Robinson's Dictionary of; pp. 46, Ser P., 1854. Proposes the Bengali explanations of 4,500

terms used in the Courts and law books of the Lower Provinces, the object is to aim at fixing an uniform legal terminology, now so various and puzzling, some words are derived from Persian, but the greater part are Bengali.

15. MALLIK'S ANGLO BENGALI VOCABULARY, of the English Reader, No. 3, pp. 115, 8 as., 1852, A. I. U. Explains the words and gives the meanings, both in Bengali and English.

16. MENDIE'S ABRIDGMENT OF JOHNSON'S DICTIONARY, Bengali and English, 1st ed., 1822, last ed., 1851, Roz. and Co. 5 Rs., pp. 386, 30,000 words; Persian and Arabic words are distinguished by an asterisk which is very useful; there is a valuable list of terms used in Botany and Zoology.

17. MENDIE'S ABRIDGMENT OF JOHNSON'S DICTIONARY, Anglo Bengali, 1st ed., 1828, last ed., 1851, pp. 390, 5 Rs. 28,000 words. Rob. and Co., the author was for 40 years corrector of the Serampur press and has used much researeh in this work.

18. MUKERJYEA'S ANGLO BENGALI VOCABULARY. pp 98, P. C. P., 1851. Explains the Poetical Reader, No. 2, both in English and in Bengali. The author is an ex-student of the Hugly College.

19. PERSIAN AND BENGALI DICTIONARY, by Nilkamal Mustaphi, P. G. P. 1838, pp. 76, Parseabhidhan. Gives the Bengali meaning of 2,800 Persian words used in business and Courts in Bengal. The author was Serishtadar to the Judge of Nuddea; the work is scarce. Persian is now in the sere and yellow leaf.

20. PERSIAN AND BENGALI DICTIONARY, Jay Gopal's Parsik Abhidhan, Ser. P., 1840, pp 84, contains about 2,500 Persian words, arranged alphabetically with their Bengali meanings.

21. RAMCHANDRA'S VOCABULARY, 1st ed.

1818, last ed., 1852, pp. 141. 8 as, Popular, but meagre, gives the meaning of 6,600 difficult words in Bengali (now scarce). The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society and the first native who composed a Bengali Dictionary. The author excludes all these inharmonious and disfiguring exotics, which are such blots in ordinary Bengali discourse.

22. ROZARIO'S ENGLISH, BENGAI AND HINDUSTANI DICTIONARY, 1837, pp. 525, 6 Rs. In the Romanized character; very useful. The Bengali part was composed by a very able scholar, the late Rev. W. Morton, the Urdu, by Maulavi Haseyn. The English words, 23,000, are followed by an English interpretaion, then by a Bengali one printed in italics, then by the Urdu in Roman type.

23. SCHOOL BOOK SOCIETY'S BENGALI DICTIONARY, 3rd ed., 1852; pp. 234, 12 as, 12,000 words, S. B. S. Skul Buk Abidhan.—A very good Dictionary for beginners—the meanings are in Bengali and are very concise.

24. Shabdārtha Prakashābhidhān, Digambar Bhattecharjea's Dictionary, K. Al., pp. 216,6 as, gives 900 words.

25. VOCABULARY of Elegant Words, Barnamālā Abhidhān. 3rd pt., Pr. P., pp. 52, 1,200 words.

26. Shabdāmbudhi, ADEA'S BENGALI DICTIONARY. 1854, pp. 604, 2 Rs. 8 as. Roz. & Co. The whole of this edition of 2,000 copies has been nearly exhausted in, a year, it contains 28,000 Bengali words with their meanings taken from Morton's, Carey's, Radhakant Deva's and Ram Chandra's Dictionaries. This Dictionary is a noble monument of the copiousness and expressiveness of the Bengali language and ought to be in the hands of every student of Bengali; though the meanings are only in Bengali, yet it may be useful as a work of synonyms to a European.

27. SANSKRIT DICTIONARY, Amarartha Didhiti, P. C. P., in the press: will contain about 300 pp., on the plan of Colebrooke's Amar Kosh.

28. SANSKRIT AND BENGALI DICTIONARY, Amar Kosh, St. P., pp. 138, 1854. Innumerable editions of this have been published, it is the Johnson of Bengali, composed 1,000 years ago by a Buddhist, gives the words according to the subjects and is very useful for supplying synonyms. T. Colebrooke in 1813 translated the Sanskrit original into English. In 1831 Jagannath Mullik, a Zeminder, published this at his own expense.

29. SANSKRIT ROOTS AND BENGALI DERIVATIONS, Dhatu Mala, Roz. & Co. In the press. Designed to make natives better acquainted in a short time and in a rational way with their own language, by giving them the Etymology of the language from Sanskrit, in the same way as boys in England learn the Latin Etymology of English words. A number of technical terms used in Mathematics, Natural Philosophy, Botany, Medicine are given.

30. THAKUR'S BENGALI AND ENGLISH VOCABULARY, 1st ed. 1805, 3rd ed., 1852. Sanders, Cones Co., pp. 166, 8 as.; compiled originally for Fort William College, at the suggestion of Dr. Carey. If gives terms on the following subjects. Theology, Physiology, Natural History, Domestic Economy in Bengali and the Romanised Bengali character. It also gives the names of plants used in the Materia Medica and of useful trees and plants. The author was Assistant Librarian to Fort William College.

31. THEOLOGICAL TERMS, MILL'S VOCABULARY OF B. C. P. pp. 36. Roz. & Co. Though Sanskrit, yet as the Theological terms in Bengali are drawn from the Sanskrit, it is very useful in Bengali, there are valuable criticisms in it, by Dr. Mill and Professor Wilson—it was written with a view to uniformity of Theological terms in

translations of the Bible in the Indian languages. It gives the English, the original words, remarks on its meanings, proposed rendering in Sanskrit.

ETHICS AND MORAL TALES

The first Ethical Work published was the Hitopadesh, in 1801, of which an expurgated edition by a native appeared in 1841. The same year came out the Batrish Sinhasan. In 1803, Dr. Gilchrist published in Urdu, Persian, Arabic, Brija Bhasha and Bengali, translations of Æsop's and other Fables, all in the Romanized character, the Bengali was made by Tarini Charan Mittra. In 1820 came out Stewart's Upadesh Katha or Moral Tales of History A. B. giving historical anecdotes to illustrate—respect to parents, friendship, falsehood, industry, pride, anger, ingratitude. In 1829 appeared from the Serampore press, an excellent work, Sadgun-o-birjea, ANECDOTES OF VIRTUE, VALOR, 1 Re. 8 as., illustrating Moral Virtues, by 95 anecdotes selected from Ancient and Modern History, from Greece, Africa, Russia, Prussia and India. In 1826 was published by the S B. S. the Kabitamritakup pp. 44 : 8 as., a choice collection of 106 Sanskrit couplets, with a Bengali translation designed for scholars. The Bhramarastak appeared in 1830. Bhartritari's Centoes were published in 1831 ; Bhartrihari was the brother of King Vikramaditya and wrote many fine moral sentences, mixed with exceptionable passages ; a Latin translation has been published in Germany ; Lord Chesterfield's Advice to his son was translated about this time. In 1830 appeared the Kautak Sarbaswa Natak, by a Pandit of Harinabhi, a collection of Sanskrit slokes on various Ethical subjects, with a Bengali translation. In 1833,

at the suggestion of Bishop Turner, who wished to see good English ethical works translated into pure Bengali, Rajah Kali Krishna translated JOHNSON'S RASELAS. In 1838, the Gyanaday, edited by Ramchandra Mittra, appeared in numbers, a Miscellany of Anecdotes, Moral and Historical, containing besides subjects of Natural History. In 1834 Nil Ratan Halder published Dampati Shikha on the duties of husband and wife taken from the Shastras. In 1824 Sharad Bose publishd Upadesh Katha, or Moral Tales in Romanized Bengali, the story of killing the goose is altered, to meet Hindu prejudices, to stuffing the goose until it burst. ÆSOP'S FABLES were published in 1854 by J. Marshman. In 1836 Raja Kali Krishna published a translation of GAY'S FABLES, which gained for him a gold medal from the King of the Netherlands. In 1840 Ram Chandra Videabagish published a series of Ethical Discourses called Niti Darshan, which had been delivered to his pupils of the Hindu College Patshala then opened, they have with his own observations, quotations in proof from the Hindu writings—on the need of study, on truth, on falsehood ; necessity of gratitude ; the Bengali language, Hindu literature ; the use of study ; on Ethics ; our duty to our parents—it was designed to continue those lectures in the Vernacular, but as no encouragement was given to Vernacular Education, they dropped through ; they were designed to embrace such subjects as love of country, the benefits of travelling, gambling, the necessity of laws, evils of polygamy : need of gratitude ; mutual duties of parents and children. The same year was published the Niti Darshak, pp. 22, for the use of the Hindu College Patshala, treating of early rising, cleanliness, behaviour in school, industry, learning, duty to parents, truth, humility. In 1834 W. Morton, one of the ablest Bengali Scholars ever produced in this country, published an elegant translation of

SOLOMON'S PROVERBS, pp. 76, by its beauty of composition, doing full justice to the ethical wisdom of the royal bard. In 1846 was published the Gyanakar, pp. 16, K. R. by S. Mukerjea, contained various moral fables; advice on the duties of children to their parents, on avoiding bad company, covetousness.

32. (E. T.) ANECDOTES, MORAL AND RELIGIOUS, Sadachar Dipak, pp. 48, T. S. ½ an. 1st ed., 1836; last 1855, Anecdotes on the fear of death, of a boy respecting the Bible, of a boy afraid to tell a lie or steal, on upright woman, generous sailor, forgiving slave, reconciled peasants, escape from a lion in battle &c. &c.

33. (P. T.) Anwār Shoheli, or MORAL FABLES, tr. by Gopimohan Chatterjea, pt. 1 A. I. U., 1855, pp. 284, 12 as. Illustrates by tales and anecdotes, the following points:—Trust not the cruel, friendship, idleness, judgment, forgiveness, not trusting liars. The Bengali written in prose and verse is translated from the Persian which is itself a translation of the Sanskrit Hitopadesh.

34. (S. T.) Bānāryastak, pp. 4, 1854, or a Female Ape's question to the Rajah Vikramaditya. The answer of the King's pundits to the following questions: what is meant by gentleness, science, health, variety? Who is an ignorant Brahman or physician? What is conviction? What is a tree? The ethical replies are pithy. Translated into English, by Raja Kali Krishna.

35. Banarashtak, pp. 3, a Man disguished as a Male Ape questions Raja Vikramaditya. Pert replies to the following questions: How may envy, vigilance, pure sacrifice, beauty, insensibility, dry wood, swiftness and bad advice be described; translated into English, by Raja Kalikrishna, 1834.

36. Batrish Sinhasan, 32 Tales of Vikramaditya s. c., pp. 209, 12 as. By Nil Mani Basak.

37. BATRISH SINHASAN, translated by the Editor of the Purnachandraday, 1,000 copies, 320 pp. 1. Re., P. C., 1854; translated from the Hindi; in prose; 32 Tales illustrative of Vikramaditya the Hindu Solomon's good qualities, designed to show that he has not been equalled. Tales are given illustrative of Vikramaditya's liberality to a begger, to a Brahman, to a scholar; to the poor; to a pandit; to an enemy; romantic self-denial; 14 of the tales are in Yate's Selections, Vol. 2; numerous editions of this have been published in the bazar.

38. Batrish Sinhasan in Poetry, BH. S., 1848 pp. 204, by Raj Krishna Neogir.

39. CHANAKYEA, 1st ed., 1817. 108 Brief sayings in a proverbial style, praising learning and good morals, extracted from various old Sanskrit works, a useful book, with the exception of a few passages. Innumerable editions of this have been published and it is committed to memory in the village schools, holding the same place there as Watt's Songs do in England. It is seldom met with separately being incorporated into the Shishubodhak or village School Manual. Digambar Ray published in 1840 a translation of it into English and Bengali. It has been translated also into modern Greek and Italian.

40. (E. T.) CHAMBERS MORAL CLASS BOOK, Nitibodh, 3rd ed. 1853, by Rajkrishna Banerjea. S. P., pp. 107, 8 as. On behaviour to animals: to our family: to low and high persons: industry: self-reliance: humility: temperance: health: contentment: frugality: mercy: forgiveness: mildness: honesty: debt: promises: truth: patriotism, &c. &c. The remarks on each of these virtues is illustrated by one or more historical anecdotes. The style is elegant and in 3 years the work has passed through 3 editions, a 4th is in the press.

41. (S. B.) CHATAK ASHTAK. Moral Allegory,

pp. 5, 1854, ½ anna. Roz. and Co. Kalidas's beautiful Allegory drawn from the Chatak a bird like a cuckoo, which is fabled to drink no water, but that from the clouds —used as a symbol of the soul aspiring only after heavenly enjoyments. This has been translated into German. The Bhramar Astak is one of much the same class.

42. (S. B.) FIVE ETHICAL SAYINGS, Pancha Ratna, pp. 5, 1854, Roz. and Co. Br. B., ½ anna, by Nabakanta of Bahirgachhi. Answers to the following questions given by King Vikramaditya ;—Who is a liberal man ? What is avarice ? Who is a warrior ? What does patience consist in ? The answers are very pithy. Raja Kali Krishna published an English translation of it.

43. FEMALE EDUCATION, Gaur Mohan's Defence of ; Stri Shikhya Bidhayak. 1st ed., 1818 4th ed., 1854, S. B. S., 2 as. Gives in simple language evidence in favor of the Education of Hindu females from the examples of illustrious ones both ancient and modern, and particularly of Indian females, such as Rukhmini, Khana, Vidyealankar who gave lectures at Benares on the Shastras, Sundari of Firudpur skilled in logic, Ahalya Bhai who conversed in Sanskrit and erected many public buildings. It shews the use of learning to women in settling their accounts, corresponding with their husbands and teaching their children. This work excited the fierce ire of some of the native papers, and in 1840 was published in opposition to it Stri Durachar pointing out the evil deeds of women.

44. FEMALE EDUCATION, Tara Shankar's Prize Essay ; Striganer Videa, 1851, pp. 58, 2nd ed., Roz., & Co. An edition of 6,000 copies of this was published. The writer in elegant Bengali treats of the ignorance of females now ; that Hindu literature is not opposed to female education, the advantages of female education, on the best mode of educating females, it gives information on the wretched

condition of native females, of Kulinism ; widows ; nine learned Hindu females ; what educated females can do ; instances in England ; female dress ; schools for females ; books ; teachers ; Ladies' Society. This Essay won the prize given by the Hare Prize Fund, in 1850, for the best Bengali Essay on Female Education.

45. Gyan Pradip, MORAL TALES, by Gauri Shankar Bhuttacharjya. Bh. P. L., 1st ed., 1848, 2nd ed. 1853. pp. 7, 8 as., pt. 1. In elegant language, tales from Hindu Scenes—requires pruning.

46. Gyan Pradip, MORAL TALES, by Gauri Shankar Bhuttacharjya, part 2, pp. 78, 8 as., 1853. Bh. P. These tales were originally published in the Bhāskar Newspaper.

47. (S. B.) HITKATHA, 100 Ethical Slokes, P. CH, pp. 14, 1840, by Rajkishar of Pullashali. A Sanskrit with a Bengali translation. The following are some of the subjects. Learning is as a pearl in common shell, the tongue though soft and boneless yet is strong and powerful : on anger without a cause, a rich miser is like clouds without rain : King's favor changes as the wind, &c.

48. HITOPADESH. 1st ed. 1801, Ser P., last ed. 1855. Morals taught by apologues. Sir W. Jones says of these, "they are the most beautiful, if not the most ancient collection of Apologues in the world, they are extant under various names in more than twenty languages." This work requires pruning. Sir W. Jones' translation of it may be had at the P. C. P. for 1 Rupee. Next to be Bible this work has been translated into the greatest number of languages ; there are two separate Bengali translations of it, one by Golaknath, another by Mritunjay, beside an edition Sanskrit, English and Bengali, 1830, pp. 424, by Lakshmi Narayan. At least 200,000 copies have been printed in Bengali. It treats of friendship, discord, war and peace, in 42 fables, in which after the manner of Æsop, animals are introduced to

teach Ethics. The original, like Telemachus, was written for the Ethical instruction of a King's son at Palibothra.

49. Hitopadesh, expurgated by Yates, 1st ed. 1841, last ed, 1851, pp. 128, 7 as. pp. 158. S. B. S. a capital school book, gives 33 Moral Apologues.

50. JOSEPH'S HISTORY. T. S., pp, 51, ½ as. This subject is popular both with Musalmans and Christians,—shewing a bright example of chastity and filial love.

51. Jyān Arnab, SELECTION OF MORALS, by Prem Chand Roy, 1842, 2nd ed., Sār Sangraha, P., pp. 194, 1 Re. 8 as., translated and compiled from the best Sanskrit and other works. Gives tales and anecdotes to illustrate the following subjects ; duty to parents and teachers : knowledge : folly : company : truth : subduing the passions : mercy : anger : covetousness : youth, age.

52. Jyān Chandrikā, SELECTION OF ETHICAL PIECES, pp, 192, 1 Re. 12 as, 1838, by Gopal Mittre, an ex-Student of the Hindu College,—the Council of Education subscribed for it. Gives extracts from the Prabodh Chandrika, Hitopadesh and Purush Parikhya. Containing Moral Essays on attention, the means of gaining knowledge, perseverance and politeness, gambling, truth, gratitude, covetousness.

53. Jyānollas, by Ishwar Chandra Mallick, of Burra Bazar, Bi. B., 1854, pp. 18, Das. P. On gifts, hospitality, mercy, knowledge, patience, covetousness, gratitude to God, truth,—it requires pruning.

54. KULIN POLYGAMY RIDICULED, Kulin Kul Sarbaswa Nātak, S. P., 1854, pp. 127, 1 Re., by Ram Narayan Sharma. Head Pundit of the Metropolitan College. This gained the prize of Rs. 50 offered by Kalichandra, a Zemindar, of Rangpur, for the best Essay, pointing out the evils of Kulin Polygamy. It shews how daughters are kept to be married to old profligate Kulins ; the hypocrisy of the

marriage arrangers ; the behaviour of the women ; girls are as it were sold. Designed like Uncle Tom's Cabin, by pointing out the evils of a system to lead to a remedy being applied. The author shows a thorough mastery of the style and subject. The book is calculated to be very useful.

55. LITTLE HENRY AND HIS BEARER, Chota Henry, 1st ed, 1824, last ed. 1849. TS. pp. 60. 1 an. Mrs. Shearwood's beautiful Indian tale of an Orphan., intermixed with instruction relative to Christianity ; there is much interesting advice given in the guise of fiction, on the relation between a bearer and children.

56. (S. T.) Moha Mudgar, 1854, pp. 8, ½ as., Roz. & Co. An admirable little Ethical Poem ON HUMAN VANITY, it has been translated into English, by Sir W. Jones. Two editions have been published this year in Bengali (besides many previously), one Bengali, the other Sanskrit and Bengali. Like Solomon's chapter on Old Age, it treats of the vanity of the world and was composed 6 centuries ago by the famous Sangkar Acharjya. It has been translated also into German and French : esteemed by the natives as "the first lesson received by infancy as the Guide of Life, the last counsel given by old age as the result of long experience."

57. (A. B.) Rajdut o Saralatar Puruskar, MORAL TALES, Roz. & Co., 1849, pp. 410 by K. Banerjea. Copies, are scare of the Anglo-Bengali edition. The Rajdut or King's Message is a beautiful tale, by Adam, the author of the lovely tale "The Shadow of the Cross." Saralatar Puruskar or the Reward of Honesty is by Miss Edgeworth and in some parts of it the scenes are laid in India. Both Adam and Edgeworth stand high for the moral power of their tales and this work is a great boon to Bengali literature. A small Bengaii edition of this was published, which is now being re-printed.

58. (E. T.) NEGRO SERVANT, Kaphri Das, pp. 33, ½ as., 1851, T. S. A tale of humble life by Leigh Richmond the English has had an immense circulation in England.

59. Niti Katha—part 1, MORAL FABLES, 1 an., 1st ed. 1818, last ed. 1854. Roz. & Co. Translated from the English and Arabic, by T. C. Mittre and Radhakant Deb; at least 100,600 copies have been sold from various presses. Anecdotes of the door and lion: hare and tiger: Woman: goose: fly: bull: man: corpse: tortoise: hare: thorn: black man: lion and fox: sun and wind: belly and members: boys and frogs: cowherd and tamers, farmer and snake: dove and honey.

60. Niti Katha,—part. 2. MORAL TALES, 1 an., 1st ed., 1818. pp. 48, last ed. 1854, Roz. & Co. Innumerable editions of this have been published in various presses, which contains Easy Bengali Lessons, by Mr. PEARSON, Superintendent of the Government Vernacular Schools of Chinsurah, in 1818. 14. Moral Sayings, with Fables and Anecdotes, illustrative of them—on pride: friendship: poor man and fool: covetousness: knowledge: evil words: idle man: the old man and his two sons: written in a simple style, well adopted for females or youth.

61. Niti Katha—part 3. MORAL TALES, prepared by Ram Komul Sen, at the suggestion of the Rev. T. Thomason, father of the late Lieut.-Governor of the North Western Provinces, who on his visit to the Burdwan Schools in 1818 was forcibly struck with the advantages practically resulting from the mode of instruction by narratives with morals annexed. They are translations from the English and from the Serampore Bengali Æsop. Contains forty-eight fables and moral anecdotes.

62. (S.T.) NINE ETHICAL SAYINGS, Nabaratna, pp. 7, ½ an., 1854. Some very striking Ethical Aphorisms

in these, which embrace a variety of moral subjects and sayings expressed in a very sententious manner.

63. (E.T.) ROBINSON CRUSOE—1st part, Robinson Krushu, pp. 261. 8 as., Roz. & Co. This "master-piece of fiction" was translated into plain Bengali by the Rev. J. Robinson, for the Vernacular Literature Committee—a second edition is now in the press. It is calculated to teach many moral lessons to the Hindus, the use of a mechanical taste: the importance of self-reliance: the evils of disobedience to parents: faith in God. It is illustrated by 18 wood cuts.

64. (S.T.) Shakantala, TALE OF SHAKUNTALA, S. P., 1854, pp. 112, 12 as. By Ishwar Chandra Videasagar. An interesting tale of the affections introducing us to forest scenery and the mode of life of Hindu damsels 1,800 years ago. The original drama is the master-piece of Kalidas.

65. (S.T.) Shakantalar Upȧkhyeȧn, TALE OF SHAKUNTALA, A. I. U., 1854, pp. 59, by Lamlal Mittra, 4 as., gives in prose the substance of the beautiful tale of affection, the Sanskrit Drama Sakuntala translated into the English, by Sir W. Jones, its author was Kalidas, the English Shakespear; this drama has been translated into German and French.

66. (S. B.) Shȧnti Shatak, 1850, Roz. & Co., pp. 46, 1st ed. 1817. ONE HUNDRED VERSES ADVOCATING PEACE OF MIND, pointing out like Ecclesiastes, the vanity of human things and the benefits of solitude. Many Editions have been published. A translation of this into English was published by Raja Kali Krishna. It requires pruning.

67. (S.T.) Shȧnti Shatak, pp. 19, 1852. 1 anna, Roz. & Co., by Madhav, a Prize translation in the Sanskrit College; in high Bengali; omits exceptionable passages.

68. (S.B.) Pracin Padeȧvali, or MORAL SAYINGS,

pp. 24, contain the Chàtakàshtak, Bhramar Ashtak, Pancha Ratna, Naba Ratna, Bànayeràshtak.

69. PARENTS, THEIR DUTY TO THEIR CHILDREN, Santan Pratipàlan, Pr. P., 1853, pp. 6. Treats regarding the health of children, their morals, their learning; a discourse delivered in the village of Jyànàngi.

70. PATRIOTISM. Address on; Svadeshanurag, Bi. P., I an. delivered in 1853, at a Philanthropic Association in Chota Jàgulia.

71. (E. T.) PERSIAN FABLES, KEANE'S, Parsik Itihas. pp. 28, 3 as. 1853, Roz. & Co. Moral apologues on the lying hare, covetous monkey cock, pigeon, jackal, drum, mouse and friends, wolf and jackal and young ass, just king, scorpion, tortoise, jackal, ass, truth-speaking king, greedy fox, camel, thorn, the farrier and camel, mouse, crane, crab, shepherd's dog, crane, fox and wolf, crow and monkey, peacock, sea fowl, rose, mud, devotee, raven.

72. Phulmani and Karunà, T. S., by Mrs. Mullens, 1852, pp. 306, 4 as. Roz. & Co. In the guise of fiction, written for native Christian women, to shew the practical effects of Christianity in forming marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children females; of domestic economy, cleanliness, cheerfulness, industry, attending God's house, reading the Bible. Appended to it is a very useful list of suitable names for Native Children, it has been translated into English.

73. PLEASING TALES, Manoranjan Ithihàs, by Tarachand Dut, 1st ed. 1819, last ed. 1854, S.B.S., pp. 36, 1½ an. Also in Anglo Bengali, S. B. S., 3 as. Stories and Anecdotes designed to improve the understanding and direct the conduct of young persons, treating of generosity, ingratitude, knowledge, industry, envy, covetousness, flattery, the tongue, company. Many editions of this work have been published at different presses, in Chinsura, and Calcutta;

the School Book Society alone have sold 18,000 copies. The writer was in the employ of the late Capt. Stewart of Burdwan, a warm friend to Vernacular Education.

74. (E. T.) SHEPHERD OF SALISBURY PLAIN, tr. by Sarup. Meshpálak Bibaran, pp. 52, 1852, 1½ an. Hannah Moor's beautiful Moral Tale, exhibiting contenment and moral beauty in the lowly life of a Christian Shepherd, a tale well adapted for the rural population of this country teaching them many lessons on cleanliness and the simple manners of English rustics. To be had at the Christian Knowledge Society's Dept.

75. SOLOMON'S PROVERBS, Sulimán Hitopodesh, 1849, pp. 54. J. S., 1 anna, tr. by Yates. The School Book Society has adopted the Sanskrit translation of Solomon's proverbs as a class book ; the Bengali is equally worthy of being considered such. The style is elegant and simple.

76. (P. T.) Tota Itihás, or MORAL TALES, 1st. ed. 1801, last ed. 1853. Tales said to have been told by a parrot, to occupy a lady's time, treats of a variety of stories, as of a soldier's wife, the tiger and Brahman, cat and mice, frog and snake, of four friends, of the jackal made king, of the serpent preserved, of the elephant, ass and deer, the compassionate tiger, of the low man made king. 18 of these are given in Yates' Selections.

77. WIDOW RE-MARRIAGE, in favour of, by Iswar Chandra Videásagar. Vidhavá Bibáha Prachalita, S. P., 1855, pp. 22. The learned Principal of the Sanskrit College brings his learning here to shew that the prohibition of widow-marriage is not supported by the Shastras. Three pamphlets have been recently published in reply to this which is circulated gratis.

78. (E. T.) Young Cottager, Chhota Jen, Leigh Richmond's. T. S., pp. 71. An interesting narrative of a

Christian girl in a retired English village, "the plain and simple annals of the poor."

GEOGRAPHY

The First attempts at communicating Geography in Bengali were made by the Serampore Copy Books, and the Serampore Geography and Astronomy in 1819, which were a compendium of Geography taught by dictation—In 1824 Pearson published Bhugol ebung Jyotish, A. B., pp. 311, DIALOGUES ON GEOGRAPHY AND ASTRONOMY. which gave a general description of the Earth, the Zillahs of Bengal, General History of Hidustan, description of other countries in Asia, General Geography of Europe and America—the solar system, comets, eclipses, tides, lightning, rainbows, compass, meteors ; a map of the world was executed the same year by G. Herklotts, Esq. Pearson's Geography, came out in 1825. In 1825 a Map of India, price 10 Rs., was published, the engraving was done in England. In 1826 Raja Kali Krishna published a lithography of an Orrery and in 1839 a work on Geography and Eclipses. In 1834 the Society for Translating European Sciences, under the direction of J. Sutherland, Esq., published a GEOGRAPHY OF INDIA, compiled and translated from Hamilton's Hindustan and other works. In 1839 appeared a Geography of Asia, by the Hindu College Authorities. In 1840 the Tatvabodhini Sabha published an Elementary Geography, and subsequently their able Secretary, Akhoy Kumar Dut, composed another, pp. 40, 24mo. In 1839 the Hindu College Patshala authorities published the Geography of Asia, Pragya, P., 8 as., pp. 150 treating of the size, motion, form of the earth, its divisions, particularly of India, its districts, mountains, plains, rivers, islands, the English

conquest, trade, revenues, independent states, with a similar account of Russia, Arabia, China, Tartary, Persia. The next year the same authorities published a Bhugol Sutra, General Geography, pp. 63. Giving definitions, the chief divisions of the quarters of the globe, articles of trade—an useful compendium.

79. GENERAL GEOGRAPHY, by Gauri Shankar. Bh. P. 1853. pp 50 ; 8 as. Notice of the principal divisions of the Earth, its Rivers &c., meagre and dear.

80. GENERAL GEOGRAPHY, by Khettra Mohun Dut, Khettra Mohun Bhugol, 1st. ed. 1840, 3rd ed. 1852, 4 as. pp. 61. Roz. & Co. The definitions and rivers, mountains, cities, seas, articles of trade, outlines of the divisions of the Earth,—prepared for the Hindu College Patshala.

81. GENERAL GEOGRAPHY, Pearce's Bhugol Britanta, pp. 149, S. B. S., 1st ed. 1818, last ed. 1846. 12 as. Treats of the earth as a planet, its motion, shape, gives the Geography of Asia and India, with a summary of Indian history and enlarges especially on Bengal and its several Zillahs. 9,000 copies have been sold of this, it was compiled chiefly from the Serampur Geography. It has a small map of the world, and a map giving an outline of the chief geographical features of a country, and is interspersed with information, historical and miscellaneous.

82. GENERAL GEOGRAPHY, Sandy's, Hay & Co., 1842 pp. 66 ; 4 as., gives in catechetical form General Geography. England, Palestine, Judea, the 23 Zillahs of Bengal, their population, trades—the book is now scarce, and ought to be reprinted,—putting the questions at the end.

83. (A.B.) GEOGRAPHY OF ASIA AND EUROPE by the Rev. K. M. Banerjea, 1848, pp. 336, Roz. & Co. 1 Re. Compiled from Murray's Encyclopedia of Geography, Malte Brun and others. Gives the history and progress of geographical discovery, Hindu notions of geography, definitions,

14 divisions of India, it is full on India ; notices remarkable places, character of the people, natural history; Asia, its chief countries ; Europe ditto. The Bengali edition is out of print. The price of this work has been reduced from 2 Rs. 8 as, to 1 Re.

84. INDIAN GAZETTEER, Sandeshābalī, pp. 356. 1 Re. S. B. S. by Ram Nursing Ghose, a writer in the School Book Society's Office. Descriptions of some of the principal places in India, from Hamilton and other authorities, an useful accompaniment to the Map of India, the writer gives the chief districts, cities, mountains, rivers of India, alphabetically arranged, with notice also of the manners and customs, and productions of the different parts.

85. INDIA GEOGRAPHY OF. Hindusthan Bhugol, pp. 20, 1854. A. I. U. 2 as. The chief divisions of India, with the boundaries of the zillahs in Bengal, an useful Introduction to the Map of India.

86. MAP OF AMERICA by Ram Chandra Mittre, Roz. & Co. 3 Rs. 4 as., published by the Council of Education.

87. MAP OF ASIA, by R. C. Mittre,—in the press.

88. MAP OF BENGAL AND BEHAR by Smith. Hay and Co., reduced from Tassins. 3 Rs. 4 as.

89. MAP OF EUROPE, 3 Rs. 4 as. Roz. & Co., by R. C. Mittre, published by the Council of Education.

90. MAP OF INDIA, RAJENDRA'S, Roz. & Co., 4 Rs. 8 as., 900 copies of this have been sold, and it has been Lithographed also in Urdu.

91. MAP OF THE WORLD, 1st ed., 1821, new ed. 1852. S. B. S. The first specimen of a Map engraved in Bengali, executed by a native, one Kasinath, under the Superintendence of the late C. Montague, Esq.

92. MAP OF THE WORLD, PHYSICAL., by Rajendra Lal Mittra. in the press, designed as an accompaniment to his physical geography.

93. PHYSICAL GEOGRAPHY, Prakrita Bhugol, Roz. & Co., 1855, pp. 161 ; 12 as. by Rajendra Lal Mittra. Treats of the earth, its zones, continents, proportion of land and water ; different kinds of rocks, mountain heights ; earthquakes, their causes, effects, directions, durations, mud volcanoes, changes in the earth's surface by running water, delta of the Ganges, Damuda embankments, drifting sands, division of land ; ocean's depth, color ; icebergs, tides, bores, rivers, their length, size, velocity, currents of air geographically distributed, laws of storms, climate changes, rains, fogs dew, glaciers, distribution of vegetables, centres of vegetation, distribution of animals, varieties of the human race, influence of climate on man.

GEOMETRY

94. (A. B.) GEOMETRY, by K. Banerjea, 1846, pp. 594 ; 2 Rs. Roz. & Co. Playfair's Euclid with Wallace's additions, and a symbolical demonstration of each proposition, gives also an extract from Lord Brougham's Essay on the objects of Science and a compendium of Algebraical Rules from Whewell's Mechanical Euclid.

GRAMMAR

The first Bengali Grammar was published by an Englishman, Halhed, a Civilian and Oriental Scholar, who was so well acquainted with the language as sometimes to pass in disguise as a Native : it was printed at Hugly in 1778, and is a work of great value. Carey's appeared in 1801, which has passed through 4 editions. It was not till 1816 that a Native, Gangakishore Bhattachariyea, published one, a diglot in the form of question and answer. In 1819

was published the Mugdabodh, in Sanskrit with a Bengali translation by Mathurmohun Dutt, of Chinsura, pu. 55, extending to the rules of Sandhi. This Grammar, for ages, formed throughout Bengal the study of young boys who read a Grammar in a language they did not understand, the value of the Mugdabodh is in inverse ratio to its size, as the rules of Sanskrit Grammar have been comprized in 1,000 short and very admirably constructed sentences. Dr. Carey and Mr. Forster have translated this work into English, as has also Mr. Wollaston. In 1820 Rev. J. Pearson published MURRAY'S ENGLISH GRAMMAR in Bengali, pp. 103, 2 Rs. Sir C. Haughton published a Grammar in 1821, clear but meagre, 15 Rs. per copy, very good on the prepositions and the connection of Sanskrit with Bengali. In 1822 appeared the English Darpan pp. 201, Hindustani P., an Anglo Bengali Grammar by Ram Chandra ; one third of it treated of the variations in English pronunciation. The same year produced also a Grammar by Gangakisser. In 1823 appeared the Bhasha Vyeakaran, pp. 66, the writer wished to his countrymen "to pass quietly over the sea of words in order to read the Shastras." The same year was published an English Grammar in Bengali. In 1824 the School Book Society published the Vyeakaran Sār, pp. 171, a GRAMMAR OF SANSKRIT in Bengali, by Madhav Chandra, a Nuddea Pandit, who wished to facilitate the study of Sanskrit, but it was written too much after the model of the old Grammars.

In 1826 Rammohan Roy published a Grammar in English, which he circulated gratis, in order to help Englishmen to study Bengali. In 1833 J. C. Marshman published a translation of abridgment of Murray's English Grammar. In 1834 Joy Gapal Tarkalankar published the Chandar Manjari, Ser p., 4 as. In 1840 Bhagavadchandra a Sār Sangraha, or Grammar of Elegant Bengali, which

passed quickly into a Second edition, composed after the Sanskrit model. In 1846 J. Robinson published a translation of Carey's Anglo Bengali Grammar, pp. 109 ; 1 Re. It simplifies Carey's and gives a list of 500 Sanskrit roots used in Bengali, with their meaning in Bengali.

95. BHAGAVADCHANDRA'S GRAMMAR OF BENGALI, Sar Sangraha 12 as., 2nd ed. 1845, pp. 186. Pr. P. An excellent Grammar of Classical Bengali, shewing its Grammatical connection with the Sanskrit ; it is particularly good in explaining the rules of Sandhi.

96. BRAJAKISHORE'S BENGALI GRAMMAR, Brajakishor Byeakaran, pp. 145. 1st ed. 1840, 2nd ed. 1853, S B. S., 8 as. the author was a Pandit of Halishar of the Medical Caste. He professes to make his Grammar "the shadow of the Sanskrit Grammar," learned but not as easy for beginners as other Grammars.

97. ENGLISH GRAMMAR IN BENGALI, Ingraji, Byeakaran, pp. 82. It gives the English pronunciation in Bengali letters—here are specimens ; Hoayi iyu du ; bit mi : ai labh riding : ai sa hi yeand shi.

98. KEITH'S BENGALI GRAMMAR, Ket Byeakaran, pp. 59, 2 as., 1st ed. 1829, last ed. 1854, S. B. S. In extensive use since 1820 ; written in a catechetical form, upwards of 15,000 copies have been sold : it was composed by one who knew what Vernacular schools required.

99. KHETTRA MOHAN'S GRAMMAR, 5th ed. 1854, pp. 43. Roz. & Co., Prepared for the Hindu College Patshala ; gives a good outline of Grammar.

100. NANDA KUMAR'S GRAMMAR IN VERSE, Byeakaran Darpan, 500 copies, Bengal Society, P. 1853, pp. 107, 8 as. Taken from the Mugdhobodh Chandomangari, the book is written after the model of English Grammars, it is used in several schools and "wedded to immortal verse," "treats of the rules of orthography, declensions, conjugations,

versification, an account of the *ras*, or sentiment of passion. The author is a clerk in the Military Accountant's Office, and an ex—Student of the Hugly College,—when the Hindus have Arithmetics and Dictionaries in verse they may well have Grammars also.

101. PURNACHANDRA DEY'S GRAMMAR, 1st ed., 1893, 2nd ed., 1850, 1,000 copies, pp. 78, 4 as. A reprint of an old work—scarce ; contains a pretty full view of Grammar.

102. (E. T.) RAM MOHAN ROY'S BENGALI GRAMMAR, pp. 116, 1st ed., 1833, last ed., 1851, S. B. S., 3,000 copies sold. A translation into Bengali of what the Raja first wrote in English in 1826 ; treats with considerable critical power of the various parts of Grammar ; "a work that indicates much philological acuteness and philosophical research."

103. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, Mugdabodh Sar Chandraday, Pr. 1847, 12mo. pp. 226. A guide to the young students of the Sanskrit and Vernacular languages. This contains the Sanskrit text with useful Bengali Commentary, which will enable the pupil to be less dependent on the teacher and to master the grammar in one-third the time. "Whenever a system of vernacular education shall be established, it will be important to give the higher classes a knowledge of the rules of Sanskrit Grammar without which they will not be able to write their own tongue with purity and confidence. In that case the plan of this Grammar must necessarily be adopted ; that is the rules must be given to the scholar and the examples worked in his own mother tongue." The author Taraknath Sharmana, writes from Utarpara and states his object to be to vernacularize Sanskrit Grammar among those of his countrymen who know English but are not acquainted with Sanskrit, "Which opens unbounded resources to all that wish to improve the native idiom."

104. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, Upakramanika, 1st ed., 1851, 4th ed , 1855, by Ishwar Chandra S. P., pp. 118, 8 as. A Sanskrit "Grammar made easy," given without technical difficulties, the declensions, conjugations of Sanskrit, with short Sanskrit sentences to parse at the end—a person three months after reading this Grammar will be enabled to begin translating simple Sanskrit sentences ; it is used in the Sanskrit College and is gradually superseding in other institutions the old Mugdabodh Grammar.

105. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, Kaumudi, by Ishwar Chandra, 1854, S. P., 8 as., pt. 1. A more advanced Sanskrit Grammar, but framed on the European plan making Grammar a means not an end, gives the rules of euphony, declensions and pronouns, and is a counterpart in Bengali to what William's excellent Sanskrit Grammar is in English. Many natives now are applying to Sanskrit, owing to the facilities offered by this Grammar.

106. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, by Debendranath Tagore, 8 as., T. P., pp. 70, pt. 1, 1845, extends to the pronouns : gives the Rules of Sandhi and declensions—written after the European system of philology, simple—well illustrated by examples. Published by the Tatvabodhini Sabha.

107. SHYEAMACHARAN'S ANGLO BENGALI Grammar, Roz. & Co., 1850, pp. 408, 5 Rs. The most elaborate Grammar that has yet appeared. Government patronised it liberally taking 100 copies, at 10 Rs. per copy, it is designed for students who know English. Very copious on the usual Grammatical subjects and on idioms. Much information besides on the prosody of Bengali poetry ; it gives colloquies and rules for common conversation. No European studying Bengali ought to be without this Grammar. A cheap edition is much wanted.

108. SHYEAMACHARAN'S BENGALI GRAMMAR, Roz. & Co. 1852, pp. 269, 1 Re. 2 as., a translation of the one in English, a good Grammar for advanced students.

109. WENGER'S BENGALI GRAMMAR, pp. 156, 1 Re. 4 as, S. B. S. Very simple ; two good chapters on Syntax and Prosody.

HISTORY AND GEOGRAPHY

The first Prose Work and the first Historical one that appeared, was the Life of Pratapadityea the last king of Sagar Island, by Ram Bose, Ser. P., 1801, pp. 156. A work the style of which a kind of mosaic shewed how much the unjust ascendency of the Persian language had in that day corrupted the Bengali. This was followed in 1806, by the LIFE OF THE RAJAH OF KRISHNAGHUR, pp. 120, both works undertaken ; at the suggestions of Dr. Carey, the Shastra Padvati or names of the most eminent Sanskrit writers and their works appeared in 1817, designed to gratify the Hindu taste for writing names at the same time conveying to them some useful historical knowledge. GOLDSMITH'S HISTORY OF ENGLAND come out in 1819, pp. 412, by Felix Carey, an able Bengali scholar, the History closes with the peace of Amiens in 1802. A useful Glossary of technical and difficult words was appended, though some names are rendered curiously—thus Admiral of the Blue is Nilpatakadhyernab, Whig is Svatantreapakhapàti. A History of England on the plan of Dickens's, giving the history of the people, the progress of civilisation, morals, arts, religion, is a great disideratum. In 1819 we had Captain Stewart's MORAL TALES OF HISTORY, with selections of historical subjects, notice of England's rise from barbarism, with moral instruction, historical anecdotes,

illustrative of friendship, industry, justice, pride, anger—the arrival of the English in India, the Rules of the Permanent Settlement. In 1830 was published the Asam Buranje. HISTORY OF ASAM and its famous shrines, by Hatiram Dakiyal, pp. 16, CH. P., who distributed it gratis. One of the few local Histories we have. In 1829 was published at Serampur, Sadbirjea Gun, ANECDOTES OF VIRTUE AND VALOR, A.B., pp. 239. Giving 95 Anecdotes relating to the virtues connected with the leading characters of ancient and modern history of various countries and creeds. ROBINSON'S GRAMMAR OF HISTORY, pp. 242, appeared in 1832, under the patronage of the Committee of Public Instruction, translated by a literary club of 12 natives ; it gave in the form of short paragraphs, to be committed to memory, notice of the chief ancient and modern kingdoms. In 1839 Govind Sen wrote an ESSAY ON THE HISTORY OF INDIA, pp. 32. In 1840 Govind Sen published a HISTORY OF BENGAL, pp. 337, 2 Rs., a translation of Marshman's ; gives from the Moslem invasion of 1203 down to 1835. The Bengali was too literal and stiff. In 1842 we had the Life of Bhavani, editor of the Chandrika and the great leader of the Pro Sati party, a curious piece of biography.

110. ANCIENT HISTORY, Pearson's Epitome. Itihas Samuchay, pp. 364. 1 Re. S. B. S. Gives a coincise Account of the History of Egypt, Assyria, Babylon, Medea, Persia, Greec, Rome.

111. (E. T.) ANCIENT HISTORY, Prachin Itihas, Pearson's Epitome. S. B. S, 1830, pp. 623, complied from Rollin and Anquetel, gives a brief account of the Egyptians, Asyrians, Babylonians, Medes and Persians, Grecians, Romans, treating of the manners, customs, buildings, natural productions, laws, government and history of those states.

112. (E. T.) BENGAL, HISTORY OF, Bangala Itihas,

1st ed. 1849, 3rd ed., pp. 152. 8 as. Roz. & Co. S. P. by Ishwar Chandra Videasagar. From the battle of Plassey down to Lord W. Bentinck's time. A translation of Marshman's excellent work, the Bengali is elegant; we understand, the history of the Ante-English period is in preparation taken from the first Chapter of Marshman.

113. (E. T.) BENGAL, MARSHMAN'S HISTORY OF, Bangadesh Purabrita, Wenger's translation, pp. 284: 12 as. S. B. S. Roz. & Co. Gives in simple language a full account of the History of Bengal from the earliest period to the present time.

114. (E. T) BIBLE STORIES BARTH'S, Dharmapustuk Britanta, by Mrs. Hœberlin, 1846, T.S. pp. 252. Gives in an interesting form, 104 of the most striking facts of the Old and New Testament, with 27 wood cuts. The German original has passed through 100 editions and 100,000 copies have been sold in Germany alone, besides translations; into 30 different languages. The miracles, parables of Christ. Jewish history down to Daniel's captivity and New Testament History to Paul's imprisonment in Rome, are told in a simple condensed form, well adapted to arouse the curiosity of young persons.

115. (E.T.) BIBLE AND GOSPEL HISTORY, PINNOCK'S Kalkramik Itihas, tr. by G. Pearce, 1st ed. 1838, 2nd ed. 1852, 4 as., B.M.P., pp. 89, ten wood cuts. Gives in the form of questions and answer the chief historical events of the Scriptures, from the Creation to the Resurrection of Christ.

116. (E.T.) BIBLE HISTORY, MRS. TRIMMER'S, 1843, B. C. P., pp. 282, tr. by Dwarkanath Banarjea 8 as. Roz. & Co. Short view of the whole Scripture History, including an account of the Jews from Nehemiah's time to that of Christ's, in 24 lectures, with question and answer on each lecture.

117. CELEBRATED CHARACTERS, Sketches of, Satya Itihas, 1st ed. 1830, pp. 239, 12 as. S. B. S. Sketches of Semiramis, Sesostris, Homer, Lycurgus, Romulus, Cyrus, Confucius, Pythagoras, Miltiades, Socrates, Demosthenes, Alexander,—a translation of stories in ancient history; on the model of Plutarch's Lives.

118. (S. T.) CHRIST, LIFE OF, Muir's tr. by K. Bannerjea, Christa Mahmatmea, 2nd ed. T. S. 1851, 1½ as. Composed by, J. Muir, Esq., of the Civil Service, in Sanskrit verse, has been translated into Hindi and English; gives a summary of Jewish history, the Prophecies relating to Christ's coming, the tenor of His Life, Death, Miracles, Discourses, Doctrines, detailed in a narrative expository way, adapted to the native mind and calculated to attract the attention of Hindus; the Sanskrit edition of this has been widely circulated. Dr. Mill published a similar work in Sanskrit thirty years ago. In this and Paul's Life Mr. Muir has taken up two Christian biographies which are much valued. In 1810 one Ram Bose, a Hindu composed a LIFE OF CHRIST in verse which passed through two editions and was translated into Uriya and Hindi. The Tract Society has also published a Life of Christ.

119. (E.T.) CHURCH HISTORY, BARTH'S 1840, Christian Mandali Bibarna, T.S., pp. 365, ½ as. Has been translated into various Indian languages,—gives the spread of Christianity in Apostolic days.—The ten persecutions.—The constitution of the primitive Churches—Constantine's life and times—Missionary exertions—Muhammadanism—Decline of Christanity—Waldenses—Middle Ages—the Reformation and Modern Missions. A very useful school book.

120. (A.B.) DANIEL'S LIFE Deniel Charitra, by Morton, T. S. pp. 345, 3½ as. 1836. Printed at the charge of the American Sunday School Union—Treats in elegant

Bengali of the History of the Kingdoms of Judah and Israel —Danial refuses wine in Babylon—Nebuchadnezzar dreams of the great image—Jerusalem destroyed—the golden image—destruction of tyre—the wonderful buildings of Babylon—dream of the great Tree—hanging gardens—Daniel's dreams of the great Empires—Babylon taken by Cyrus—Daniel made Prime Minister—Daniel in the lion's den ; Jews restored to their own country ; Daniel's character.

121. (E.T.) EGYPT, HISTORY OF ANCIENT, Egypt Purabrita, by K. Bannerjea, 1857, pp. 338. 1 Re. Roz & Co. Taken from Rollin and the Encyclopædia Britannica. It treats of the Ancient Cities, Pyramids, Ptolemys Canal, Nile, the Delta. Egyptian rulers, religion, military power, arts, Ancient History down to the Moslem conquest, fertility of the son, funerals.

122. (A.B.) GALILO'S LIFE, by K. Banerjea, Galileo Charitra, Rez. Co. 1851 pp. 132. 10 as. ; Notices the ancient and modern philosophy, Galileo's discovery of the pendulum, his opposition to Aristotle, discovery of the thermometer and telescope, his treatment by the Inquisition, abridged from Bethune'e Life of Galileo, in the Library of Useful Knowledge. Adapted to encourage Hindus in opposing the prejudices of their age.

123. GREECE, HISTORY OF, Grish Itihas, Pragya, P. 5 os, 1840, pp. 101 Prepared for the Hindu College Patshala, treats of the rise of Greece ; Athens, Sparta, Troy, Pelopponnesian War, Philip and Alexander, Grecian learning games, arts, religion, Government.

124. GREECE, HISTORY OF, Grik Itihas, by Mukererjpea, a student of the Hindu College, pp. 396, 1 Re. S. B. S. The translation is well, it is taken from Goldsmith's Greece, Treats of Lycurgus, Solon, Miltiades ; the Persian Invasion

125. (E.T.) EMINENT CHARACTERS, Jiban Charitra pp. 138, 8 as, by Ishwar Chandra Sharma, 1st ed. 1849, S. P.

4th ed. is in the press. Gives the lives of Copernicus; Galileo: Newton: Herschell: Grotius: Linnœus: Duval: Thomas Jenkins: Sir W. Jones: translated from Chamber's Biography. Its sketches of famous astronomers, naturalists, travellers, philologists, are calculated to be very useful.

126. (A. B.) HISTORY, BRIEF SURVEY OF, by J. Marshman, Purabrita Sankhep. Ber. 1833, pp. 515, 3 Rs. Roz. & Co. Gives a history of the world from the Creation of Man to Birth of Christ, an account of the Trojan War, Greek Colonies, Egypt, Persia, Mesopotamia, Greece, Rome, Alexandria. Cyprus, Judea, Carthage--notices of Adam, Noah, caste and its influence.

127. INDIA, BAIDANATH BANERJEA'S HISTORY of, Bhartbarshiya Ithihas, Sar, 2 vols., pp. 352, 1848, Ch. P., 1 Re. 8 as. Compiled from Manu, Jagyavalka, the Ramayan, the Mahabharat, Rajabali, Booke's Gazetteer, Marshman's History of Bengal. One object of the book is to oppose the views given in Marshman's India which the author thinks are too much against the Brahmans and in favour of Christi anity. This book treats of—a defence of Hindu Chronology, ancient Hindu kings, their residences, mode of Government, origin of castes; solar and lunar races: Vikramaditya: Kulinism introduced: Moslem invasion: Portuguese in India: English arrival and conquests down to 1843. To those wishing to gain a summary of Hindu history, as given by an "orthodox Hindu," from the Ramayan, Mahabharat and Puranas, this book is very useful.

128. INDIA, HISTORY OF, by Gopal Lal Mittra, Bharatbarshiya Itihas, pp. 201, J. P., 1840, published under the patronage of the Committee of Public Instruction. Treats of Ancient India, and of events previous to the Portuguese Conquests. On the plan of Marshman's—an account of the early inhabitants of India—the Solar Race—Ram—the Pandavs — Buddhists—Alexander — Magadh — Moslems—

Patans—Portuguese,—leaves out those parts of Marshman's against Hinduism.

129. INDIA, J. MARSHAMAN'S HISTORY OF, Bharatbarshiya Itihas, 1831, Ser. P., 2 vols., S. B. S., Treats from the arrival of the English in India to the Marquis of Hastings' Administration, originally published at 8 Rs., now sold for 2 Rs.

130. INDIA, HISTORY OF, Rajabali, 1808 last ed. 1838. By Mritunjay, head Pandit in Fort William College, a native view of Indian history, see an analysis of this work in Ward on the Hindus; gives the Hindu and Moslem Rulers of India down to Timur.

131. INDIA, HISTORY OF, by Nabin Pandit, Sarabali, 1846, 1 Re., pp. 162, Roz. & Co. Taken from the Mahabharat, Keightley's History of India, Marshman's Ditto, Indian Youth's Magazine, Stewart's Bengal. Treats of the Ancient History of India in the times of the Pandavas, of Krishna, Vikramaditya, Alexander's invasion, the Moslem ditto, the English ditto,—bringing events down to the taking of Multan; the style is high but good.

132. INDIA, HISTORY OF, in Hindu and Moslem times, Rajavali, by Shyeamdhan Mukherjea, 1845, Ch. P., pp. 112, gives a brief view of the Hindu, Musalman and English periods, down to Clive Meagre.

133. (E. T.) JEWS, HISTORY OF, TUCKERS's, translated by J. Campbell, pp. 257, 1845, Hay & Co. The author of the English original is Commissioner of Benares, has written another excellent work, "Notes on Education." This work gives a plain Analysis of Old Testament History, Adam to the dispersion of the Ten Tribes.

134. (E. T.) LORD CLIVE, LIFE OF, by Har Chandra Dut, Klaiv Charitra, pp. 79, 4 as., 1st ed., 1853, 2nd ed., 1854. Roz. & Co. A translation of Macaulay's celebrated work, published by the Vernacular Literature Committee—

illustrated by a dozen plates of Madras, Benares, the Mahrattas, &c., &c.

135. Krishna Chandra Charitra by Rajib Lochan, 1st ed., 1805, last 1834, Ser P., 8 as., pp. 58, Roz. & Co. The life of a man who last century was a great friend to Sanskrit learning in Krishnaghur, the Augustus of his day, in this life it is stated that he induced various chiefs to join the English against the Moslems—the style is remarkable for elegancy and simplicity, there are intermingled in connection with the Rajah various references to the Bengal at the time of the battle of Plassey, blended here and there with mythological accounts. It was compiled at the request of Dr. Carey, for the use of the students of Fort William College and though the price was 5 Rs. for 120 pp. it barely paid its expences then, so limited was the demand for Bengali books. It was re-printed in London in 1830.

136. (A. B.) MISCELLANEOUS BIOGRAPHY, Jiban Britanta, K. Banerjyea, pp. 330, Roz. & Co. Lives of Yudishtir, of Confucius from Duhaldes ; of Plato, from Stanley ; of Vikramaditya ; of Alfred from Turner ; of Sultan Mahmud from Elphinston. The life of Yudishtir gives a good summary of an important period in Hindu history, while that of Vikramaditya throws light on a more recent time : that of Alfred on the state of England 1,200 years ago, while in Sultan Mahmud we have the invasion of India by the Moslems ; and in Plato's life some notice of Greek Philosophy.

137. Naba Nari or Lives of nine eminent Hindu Females by Nil Mani Basak, S. P. 1852, pp· 29S, 1 Re. 3 as. Roz. & Co. Lives of Sita, wife of Ram, a pattern of female fidelity and devotedness.—Savitri of Oude—Shakuntala, famed in the Hindu Drama for amiability and affection.—Damayanti, who adhered to her husband in all his misfortunes after he had lost his throne through gambling.—Draupadi, mother of the Pandavs, rulers of India ;—Lilavati known for her

mathematical acquirements—Khana, skilled in astronomy. Some of her questions are given in this book.—Ahalyea Bhai, the benevolent Mahratta Princess. A second edition is in the press. This book gives a variety of interesting information hitherto scattered in various books.

138. MUHAMMAD'S LIFE, pt. 1, by J. Long Muhammad Jiban Charitra, T. S., 1854, pp. 121; 3 as. Roz. & Co. Founded exclusively on Arabic authorities, as given in the works of Sprenger, Weile and Caussin de Perceval—Treats of the Geography, Natural History and religious state of Arabia previous to Muhammad's time, Muhammad's youthful days, his trading, 40 years old—announces a new faith, opposition of his relatives, becomes a warrior, his polygamy, messages to foreign rulers, regulations for his followers; death in the midst of his plans. The second part, now in the press, will take in the spread of Moslemism, the Koran, Moslemism as at present, the festivals, and sects of the Muhammadans.

139. (E. T.) NEWTON'S LIFE, Niotan Charitra, by Rev. C. Kruckeberg, 2 as. pp. 186, T. S., Roz. & Co. Newton was an African slave-trader for several years; in this Autobiography he gives a vivid account of the horrors of the African slave-trade, how he himself became freed from connection with it and the steps by which at length he gained great influence in Society and became a Clergyman of the English Church, his history in this work is a varied and interesting one.

140. (S. T.) PAUL, MUIR' A LIFE OF, translated by K. Bannerjea. 1850, T. S., pp. 97, 1 an. Treats in a simple style and manner accommodated to Hindu literary taste of the conversion of Jesus Christ's murderer; Paul's Conversion, his three journeys, his discussions, events during them, his abode in prison, his arrival in Rome and events consequent on it; a description of Paul's devotedness and other virtues—

summary of the Christian doctrine established by Paul, taken from his Epistles. Exhortation to imitate Saul's example, Mr. Muir of the B. C. S. has been well known for his skill in Sanskrit composition, which has been well employed in this biography. This has been translated also into English and Hindi.

141. PUNJAB, HISTORY OF THE, Punjab Itihas, by Rajnaroyain Bhattacharjea, 1st ed., 1847, Bp.p., 3rd ed., 1854, pp. 194, 8 vo. 1 Re. 8 as. Roz. & Co. Gives in good Bengali much information respecting the Punjab, Kashmir, Kabul, Kandahar,—the Sikh Kingdom, the recent battles in the Punjab, derived from the Rajtarangini, Ain Akhbari, Seyar Mutakherin, Prinsep's Life of Runjit Singh, Lawrence's adventures in the Punjab, Macgregor's Sikhs. Natives subscribed for 325 copies, as the fate of the Sikh kingdom was deeply interesting to them.

142. (P. T.) PERSIAN KINGS, HISTORY OF, Shah Nama Sindhu. P., 1847, pp. 458, Tr. by Bisheshwar Dut who gives us in the title page portrait of himself, with his *paita* and *puthi*. This is the Homer of the Persians, gives the history of their native kingdom previous to the Moslem conquest, compiled from old documents; as in Roman History there is a great blending of fact and romance.

143. Pratapaditya Charitra, Last King of SAGAR ISLAND, Life, by Harish Tarkalanker, pp. 63, Roz. & Co., 2 as. 1853. Published by the Vernacular Literature Committee. Raja Pratapaditya lived in the reign of Akbar in the Jessore District, and founded a splendid city in a place which is now part of the Sunderbunds. His Biography, one of the few historical ones we have in Bengali, was compiled 50 years ago as a text book for the College of Fort William,—a mosaic of Persian Bengali; the present memoir retains the subject of the former but in a totally different style. The work has been sought after in Germany as throwing some

light on the condition of a Hindu Raja under the Musalmans. It mentions that the Raja's immediate ancesters lived at Satgan, then a great emporium of trade, now an obscure village. They went to Gaur, obtained influence there with the king ; Raja Pratapaditya received a grant of land in what is now the Sunderbunds, then a fertile populous district, but refusing subsequently to pay tribute, the Emperor Akbar sent an army against him ; he was taken prisoner and carried in an iron cage to Benares, where he died.

144. RAM, King of, Ayodhya, Life of, by Rakhal Das Haldar, pp. 41, 1854, 4 as. Roz. & Co. Professes to separate the mythical part from the historical, on a similar plan to that of a civilian, R. Cust, Esq., in the N. W. P., who has just published a life of Ram on the same principle for native schools in English. The author brings to his task an acquaintance with some of the best English and native writers. His efforts to rescue an important period of Hindu history from the inventions of poets and priests, deserve encouragement. We have in this memoir Ram's skill in archery and his marriage at Tirhut : the virtues of his wife : his invasion of Ceylon and his introduction of Brahminical colonies into the south of India.

145. (A. B.) ROMAN HISTORY, Rome purabrita, by K. Banerjea, 2 vols., pp. 610, 2 Rs. Roz. & Co., 1848. Eutropius is the chief authority, with quotations from Arnold, Hooke, Gibbon, Niebuhr, gives an introductory essay on the study of history : the chief events in Roman History are given from the foundation of the city to the destruction of Western Empire. Published in Bengali also, which is out of print.

146. (E.T.) ROME, Mukerji's tr. of Pinnock's and Goldsmith's Rome, P. P., 1854, pp. 559, 6 Rs. An useful work, but too high priced for schools. Gives examination questions at the end of each chapter.

MEDICINE

The establishment in 1851 of a Bengali class in the Medical College, with 50 Government scholarships of 5 Rupees each per mensem, in which lectures are delivered in Bengali, on Anatomy, Materia Medica, the Practice of Medicine—will we hope soon lead to a considerable increase of Bengali Medical class works. Wise in his commentary on Hindu Medicine, shows the amount of knowledge of the Hindus on this point and Royle proves that the Hindus knew medicine before the Greeks did. In 1818 appeared the Vaidea Ninda, a treatise ridiculing physicians, according to the old adage, "the destruction of 100 lives makes a physician, of 1,000 a doctor." Ram Komul Sen anxious to spread medical knowledge in the Vernacular, published in 1819, (E.T.) Aushadh Sar Sangraha, pp. 65, in which he gave the names, origin, use and mode of application of 56 different medicines, such as jalap, rhubarb, castor oil, Chiretta, calomel, mercury, etc. etc.,—in mentioning a decoction of the pomegranate root as useful for worms, he states the case of a man cured by it after 9 months' illness and discharging a worm 30 feet long. In 1823, the Rogantak Sar, 3 Rs., was published by subscription ; the Editor promised the readers of it as an inducement to their taking the work, that they would acquire the power of healing diseases. There was also published about the same time the Nidan atma Prakasha. Dr. Breton published a VOCABULARY OF MEDICAL TERMS in Persian, Sanskrit and Bengali, a work showing much research. In 1826 was published and circulated gratuitously by the S. B. S. Ula uta Bibaran, pp. 26, i. e , Dr. Breton on Cholera. About the same time appeared Utpati Nirbaha ; on the fetus ; extracted from the Ayur Veds. In 1833 the Ratnabali or Medical Manual was published by Prankrishna Bishwas, of Kharda. About 1833 was published Dr. Ramsay's Roganta Sar or native materia medica.

147. Bramly Baktrita, published by Uday C. Adea, 1836, pp. 99, tr. of a discourse at the opening of the Médical College, by Dr. Bramley. Treating of the nature and cause of diseases and the European mode of treating them. Some of the best writers in Bengali have been the Vaideas or medical caste.

148. (E. T.) ANATOMY—CAREY'S Videa Haravali, pp. 638, 6 Rs. SER. P. 1820. Roz, & Co. Designed in 1818, to form the first part of a Bengali Encyclopædia to consist chiefly of translations of esteemed compendiums of European art and science, there were 300 native subscribers to it—but only this part on Anatomy was published, which is a translation of the treatise or that subject in the 5th edition of the Encyclopædia Britannica. The glossary of technical terms by the translators Felix Carey, a good Bengali scholar, is of use to translator - the work treats of Anatomy, human and comparative, and a history of the science: the bones, ligaments, teeth, spine, extremities, shoulder, arm, bones, thigh, leg, skin, nails, hair, muscles, abdomen, intestines, liver, digestion, chyle, generative organs, chest, lungs, heart, brain, senses, comparative anatomy ; anatomy of a dog, cow, bird, cock, reptile, fishes, insects, worms.

149. (E. T.) ANATOMY, Sharir Videa, Madhusudan's Manual of Physiology, 1853, pp 56 pt, 1, Roz. & Co. 8 Re. Osteology. Treats of the bones, their formation—the vertebræ—the bones of the various parts of the body—the teeth—ribs—stomach—legs—hand. The author is well skilled in Hindu Medical Science, as well as in the European system, and his selection of Bengali Anatomical terms shews great knowledge.

150. (S. T.) Ayur Veda Darpan. 1852, Nos. 1, 2, 3, each number 1 Re. P. S. B. by Srinarayan Ray, giving extracts from the Ayur Veda. Charak, Susruta, in Sanskrit and Bengali, on the various diseases, their cure, with quotations

from the Sanskrit, the Medical formulæ of which are in verse. The original is said to be the production of Brahma himself and contains 100,000 slokes. Shri Nath proposed to give a translation in 100 nos., at 1 Re. per each.

151. DISEASES, Their Cure, Chikitsarnab, 2 as. pp. 73, 1855 Roz. & Co. many thousand copies of this have been sold. It is taken from the Nidan, a Sanskrit medical work: treats of a number of diseases, their symptoms, remedies,—it may be usefully consulted for certain articles in the Native Materia Medica. Contains symptoms of diseases: decoctions: medicines. Designed to give knowledge to those physicians who receive a fee of 4 annas for a visit.

152. (S. B.) DISEASES AND THEIR CURE, Chikitsa Ratnakar, No. 1, 2, 3; 4 as. per No. Su. P., 1853, by Haladar Sen. Gives from the Sanskrit Nidan or Medical Shastras, the causes, symptoms, remedies of diseases.

153. DISEASES, Their Symptom and Cure. Chikitsa Sangraha, in the press. by Madhusudan Gupta. Treats of the various stages of disorders and the medicines applicable to them at these periods.

154. HEALTH, Rules for, Atmarakhya, by Raj Krishna Mukarjya, Ch. P. 1849, pp. 69, 8 as Taken from the Nidan Shastra. Treats of various ways of preserving health, of labour, bathing, oiling, food, sleep and the causes of the diseases in the country.

155. (S. T.) MATERIA MEDICA, Native; Sar kaumadi, by Ananda Chandra Barman R. V., 1855, pp. 210, 6 as. Translated from the Ayur Veda, one of the Medical Shastras More than 20,000 copies of this work have been sold—it treats of the various diseases, their symptoms and cure,—doubtless various vegetable medicines are referred to here, which may be of use in diseases, as Wise, in his work on Hindu medicine shows is the case with various native remedies. The price has come down from 4 Rs. to 6 as.

156. (E. T.) MEDICINE, PRACTICE OF, translated by P. Kumar, M. L. P., 1854. Aushadhbyeabaharak, pp. 280, 5 Rs. Roz. & Co. The author is lecturer in medicine to the Bengali class in the Medical College, and has made this translation from the most distinguished recent English writers on medicine, in order to rescue his countrymen from native quacks, by exhibiting to them in plain Bengali the leading principles of medicines as taught and practised in Europe. The work is disfigured by numbers of English words being introduced when vernacular ones could be easily obtained, it is also very dear. It treats of fevers, peritonites, spleanites, jaundice, cancers, colic dysentery, cholera, rheumatism, apoplexy, nervous diseases, lung diseases, skin diseases ; their definition, symptoms, stages, remedies.

157. (S. T.) NATIVE MEDICINES, the qualities of, Drabyea Guna, by Ishwar Chandra Bhattacharjyea, 1st ed. 1835. Sar. S. pp. 97, 9 as. Roz. & Co., Treats of practices affecting health and of several hundred remedies useful for curing diseases, with quotations from the Shastras in proof.

158. MEDICAL GUIDE, Bachelor's 1854, pp. 358, B M. P., 1 Re. Roz. & Co., designed to answer for natives what Buchan's Domestic Medicine has for Englishmen, gives a description of the body, diseases ; their cause, symptoms, different remedies, both European and Native, the mode of preparing Medicine, Surgery,—every School library and Mofussil resident should be furnished with a copy of this.

159. MATERIA MEDICA, by S.C. Karmakar. For the use of the students of the Bengali Medical Class, Roz. & Co.

160. (E. T.) PHARMACOPÆIA, London, of 1836, Aushadh Kalpabali. Roz. & Co., 1849, pp. 244, 3 Rs. 8 as. by Madhu Sudan Gupta. Gives with the English, Latin, and Bengali names the mode of preparation of Acids, Alkalis Cerates, Confections, Plasters, Infusions, Liniments, Metals, Pills, Powders, Syrups, Tinctures, Ointments, &c.

161. PHARMACY, Pt. 1, Aushudh Prastut Videa, by S. C. Karmakar, S. B. P. 1854, No. 1, pp. 19, 4 as. Treats of the Thermometer, of making infusions, decoction, pills, plasters, risin, tinctures, &c. &c.

162. (E. T.) WATER CURE, Jal Chikitsa, by Prem Chand Chaudry, 1850, pp. 47, 5 as. Roz. & Co. The translator professes having experienced wonderful benefit from hydropathy, points out its advantages to others in the various uses of water applied internally and externally to different parts of the body for costiveness, fever, rheumatism, measles, small pox, dysentery, &c. He fortifies his arguments by quotations from the Hindu Medical Shastras.

MENSURATION

In the N. W. P. Mensuration forms an important item of instruction as it so deeply concerns the rights of the peasants: simple works have been brought out on this subject – but here in Bengal owing to nothing having been done for the education of the masses, though a work on Mensuration came out in 1841, yet it is only of late it has met with any kind of a sale.

163. LAND SURVEYING, Elements of, on the Anglo-Indian plan, Brajamohan Pr. Mirzapur, 1841, 2nd ed. 1846 pp. 85, 14 as S. B. S. Bhumi Pariman Vidya. The author Prasannakumar Tagore states that owing to the settlement of Europeans and the decrease of wars more attention is paid to land which has increased in value. The author is now Clerk to the Legislative Council; it contains tables of land measures, 21 diagrams of various areas to be measured, measuring rivers, and uneven land, there are numerous diagrams to illustrate the various modes of measurement. In Chaturjya's Arithmetic will be found a very good introduction to Mensuration.

164. MENSURATION, Robinson's Bhumi Pariman, pp. 24, 1850. Asam Sibsagar P. Extensively and most successfully used in the Asam Vernacular Schools, the author is one of the Inspectors of Government Schools in Asam and the neighbouring districts. This work gives the elements of Land Surveying and rules for finding the areas of sixteen plain figures. It contains ten problems—to find the area of a square : of a rectangular parallelogram : an oblique angled parallelogram : a trapezium : a circle : two sides of a right-angled triangle : a triangle : a right-angled triangle.

165. (E. T.) REVENUE BOARD'S CIRCULAR ORDERS of 1850, 4to., pp 16, 8 as., Roz. & Co. Rules for the conducting surveys in the Lower Provinces, with 5 Diagrams and specimen Maps pointing out the mode of Protracting fields from the khusrah measurement papers as carried on by Native Amins, with surveying compass and chain. This work is likely to be very useful to Amins, and has been published for their guidance by the Revenue Board.

166. (E. T.) Guide to the GOVERNMENT LAND MEASUREMENTS, pp. 106, Roz. & Co., 1 Re., with Maps as specimens of field measurements and directions how Amins are to proceed.

MENTAL PHILOSOPHY

It is singular with the Metaphysical taste of the Bengalis, that we should hitherto have only two works on Mental Philosophy by them, though in the Prabodh Candroday, now translated from Sanskrit into Bengali, we have a magnificent specimen of a metaphysical drama in which the various passions, anger, pride, etc., form the personæ dramæ. "The Probodh Chandroday, one of the most perfect psychological allegories in any language—representing the struggle in the

human soul between king intellect and king passion, two brothers and sons of sense, the mother of the first being abstraction and of the second action. Cupid and his wife sexual enjoyment, are friends of king passion, his subjects are hypocrisy, self-sufficiency materialism, avarice, falsehood, etc. On the side of intellect and religion, tranquillity, retirement, understanding, penance and mortification. The plot is somewhat involved, arising from the author's desire to canvass the doctrines of different sects, whose representations are introduced into the drama. In the end intellect gains a complete victory. The object of the whole is to celebrate the triumph of Vedantism and Quietism over the Buddha and Jaina systems. Bombay Quarterly, II. v. 13. J. Muir, Esq. B. C. S. delivered in 1845, a series of lectures in Sanskrit on Mental Philosophy to the Banares College Pandits, which were published based on Abercrombie's work on the mental powers—treating of our sources of knowledge and of the faculties of memory, conception, abstraction, imagination, the employment of reason in the search after truth, the sources of error in reasoning , a Bengali translation of this would be a desideratum

167. (A.B.) MIND, WATTS ON THE, Chitotkarsha Vidhan. 2 vols., pp. 600, 2 Rs. 1849.50. by K. Banerjea, Roz. & Co. Treats of rules for the improvement of knowledge, observation, reading, instruction by lectures, conversation, and study compared ; of learning a language ; of books, teachers, learners : improvement by conversation, by discussion by study or meditation on fixing the attention, enlarging the mind : improving the memory : of determining a question. On the sciences, their rise : methods of teaching : style : prejudices of men : on writing books : of authority, its use and abuse. A work that may be read with much profit by teachers and advanced pupils.

168. (E.T.) PHRENOLOGY, by Radhaballab Das, P.C.

1850, pp. 93, 1 Re. From Combe's and Spurzheim's Phrenology, four Phrenological Maps. In 1845 a Phrenological Society was established by natives in Calcutta. In treating of Phrenology of Dr. Gall and the faculties according to phrenological classification, an account is given of the following mental subjects,—the various affections or propensities, the mental impulses, the reasoning faculties, of comparison and causation.

NATURAL HISTORY

This village population shew great powers of observation on objects of Natural History, which we trust will form an indispensable subject of study in all Vernacular Schools; Natural History has been lately introduced into the Government English Schools, and a recent educational despatch recommends the formation of Agricultural Schools. There are two of this kind commended in the Calcutta Botanical Garden. The Calcutta School Book Society at an early period directed its attention to Zoology. In 1819 they published Lawson's History of the Lion, with a picture which excited such alarm, that one school, where it was placed, was at once emptied of its scholars—the Hindus believe there is only one lion in the world: to this book succeeded in 1822-3 separate pamphlets on the bear, elephant, rhinoceros, tiger and cat, by Mr. Lawson, who was well skilled in wood engravings. In 1821 the London Missonary Society began a series of reward books for schools, combining Natural History, with religious instruction. In 1832 appeared Anecdotes of the Dog. pp. 65 in English and Romanized Bengali, giving the different species of the animal, but the romanized Bengali met with no success among natives. The Agri-Horticultural Society published in 1830, the Mashnabad, a treatise on the cultivation of flax, with four wood cuts to illustrate the mode

of cleaning it, as also a hand sheet on the cultivation of CALARY.

169. AGRICULTURE AND FARMING, Manual of, Krishi Darpan, 1853, pp. 48. Sanders, Cones & Co. By Munshi Kyafat Alla. Taken from Fenwick's Urdu work on gardening published by Captain Rowlatt, at his own expense, for the use of the people of Asam : treats of soils : manure : seeds : mode of cultivating wheat and sugarcane, peas, hemp, tobacco, lac, potatoes, pepper, melons, turmeric, &c.

170. AGRI-HORTICULTURAL MISCELLANY, Krishi Sangraha, edited by Peary Chand Mittra, 5 Nos., pp. 183. 8vo. Roz. & Co. 1854-55, 2 as. per no. Written in colloquial Bengali, in order to give information on popular subjects. Published by the Agri-Horticultural Society. The work meets with a good sale. The following are the subjects in it—on cultivating arrow-root ; cultivating potatoes ; trimming peach trees ; a method of quickly propagating cauliflowers ; guinea grass, tobacco ; artichokes ; asparagus ; plain rules for cultivating some of the most approved European and native vegetables ; tapioca ; directions for cultivating teak ; best mode of propagating plants ; cultivating melons ; on cultivating and preparing senna ; do. potatoes, do. grape vine, do. exotic vegetables and flowers, on certain varieties of sugar cane ; do. vegetable marrow, do. safflower ; do. peaches ; do. strawberries at Cawnpur ; do. pot herbs ; do. celery ; do. flax ; list of Indian plants and their native and scientific names ; on the date tree ; fibres of Asam, do. rhea fibre ; fibrous substitutes for hemp and flax.

171-2. (E. T.) AGRI-HORTICULTURAL TRANSACTIONS, Khetra Bhaganbibaran, 2 vols., 1831 and 1836, pp. 730, by J. Marshman. The Agri-Horticultural Society spent 2,000 Rs. on this translation of some volumes of their

transactions; the papers were injudiciously elected, as a number of papers were translated not likely at all to interest natives—among the subjects of interest in these volumes, are the following: agriculture in the 24-Pergunnahs. Asam, Behar, and Kashmir; fruit trees: sugar-root, silk, coffee, tobacco, hemp, potatoes, peaches, rice, artichokes,—correspondence and addresses on various agricultural and horticultural subjects. These volumes may be obtained gratis on application to the Secretary of the Agri-Horticultural Society.

173. ANIMAL BIOGRAPHY, Pashvabali, pp. 162, 10 as., 1852, S. B. S. An old work by Lawson, re-written in elegant language, with additions by a Pandit of the Sanskrit College, Tara Shankar, who wrote a Prize Essay on female education four years ago. It gives anecdotes illustrative of the following animals, and their habits, lion, jackal, bear, elephant, rhinocerous, hippopotamus, tiger, and cat; cuts also accompany the accounts; the previous edition of 1828 was compiled by J. Lawson, and translated by W. Pearce.

174. (A. B.) ANIMAL BIOGRAPHY, R. C. Mittra's Pashvabali, pp. 663, 1834 S. B. S. 1 Re. taken from Bingley and other writers, suggested by the late J. Prinsep. Written by the Professor of Vernacular in the Hindu College—gives the history of the following animals—dog, horse, ass, ox, buffalo, sheep, goat, camel, wolf, leopard, monkey, beaver, seal, bat, hare, rat, with a great number of illustrative anecdotes—it is Anglo Bengali, which has limited its sale. But it is now sold very cheap and ought to be in every Vernacular Library and School.

175. BIRDS, Account of some, Pakhi Bibaran, pp. 48, 2 as., by R. C. Mittra, S. B. S. only the first part appeared, treats of birds generally: of birds of prey, eleven kinds, as condors: Vulture: falcon: bearded eagle: golden eagle: the osprey, &c.

176. (E. T.) CAMEL. Stories of S. B. S., 1851, 2 as.,

colored 4 as. 8 pictures of the camel, with descriptions, viz., mounted near a tent—in a Bedouin encampment—a caravan moving in the desert, ditto resting at night, proceeding to Mekka ; camel fights, boys playing with a camel.

177. (E. T.) ELEPHANTS, Stories of, Hasti Itihas, S. B. S., 1851, pp. 11, 2 as., colored 4 as. A translation from "Grandmama's stories about the Elephant," the plates were procured from England by the late J. D. Bethune ; gives nine pictures, and descriptions of the elephant with a howdah—in the jungle : mode of catching wild ones ; the elephant taken prisoner ; the elephant in procession ; hunting a tiger ; elephant fighting with a tiger ; do drawing cannon, ditto squirting water.

178. MAN, CONSTITUTION OF, as adapted to Nature, vol. 1, Vajea Vastu, T. P., 2nd ed., pp. 244, by Akhay-kumar Dut, Roz. & Co. Takes Combe's line of argument but using Indian similies and illustrations to shew the evils resulting from violating the laws of nature. Treats of the laws of nature regarding mind and body : relating to happiness : the evils from violating the laws of nature shewn respecting the mind, body, strength, long life, child birth, marriage, evils of foolish marriages, qualities of parents transmitted to their children, against marrying too early, or with deformed, diseased or old persons ; on vegetable diet, the author argues against the use of animal food, and seems quite familiar with all the writings of the vegetarians on this subject.

179. MAN, CONSTITUTION OF, Vajeay Vastu, pt. 2. T.P., 1852, pp. 288. Roz. & Co. A continuation of the former argument, treating of the evils resulting from violating the laws of nature ; pointing out a number of cases and practices in this country as illustrative—he enlarges on the subject of spirit drinking in a way that would quite

satisfy any of Father Mathew's followers. The style is high as the subject requires.

180. (E. T.) OBJECT LESSONS, or Infant School Teacher's Manual, by J. Weitbrecht Shishhu Shikhak, 1852, pp. 141. Hay and Co. 12 as. Translated into colloquial Bengali from Mayo's excellent Manual for Infant Schools, treats of Lessons on Objects, flint, water, wool, bark, feathers, lead, loaf, sugar, milk, paper, leather, chalk, coal, a match, the rose leaf, honeycomb, butterfly, cow, hare : Lessons on Colors, red, green, mixed : Lessons on the Human Body, the members, legs, arms, eyes, nose, lips, teeth, tongue, ears, head, ribs, blood. Lessons on the Creation, light, sea, plants, sun, animals, man, the sabbath, Infant School Rhymes. This work ought to be in every Vernacular School. The subjects are broken up into the interrogative form.

181. (E. T.) PLANTS, SIMPLE LESSONS ON, Udbhij Videa, 2nd ed. 1855, translated by Braja Mahan, pp. 100, 4 as, Roz. & Co , Hay & Co. Designed to make the pupils of schools acquainted with the general features of the vegetable kingdom around them, it is a translation with adaptations to this country of two English works, "The Child's Botany" and "The Young Botanists." Treats of— (1) Plants defined, Number, Size, Plants and Animals, Eleven uses of Plants, (2) Botany, its use, Herbarium, Walking to seek Flowers, Glass Houses, Botanical Gardens, Linnæus, (3) Six habitats of Plants, Parasites, Light on Plants. Herbaceous and Woody Plants, three Divisions of Plants according to Age, Exotics, (4) Four different kinds of Roots, Buds, Leafstem, Midrib, thirteen different Shapes of Leaves, three Surfaces of ditto, seven parts of a Flower, three parts of a Stamen, ditto of Pistil, diffusion of Seeds, (5) Roots, Seeds, Germination, Spongioles, Changing Soil round Roots, Roots extending, Eyes of Potatoes, Edible Roots, Tubers, Bulbs, Creeping Roots,

(6) Stem-cells, Medullary Rays, Bark, Age of Trees, Quinine, Cork, Tannery, Chinese Paper, Sago, Juices in Stems, Varnissh, Cow Tree, Mahogany, Fir, (7) Leaf-veins, Pores of Plants, Evaporation, Prussic Acid, Use of Leaves, Evergreens, Fall of Leaf, (8) Climbing Plants, Water Plants, Stinging Nettle, Thorns are Buds, Buds, Balls on Trees, Smell of Flowers varies, (9) Flower contains Seeds,' Corolla, Calyx, Stamens, Pistil, Pollen, Bees, Honey, Flower opening, (10) Seed in Pulp, Pod, Nutmeg, Passion Flower, Fir Cones, Oil from Seeds, (11) Grass, its peculiar Leaves, Use in Embankments, Oats, Flint in Straw, Sugar-cane, Bambu.

182. QUESTIONS, 258, ON NATURAL HISTORY, Roz. & Co. Prashnadi, pp. 16. 1 an. Roz. & Co. by J. Long Questions on the animal, vegetable and mineral kingdoms taken from objects in this country—designed to call forth the curiosity of young people and shew them the wonders existing in common objects around them.

NATURAL PHILOSOPHY

In 1816 was published at Serampore, Jyeautish, a Work on Astronomy. In 1833 a very useful serial, was started by a Society called the European Science Translating Society, under the superintendence of Professor Wilson, J. Sutherland, and others, called the Vigyan Sebadhi, comprising the following subjects in NATURAL PHILOSOPHY—ASTRONOMY, HYDRO-STATICS, MECHANICS, OPTICS, PNEUMATICS: The work was patronised by Government, and by a number of natives, but no encouragement was given at that day to popular education, and the Publication stopped after reaching 15 nos. In 1833 Maha Raja Kali Krishna published, in Anglo Bengali, an INTRODUCTION TO THE ARTS AND SCIENCES,

pp. 122, compiled and translated, by himself, giving in Catechetical form definitions and short explanations of the following subjects—logic, physics, meteorology, tides, the Belles Letters, fine arts, astronomy, geography, &c. &c. In 1834 he gave a Diagram of the Solar System for the use of schools, compiled and translated by himself.

183. ASTRONOMY, Ferguson's Abridgment of, by Yates, 1st ed. 1810, 2nd ed. 1833, S. B. S. pp. 157. By the Brothers Palit and Brajamohan Majumdar, a friend of Ram Mohan Roy's. Treats of the earth's motion, shape, size, the sun, plants, gravity, light, Venus' transit length and breadth of the earth, tides, the stars, eclipses. A work of a similar kind was published in 1834, by the European Science Translating Society, a translation of the Library of Useful Knowledge publication on that subject. In 1836, Monsieur Guerin, the Catholic Cure of Chandernagar, published a list of all the solar and lunar eclipses from 1836 to 1844.

184. Charu pat, pt. 1, by Akhaykumar Dut, T. P., 1853, pp. 104, 8 as. Roz. & co., with miscellaneous information on knowledge, and its pleasures, on philanthrophy, the passions, treats of the following subjects : volcanoes, the walrus, beaver, Russian mica, polypus, laws of vegetation, attraction, atoms, fire-flies of South America, ourang outang, cataract, boiling springs with wood cuts of Vesuvius, the river horse, beaver, flowers, fire-fly, ourang-outang.

185. Charu Pat. ps., 2, T. P., pp. 102, 8 as. 1853. Besides Literature and Ethics, treats of Corals, Icebergs, Balloons, the Compass, the Moon, Solar System, Thermometer, Comets.

186. (A. B.) CHEMISTRY, MACK'S Kimiya Videa Sar, Roz. & Co., 2 Rs. 8 as., pp. 337. Treats of chemical forces, caloric, light, electricity, chemical substances, oxygen chlorine, bromine, hydrogen, nitrogen, sulphur, phosphorus, carbon, boron, selenium, the steam engine : designed to

have been the first of a series of treatises in Bengali on scientific subjects. The author was an able Bengali scholar.

187. EXPERIMENTS IN SCIENCE, Kautuk Tarangini, by Bh. M. Mittra, 1852, Roz. & Co., 1 Re. 2 as., pp. 96, 2nd ed. A drawing of the steam engine, with a very good account of it, and 95 entertaining and useful chemical experiments such as on metals, invisible ink, putting an egg into a small mouthed bottle, arithmetical puzzles, balloon making, eating fire, making paper that will not ignite : the experiments are simple, not expensive, and the practising them would interest village people much, and free their minds from many fears. A copy of this book ought to be in every school.

188. MECHANICS, Padartha Videa, T.P., pp. 59, 8 as., gives a number of diagrams in illustration, treats of the common qualities of matter : gravity : motion and its different kinds : action, re-action : elasticity : divisibility of matter, attraction : circular motion : mechanical powers : levers of various kinds :—requires simplifying, but contains much useful information. In 1833, the useful Knowledge Society's Introduction to Mechanics was translated by the European Science Translating Society, it is now very scarce, 300 copies were subscribed for by different parties.

189. NATURAL PHILOSOPHY, by P. C. Mittra, Padartha Videa. Ch. P., 1847, pp. 57. On the air, sun, wind, rain, earth, sea, man, body, spirit.

190. (A. B.) NATURAL PHILOSOPHY AND HISTORY, Yates' Padartha Videa Sar, 1st ed. 1825, S.B.S., 1834, pp. 183. Compiled from Martinet's Catechism of Nature, Williams' Preceptor's Assistant and Bayley's Useful Knowledge, designed as an easy entrance to the path of science. Treats of the properties of matter—the firmament and heavenly bodies; air, wind, vapor, rain, earth, man, animals, birds, fishes, insects, worms, plants, flowers, grass,

grain, minerals, miscellaneous productions. A work well adapted for schools. Explains in a simple way the common phenomena of nature. Also a Bengali edition of NATURAL PHILOSOPHY, Yates' Padartha Videa, pp. 91, 1834, 8 as. S. B. S., 1st ed., 1824.

191. NATURAL THEOLOGY ILLUSTRATED, Bastu Bichar, T.R., 1845, pp. 36, 8 as, On God's Goodness, wisdom, and power as illustrated by the seasons, by the changes of day and night, as also by the earth's motion, attraction, circulation of the blood, air, fire, water, sound, vision, the senses.

192. NATURAL THEOLOGY ILLUSTRATED, Parameswar Mahima, T. P., 1845, pp. 36, 8 as. Similar to the foregoing, illustrating God's goodness and wisdom by the various obejects and laws of the visible world, and also of man himself.

POLITICAL ECONOMY

On this subject one work appeared in Anglo Bengali, about 15 years ago the Parishram Bishay, which treated of labor and capital,—we understand that Wheatley's excellent work. Easy Lessons on Money Matters is now being translated.

SCHOOL SYSTEM

The Rev. J. Pearson, Superintendent of the Government Vernacular Schools at Chinsura, published in 1819, Patshala Bibaran, 2nd ed. 1827, S.B.S., a translation of the most important parts of Dr. Bell's instructions for modelling and conducting schools; a re-print with modifications of this

work would be very useful in giving advice to native teachers relative to improved modes and means of tuition. It treats of the shape of school houses; rules for classes; rules for teaching; reading examples of questioning in teaching; on spelling and the various rules of Arithmetic: bad practices in a school; a teacher's duties. W. C. Tucker, Esq., Commissioner of Benares, has published an excellent work NOTES ON EDUCATION, a translation of the chief portion of which would be of great use as a guide to teachers of village schools.

SPELLING LESSONS

In 1816 was published Lipi Dhara. Sar P., pp. 12. The alphabet is given according to the shape of the letters thus, those angular are put together: the consonants and compound consonants: 760 characters. In 1818 Captain Stewart published short reading lessons, the same year J. Pearson published a similar work. In 1820 Raja Radhakant Deb published a spelling Book, pp. 256; in it the various names used by different castes were given, Ethical reading lessons, words exactly the same in sound, but differing in spelling, signification or spelt: pronounced alike, but different in meaning. Words of a double meaning: figurative terms; rules for spelling—one of the best Spelling Books ever published. In 1822 an ANGLO BENGALI GUIDE to reading and pronunciation of English was published, pp. 152. The pronunciation of English words was given in Bengali letters—sad confusion. In 1825 an Alphabet was published, with a picture illustrating each letter. In 1834 Shara Prasad Basa published a Romanized Spelling Book, pp. 14, has a drawing of Mr. Trevelian, teaching a class under whose auspices it was published, but the Bengalis would not read the

foreign character. The same year was published the ENGLISH SELF-INSTRUCTOR, pp. 64. In 1835 Ishwar Chandra Basa published the Shabda Sar on Spelling. In 1836 was published by the T. S. Pratham Paribar Bahi, pp. 32, containing short easy historical lessons on Scriptural subjects, with the meaning of the more difficult words attached to the lessons. The opening of the Hindu College Patshala, in 1839 led to the compilation of a series of useful class books for it, the Barnamala, pt. 22 and the Hindu College Patshala Spelling Book, pp. 56, and pt. were published; giving exercises on sandhi, the names of castes, learned titles, &c.

193. ANGLO-BENGALI PRIMER, Pratham Shikha, S. B. S., 1833. pp. 30, 1 as. Chiefly on the pronunciation of English words—with their anomalies and arbitrariness.

194. ANGLO-BENGALI PRIMER, Pratham Shikha Pustuk, Mrs. Lockes; for Hindu Females, B. M. P., 1850, pp. 118, 8 as. Gives 72 pictorial illustrations of the Alphabet, with simple colloquial reading lessons in English and Bengali.

195. Banga Barnamala, Ser. T. P., 1835, pp. 24, 1 an. Introductory Bengali Spelling book, with reading lessons.

196. Barnamala, B. B., 1855, pp. 24, 16mo. 1 an. A Spelling Book.

197. (E. T.) ENGLISH SPELLING BOOK, Ingragi Spelling. NO I. A. J. U., 1854, pp. 39 1½ as. Simple lessons in plain language—a translation.

198. (A.B.) ENGLISH SPELLING BOOK, NO. I. Ingraji Barnamala, P. P., 1853, pp. 192, 12 as. Gives in Bengali letters the pronunciation of English words, a translation of the Spelling Book, No. I of the S. B. S.

199. INTRODUCTORY BENGALI SPELLING BOOK, Bangabhasha Barnamala, pp. 24, 1853, 1 an.

200. Jyanarunaday, 1st Spelling Book, Hay and Co., 3rd ed. 1850, pp. 47. gives with each Spelling Exercise

Scripture extracts,—on the earth ; Moses : Amalek : Jews ; Cannan : Samuel : David : Solomon : Elisha : Naman : Nabath.

201. KHETTRA MOHAN'S SPELLING BOOK, pt. 1, pp. 16. 1 an. 10th ed. Used in the Hindu College Patshala, gives the alphabets, compound letters &c.

202. KHETTRA MOHAN'S SPELLING BOOK, 2nd part. Barnamala, 8th ed., st. P., 1853, pp. 19, 1 an. used in the Hindu College Patshala. a words of two and three letters.

203. PICTURE ALPHABET, in sheets, 1st ed., 1824, new ed. 1855. S. B. S., 2 as. per dozen. The Alphabet illustrated by a neat picture to each letter, which impresses the letters more strongly on the mind and renders the learning the alphabet much more easy and agreeable.

204. PICTURE ALPHABET in toy Boxes, 6 as. Very useful to teaching simultaneously to a class the letters, which are illustrated by a picture pasted on to a card board.

205. PICTURE BOOK, CHILD'S, Shishu Chittra, pp. 12. L. B. S., 72 pictures, to illustrate each letter of the alphabet.

206. PRIMER, BENGALI, Barnamala, pp. 18, L. B. S., ½ an. Contains a picture alphabet, compound letters, and the usual tables of numerical notation.

207. PHONETIC SYSTEM, Dhani Dhara, pp. 61, 4 as. Roz. & Co., 1853, by C. Bomwetsch. This system of teaching the Bengali alphabet and reading according to the Pestallozian system, has effected wonders in the Krishnaghur district, enabling children to learn the Bengali in less than half the usual time, and giving them a view of the nature of sound and of the organs of speech that must tend very much to enlarge their mind. The book is used in various schools now, and with eminent success. Even the old teachers admit the advantages it gives in learning the language over the

old monotonous rote system: the children write every thing they read: the black board is used. 30 reading lessons are given to illustrate the application of the system of sounds as applied to vowels and consonants.

208. PHONETIC SYSTEM, MANUAL OF THE, by C. Bomwetsch, pp. 50, 1 Re. Roz. & Co. Hay and Co. A work, the result of years of hard teaching, in which the author fully expounds his system and makes it plain to the humblest capacity: illustrating it with diagrams.

209. SCHOOL BOOK SOCIETY'S SPELLING BOOK, pt. 1, Barnamala, S. B. S., pp. 36, 1 an., 1853, 7th ed., Alphabet: Spelling Lessons.

210. SCHOOL BOOK SOCIETY'S SPELLING BOOK, pt. 2, Barnamala, S. B. S., 1854, pp. 56, 1½ as. Incorporates the substance of the Upadesh Katha, gives short moral sayings and then moral lessons with anecdotes illustrative of industry, mercy, gratitude, truth, &c., the life of Lady Jane Grey, Dionysius, Joseph.

211. Shabdabali, Introductory Spelling Book. B. C. P., 1850, pp. 36, 2 as, extends to words of 7 letters, with reading lessons on moral subjects.

212. Shishu Shikha, pt. I by Madan Mahan 1st ed. 1849, pp. 28, 10th ed. 1855, S. P., pp. 27, 1 an. A good elementary work, containing spelling to 3 syllables, simple reading lessons—the author was a Professor in the Sanskrit College.

213. Shishu Shikha pt. 2, or Chid's Reading, by Madan Mohan Tarkalankar, S. P., 1st ed., 1850, pp, 6th ed., 1854. 26. L. P. 1 an. gives short sentences to illustrate the compound letters, and on a very useful new plan, a description of the six seasons.

214. STEWART'S ELEMENTARY TABLES, SPELLING, 1st ed., 1818, S. B. S. 6 as., a set: Begins with the alphabet, and ends with words of 3 syllables. With short lessons intermixed: the compiler was Adjutant of the Provin-

cial Batalion of Burdwan, and the founder of the Burdwan Church Mission.

215. Tatvabodhini SPELLING BOOK, pp. 13, part 2, 1844.

216. Tatvabodhini's Spelling Book, pp. 40, 3 as. T. P., gives reading lessons on attending to teachers ; the excellency of knowledge ; on God ; man's duty : forgiveness, idleness, falsehood ; knowledge a great treasure. After every lesson is an alphabetically arranged vocabulary.

217. YULE'S SPELLING BOOK, Shishubodhaday, 1854, pp. 24, 1 an., Hay & Co. A spelling book, with short sentences and verses for reading, taken from Scripture.

READERS

Learning the Practice of Letter Writing has always been a favorite study of Hindus : 1,800 years ago a book with this object was compiled in Sanskrit at the Court of Vikramadityea by Bara Ruchi. In 1802 Ram Bosu of Serampur worte the Lipi Mala, a guide to letter writing, containing a number of models, for letters ; treats also of business, religion, and Arithmetic ; the style shows how corrupted by Persian the Bengali was then ; 4 editions have been published. In 1818--20 at Serampur were published Nitibakea, A. B. pt. 1 and 2 containing select Extracts from Scripture. In order to teach writing by dictation well the Serampur Missionaries published a little work in 1818, containing in an aphoristic form short sentences involving important facts in Geography, Astronomy, Natural History, Ethics—to be written by dictation. In 1822 was published HAUGHTON'S SELECTIONS, pp. 198, 10 Rs. containing 10 stories, from the Tota Itihas, 4 from the Batrish Sinhasan and 4 from the Purush Parikha, with an English translation and Vocabulary. About 1833, appeared.

the English Reader No. 1, with a Bengali translation, containing 28 lessons on moral subjects, useful to boys for the matter, but quite literal and unidiomatic. In 1833 was published BLAIR'S READING EXERCISES, pp. 156, with Bengali meaning of the difficult words prefixed to each lesson. In 1834 came out the English Self-Instructor, Ingraji Atma Shikhartha, pp. 64, giving the meaning and pronunciation in Bengali of English lessons, an interlinear translation and Scripture Reading Lessons. In 1838 Baidanath Acharjea of Kanchrapara composed a work Agyan Timir Nasak, pp. 107, 2 Rs. which treated of Hindu castes, the Shastras, Astronomy, Geography, History of England ; he blends together Puranic, and European knowledge. In 1840 appeared the Balbobhini, pp. 237, containing Spelling lessons with the names of all the castes and titles of different Brahmins, as Exercises, along with Arithmetical tables and a short vocabulary. In 1842 appeared the Prashaskti Prakashika by Krishna Lal Deb, compiled originally in Sanskrit by Bararuchi at the Court of Vikramadityea ; gives rules according to the Shastras : for writing letters—the color and size of the paper, the titles of letters, mode of address ;—some curious things are in this work such as a person is to write to a young girl on red paper with red ink, to a great man on gold colored letters, to a man of middle rank on silver, to a common man on copper or tin colored paper : before marriage on vermilion : a letter to a great man is to be 6 finger breadths long, to a person of the middle class 18 inches : receiving a letter from a raja or guru it is to be layed on the head, from a friend on the forehead, from a wife on the breast. In 1843 the Calcutta Christian School Book Society published a translation of the ENGLISH INSTRUCTOR No. 4, pp. 200, 8 as. It treated of 40 subjects, among them, were God as our Creator and Redeemer : India : Discovery of America : Farmer and Stork : Lies : Moon : Discontented

Pendulum ; Earth, its size and shape ; God's Omnipresence : Printing : Christianity : human body : Musalman power, etc.

218. HINDU COLLEGE PATSHALA READER, 1839, pp. 56, pt. 2nd Roz. & Co. Gives for reading exercises names in astronomy, grammar, sandhi, of castes, on subduing the senses and on truth.

219. Jyan Dipika or Introductory Reading Book, S. B. S., 1855, pp. 63, 2 as. Gives the alphabets, short moral sentences, arithmetical tables, Subhankar's arithmetical tables in verse, moral fables, Chanakya's Ethical Slokes, forms of letters for leases, addresses. A good and cheap book.

220. Jyan Kaumadi, Letter writting on, by Rameswar Banerjya of Gopalpur, K. L., 1st ed., 1835, pp. 188, 3 as., 1850. Gives forms of letters, leases, petitions, receipts. A Book useful for Europeans in the Mofussil, and also for native boys in English schools, who are often very ignorant of Mofussil routine.

221. INSTRUCTOR, BENGALI, N. 2, Jyan Kirunaday, pp. 92, Hay and Co., 2 as. Gives 40 subjects such as— Anecdotes, Musalman Conquest of Bengal, the Wind, on the Jews, Rivers, Muhammad, India, Asam, Riddles, Victoria, division of Scripture Books.

222. (A. B.) MISCELLANEOUS READINGS, Bibidh Pat, by K. Banerjya, pt.1, pp. 310, 1846. 1 Re. Roz. & Co. Treats of the earth, its shape, dimensions, support, divisions NARRATIVES, the Pandavs, Herodotus, Cyrus, Socrates, Archimedes, Hannibal's marches and history, Cannæ, Fabius, story of the Vengeur : APOTHEGMS. Of Kings, of Philosophers, Kalidas and the king :—Lamentation of Gandhary : Bharat to Ramchandra : Socrates' Defence :—the selection is well adapted to native comprehension.

223. (A.B.) MISCELLANEOUS READINGS, Bibidh Pat, by K. Banerjya, pt. 2, C. P. 1847, pp. 328 Roz. & Co. 1 Re. Gives moral tales and legends, as the legend of

Kalayavada of his marriage and education of Sagara. Kalidasa, the fall of the Pandavas : the origin of Buddhism : the elephant and blind man : cameleon, thief. Historical—Hannibal's Life and Campaigns from Arnold, a full detail. Voyages and Travels—Norway, its law of succession, houses, manners, female society, peasants, judges' education—from Laing ; Magelan's Circumnavigation and Discoveries in the Pacific : Asiatic Origin of the Scandinavians.

224. LETTER WRITING TO GREAT MEN, forms of ; pp. 48, Patra Chintamani 1845, C.P., Roz. & Co., 6 as.

225. LETTER WRITER, Patra Dhara, Ser, 1821, 3rd ed., 3 Rs. pp. 88. by Jay Gopal Tarkalankar. Contains forms of letters, agreements, the mode of superscribing a letter to different persons, on writing petitions, and leases ; to it are added Chanakya's Slokes and Subhankar's arithmetic. It gives Subhankar's famed metrical directions for addressing the various ranks of men.

226. LETTER WRITING, Patra Kaumudi, 1st ed. 1819, 6th ed. 1852, 4 as., S.B.S., 8,500 copies sold. Compiled by the late Rev. J. Pearson, contains 286 letters on familiar subjects, commercial and familiar correspondence, forms of leases zemindary accounts and other forms in common use ; appended is a glossary of Persian and other terms used in law deeds &c.—very useful for village schools or for Europeans who live in the Mofussil, as the colloquial terms and technical phrases of correspondence are given.

227. Patrabali, NO. 3, BENGALI INSTRUCTOR, by J. Long, Hay and Co., 1854, pp. 177, 8 as. extracts chiefly from native works—on the Life of a Shephered Astronomer ; Punjab salt mines : silk worms : Moslem saints ; frog in a stone : printing, wonderful veil : transparent watch. Tower of Pandua : Ghat Murders : Steam Engine : Women devoted to Christ ; wonderful spring ; gold and silver of scripture : balloons : Ram Mohan Ray, Productions of India : tin, lead

and copper of Scripture: Human Body: Siamese Twins: Breathing: Sagacity of Elephants; with list of Bengali prepositions appended, their primary and secondary meanings.

228. Patabali, No. 4, BENGALI INSTRUCTOR, Hay and Co., by J. Long, 1852, pp. 200, 8 as., gives 42 extract chiefly from native writers: the following are some of the subjects, discovery of America; Akbar; lies—changes of Hindus; Heman's better land; Laws of motion; Creation; Musalmans; Christianity in England; Steam Engine; Paul's conversion; Chinese proverbs; moral anecdotes; balloon; snakes; Rajputs; Polycarp; Kalidas's poem of the seasons; the human body; Races of man—appended is an introduction to Etymology, being a list of 70 Sanskrit words and their Bengali derivatives.

229. POETS, Selections from the Bengali, pt. 1, by Mahendra Ray, Kusumabali, 1852 pp. 175, 13½ as. Roz. & Co. Gives extracts from the Annada Mangal, Shiva's marriage and the tragedy of Sita, Hara Gauri; Shiva gone a begging: the Rishis gone to Benares: Veas Muni and Benares. Sundara seeking a wife at Burdwan, and description of Burdwan, its town and fort: Man Sing goes from Delhi to Jessore, and fights with Pratapaditya. Gives extracts of a mythological kind from the works of Bharat, the greatest Bengali poet, he lived last century: these extracts give specimens of fine poetry, the licentious passages being left out: the book is of use to those Europeans who wish to be acquainted with the beauties of the most popular poet in Bengal.

230. POETS, Ray's Selections from the Bengali; Kusumabali; pt. 2, S. P. 1852, pp. 176, 13½ as. Roz. & Co. Taken from Chandimangal, Kabiranjan and Basavdatta, relates solely to mythological subjects, invocation of the Hindu deities, the life of Kali, the events which led to the

founding of Kalighat : Kalketu's life : Extracts from the Vidya Sundara : notice of Burdwan and its forts. The extracts are all from books very common. The author designs his book as a class book, and it is used as such in some schools, but he selects from only 2 or 3 poets : we want selections of poetry from the native magazines and Newspaper, such as from the Prabhakar, &c.

231. (S.) PRESS, SELECTIONS FROM THE NATIVE, Sanbad Sar, by J. Long, 1853, pp. 198, 6 as. Roz. & Co. Printed for the Vernacular Literature Committee. Contains extracts from the Bengali Periodical Press, from 1818 to 1853. The following are some of the subjects—the former condition of the English and of Bengalis—Anecdote of Akbar, of the Begum Sumru, Sir W. Jones, Alfred, Addison, the Burmese ; Dialogues on Natural Philosophy : curious rain : the wild Bushman : rise of cholera : Victoria Regina lotus : the Khands of Orissa ; on Asam : the philosopher's stone : mesmerism : proverbial sayings : the Taj of Agra : mummies : sun's distance : kulin polygamy : 4 wood cuts are given.

232. Prabodh Chandrika, 2nd ed., Ser. P. 1845, pp, 189, 1st ed. 1813, 2 Rs., Roz. & Co. by Mritunjay, chief Pandit of Fort William College, written for the students of that institution—gives all sorts of style from that of fisher-women to dissertations on rhetoric, chiefly narratives from the Shastras. Treats of various sorts of knowledge and its advantages : grammatical peculiarities : Indian languages, rhetoric, prose, etc. etc.

233. PROSE SELECTIONS, YATES', 1847, S. B. S. pp. 428, 5 Rs., vol. 1. Contains a Grammar by J. Wenger, select sentences, easy colloquies, 75 fables, 50 anecdotes, moral and historical, 28 moral stories, 10 historical extracts from Scripture, with copious explanatory notes.

234. PROSE SELECTIONS from Bengali Literature,

Yates', vol. 2nd, 8vo., S. B. S. pp. 407, gives 18 Tales of a Parrot, nine letters from the Lipi Mala, 14 stories from the Batrish Sinhasan, notices of 6 Indian Kings from the Rajavali, or, History of India. The history of Rajkrishna Ray of Krishnaghur, 16 moral Tales from the Parush Parikhya, 5 chapters of the Hitopadesh. Nine Moral Essays, from the Gyanchandrika, 9 ditto from the Gyanarnaba, 4th chapter of the Prabadhchandrika, chapters against idolatry from the Tathyeaprakash. History of Nala from the Mahabharat. Specimens of Rammohan Ray's Hymns, selections from two Native Newspapers.

235. Shisubodhak, CHILD'S INSTRUCTOR, 1854, pp. 81, 2 as. 18mo. This work, the Lindley Murray of Bengali, has passed through innumerable editions, and at various prices, from 8 as. to 4 pice, giving letters, multiplication tables, land measure arjyea, praises of the Ganges, and guru, praises of Datakarna, Chanak's Slokes, 108 in number, Prahlad Charitra ; on mensuration, with the rules in poetic language, directions for letter writing. The Guru Dakhina describes the fee Krishna gave to his master, and is sung by boys when they go from house to house to beg for donations for their master. The Datakarna shews the hospitality of Karna, the prime minister of Duryodhana, who, in order to feed a Brahmin killed his own son, the Brahmin was Krishna, who came in disguise to try his faith similar to Abraham's trial in Isaac's case. This book has been for centuries the key to Bengali reading.

236. Shishu Shikha, part 3, Juvenile Reader, by Madan Mohan, 1st ed. 1849, 6th ed. 1855, pp. 42, 3 as. Roz. & Co. Reading lessons on moral subjects, such as the good boy is beloved : do not covet : pity the blind : the merciless are like beasts : on lying :—on natural history, as the owl : dog : ant : crane : lion : elephant : tiger : rhinoceros : elephant.

237. Shishu Shikha, part 4, Rudiments of Knowledge,

by Ishwar Chandra Videasagur, S. P., 1st ed., 1851, pp. 79, 4th ed. 1854, 4 as., pp. 68. Lessons in elegant Bengali on God's works: the senses: human race: colors: speech: time: numbers: coins: industry: divisions of water: metals: plants.

238. (A. B.) IDIOMATICAL EXERCISES, Vakyeabali, by J. Pearson. 1st ed. 1819, 5th ed., 294, 1 Re. S. B. S. A phrase book with examples of words alphabetically arranged, very useful for either natives wishing to learn colloquial English idioms, or for Europeans wishing to know Bengali dialogues, forms of letters and notes. Dr. Carey also published colloquies, which passed through 4 editions, and deserve reprinting with certain corrections—giving dialogues in Anglo Bengali in the pure colloquial on the hiring of servants, journeying, eating, land-letting, mode of living, marketing, beggars,—throwing much light on idiomatic phraseology, native domestic habits and modes of thought.

239. (E. T.) VERNACULAR CLASS BOOK, Yates,' Sar Sangraha, 1st ed. 1845, S. B. S., 2nd ed. 1847, pp. 202, 8 as. The English was compiled by Dr. Grant, at the request of the committee of Education, translated into Bengali, by Dr. Yates. The Council of Education designed it to be the first of a series of Vernacalur Class Books, but as in other vernacular matters this their first was the last also. Treats of 74 subjects such as—travelling, of Natives and Europeans, good manners, commerce, knowledge, God's work, light, heat, sea, compass, microscope, circulation of the blood, gravitation, 6 extracts on Bengal history, notices of 13 cities in India, 5 extracts on chemistry; birds, animals, genius, cheerfulness, progress of literature, observation, curiosity, aqueous vapor.

END OF PART I

PART II

LITERARY AND MISCELLANEOUS

LAW

We give a list of more then 40 Law Books in English which have been published at different periods in Bengali, and these all sold pretty well. But no work has yet appeared treating of the principles of Law. The first work was the translations of the Regulations for 1793, made by Forster, a Civilian, and good Bengali Scholar, a work of about 400 pp., a curiosity both as to style and typography. Dr. Carey was appointed translator to Government in 1824, in which year this office was instituted. A most important one. In 1794 appeared (E.T.) GOVERNMENT REGULATIONS for 1793. 26 Rs. 2nd ed. 1826, pp. 600, by Forster. In 1795, (E. T.) Ditto, 1794—8, 25 Rs. 2nd ed. 1828, pp 500 by Forster. In 1802, (E.T.) Ditto, 1796—1801, 25 Rs. In 1810, (E. T.) Ditto, 1802—1809, 25 Rs. pp. 504, 2nd ed. 1830, by Mackenzie and Turnbull. In 1816, (E. T.) Ditto, 1810—1815 25 Rs., pp. 616, 2nd ed. by Turnbull and Sutherland. In 1822, (E. T.) Ditto, 1816—1821, 20 Rs. 2nd ed. 1833, by Wynch. In 1828, (E. T.) Ditto, for, 1822—for, 1826, for. In 1831 (E. T.) 1827—1830, pp. 507, 20 Rs. by Carey. 4to. In 1834, (E.T.) 1831—1833, 20 Rs. About 1805, (S.T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, Dayratnabali, by Mritunjay Videalankar. In 1818, HINDU LAWS OF INHERITANCE, ABSTRACT OF, Dayakram Sangraha—RENT, arrears of Papers for, Talabbaki, Ser. P.—AGREEMENTS, FORMS OF, Khattsan, Ser. P.—BONDS, FORMS OF, Akual, Ser. P. SETTLEMENT PAPERS, A. B—Jamabandhi, Ser. P. In 1824 REVENUE GUIDE BOOK, pp. 1,002; 20 Rs. Ser. P.—INHERITANCE, LAW OF, Mitakshar, pp. 436, 12 Rs. a compendium from Yagyavalkya tr.

by Lakshmi Narayan, Librarian of the Sanskrit College, Colebrooke had translated this into English in 1810. Treats of interest, oaths, servants, covenants, gambling, scolding, returning things purchased. In 1825, (E. T,) CIVIL REGULATIONS from 1793 to 1824. Dewani Khalasa—(S. T.) INHERITANCE AND ADOPTION, LAWS OF, pp. 28 Rs. Dayadhikarkram and Datak Kaumadi, by Lakhimi Narayan, Librarian to Fort William College. In 1826, the Sadhu Santoshini to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan, Ch. P.pp. 26—(E.T.) CRIMINAL POLICE REGULATIONS, Abstract of, from 1793 to 1825. 5 Rs. by W. Blunt, and H. Shakespeare ; gives a resume of the Regulation of each year with a copious index. In 1827, DECREES, COLLECTION of, Byeabastha Sangraha, pp. 314 C. M. P. by Ramjay Tarkalankar. In 1828, POLICE AND CRIMINAL REGULATION from 1793 to 1823. Traiydari Ain, pp. 155. Collected from Blunt and Shakespeare. (E. T.) CIVIL AND REVENUE REGULATIONS, from 1793 to 1826, Vividh Ain Kholasa : on trade, customs, salt, opium, abkari, stamps.—(E.T.) REGULATIONS, MISCELLANEOUS Abstract of, from 1793 to 1824, Navabidh Ain. 5 Rs. compiled by W. Blunt, embraces the departments of customs, salt, abkari, stamps, commerce (E. T.) LAND REVENUE, regulations on, Jamadari Ain Sar. 5 Rs. Ser. P.—In 1830. (E. T.) REVENUE REGULATIONS, Abstract of Jamidari Ain, Ser. P. 5 Rs. (E. T) CIVIL REGULATIONS, abstract of, from 1793 to 1824, Dewani Ain Sar, Ser. F., 5 Rs., compiled by W. Blunt and H. Shakespeare. (E. T.) STAMP REGULATIONS of 1829, Ishtamp Ain, Ser. P.—2 Rs. (S. T.) HINDU LAW "Made easy," Byabastha Ratna Mala, by Lakshmi Narain, Sh. P. pp. 130. Question in Bengali, answers in Sanskrit, from the Daybhag and Mitaskshara, on inheritance—(E. T.) INDIGO

REGULATIONS, Niler Ain, Ser. P. 4 as. In 1831, (E.T.) CRIMINAL POLICE REGULATIONS from 1825 to 1830. Supplement to, Faujdari Khalasa—(E. T.) CIVIL REGULATIONS from 1825 to 1830, Dewani Khalasa, Ser. P. 12 Rs. MANU, the laws of, in the original Sanskrit with Bengali and English Translations, Calcutta Church Mission Press, 1832. Government liberally contributed to this and the greater part of the gentlemen of the Calcutta bar supported it by their subscriptions. The work was to be completed in 30 numbers, at 1 Re. each subscriptions. The work was to be completed in 30 numbers, at 1 Re. each, but it stopped at the 5th for want of support. In 1833, (E.T.) CIVIL REGULATIONS, abstract of, from 1824 to 1830, Faujdari Ain. 2 Rs. Ser. P.—(E.T) INDIGO REGULATIONS, Nil Ain, 4 as. S.E.P. In 1824, (E. T.) COMPANY'S CHARTER ACT of 1834. Kampani Sananda, pp. 24—STAMP ACT, SER. P., 2 Rs. In 1835. (E.T.) LAND MEASURER'S GUIDE, Amin Pathdarskath, 10 Rs. SER. P. About 1836 the Byeabastha Ratnakar, and Hindu Laws of ADOPTION, Dattaratnakar, 1 Re. 1850 SADAR DEWANY NIZAMUT CIRCULAR ORDERS, 1795 to 1839, pp. 221 Abstract of, translated by Radharaman Bose : patronised by the Sadar. In 1842 was published a continuation of it for 1840, 1841, pp. 100, by the same writer. SADAR DEWANI CIRCULAR ORDERS, 1793 to 1839, by Bishwanath Sharma, gives also the Nijamut's orders—SADAR ADALAT'S CIRCULAR ORDERS, from 1795 to 1839, pp. 142, translated by G. K. Bhattacherjyea. In 1841 SADAR DEWANY NIZAMUT ADALAT CONSTRUCTIONS OF, from 1793 to 1840, by Radhamohan Bose, SER. P. 308. The work speedily passed through three editions.—(E. T.) MUNSIFF'S GUIDE Munseph Gyananjan, by G.C. Basu of Bainchi, pp. 276 A.I.U. a collection of Acts, Orders of the Sudder, constructions for Munsifs—(E.T.) LAND SALES, laws on, Bhumi Nilam, pp. 24, Ser. P. Thirty five

laws passed in Council in 1841. In 1842, Sadar Decisions Ain Sar Sangraha, by Shambachandra Chatturjyea, Munsif of Shantipur.—In 1846, (E. T.) ACTS of the Government of Bengal, Ain S. P., 8 as. pp. 46. Gives 12 Acts taken from the Bengali Gazette, the object is to make the natives in the Mofussil acquainted with the Laws by which they are governed. In 1849, Sadar Adalat Thasale, pp. 225, 4 as.

240. (E.T.) ASSISTANT'S KATCHARI COMPANION, Mal Sankranta Ain, M. O. P. 1853, pp. 171. By Jadanath Mullick, Pleader,—A cram Book for the Revenue Examination to enable Vakils to pass.

241. (E. T.) REGULATIONS from 1822 to 1839, abstracts of the ; Bibidha Ain Sar, R. Bose, Jy. R. 1839 8 as.

242. TWENTY REGULATIONS, Binshati Ain, Bi. B. 1854, pp. 150, 4 as. useful for Darogahs.

243. CIVIL LAW, Marshman's Guide to, Dewani Ain Sar, 2 vols. 1st ed. 1843, 2nd ed. 1849, pp. 973, gives the Laws from 1793 to 1849, the Circular Orders and Sadar Courts decisions.

244. (E. T.) CONSTRUCTIONS, Kanstreksan, by Benimadav De, R. V., 1854 pp. 226, 1 Re. Gives the interpretation of the Jamidari and Faujdari Regulation of the Sudder from 1793 to 1843.

245. (E. T.) CRIMINAL REGULATIONS, from 1793 to 1843, by Radha Mohan Sil, J. R., 1843, pp. 331, Dewani Ain.

246. (E. T.) DAROGAH'S GUIDE, Ser. 1851, pp. 395 by J. Marshman, gives in 72 sections all the duties of a Darogah and Zemindar, with reference to the Police and Government,—all candidates for a Darogaship now pass an examination.

247. (S. T.) HINDU LAW, OCEAN OF, Byabastharnab, 1st ed. 1846 2nd 1852 Su Si 5 as pp. 186 by Madhu Sudhan of Harinabhi, Extracts from Raghanandan, on

atonements, marriages, the ceremony of piercing the ears, the atonements required for the sin of cutting down a tree, for eating with a Sudra, for uncleannesses.

248. (S.T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, Daya Bagha Bi. B. 1851, pp. 105, 2 as. 1st ed. 1817. Many editions —this work is the great authority in Bengal, and is favorable to widows inheriting.

249. (S. T.) INHERITANCE, LAW OF, Daybhag Sar, Ch. C. 1847, pp. By the pandit of the Raja of Krishnagur published at the expense of Mahesh Chandra of Durgapur, Nuddea.

250. (S. T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, Daybycaratnabali, Chinsura, Jyanratnakar, P. 1845, pp. 27, by Rajkrishna Mukerjyea, collected from various Sanskrit works.

251. (E. T.) LANDHOLDER'S Act relating to, Rajbyeabastha Ser Ch. pp. 25. A translation by Hem C. Mukerjea of Janai, of that part of Beaufort's Magistrate's Guide relating to Zemindars, giving the interpretation of the Acts, the Circular Orders, Nizamat Adalat's Reports, the Circular Orders of the Police Superintendents. The babu distributed it gratuitously to Zemindars.

252. (E. T.) MAGISTRATES' GUIDE, 4to pp. 320, Dacca, P. 10 Rs. Magistrate's Upadesh, contains an abridgment of the Criminal Regulation Acts, Circular Orders, Constructions, and of the cases decided by the Nizamut Adalut from 1793 to 1849—a translation from Skipworth's Magistrate's Guide, by Abhay Chandra Das, Abkari Serishtadar of Chittagan.

253. (E.T.) MAGISTRATES' GUIDE, by Radha Raman Bose, Bi. M. pp. 183, 1840. A translation of Skipworth's work, relates to appeals, prisoners, destraint, theft, dangahs, punishments, landholders, magistrates, oaths, murder.

254. (S. B.) MANU, Vol. 1 SU, P. pp. 164, 1854. The

original was composed in Sanskrit 2,700 years ago, and gives a curious view of the state of Hindu society, laws, ceremonies, Metaphysics at that period. Sir W. Jones has translated it into English ; it has been published in French also. This with the commentary of Kulluk Batta gives the first two chapters, with a Bengali translation by Ramdhan Halder and the English Edition of Sir W. Jones.

255. (S. B.) MANU, Vol. I, 1st and 2nd chaps, Ser, Jy. A. P., pp. 159, gives Kalluke Bhatta's comment.

256. (E. T.) MUNSIFS' AND AMINS' GUIDE BOOK, Munsif path Pradarshak, Ser P., 1832, 10 Rs. pp. 375. All the laws methodically arranged, which are necessary for conducting lawsuits.

257. (E. T.) NEW ACT for the Government of India, Nutan Vidhi, Bh. P. 1853, pp. 31, 4 as. tr. by Tara Charan Sikdar, gives the Act passed in April 1845, for the regulation of the E. I. Company's affairs, with its 43 Clauses. Another translation of this act has been published.

258. (E.T.) Parikha Upadesh, by Maulvi Ismail, A. S. U. 1852, 1st Vol. 9 Rs. pp. 522. The author is a Vakil of the Sadar and gives all the unrepealed Civil and Revenue Regulations, Government Acts, Constructions, Circular Orders and Select reports on precedents of the regular and summary cases determined in the Calcutta Sadar Dewani.

259. Parikha Upadesh, 2nd Vol. 3 Rs. pp. 570.

260. POLICE LOOKING GLASS for the Country, Mofussil Palis Darpan 1851, pp. 16, Ch. P.

261. POLICE Looking Glass, Palis Darpan Sa S., 2nd ed. 1853, pp. 206, gives the Nizamut Adalut, Police Superintendents and Government Orders on Police Matters, from 1793 to 1845. This book states at the end it has been composed by Shyamanath Chaudri, "the excellent Zamindar, darkness destroying, treasury of good qualities, benefactor of the country."

262. (E. T.) POLICE REGULATIONS for Calcutta, twenty 1852, pp. 158, 4 as. C.C.P., Ingraji Palis Ain.

263. (E. T.) REGULATIONS, Marshman's Guide to, up to 1836, Raj Samparkya Ain, P., 1836, 2 vols., pp. 388, Rs. 14.

264. (E. T.) REVENUE LAWS, Abstract of, Ain Darpan, Jy. K., 1852 pp. 72, by Thakur Das Ghose—on Lakhraj, rent, leases.

265. (E. T.) REVENUE REGULATIONS, Ain Sar Malgujari, 1793 to 1843, Analysis of, by Radha Madhab, Ser, Jr. R. 1844, pp. 304, 4to.

266. REVENUE, SADAR BOARD OF, Circular Orders of, Sarkular Order, 1843, pp. 156. tr. by Radha Kanta Basu, J. R. P., 2nd ed., 1849.

267. (E. T.) SADAR, DECISIONS OF THE, Sadar Dewani Nishpati, No. 1, 2, 3, 1850, Roz. & Co., gives reports of the Sadar, &c. their decisions on various Cases.

268. (E. T.) SADAR DEWANI DECISIONS, 1849-50-51, Sadar Dewan Sar., R. T., 1853, pp. 418, gives 954 Decisions on Appeals, and the substance of the pleadings is added. The compiler J. Baptist was assistant in the Office, Maimansing.

269. (E. T.) SADAR DEWANI DECISIONS, from 1810 to 1813, by Madhab Chandra, pp. 196. Cases deterl-mined in the Sadar, with the names of cases and principal matters tabulated, published before in Persian, the profit to go to the support of a school in Rajshahi.

270. (E. T.) SADAR DEWANI. Decisions of, Sadar Nishpati, N. P., 1852. Nos. 1, 2, 3, pp. 313.

271. (E.T.) SADAR DEWANI, NIZAMAT'S ORDERS from 1796 to 1839 by Radharaman Bosu, 1842 J. R., 1849, 2nd ed., pp. 206.

272. SADAR DEWANI, Regulations from 1840 to 1848, Ch. T., pp. 380. 8 Rs. By Gangacharan Mittre, of

Bhawanipur, who warns his readers against printing his book.

273. Sadar Dewani Regulations, from 1793 to 1846, by Ram Tarak Roy, of Chinsura, pp. 76.

274. STAMP LAWS, the 12 Acts of 1826, a tr. by Dr. Carey.

275. SALT, Regulations on, Nimak Darpan, by Rajnarayan Banerjyee, J. R. 1849, pp. 118.

PERIODICALS—ALMANACS

In villages where no other Bengali book ever penetrates, there is the Almanac to be found ; the Hindu cannot marry, make a journey or execute any important work without its aid, as lucky days are given in it, when the child is first to eat rice, put on the paita, have the ear pierced, go to school, begin marriage negotiations, hence we need not be surprised that 100,000 copies of Almanacs are published annually in Calcutta, and spread by book hawkers over the country. Nuddea, Bali, Chandradip, Janai, Baxa, Bali, Khanakul, Krishnaghur, Kodalyea, Digsa, Vishnupur are places famous in former days for Almanacs. There is an Almanac in existence now which dates a century and a half ago. We have no space to enumerate all the Almanacs which have been published, we give a few—*ex uno disce omnes*. In 1818 came out Ramhari's Almanac, pp. 135, with a tolerably good picture of a goddess drawing the chariot of the sun. In 1824 the CALCUTTA NEW ALMANAC, pp. 168. In 1825 came out Bishwanath Deva's ALMANAC, 1 Re. then the Chandrika one, 12 as. In 1835 GOBARDAN SHARMA'S ALMANAC, pp. 144. In 1836 came out MENDIE'S ALMANAC, giving the moon's digits. Hindu and Musalman festivals, tides, sunrise, table of wages, Police Courts,

Trade, Postage, also MADAV MAHANADAS' ALMANAC, pp. 183, edited by Ganga Gobinda of Mahanad. In 1840 the VIDANMOD ALMANAC, pp. 300. The Calcutta TRACT SOCIETY, published an Almanac yearly from 1846 to 1852, containing about 130 pp. for 4 as. illustrated with neat lithographic drawings of some of the heavenly bodies; it contained information on the following subjects, the solar system: comets, earth and moon, the various modes of calculating time by the Hindus, English, and Musalmans, Eclipses, Calendar of sunrise, sunset, moon's phases, holidays, tides, Jewish epochs, coins, weights, stamp duties, the human body, missionary statistics. In 1847 EPISCOPAL ALMANAC, B. C. P., pp. 26, giving the daily lessons and Church festivals, sunrise and setting—ceased in 1850.

276. CONES' ALMANAC, pp. 296, 8 as., for 1855-56, by Ramchandra Mukerjea, begun in 1846, has a circulation of 6,000 copies—neatly got up with 19 pictures; on good paper and type and sold at the rate of 40 pages for an anna —a guide to Hindu popular mythology and astrology for the Europeans.

277. CONES' ALAMANAC, pp. 178, 4 as. 1855-6, has a circulation of 5,000 copies, an abridgment of the larger one.

278. COSSIPUR ALMANAC, 1855-9, pp. 116.

279. GOPAL CHANDRA'S ALMANAC, pp. 144.

280. MADHAV CHANDRA'S ALMANAC, pp. 144.

281. NEW ALMANC, 1955-6, SU. S. 1, pp. 88, 1½ as.

282. RAMESHWAR'S ALMANAC, 1855-6, pp. 96, 1½ as.

283. SERAMPUR ALMANAC, began 1840. Ser Ch. C., pp. 234, 8 as. 4,000 copies sold, circulates as far as Asam, Rangpur, Benares, follows the Nuddea Almanac, has a number of mythological pictures.

284. SIDESHWUR GHOSE'S ALMANAC for 1855-6, A. I. N., 1855, pp. 96, 9,000 copies; 3 as.

285. VERNACULAR LITERATURE COMMIT-

TEE'S ALMANAC, 1855-6, pp. 119, 5 as. Roz. & Co., Started in 1854, with the design of giving all that was true in Native Almanacs with much additional information of a nature interesting to natives in the Mofussil, such as sun rising and setting, moon's ditto, tide for each day in the year —the various melas through Bengal, where and when held— munsifs and vakils' examinations, small cause court, agricultural work for each month in the year : Indian diseases and their cure : railway fares and rules : Deputy Magistrates and Collectors.

PERIODICALS—ENCYCLOPÆDIAS

In 1818, an Encyclopædia was commenced at Serampur, but only one part was completed, CAREY'S ANATOMY. In 1828 the Society for translating European Sciences, H. Wilson, President, started the Vigyan Sebadhi, a serial on the plan of the Library of Useful Konwledge, it reached 15 Nos. embracing Indian Geography, Hydrostatics, Mechanics, Optics, Pneumatics and Brougham's Discourse on the advantage of Science, the latter tr. by Kasi Prasad Ghose. In 1846 was started, under the patronage of Government, BANERJEA'S ENCYCLOPÆDIA, designed as a series of publications on history, science, literature, compiled from various sources. Two editions were published, an Anglo-Bengali one, of about 330 pp. for 2 Rs. 8 as. (now reduced to 1 Re.) and a Bengali edition,—the publishing a diglot was a mistake. The subjects embraced the HISTORY OF ROME, 2 Vols., GEOMETRY, 2 Vols., MISCELLANEOUS EXTRACTS, 2 Vols., BIOGRAPHY 1 Vol., HISTORY OF EGYPT, 1 Vol., GEOGRAPHY, 1 Vol., MORAL TALES, 1 Vol. WATTS ON THE MIND, 2 Vols., LIFE OF GALILEO, 1 Vol.

PERIODICALS -MAGAZINES

Serampur published in 1818, the first Magazine in Bengali, the Digdarsan, which treated in a popular style on subjects of science, history, literature. In 1819 came out the GOSPEL MAGAZINE, A. B., 16 pp. each, No. 4 as. continued till 1823, designed for Sircars and Keranies, 500 copies were sent monthly to heathens in Calcutta, and 2,000 copies were distributed in the villages. One edition was published in Anglo-Bengali and another in Bengali ; it embraced biography, diaries, anecdotes, expressions of dying Christians, ecclesiastical history, Jewish and Christian antiquities, select poems, natural philosophy—controversy was excluded. "The Sword of the Spirit loses into edge if dipped in the waters of strife, to become quick and powerful in must be bathed in the oil of love." In 1821, the BRAHMINICAL MAGAZINE, A. B., by Ram Mohun Roy, a vindication of the Vedas against the attacks of Missionaries and an attack on the Trinity. In 1831, Shastra Prakash, on the Yugas, solar race, Sangkar Acharjea and extracts from the Puranas—Gyanaday by R. C. Mittre, a miscellany of Historical, Biographical, Natural History, and Scientific subjects, 20 Nos. printed. In 1832, Vigyan Sebadi, by Gangacharan Sen, a monthly miscellany for the young, conducted by Hindu College students. The Jyansindhu Taranga, Rasik Mallik, on Ethics and Literature. In 1833, the FOUR-ANNA MAGAZINE, A. B., Ethical Essays and Historical Anecdotes, continued for 12 months. In 1834 Vidya Sar Sangraha, A. B. Literature, Science, Biography, History. In 1842 Videa Darshan, by Akhay Kumar Dut, on Ethics, Literature,—Videa Darshan, by Prasanna Kumar Ghose, treated of Ethics, History, Science, lasted 6 months—Shashadhar, by Kalidas Maitreya. In 1843, the EVANGELIST, A. B., Mangal Upakhyean. Edited by J. Robinson, started for Native

Christians at the suggestion of the Baptist Association, continued for 3 years. Contained articles on Church History, Muhammedanism, Christian duties, Sermons, Religious and Missionary Intelligence. The Sarbarasranjika, W. Pr. P. On history, ethics, customs. In 1846, the Kaustabh Kiran, Rajnarayan Mittre, much recondite information from the Puranas on Astrology—the Jagadbanda Patrika edited by students of the Hindu College, on literature, lasted two years, gave translations of their class exercises—Satyea Sancharini, by Shyeamachoran Bose, advocated female Education, the organ of a Vedantic Sabha, the profits to go to the support of a charity school. The Kaista Kiran, gave translations from the Puranas and advocated the claims of the Kaistas to wear the Brahminical thread.—The Durjan Daman Navami, by Thakurdas Basu: tri-monthly, opposed Young Bengal, defended idolatry, had as its symbol the picture of a cross fastened by a chain, to signify it would restrain Christian influence. In 1847, Hindu Dharma Chandraday, Mo. by Harinarayan Goshwami—a defence of Hinduism, the Organ of the Vishnu Sabha founded to oppose the Vedantists.—The Gyansancharini, the organ of a Sabha of that name in Kanchrapara, lasted 3 years. The Kabearatnakar, W., edited by a student of the Hindu College. In 1848, Muktabali. W., by Kali Kanta Bhattacherjea of Sibpur commenced at the instigation or Rajnarayan of Andul, opposed the right of the Khetriyas to wear the Brahminical thread, gave translations from the Kalika Purana—Bhaktisuchak by Ramnidhi, W. In 1849, Rasaratnakar, Pr.P. by Jadunath Pal. Sajjanronjon, P. P. by Gobinda Chandra Gupta, continued for 3 years.—Satyea Dharma Prakashika advocated the tenets of the Karta Bhojas—not a persevering one; only the No appeared. In 1859, Durbikhanika, Dwarkanath Majumdar, 4 as. monthly.—The Sarbashubhakari, 4 as, monthly, pp. 10. Essays on the suppressing early marriages, female instruction man's

equality : spirit drinking : ghat murders : the charak. The organ of one of these societies which have been formed in such numbers by natives in Calcutta : brilliant as a meteor and as short-lived ;—the Dharma Marma Prakashika, the organ of a Sabha at Konnagar. In 1851, Jyandarshan on useful knowledge. Jyanarunaday Nos. 1 to 11 Ser Ch. C. gave many translations from the Puranas besides literary articles. Midnapur and Hijili Guardian Mo., A. B., started under the patronage of H. V. Bayley, Esq. when Collector of that station ; gave literature and news interesting to natives in the Mofussil.—Gyanaday, by Ch. S., Banerjea. The Jyan Darshan, Ch. P. 4 as. Mo. on social improvements, literary articles.

286. Dharmaraj, 1854, M.L.P., 4 as. Mo. pp. 48 tr. Taraknath Dutt. A defence of Hinduism and translations from the Sastras, 500 copies circulated.

287. Dharmatatva, pp. 12, Pr. P. Mo. 2 as. a defence of Hinduism.

288. Masik Patrika, 1854, Nos. 1 to 9, Mo. 1 an. Roz & Co., by P. C. Mittra, and Radhanath Sikdar, written in Colloquial Bengali to enlighten women and the common people. The Government have lately subscribed for 500 copies for Assam. It advocates female education, the abolition of various superstitious practices among Hindus, gives historical anecdotes, and dialogues on various useful subjects.

289. Niteadharmaranjika, begun 1846, by Nandakumar, 2 Rs. An opponent of Vedantism and a staunch defendant of idolatry "the daughter of the Chandrika".

290. Prakrita Mudgar, an opponent of the Masik Patrika.

291. Satyearnab, begun 1849, 2 as. per No. S. P., Edited by Church of England Missionaries, contains literary information. Christian Biography, Anecdotes, Natural History subjects with pictorial illustration from England and descriptions of the objects.

292. Sulabh Patrika 1853 2 as. Mo. N. P. Treats of Hindu aboriginal races, Natural History subjects ; Ethical Anecdotes ; Historical extracts ; literature.

293. Tatvabodhini Patrika, monthly, by Akhay Kumar Dutt. T. P., 5 Rs. annually. Begun it 1843 and has maintained a steady circulation since, it contains besides a series of articles on natural history, philosophy, biography, extensive translations from the Vedas, Mahabharat, 700 copies monthly are circulated. It is the organ of the Vedantists, and holds a high place for the ability of its articles.

294. Upadeshak, begun 1846, by J. Wenger, B. M. P., monthly, 2 as. Started by the Baptist Association, for the Native Christians of their communion, who pledged themselves to its support ; gives religious biography, comments on Scripture, Missionary information and subjects of literature.

295. Vividaratna Sangraha, 1851, annually 1 Re. 8 as. by Rajendra Lal Mittra. Roz & Co. Published by the Vernacular Literature Committee, each monthly No. contains 16 pp. 4 to and is illustrated by 3 or 4 plates, procured from Knight in England, on subjects of history, science, or natural history : the work is carried out on the plan of London Penny Magazine.

296. Vidutsahini Patrika, monthly, pp. 9, 1 an Ser. P. 1855, Essays.

PERIODICALS—NEWSPAPERS

The History of the Bengali Newspaper Press, shews that the love of "something new" exists among the Bengalis as among the Athenians of old. In 1816, the BENGAL GAZETTE was started by Gangadhar Bhattacharjea, who had gained much money by popular editions of the Vidya

Sundar, Betal and other works, illustrated with wood cuts, the paper was short-lived. The Serampur Darpan, on August the 21st, 1818, broke through the stagnation of ages. The Governor General, Lord Hastings, at once patronised it by letting it pass at ¼ the post charge of the English newspapers, and his successor, Lord Amherst, subscribed for 100 copies, which were sent to the Government offices. It elicited a vast amount of correspondence from natives on mofussil society and circulated in every Zillah in Bengal and in 60 stations. In 1840 the Editor, J. Marshman, owing to other duties, was obliged to give it up. The following year several natives revived it, but it soon sunk in their hands. The Kaumadi, 1819, was started by Bhabani Banerjea and Ram Mohun Ray, it advocated female education and an improved medical treatment, but on Sati being opposed in it, the Chandrika and superstition came out in opposition, in 1822 the Chandrika was for many years the Native Times of Calcutta (started as the advocate of idolatry and the Sati), a bi-weekly. In 1823 the Timir Nashak, by Krishnamohan Das, W., lasted several years. About 1825 the Banga Dut, by Nil Ratna Haldar Dewan the Salt Board, many able extracts from the Shastras, lasted till 1839. In 1830, Sudhakar, W., by Premchand Ray. In 1831, Sabharajendra by Moulvi Ali Mola, in Persian and Bengali—Sukhakar, The Gyananeshwan, A.B., W., edited by Rasik Mallik and Dakhin Mukerjea, Hindu College Students : liberal and literary in its tendency, advocated social and political reforms, continued 9 years.—The Ratnakar, by Brajamohan Sing, 1 year, W.—The Sar Sangraha, Benimadhab De, 1 year, gave the chief contents of the Bengali Newspapers. The Anubadika W., gave a translation of the substance of the Reformer, an English paper, edited by Natives. In 1832, Ratnabali, by Jagannath Mallik, a warm Advocate for Sutteeism, an appeal having been made to England to restore the practice, and the appeal proving un-

successful, this Journal remarked, "The king of England is not in charge of the Government, the people make an individual king just as in our country an earthen-pot is put up and worshipped" lasted 4 years. In 1835 Sateabadi, A. B— Sudhasindhu, by Kali Shankar Dutta, I year, W. In 1837, Dibakar W., by Ganga Narayan Basu. In 1838, Saudamini, A. B., by Kali C. Dut, on the plan of the Darpan.—Gunakar, by Grish C. Bose an ex-student of the Hindu College.—The Mritunjay, by Parbaticharan Das, nearly all in verse. "The conqueror of death soon fell in the valley of death." In 1839, Banga Dut, by Rajnarayan Sen: a liberal paper, yet the only one published, on Sunday, even the daily papers, do not publish on that day. The Arunaday, by Jagannarayan Mukerjea, 6 mos. In 1840, Murshidabad Patrika, under the patronage of the late Rajah of Berhampore, who wished to improve his tenants by it.—The Jyandipika, by Bhagabat Charan, W., lasted 1 year—The Sujanranjan by Gobinda Chandra Gupta, bi-weekly, written to defend persons attacked by the slanders of the Rasaraj. In 1841, Bharatbanda, W., by Syeamacharn Banerjea.—Nishakar by Nilkamal Das. In 1842, Bengal Spectator, A. B. Useful news, edited by educated Babus, R. G. Ghose, P. C. Mittra lasted two years.— The Bhringa Dut, by Nilkamal Das. In 1844, Rajrani, by Ganga Narayan Bosu, the Sarbarasranjina, W. In 1846, Jyadadipak, by Maulvi Ali in English, Bengali, Hindi, Persian.—The Martanda or Sun in 5 languages—shone only for a month.—The Gyandarpan, by Umakanta Bhattacharjea, Bh. P. The Pashandapiran, by Iswar Chandra Gupta, W., satirical. In 1847, Jyansancharini Organ of a Sabha at Kanchrapara, W.—Hindubandu, by Umachurn Rudra, got up, in opposition to Christianity, the Akkal Gurum, by Brajanath, A. B., 4 months, took the side of the Prabhakar, against the Bhaskar.—The Digbijay, by Dwarkanath Mukerjea.—The Kabearatnakar bi-weekly, by Umakanta

Bhattacharjea, contained satires and lampoons. The Jyananjan, A. B., by Chaitanea Charan Adhikari—The Sujanbandu, by Nabinchandra Dey.—The Manaranjan, by G. C. De. In 1848, Jyanratnakar by Bishwambar Ghose, W.—Dinamani, scandalous, W.—The Ratnabarshan, by Madhav Chander Ghose of Bhawanipur.—The Rasasagar, 6 years, triweekly, by Rangalal Banerjea of Kidderpur, contained besides general news, many able literary articles. —The Gyanchandraday W.—The Arunaday by Panchanan Banerjea, W.—The Baranasi Chandraday, by Umakanta Bhattacharjea. In 1849, Rasamudgar, by Khettramahan Banerjea advocated Hinduism with the Chandrika. A rival of the Rasaraj, and teeming with abuse of it, for abusing respectable people.—The Mahajan Darpan, by Jay Kali Basu, weekly, mercantile.—The Sateadharma-Kashika, Pr. P., by Govinchandra Dey, advocated the sentiments of the Karta Bhojas, only one number appeared —The Bhairabdanda, in Benares, by Umakanta Bhattacharjea, waged a fierce war with the Rasamudgar.—Banarasi Chandraday, by Umakanta Bhattacharjea. The Sujanbandu, by Nabin Chundee Dey, weekly.—The Kaustabh Kiran, by Mahesh Chunder Ghose, weekly.—The Jyanchandraday. In 1850, the Sarba Shubakari by Matilal Chatterjea. A censor morum, lasted 1 year. The Satya Pradip, by Mr. Townsend, weekly, a most useful paper, gave a precis of news, correspondence, woodcuts with descriptions of objects in art and nature : weekly, 24 columns 4to for 6 Rs. yearly. The Sudhansu continued 1 year, Edited by Rev. K. M. Banerjea to advocate Christian influence in the press, gave news and literature. The Burdwan Chandraday, by Ram Taran Bhattacharjea, lasted 1 year. The Burdwan Sanbad weekly. under the patronage of the Raja. In 1851, Jyanoday, by Chandrasikhar of Konnagar. The Jyandarshan, C. H. P. by Shripati Mukarjea, lasted 1 year, was published in Benares at a lithographic press.

297. The Banga Bartabaha, bi-monthly—by some educated young men, to give a precis of news with comments on the events of the day.

298. Bhaskhar, by Gauri Shankar, began 1859, tri-weekly, 2 Rs. admired for its elegant yet simple style and the ability of its articles and its news: its first editor for an article he wrote against a Zemindar, was carried off a prisoner. Its ethical tales have been in high repute.

299. BENGAL GOVERNMENT GAZETTE, Ser P., 1840, A. B., 8 Rs., J. Robinson, W., contains the Acts of the Legislative Council, the Circular Orders of the Sadar, Civil Appointments, 1,509 copies sent gratuitously to Government functionaries.

300. Burdwan Gyanpradaini, 8 Rs. bi-weekly.

301. Chandrika, Ch. P. 1822, bi-weekly, 8 Rs. annually. The oldest newspaper, started in 1822, as "the Goliah of Hinduism," in opposition to Vedantism and in advocacy of widow burning and idolatry: it enrolled on its list 800 subscribers.

302. Prabhakar, Pr. P., by I Ch. Gupta, daily, begun 1830, 10 Rs. At first a weekly under the patronage of some of the Tagores, its Editor is famed for his fine poetry; gives news.

303. Purnachandraday, P. P. daily, begun in 1835, by Ad. Ch. Adea, per annum 8 Rs. It has maintained a steady circulation and a respectable tone. The Editor is distinguished for his literary abilities which are often displayed in this paper in articles of permanent interest.

Weekly Despatch of Bengali. It was famous fomerly for its original metrical composition.

306. Sadhuranjan, 1847, by Ishwar Chandra Gupta, W. Literary news. Some very able translations and original compositions appeared in this.

307. Sanbad Burdwan, 4 Rs. annually, W.

308. Sudha Barshan, begun, 1854, a Commercial and Daily Advertiser in Hindi and Bengali.

POETRY AND THE DRAMA

Poetry forming such a large staple of Hindu Books, to give all books in poetry would be equivalent to giving under this head three-fourths of Bengali Literature, almost all of which is executed by natives. Bengali poetry embraces two subjects chiefly, religion and love : the poems relating to the former will be found under the heads of their respective subjects —our selection of poetry on general subjects is therefore very limited. The Vaishnabs were the first poets, their poems were in praise of Chaitanya and his religion, next came Kasi Das and Kriti Bas who, a century and a half ago, composed the Mahabharat and Ramayan ; last century we had Bharat, the Horace of his day, his themes were war, and love. At the present day few of the educated natives have ventured on the ocean of poetry. Then appeared in 1805, Virgils Œneid, 1st Book, pp. 65 tr. by J. Sergeant, a civilian, a student of Fort William College. Monckton. another student, executed a translation of Shakespeare's Tempest.— In 1836. Gayan krit Kaumadi, Hymns to the different gods, with an account of various musical instruments,—In 1837, HOMER'S ILIAD, 1st Book, tr, by Grish C. Bose, pp. 30, A. B. About 1840, Gita, Mala, 60 love songs, by Kali C. Chundria, Rangpur Zemindar.

309. (S. B.) Chor Panchash, pp. 91. 1848, a Poet attempting to marry the daughter of the Raja of Burdwan, against her father's consent, was condemned by him to death, and laments his fate in 50 verses, "notes of the dying Swan".

310. 1852, Chhandabali, by Girish Chandra Deb, Scraps of poetry on different subjects, Shiva's marriage, Ritu-bilap, Mrs. Heman's Better Land translated.

311. (S. B.) Bhagavat Gita, a Philosophical Poem. The translation of this into English, Latin, French, German shews the value attached to it as a highly philosophical poem, giving the high mysteries of the Hindu philosophers. Treats of the soul's nature: the superiority of faith to works: on forsaking works and their fruits; serving God in his visible and invisible froms. A fine edition of it in Sanskrit, Latin, English and Canarese with Humbold's preface has been lately printed at the Mangalore Mission Press.

312. (S. B.) Chaitanyea Chandraday Natak, Chaitanyea's History dramatised, Translated by Prem Das, R. A., 1853, pp. 400, 1 Re. 8 as. Throws much light on the doctrines and life of Chaitanyea, a Vaishnab reformer, who flourished 4 centuries ago: the Asiatic Society have lately unnecessarily printed this drama in their Bibliotheca Indica.

313. Kirti Bilas. Step-mothers, evils of; a Drama in 5 Acts, by G. C. Gupta, pp. 70, B. S. P., 12 as. The subject: a king's son near the Jumna committed suicide, owing to the cruelties of his step-mother,—the work shews considerable talent.

314. (S. B.) Mahanatak, Ram Chandra's History dramatised, 1851, pp. 229, 6 as. Su. S, 1849 pp. 229, by Ramgati Kabiratna. Tr. into English by Rajah Kali Krishna.

315. (T.) Mahabharat, by Kasi Das, 1st ed., 1802, c. c. 1852, 1855. 4 Rs. pp. 911, P.C.P. The Odyssey of Bengal. The translator was Kasi Das, a Sudra, who for translating this

book was cursed by the Brahmans with his kith and kin to an eternity. This work treats of the wars of two rival races for ascendancy in India : and presents a complete panorama of India, as it was in its topography, manners, mythology, 2500 years ago—the original has been the great store-house from which Lassen drew the materials for his elaborate work Indische Alterthums Kunde.

316. (S. B.) Meghdut, C. B. 1850. pp, 136, 1 Re. Kalidas the Indian Shakespeare wrote the original—a husband banished to the forests seeks to send a message to his wife and does it by a cloud,—in this poem is embodied much local description and mythological reference adorned by a poetical pen. Translated into English verse by Professor Wilson. "The poem affords a pleasing confirmation of the strength of the domestic virtues among the Hindus and that the relation between man and wife is viewed with tenderness as well on the banks of the Ganges as of the Thames"—the reader has spread before him in its perusal a panoramic scene connected with the principal mythological and traditional local associations of the Hindus in North India. It has been translated into German also.

317. (E. T.) Milton Kabea, Milton's Paradise Lost, 1st book, Ser. J. A. By Bacharam Ray and Bisambhar Dut, students of Serampur College. Various useful explanatory notes are appended. Milton and Shakespeare have been rendered successful into German, why not into Bengali ?

318. MUSIC, Sangit Taranga, 1848, pp, 251, K. R. On melody, the gamut, musical scales, gives plates of the different ragas or musical modes which are personified as females. In 1820, was published Rag Mala on musical modes a repetition of this was said to bring down rain in a time of drought, about the same time appeared the Bichar Sar Sangita, the Ragragini and Sangita Rag Kalpadrum all on Music.

319. (S. T.) Nala Damayanti. N. P., 1852. pp. 74, 2 as. Milman pronounces this "a beautiful tale, full of the most pathetic interest". The king of Berar loses his kingdom through gambling,—he wanders through the forests,—description of the scenery there, the wife clings to her husband amid all misfortunes. At length recognises her husband at Oude, by his mode of driving ; the throne at length regained. This work needs pruning. The original has been translated into Persian, Russian, German, French, Latin and English, it has passed through many editions in Bengali.

320. (S. T.) Ramayan, tr. by Kriti Bas, 1st Ed, SE. P., 180 . P.C.P. 2 Rs. 1853, pp. 506. The Iliad of the Bengalis ; giving Ram's march from Oude through the South of India, aided by aboriginal tribes, his conquest of Ceylon, his rescue of his wife like another Agamemnon : it depicts the religion, literature, and manners of the Hindus 2,000 years ago. The original has been recently translated into Italian, and published in Paris at the expense of the King of Tuscany : innumerable editions have been printed in Bengali ranging in price from 1 to 10 Rs. An Edition of the Ramayan is coming out under the patronage of the Raja of Burdwan.

321. Ratnabali, a Drama, by Harshar, King of Kashmir, in the 11th century, pp. 216, T. P.

322. (S. B.) Ritu Sanhar, by Kalidas, the Indian Shakespeare, Bi. B., 1848, pp. 71. Many Editions. The Thompson's Seasons of India, it has been translated into German, Latin and English, and abounds with passages of exquisite beauty, showing a thorough love of nature. Sir W. Jones says of it "every line is exquisitely polished and every couplet exhibits an Indian landscape always beautiful, sometimes highly coloured but never beyond nature". many editions have been published in the bazar, but like Horace and Juvenal, there are indelicate passages in it which require excision.

323. (S. T.) Ritu Sanhar, by Madhab, Roz., & Co., a prize translation of the Sanskrit College: expurgated: the style is high.

324. (S. T.) Ratnabali, pp. 216, 1 Re. 8 as., T. P., tr. by Nilmani Pal, from the Sanskrit Drama, written by a Kashmir poet. Requires pruning.

325. (E. T. SHAKESPEARE'S Merchant of Venice, translated with adaptations. Bhanumati Chitabilas. pp. 220. PC. P., by Hara Chandra Ghose. Shakespeare's ideas, but given in a Bengali dress ; well and ably done.

POPULAR SONGS

The Bengali Songs do not inculcate the love of wine or like the Scotch, the love of war, but are devoted to Venus and the popular deities ; they are filthy and polluting : of these the most known are the Panchalis, which are sung at the festivals and sold in numerous editions and by the thousand.—Some on good paper, well got up, others on the refuse of old canvas bags The Panchalis are recitations of stories chiefly from the Hindu Shastras, in metre, with music and singing, they relate to Vishnu, and Siva, intermixed with pieces in the style of Anacrœon. Dasarathi Ray is the most famous composer of them, by which he has gained much money ; 50 years ago Antony, a Portuguese, composed many songs. Rasik Chandra Ray is another of these composers and Nidhu, a century ago, composed poems sung to this day ; he was said to have written the best when he was drunk. SONGS are in abundance on love subjects, as the Bichar Sar Sangita 1832. Sangitrasmadhuri 1844, pp. 214, the Gitratna, by Ram Nidhi: the Sangitabali, pp. 133, by the Rajah of Burdwan. Rasik Tarangini, tr. by Madan Mohan Tarkalankar, fragments of erotic poems on love.

The Yatras are a species of Dramatic Action, filthy, in the same style with the exhibition of Punch and Judy, or of the Penny Theatres in London, treating of licentiousness or of the amours of Krishna. A mehtre with a broomstick in his hand always cuts a figure in them. We have the Nala Damayanti Yatra Gan, Nala's history dramatised in this form.

On Erotic subjects there are various books which have passed through many editions in prose and poetry and have a wide circulation, as the Adi Ras, Beshea Rahasyea, Charu Chita Rahasea, Hemlata ratikanta; Kam Shastra 1820, Kunjari bilas, Lakhmi Janardan Bilas, Prem Ashtak; Prem Bilas; Prem Natak, Prem Taranga; Pulakkan Dipika; Prem Rahasyea; Shringar Tiluk, 1st ed. 1817. Ratibilas; Sambhog Ratnakar with 16 filthy plates. Ramaniranjan; Ras Munjari; Ras Sagar; Rasrasamrita; Rasatarangini; Rasomanjari; Rassindu Prem Bilas; Rati Kali, 1st ed. 1820; Rati Shastra, Ras ratnakar; Shringar Ras; Shringar tilak; Stri Charitra Stri Pulakhon Dipika. These works are beastly, equal to the worst of the French School.

TALES

Tales abound in Bengali, "thick as leaves in Vallambrosa," like those in England last century love with all its difficulties and agitations from the chief subject. We shall notice in the numbered catalogue only those fit for general circulation, those out of print or unfit for general circulation are now given, they are all love tales. Abhilas Ras Sindhu, J. K., 1849, pp. 127, 3 as. by Jagachandra Bhattacherjea of Madarali. The original is in the Mahabharat. Apurbapakhyean, 1842 pp. 124, relates the adventures of a king's son. ARABIAN NIGHTS, Beauties of the: by Hari

Mohan Sen, 1839. P. T., Bahar Danish, N. P. 1854. pp. 225. "The tales exhibit a highly colored picture of Asiatic manners displaying in particular the sentiments and superstitions of the Hindoos." They were translated into English, in 4 vols., by J. Scott, Esq., in 1797. They require pruning. Bandu Bilas, 1851, J. R., pp. 102, a fairy tale, scene of the forest, the devices of travellers who have lost their way there. Chandrabansa, 1141, pp. 122. (P. C) Chandrakanta, a merchant travels and falls in love, 1st ed, 1829., 1854, pp. 206, 6 as. 18mo. by Kali Prasad a Vaidea, gives a picture of a woman riding on an ass, as a punishment—Chetan Kaumadi, R. C Bosu of Gundulpara, 1847, pp. 120, illustrates the evil consequences of wickedness. (S. B.) Chitotmagna, 1853, pp. 58, the Book has poetry on amatory subjects. Duti Bilas. pp. 60. Harischundra's Life, 1847, the great benefactor of the Brahmans, who to raise money for them sold his wife and then himself. Jangari bilas. Bi B. pp. 88. 1853, Jiban. Tara Bi. B., pp. 90, 5 as., a love tale with Durga on the tapis. Kabi Rahasea, by Ram Prasad of Halishwar, relates to Videa Sundara. Kali ranjan, by Ram Prasad Sen, the tale of Videa Sundara in a different form. (S. T.) Kamini Kumar, 1st. ed. 1836, 8 as. A. J. U. 1854. 5 as. pp. 235, the original by Kali Das. The original translated by Kali Krishna Das, the scene is connected with a travelling merchant, notices of Tribeni, Kalighat, Patna, Nuddea, his wife confined for an intrigue, she escapes and they meet in Benares. Kanak Latika, Tales from the Shastras, pp. 147, 1830. Kandarpa Kaumadi. 1834, love tales about a king of Bahar. Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi. Khos Galpa Sar, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar. Kunjari Bilas, Bi., B., pp. 88. a love tale, scene among the Rajkumars. (P. T.) Layla Majnu, A. I. U., 2nd ed., 1854, pp. 199, by Dwarkanath Ray.

Describes the strong attachment of the son and daughter of two Arab chieftains to each other. Sir W. Jones edited the Persian original.

(S. T.) Madhub Malati, a Fairy Tale. Mahani Mahan, by Sambhu Chundra Chakrabarti, an Episode taken from the Brahma Baiberta Purana, the scene laid in Surat. Manmath Munjari, Sh., P. 1851, pp. 172, the scene laid in Surat. Nabarassindhu, 1840, pp. 116, Rahasea Bilas, K. L. 1850, pp. 80, by Uma Prasad Banerjea, the scene laid in Dacca, a tale of a childless king who had eventually a daughter who refused to marry a man she had not seen and subsequently led a happy life with the man of her choice. Rasik Tarangini, by Panchanun Banerjea, pp. 45. Jy. A. P., 1855, 1 as. very popular. Rasamunjari Bi. B. 1853, pp. 64, by Bharat Chandra. Rassindhu prembilas pp. 69, 2½ as. Sati Dharma, Bhr. D., 1849, pp. 14, 1½ as., from the Kashi Khanda, an account of a widow who preserved her chastity. Sati Ranjan, by Govindo Das, 1845, pp. 48, 1 as. tale of a wicked son of a king of Oude. Satitva Sudha Sindhu, A. J. U., 1855, pp. 83, 4 as', by Svarup Chandra Shur, of Chandranagore. Shuk Bilas, K. As., pp. 135, 1851, 3 as., 1st ed. 1836, by Nanda Kumar, relation to Vikramadatyea's marriage in the Mahratta country, visits Bhoje advised by a Parrot. Shukh Etihas, pp. 91 Pr. T. 1852, Parrot tales by Nal Couml Badury. Sukumar Bilas, Pr. P., 1852, pp. 17, 4 as, a prince travels to gain knowledge, rescues a king's daughter from robbers, marries her in spite of the father. Shukh Shambad, 1838, pp. 132, tales by Dwarkanath Kunda, from the Persian Tota Nama. (S. T.) Vasabdutta, 1837, by Madun Mohun Tarkalunkar, a prince falls in love with a princess in a dream, she had rejected all other suitors—their wanderings and happy union. Vishva Mangal Natak, 1844. Jy. R, pp. 67, by Dwarkanath Ray, of Garibha, licentiousness and devotion are mixed up in the tale. Vidyea Sundar, "a book that will

serve to amuse those who are but little acquainted with the Hindu system of courtship. It is perhaps the most classic poem we now possess in the Bengali language: but is disfigured in some places by licentious allusions." Kasi Prasad Ghose has given an English translation of several poetic stanzas. Parts of this tale have been acted as a play in private houses of Babus and listened to by crowds, on the most popular tale in Bengal, and though not fit for general circulation is worth reading by Europeans for the style and the account of native customs given—this year there are editions of it from three separate presses, the Bhaskar, Ratnavidyea, Kabitaratnakar.—Yojan Gandha, by Bonewari Lal Ray.

326. (E. T.) ARABIAN NIGHTS, No, 1, 2, 3, pp, 900, 3 Rs., P. C., 1855, by the editor of the Purnachandraday. Taken from Forster's translation, 1,500 copies of the first two parts have been sold.

327. (E. T.) ARABIAN NIGHTS, tr. by N. M. Baisak, 1st ed. 1850, 2nd ed., S. P., 1854, pp. 576. Tales 52 in number written in a simple style, giving much innocent amusement in the perusal, besides making the Hindus better acquainted with Moslem manners, and modes of thought.

328. ARABIAN NIGHTS, by Rev. W. O. Smith, pt. I. 1850, pp. 65, 1 Re. From Lane's edition.

329. Betal Panchabinsati, 1st ed., 1818, S. P., 5th ed. 1855. S. P. 8 as. Tales relating to Vikramadityea, king of Ujein: composed 1,800 years age. Very popular,—this is an expurgated edition translated from the Hindi by Ishwar C. Vidyeasagar. The ordinary editions are very abundant and range in price from 3 as, to 8 as.

330. Chhar Darvesh, tr. by Umachurn Mittre. A. J. V. 1854, pp 169, tales of a merchant in Damascus, and Bosra: the Urdu is well known to every young officer in Fort William College, as the Bagh Baher which has been

translated into English: the tales much like those of the Arabian Nights.

331. (P. T.) Gole Bakaoli, by Umachurn Mittre. Bi. B. P. 1855, pp. 113, 2 as. A very popular work, a fairy tale: adventure of a blind Persian king, in search of a rose, said to have the property of restoring the sight.

332. (S. T.) Kadambari, by Tara Shankar Sharma S. P. pp. 192. The Story of a Heavenly Nymph who loved an earth-born prince.

333. (P. T.) Hatim Tai, 2nd ed. pp. 306, 1 Re, R. V. P. the John Howard of the Arabs as famous for his generosity as Don Quixote was for his Knight-errantry, he killed his own horse to feed an ambassador.

334. Parsea Itihas, Tales, tr. by Nil Mani Baisak, 1st ed., 1834, last ed., 1850.

MISCELLANEOUS

Beauty, Human, marks of, Panchanga Sundra, 1822, points out how the different parts of the body are beautiful, and what lines indicate future fortune. Byeabahar Darpan pp. 48. Two Essays on Colonisation, on Persian in the Courts. Byeabahar Mukur on Ceremonies, 1853, CASTE, ON, tr. by Harachandra Ghose, pp. 13, CEREMONIES, DAILY, Nityea Karmapadvti, Charter Act, on, pp. 26, DAYS, PARTICULAR, observance of, Din Kaumudi, 1823, DOCTORS, IGNORANT, dawn of knowledge on, Abodh Baidyea Bodhaday, 1830, pp. 40. To show that the Brahmans are superior to the Vaideas, in the Medical Art. DOCTORS, fallen, deliverance for, Patit Baidhyoday, 1822. Some of the Vaideas wore the paita, this gave rise to a schism. DOCTORS, A SUPERIOR CASTE, Vaidhatpati, 1830, a defence of the caste of the Vaidyea. DOCTORS

their right to the Brahminical thread. Vaidullas, pp. 24, 1832. DREAMS, 1836, Bodharnav. (S. B.) by Ramkrishna of Baradpur : On the interpretation of a curious book—gives also Moral sentences. DUTIES religious on, Dharmanjan, by Govind Kanta Bhattacharjea, pp. 52, 1845. On truth, covetousness, anger, purity, temperance, definitions of the 10 virtues enumerated by Manu. DUTIES on, Karmanjan, do, pp. 202. EAST INDIA PROPRIETORS' Speeches ; J. Sullivain, Sir J. Lushington, E. W. B. Bailey's Speeches on the subject of native agency. Drikal Darpan. On Grammar, dreams, Songs, the laws, Khaistas a Khagiskill, other Anecdotes. EARTH, account of, according to the Purans, Bhu Darpan, 1843. gives a notice of the seven continents, seas of buttermilk, curds. FUNERAL OBSEQUIES on, Tarpan, 1824. IDOLATRY, defended by Mritunjay, 1820. IDOLATRY, opposed by a Telipara Zemindar. IDOLATRY defended, Dibanba Norasang. INSTRUCTION, SALUTARY, Dialogues on, Proshnotar Kaumadi, 1845, pp. 32. JAGANATH, its history, ceremonies ; by Bhabani Banerjea. Purushottam Chundrika, 1845, pp. 76. Kalikata Kamalalay, 1823, Ch. P., pp. 91, a curious account of Calcutta, as the abode of the goddess Lakhmi, its castes, knowledge, and the Sahibs. Kali Sankar Ray, Life of Aschargea Upakyean, pp. 20, 1834, Khaystha Dipika, Khaystha Rasayan. pp. 32, 1848, on the right of the Khaysthas to wear the Brahminical thread. Karma Lochan, Ser. 1821 pp. 32, (S. B.) after the printing of this work the publisher found the people were afraid to purchase it, as the instances of their religious omissions were so numerously recorded in it, that they were afraid to being reduced to beggary by the imposition of fines from the Brahmans, on account of the neglect of religious rites. Konnagar, DISCOURSE on the present and past condition of India pp. 54. Kamakhayea Jatra, account of the famous places

of pilgrimage in Assam. KINGS AND PRIESTS, Satires on, by Kalidas, Hasyearnab, 1 Rp. 8 as., 1822. KNOWLEDGE, on the advantage of, Jyanakar, K. R., 1848, pp. 15, inculcated in the form of fables. KNOWLEDGE, an address on, by Ramnarayan Chatterjea, to the students of Metropolitan College, pp. 20, 1853. Knowledge on, 1839. Kriyajog Sar on the Gunga Tulsi plant, and various gifts to procure holiness. KULINS, belonging to the Khaysthas, account of, Kul Pradip, 1832, pp. 24. LANDHOLDERS Meeting, Proceedings of, 1838, pp. 76. LANDHOLDERS Meeting at Town Hall, 1848, pp. 93. Niteananda Sabha, account of, pp. 24. PALMESTRY, on, Karprodip. Pilgrimage, on, Tirtha Kaibalyea Dayini, 1829, pp. 48, account of the seven places of pilgrimage which secure salvation. Mathura, Mayapur, Kashi, Kanchipur, Avanti, Dwarka. Gunga; Panch Upadesh, 1839, 4 as., a book prepared for young people, by J. Macfarlane. POETRY, Hindu, Achar by R.L. Banerjea, pp. 52, 1852, an able Essay. PRCTICES, HINDU, Achar Darpan, 1845. The orthodox mode of shaving, bathing, cleaning the teeth. PROVERBS, Bahu Darshan, by Nil Ratna Haldar, Ser. 1826. pp. 147. Proverbs in Sanskrit, Arabic, Persian, Latin, English, with their meaning in Bengali, the corresponding Proverbs in Sanskrit, and Persian; proverbs with corresponding ones in English and Sanskrit "the author has dived into the ocean of knowledge to fetch up these gems, which serve so much to adorn social intercourse." RAJA KRISHNA'S FAMILY, Genealogy, pp. 25, in English and Persian. RAILWAY, East India, on Stephenson's letter, 1848. Rasa Sagar, 1846, pp. 48, by Prasanna Chandra Gupta, on the influence of women, their grief in separating from their husbands. SANSKRIT LITERATURE, Essay on, by I. Videasagar, pp. 54, 1854, an able review of the various branches of Sanskrit Studies. Sati Dharma, a defence of WIDOW BURNING.

SATI, Ram M. Roy's opposition to, Sahamaran Sambad, 1810, which he had the courage then to call murder. Sahamaran Sambad, 1819, a continuation of the same subject, Sati DEFENDED, from Anghira, Parasure, Harita, the latter says the woman must get ride of her feminine body in the flames. SATI, petition in defenceo of, to Lord W. Bentick, 100 pp., 1830. Sadhu Santoshini, by Kasinath Tarka Punchanan, Col., Ch. 1826. The object of this pamphlet is to show that swearing by Ganges water is against the Sastras, the author was the Law Professor in the Sanskrit College, Calcutta, the only authority however the author adduces on his side is that of Raghunandan, who denounces punishment in hell for seven generations against him who swears after having touched the Ganges water, on the other side it is alleged that when the life of a cow or a Brahman would be endangered, there is no sin in an oath. SCOTCH AND IRISH, destitute, appeal for, Sat Karma Biraatna, 1847, pp. 30, the English, by C. Cameron Esq., the Bengali tr. by K. Banerjiyea Shradva the manner, and time of observing. Shradva Mahatmea, S. B. 1848, SER. Ch. C, shows how the practice of observing Shradvas is declining. Sushil Charitra, pp. 150. 1827 by Guru P. Ray of Kanchrapara, on Ethics, with tales to illustrate them. Svoabhab Darpan, on self knowledge, the structure of the body, futurity had a blessing, on Atheism, different food for different creatures. Shasti Puja, 1832, Bh. S., pp. 32. Sansar Sar 1852, 1st ed., 1829, Ch. pp. 12, treats of the Guru, the cream of the world and the benifits of revering him. In Sushil Montri, 1836, by Guru Prasad Roy, Dewan to the Malliks, good counsel to a Raja enraged with his children. TREES, worship of, Bilva Charitra, pp. 49, the bel, champak, tulsi, durbha. Tulsi plant, on its worship. Tulsi Mahatmea, a nymph having exerted the jealousy of Krishna, was changed into this plant, which may be seen as an object of

worsip in every village in Bengal. WEALTH, rules for acquisition of, by Ishwar Ch. Bhattacherjea Lakshmi Charita, 1st ed.., 1820, 1842, rules from the Padma Purana, for winning the favor of Lakshmi, the goddess of luck. Witticism, Kautak Bilas. 1849, 7 as, told at Kishnaghur by Bharat Chandra, for the amusement of the Raja of Nuddea, clever, but indecent, an account of the Raja and his buffoon, Gopal, or Kirti Bas, the book says the Raja was born on earth, for having violated a woman in heaven, WOMEN, evil deeds, of Stri Durachar, 1840, of king of Ujeyn asks Kali Das to give him account of woman's faults. WIDOW RE-MARRIAGE, Bidhaba Bibaha Nishedh 1846. pp. 28. Advocates Sati, reckons those widows who re-marry as beasts and deserving death, WORSHIP of the Goddess Durga, Shasti Santishini, 1832, pp. 30, with a picture of the goddess, mounted on a cat.

337. (S. B.) ATONEMNTS, Hindu, for venial sins. Karma Bipak, 1st ed., 1820. Ser. P. Jy. A., 1855, pp. 61, 4 as. by Ram Chandra Tarkalankar. Shews various diseases from various sins: and special diseases as the result of special sins.

338. BENGALI Language, Discourse on, Jyanopadesh. by I. C. Chatturjea, 1853, pp. 14, 1 an. On the importance of studying Bengali Grammar.

339. INSTRUCTION for boys, by Bani Madhav Chatterjea, 1814, pp. 100. Moral instruction with fables or anecdotes in illustration.

340. (S. B.) CASTES, account of the origin of, Jati Mala, J. R. 1850. pp. 22, a curious work on the Mythological rise of castes, why some of them were degraded.

341. (S. T.) CASTE, refuted by a Buddhist; Bajra Suchi, composed in Sanskrit and tr. into English by B. Hodgson. Shows great knowledge of Hinduism and subtlety of reasoning: an edition was published in 1842, by W. Morton, with notes and an English translation.

342. CHARMS, Gayatri, 2nd, ed., 1849, pp. 24. A Mantra or charm whispered into the ear of every young Brahman when consecrated to the priesthood to the following effect. "We mediate on that excellent of the divine sun, may he illuminate our minds."

343. (S. B.) CHIROMANCY, the Hindu fortune-tellers' guide—Samudrik, pp. 48, B. B., 1855, 2 as. Gives the fortunes predicted by the various lines on the hand, forehead, arms, loins, feet, navel, breast.

344. (S. T.) COOKING, Pakrajeshahar, according to the Shastras, BH. P., 2nd ed., 1854, pp. 93, 8 as., by Gauri Sankar Tarkabagish. Published under the patronage of the Rajah of Burdwan treats of the cooking of rice, vegetables, fish, eggs, and peas, giving compositions that would rival French cookery, to it is appended a poem on cooking. Those receipts were made 1,800 years ago.

345. (S. B.) DREMS, Swapnadhyea, pp. 16, 3 pice, 1st ed., 1890. On Dreams and their interpretation.

346. FABLES for Students, Balak Bodhak Itihas, By Kesab C. Karmakar. Ch. C. Ser., 1850, pp. 36, 2 as.

347. GANGES CANAL, account of, with a Map, 1855, pp. 44. 2 as. Roz. & Co., by the Vernacular Literature Committee.

348. GANGES, ITS DESCENT and COURSE. Ganga Bhakti, pp. 181. 4 as., Ser. Jy., A., 1854, by Durga Prasad Mukerjyea. Many editions of this have been published—notices the course of the Ganges, the mythological account of it, and the place such as Nuddea and others along its banks.

349. GURUS EXPOSED. Gurutatva, by Gobinda Ghiri, 1852, pp. 68, 8 as. Points out the Mantras, or charms, used among the Hindus on building a house, for snake bites, cholera, and the means of Gurus realising large sums of money. The author was a Saniyasi and well acquainted

with the tricks of Gurus. In 1836, appeared the Gyanandra Pramadini, by Bana Mali Sen.

350. HARLOTS PROGRESS, Naba Bilas, See S. P., 1852, pp. 82, 1½ as. Points out the career of a frail woman as a servant, a devotee, a pimp, a beggar, at first a blossom, then perverted by a barber's wife, becomes a nach girl and finally practices the Vasanti Puja. This book gives a key to the history of seduction. Many editions of it

351. HINDU SOCIETY AND RELIGION, THEIR CONDITION, PROSPECTS, Dharma, Marma, Prakashika, pp. 46.

352. IDOLATRY refuted from the Shastras, Tathea Prakash, 1842, pp, 60. Braja Mohan, a friend of Rammohun Ray, refutes Idolatry from the Hindu Shastras, with all the pungency of Lucian, an edition of this work with notes was published in 1842, by the Rev. W. Morton.

353. INDUSTRY, the fruits of, Parishram Prayog, Pr. P., 8 pp., by Sheamacharan Banerjea. Published at the request of Major Hannington.

354. JUSTICE AND MERCY, Discourse on, at Jagulia. 1853, Bi, B., pp. 16.

355. Kajir Bichar, 75 Anecdotes of a Judge's Decisions, Beng. Su. P. 1854, pp. 65, very clever, witty.

356. Kali Ghat Temple, origin of, Pita Mala, pp. 11, the mythological history of the origin of this and many other Sivite shrines in Bengal.

357. (S. B.) KNOWLEDGE, Self, Atmanatmabibek, by Shankar Acharjea, on the body, sense, difference between matter and spirit : the cause of pain, on sleeping, dreams.

358. KNOWLEDGE, Miscellancy of, Gyanangkur, 1846, pp. 65.

359. (E. T.) Manahar Mala, 1840, by G. Galloway. Anecdotes of clever dicisions by kazis, shrewd remarks by kings.

360. Manaramea Itihas, N. P, 1853, by Akhay Charan Das. Tales of a conversation between a mouse and snake. It abounds in native proverbs.

361. INCARNATIONS, 10 Hindu ones, Narad Sambad, K. Al, 1855, pp. 46, 1½ as. To those who wish to have a popular account of the Hindu incarnations of Vishnu into a fish, tortoise, this book gives information.

362. Man Singha, by Bharut C. Ray, the famous poet, P. C. P. Gives curious details of the Emperor Akbar sending his general Man Sing to conquer Pratapadityea, the last King of Sagur island, the latter was caged and when dead, some of his remains were fried with Ghi, by Man Singh,—account of Man Sing's pilgrimage to Jagannath.

363. MODERN BABU, Sketch of, Naba Babu Bilas, 1st ed., 1823, 1853, pp, 50, 2 as. V. V. One of the oldest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago, new editions of the work are constantly issuing from the press, the Babu is depicted as germination, blossoming, in flower, in fruit. The Babu under the Guru Mohashay, under the Munshi, devoted to licentiousness and his lament for his past folly. It is a kind of Hograth's Rake's progress, the book was analysed at length in the Quarterly Friend of India, 1826.

364. Omarahasyea, 4 as. in this the origin of the popular Hindu festival the Durga Puja is given.

365. PICTURES, MYTHOLOGICAL, can be had from 1 to 4 pice each: illustrating the different subjects in Hindu Mythology, they meet with a large sale.

366. (S. T.) Purush Parikha. MORAL TALES, 1st ed., 1814, Ch. Ch. 1853, 1 Re. pp. 186, Day and Co. illustrates by a Tale for each, the following subjects, 53 in number: charity, sympathy, integrity, valor, cowardice, niggardliness, indolence, ready wit, quick apprehension, Swindling, wickedness, ignorance, knowledge of the Vedas, secular knowledges,

science of drawing, use of singing laughing, repentance covetousness. At the suggestion of Bishop Turner an English translation of this work was made and published by Maha Raja Kali Krishna, in 1830.

367. PILGRIMAGES, abominations of exposed, by a Sanyeasi, Tirthabibaran, pp. 115, 1842, 8 as. 2nd ed. 1854, 15 places visited and all their mysteries, wickedness exposed by one in the secret, the dancing girls, extortions, false miracles are shown up.

368. (B.M.) PROVERBIAL PHRASES, Vakea Vineas, pp. 62, 4 as. K. As. 1854, by Methur Mohan Biswas, many editions, gives the origin and meaning of many quotations and sayings in common use by the Hindus.

369. PROVERBS, 873 Bengali, by W. Morton 1832, with an English translation and explanation, gives Europeans an insight into the character and modes of thought of natives.

370. (S.B.) Probodh Chandraday, a Metaphysical Drama, 1852, 1 Re. tr. by Gangadhar Nyearatna of Rajpur. Many Editions have been translated into English and German; Dr. Taylor's English translation is re-published this year for 1 Re. at P. C. P.

371. (E.T.) RAILWAY TRAVELLERS, directions for, 1855, pp. 18 : 1½ as. translated by Akhay Kumar Dut.

372. (S B.) RITUAL PRACTICES, Byeabhar Munjari, pp. 12 as. 1848, S. B., by Karma Lochan, advice on the position of the body in sleeping at night, on the kind of respect to be paid to the Brahmans on pilgrimage.

373. SNAKE GODDESS, Manasa Bhasan, by Khemananda, pp. 111, 1½ as. 1847, BL. B. The goddess of snakes is invoked in the Manasa Sij or Euphortra ligularies—this work treats of this goddess so formidable to the simple peasants of the villages, it was written a century ago, gives an account of the sufferings of a merchant who refused to worship the goddess.

374. SANSKRIT QUOTATIONS, Kabitaratnakar, pp. 62, 5 as. K. As. Mr. Marshman published it with an English translation—sayings from the Sanskrit, with a Bengali commentary in verse.

375. SOOTH-SAYING, Hanuman Charitra, Kak Charitra, pp. 96, on augury by certain circles, by the fight and sound of crows.

376. WIFE, FAITHFUL, duties of a, according to the Shastras Potibratopakhyean, won the prize offered by Kali Chaudri, Zemindar of Rangpur. P.P. 1854, pp. 72, 2nd ed.

377. WIDOW Remarriage, against, 1855, C.H.S. pp. 21.

378. WIDOW Re-marriage, against, 1855, P.C. pp. 16.

PART III

THEOLOGICAL

THEOLOGY—CHRISTIAN

SERAMPORE AND EARLY PRINTED TRACTS

In 1800, Ram Bose's Gospel Messenger ; Pearce's Letter to the Lascars ; Hymn Book pp. 259 :—Catechism of Scripture names, Sermon on the mount :—in 1801, Ram Bose's Gyanaday against the Brahmans : Missionaries' Address to the Hindus ;—in 1802. Carey's Summary of the Gospel ; Krishna and Christ compared ; address to the Hindus ; Watts' Historical Catechism ;—Sure Refuge, this tract led to the conversion of three natives. In 1805, Life of Christ in Verse : Good Advice ; The Enlightener ; from 1800 to 1806, a million Tracts were distributed by the Serampore Missionaries. In 1807, Chamberlain's Watt's Catechisms in verse. Do. Mental Reflection. Do. Ten Commandments. Do. Penitent's Prayer, Tarachand's Examination of Hinduism :—In 1810, Alphabetical lines and verses. Glad Tidings, a poem : Creation of the world, a poem : Jagannath worship, folly—About 1812, Essence of the Scriptures : Extracts from the Bible on God : Kangali's Hymns ;—in 1818, Aratoon's Catechism ; a Hindu pantheon : Fatik Chand's Life.—Satya Darshan—School Lessons ; Tract on God's nature ;—1819. Dialogue between a priest and an offerer ; Krishna Prasad's Life ; Harmony of the Gospels. (A. B.) Schmid's Divine Sayings ; 1820. Scotchman and Babu ;—in 1821. William Kelly's Life ; in 1822 F. Carey's Pilgrim's Progress ; Picture-room, Christian Religion, Dut on Christianity and Hinduism, pp. 70. Williamson's Instructor ; in 1824, Happy Deaths, Little Henry, and his bearer ; Scripture Extracts, Dying Words of Jesus—In 1824, Carey's Best Gift,—in 1828, Paul at Athens, Buckingham's

Way of Life—1829, Williamson's Evidences of Christianity. Carey on Repentance, Buckingham's Letter discovering Error. Prophet's Testimony of Christ—1830, Faith and hope —1831, Gods and Idols ; Praises of the Self Existent ; God's Punishment of Sin ; In 1833. Buckingham's Works of God, —in 1835, Refutation of the first lie, Dialogue between a Missionary and a Pilgrim.

LATER TRACTS AND OUT OF PRINT

Balak balikar proshnotar—Bengali Reward Books a most useful Series of Biographies, 1849, pp. 24, mo. 8 pages each ; Life of Abraham pp. 47, 1842—knowing the Scriptures—account of Mritunjoy—Abhaycharan,—The Orphan Girl,—Mary, the attentive child—God sees every thing,—Hannah Coates,—Mary's Lesson about Jesus,—Rabi—The Pious Villager,—Ramgati,—Jagannath,—a New Zealand Story,—Death of Susannah—Christ's Garden. BIBLE, Substance of, in verse, Dharmapustuk Sar, 1840, pp. 20. BIBLE, Substance of, in prose, pp. 84, to David's time—Bunyan's Holy War, Dharmjudha, tr. by J. Robinson, Ser P. 1849, pp. 353—CHURCH CATECHISM, tr. by A. Alexander, 2nd edition, 1844 :—CHRIST, Discourses of, B. C. P., pp. 23.—Christ's Sermon on the mount A. B. pp. 29—Christianity, Leechman's Summary of, 1836—Commandments, two,—Dipak Reichardt's Catechetical body of Divinity, on Doctrinal and moral subjects, 1825, pp. 133,—Deer's exposition of the Christian Religion, 1838, pp. 103—Drishtanta doha, 1842. —Drunkenness, Fruits of Madeapan pratiphal, pp. 22, 1842, —Drunkard, career of, Matal Gati, pp. 10.—Dukhamay Jagat Serle's Way of Happiness pp. 47, 1844—EPHESIANS, New Translation of, by Street and Smith, 1851, pp. 13,—Galatians, Kishnaghur version of, 1853—GOOD ADVICE, pp. 16—Heathen, duty of, seeking their salvation. Hymn

Books, many have been published; we shall give the different ones, Ser. P., 1800, pp 259—Do. 1804, 1818, Ser. P.—Do. London. Missionary Society, 1820 ; T. S. 1829, 1830, pp. 146 —1835.—Do.—Do. 1846—Do. 1848. Ser. P.—Do. Watts, 1843. Do. (A. B.) Hymns for Infant Schools, pp. 22, 1846. Hymns, 1847. INFANT BAPTISM, defence of, 1841, pp. 25,—JOHN GOSPEL OF, Ellerton's 1815, printed at the expense of the Countess of London, for the use of the School she had established at Barrackpore.—Ellerton's New Testament, 1820, the translator was an Indigo Planter.—John Gospel of, Kishnaghur version—1854, Kena, Kena Misibaba, pp, 11. Khailas Memoir, pp. 60; 1846. Lady Jane Grey's Life, pp. 17, 1829. LIFE, Way of, Jibanpath, pp. 48. Mark, Catechetical Exposition of, by Mundy. 1828, pp. 423. Mathew and John, tr. by Ellerton, ed. 1819, 1826, 1832, 18,000 copies printed,—Natives of Calcutta, Address to, in Bengali, Hindi and English, pp. 11. New birth on :—New Testament, Carey's tr. 1801, last ed. 7th, 1832. New Testament. Ellerton's tr. 1819, pp. 993. Padri and Pilgrim, Conversation between, pp. 9. Patra Kaumadi, pp. 68, letters on Christianity. Piffard's Life, 1842, pp. 46, a Missonary who served without pay. (A. B.) Pilgrim's Progress, pt. 1, 1835, pp. 400, T. S,—PRAYERS, Pearson's Manual of, 1830, pp. 58 : Do. of another kind, 1825. Riddles, 24 Scripture, in verse, by Bareiro, 1849, pp. 51. ROCHESTER, EARL, Conversion of, 1829, pp. 4.—Romanism, Banerjyea's Preservative against, pp. 31, 1842, Roman Catholic Prayers, pp. 16, tr. by M. Crow—Romans, Commentary on, 1825, by E. Carey, pp. 218.—Satyea Sukh pp. 12, 1842.—Sermon, Banerjyea's, on Timothy, I. C. 15 vs. 1847,—Scripture, Schmid's Summary of, 1820, pp. 295.—St. Andrew's Church Baripur, opening of, pp. 8, with a drawing.—St. Peter's Church, Baripur, opening of,—Supadesh, pp. 16.—Tamanashak by Capt. Stewart, 1829, on Hindu practices,

and Siva's conduct. TEXTS FOR CHRISTIANS, 1844, pp. 26, Pratidin Karma,—Texts, to commit to memory, pp. 24, Padavali.—Texts, Daily, for a year, 1846, pp. 366, by Mrs. Voigt.—Theology, Outlines of, by Wenger, on the Bible and God, 1848, B. M. P., pp. 165—Verse, 24 answers in, on the chief Scripture doctrines.—Vulgar errors, refutation of, pp. 28.

TRACT SOCIETY'S TRACTS

FIRST SERIES.—Comprising those Tracts, which are best adapted for general circulation among the Heathen and Musalman population of the country :—

Atonement, Great, 20 pp. 1st ed. 1837. Bible, Essence of the, 20 pp. Catechism, 12 pp. Christ's Sermon on the Mount, 12 pp., 1st ed. 1830. Christian, The True, a Conversation between Ramhari and Sadhu, 20 pp. Christ, The Life of, 42 pp. 1st ed. 1831. Christian Duties, Compendium of, 38 pp. Consideration, Subjects for, 26 pp. Caste, On, 30 pp. Come to Jesue, 12 pp., 1st ed. 1851, ½ a million copies of the English original have been sold. Drunkenness, On, 2 pp. Durwan and Mali, 20 pp. 1st ed., 1828. Error, The Destroyer of, 14 pp. Errors, Vulgar Refutation of, 32 pp., 1st ed. 1832. Error, The Revealer of, 28 pp. Fornication, 20 pp., 1st ed. 1837. Hindu Religion, Wilson's Exposure of the, 84 pp. Hymns, Select Christian, 48 pp. Hindu Objections Refuted, 82 pp. Incarnation, The Holy, 42 pp, 1st ed. 1830, 9th ed. 1853. Idolatry, The Voice of the Bible concerning, 70 pp. Jesus Christ, Glory of, 114 pp. Letters on Christianity and Hinduism, 70 pp. Miracles of Christ, 36. pp. Musalman, Reasons for not being a, 40 pp. Muhammadan Ceremonies, 26 pp., 1st ed. 1852. Mother and her

Daughter, Conversations between a, 20 pp., 1st 1828. Pitambar Singh, Memoir of, 14 pp., 1st ed. 1835. Pandit and Sirkar, 24 pp. Pilgrimage. The True, 8 pp., Pilgrims Address to, 16 pp., 1852. Pandits, Missionaries' Letter to, 8 pp., 4to., 1852. Prophet of God, Marks of a, 36 pp., 1st ed. 1852. Parables of Christ, 36 pp., 1st ed. 1828. Religion, An Epitome of the True, 40 pp., 1st ed. 1830. Refuge, The True, 30 pp. Repentance, On, 20 pp., Scriptures, What, should be regarded, 16 pp. 1st ed. 1830. Salvation, The Mine of, 16 pp., 1st ed. 1830. Salvation, On, 40 pp., 1st ed. 1840. Salvation, Way of, 12 pp. Ten Commandments with a Commentary, 36 pp. The Destroyer of Darkness, 24 pp., 1st ed. 1835. Texts, Scripture, 24 pp.

SECOND SERIES.—Consisting of those publications which in the first instance were prepared for the special benefit of Native Christians, and are therefore less adapted than those of the Heathen readers.

Anna, Memoir of Little, 40 pp. Children, A Word about the, 24 pp. 1st ed. 1852. Commandments, The Two Great, 12 pp. Covetousness, On, 24 pp., 1st ed. 1844. Debt, On being in, 16 pp. Devotedness. On, 16 pp. God, Existence, and Attributes of 24 pp. Godliness, Profit of, 10 pp. God is a Spirit, 12 pp. Good Counsel, 4 pp. Judgment, The Last 8 pp. Jesus the Saviour; and the Penitent Thief, 22 pp. Life, The Way of, 14 pp. Madhu, Conversion and Death of, 12 pp. Popery On, 27 pp., 1st ed. 1844. Rabi, Memoir of, 32 pp. Reconciliation with God, 8 pp. Remembrancer, Christian, 26 pp. Sabbath Day, On the, 14 pp. Satan's Devices, 24 pp., 1st ed., 1844. Scriptures, On Searching the, and the Profit of Godliness, 25 pp. Sermons, Bengali, Nos. 1 and 2. ditto ditto Nos. 3 and 4. Ditto ditto Nos 5 and 6. Ditto ditto Nos 7 and 8. Ditto ditto Nos 9 and 10. Ditto ditto Nos. 11 and 13,

Short Questions on True Religion; from the Assembly's Catechism, 14 pp. The Duty of Christians to seek the Salvation of the Heathen, 12 pp. The Man that killed his Neighbours, 38 pp. The Necessity of Prayer, and the Excellency of love, 20 pp. Tongue, On the Government of the, 20 pp. Virtue and Vice, On, 12 pp.

379. (E. T.) ARTICLES of the Church of England, with Scripture Proofs, 3rd ed., 1854, pp. 29, 2 as., A. B. by Krishnaghur Missionaries.

380. (E. T.) AGATHOS, or the Christian Armor, tr. by W. Smith, 1st pt. pp. 17, 1 as. 2nd ed. 1855, Roz. & Co.. from Wilberforce's beautiful Sunday Stories.

381. BANERJEA'S Refutation of Tarkapanchanan, C. K. S., 1841, pp. 34., reply to a Sanskrit tract in defence of Hinduism, contains an able defence of the reality of moral distinctions In 1831 a book had appeared against Christianity chiefly a translation of Payne's Age of Reason.

382. (E. T.) BIBLE, Companion to, Patupakarak, pp. 400, 4 as., T. S. gives an Analysis of each of the books of Scripture, and of Scripture History, Jewish Sects. Chronology, Prophecies, Parables, figurative language, the evidences, weights, coins, customs.

383. BIBLE, tr. by Yates, 1852, pp. 978, 10th ed., 5 Rs., revised by J. Wenger. 250,000 copies of this in whole or in part have been circulated. It superseded Carey's translation, which had passed thorough seven editions, but which was considered inferior to Yates's in idiom and elegance.

384. BIBLE, Evidences of, by J. Wenger, Dharmapustuk pramanea, 1851, pp. 174, 2 as, T. S., on the writers of the New Testament, their accounts of Christ true : Christ's teaching a proof of His Mission, Old Testament inspired, Do. New Testament. various proofs of inspiration, objects

of Bible for men, the Bible the test of religion : the clearness of the Bible : right of all to read the Bible.

385. (E. T.) BIBLE, TRAVELS of, 1851, pp. 58, by J, Campbell, the Bible travels to Judea and America : conversion of an European and Negro by it.

386. (E. T.) CATECHISM CHURCH, B. C. P., reprinted from the Prayer Book.

387. CATECHISM CHURCH, Introduction to, by Rev. W. O. Smith, 1842, pp. 18, C. K. S.

388. (E. T.) Catechism Church, explanation of, by D. Banerjyea, 1841, pp. 115, on the Christian Covenant, Creeds, Prayer Sacraments, Confirmation, Baptism, Church Government and Orders.

389. CATECHUMENS, short Catechism for, by K. Banerjyea, 1842, pp. 16.

390 CATECHISM of the Catholic Church. 1842, pp. 24, on the Chureh, Priesthood, &c.

391. CHRISTIANITY and HINDUISM Contrasted, by G. Mundy, 1st ed. 1828, 2 ed., 1852, 3 as.

392. CONFIRMATION, on, by Bp. Wilson, Drare Bishay, tr. by Banerjea, 1841, pp. 60, C. K. S. Points out the spiritual benefits connected with the due reception of the rite of confirmation.

393. DISCOURSES OF CHRIST, B. C. P.

393½. DOCTRINE, SCRIPTURE, Catechism of, B. M. P. 4 as.

394. ELLERTON'S DIALOGUES on Scripture : Guru Shishu, 1st ed., 1817, pp. 205, on the historical facts of Genesis. The author, though an Englishman, thought in Bengali like a native, he wrote this work amid the ruins, of Gaur. It has passed through many Editions.

395. HINDU RELIGION, Wilson's Exposure of, 1852, pp. 84, points out the bad character of the different

Hindu gods, the Christian and Hindu incarnations contrasted : test of idolatry : need of a revelation.

396. (E. T.) HINDUISM AND CHRISTIANITY, pp. 204, 6 as Sadvarma nirupan, 1854, by J. Paterson, a translation of the Benares Prize Essay on this subject : treats of God's attributes : man's origin : relations between God and man : miracles : a contrast is instituted on all those points between the Bible and the Hindu Shastra :—an excellent manual.

397. HYMN BOOK, Baptist, pp. 297, 6 as. 1846, contains 306 hymns adapted to Native or English tunes, the composition of 15 Natives, and 3 Europeans.

398. HYMNS, Select Christian, pp. 48, ½ as T. S.

399. HYMNS, Krishnaghur, pp. 427, 1852, 334 Hymns for Episcopal Congregation, 226 in European and 108 in Bengali metres, arranged according to 21 different subjects.

400. HINDU OBJECTIONS refuted, 2 as., by G. Mundy, Apatinashak, pp. 82, replies to the most popular objections against Christianity.

401. Joseph, Life of, pp. 45, T. S.

402. (A. B.) JOSEPH'S LIFE. Bp. C., 1839, pp. 169, gives an interlinear version with the difficult English words explained in Bengali at the head of each chapter.

403. (E. T.) LINE UPON LINE simple Scripture narratives. tr. by Heberlin. pp. 207, T. S. From the creation to the death of Joshua, with questions at the end of each chapter.

404. (E. T.) LORD'S SUPPER, Wilson's Address on, tr. by C. K. Banerjea, pp. 52, 1851, C. K. S., Sahabhag grahan. An account of the Institution, objects, benefits, and way of receiving this Sacrament, qualifications &c.

405. LORD'S SUPPER, Treatise on, with devotional remarks. T. T.

406. MATHEW, Gospel of, tr. by Heberlin, pp. 97.

407. MATHEW, Gospel of. Barnes' Comment on, tr. by J. Robinson. Ser. P., 1855.

408. (E. T.) MEDITATIONS AND PRAYERS, Wilson, 142, pp. 206, C. K. S., tr. by K. Banerjea, Wilson Bishop of Sodor, and Man's well known devotional Treatise, the Sacra Privata.

409. (E. T.) NATURAL HISTORY of the Bible, 1st pt. the Metals of the Bible, C. K. S., pp. 54. 2 as. 1854, tr. by Srarup. Gives a description, of gold, silver, lead, brass, iron and the similies used in reference to those in the Bible and the historical events with which they are connected, thus with gold, we have the calf of gold, Nebuchadnezzar's image of gold.

410. NEW TESTAMENT, Yates', diamond ed., pp. 465, 1853, B. M. P. 8 as. An exquisite specimen of Bengali typography, the smallest type yet used and very distinct.

411. PARABLES OF CHRIST, pp. 43., B. C. P.

412. (E. T.) PEEP OF DAY, pp. 137, 1 as., T. S., Arunaday. Some of the important events of Scripture interspersed with examination questions.

413. (E. T.) PILGRIM'S PROGRESS, 1st ed., 1818, last ed. 1854, T. S., pp. 452, 12 as. The tinker's tale complete, with eighteen beautiful cuts.

414. (E. T.) PRAYER BOOK, B. C. P., Hay and Co., 1852, pp. 276, 8 as, the first translation was made in 1822, by, Schmid, pp. 267, a portion of the Prayer Book, was translated by Morton, 1833. One by the Bishop's College Syndicate. 1846, pp. the present one by the same body, but the Epistles, Gospels, and Psalms are not translated.

415. PRAYER BOOK, abridged by Dr. Heberlin, pp. 48, in a simple style, brief.

416. PRAYERS, Manual of, for the use of Native Christians, Parthana Samuha, 2nd ed., 1852, pp. 110, 2 as.,

T. S. Contains 23 prayers for various states and conditions in life, 31 prayers for morning and evening, prayers for every day in the week, and for special seasons.

417. PREACHER'S COMPANION, Susamachar Sahachar, by J. Wenger 1851, pp. 192, T. S., 2 as. Intended for Native preachers to village congregations, gives a few plain directions for the composition of Sermons, illustrated by one discourse in full, and by a series of 70 skeleton sermons embracing 12 historical subjects, and 9 sketches explanatory of the Lord's Prayer.

418. (E. T.) PROVIDENCE, Anecdotes of, by G. Mundy. Ishwar Aihik tatvabadharan, 1854, pp. 278. T. S. Historical and other Anecdotes to illustrate God's Providence in the punishment of sin : in preserving life : in preserving from sorrow and suffering : in changing the hearts of sinners : in answering prayer : in delivering from persecution.

419. (A. B.) RELIGION, Doddridge's Rise and Progress of, 1840, Dharmerutpati, T. S., pp. 300, abridged and altered. The original is well known as a valuable text book on experimental Chistianity.

420. (S. T.) REVELATION, Course of, by J. Muir, tr. by K. Banerjyea, 1847, pp. 62. A brief outline of the communication of God's will to man, of the evidences and doctrines of Christianity with allusion to Hindu tenets. Published also in Sanscrit, Hindi and English.

421. ROMANISM, Pierce's censure of, Vaidharma nibarak, 1844, pp. 59 T. S.

422. RELIGIOUS, Test of, Dharma Bichar, by Govinda Giri, 1851, pp. 15, T. S.

423. (E. T.) SATAN'S DEVICES, Brooke's Remedies against, Shaitan Kalupana T. S., pp. 228, 3 as., tr. by Kailas Chandra Mukherjyea. A work by its Metaphorical illustrations well suited to the native mind.

424. SERMONS, by K. Banerjea, 1840, pp. 212, C. K. S. 5 Sermons on Christian evidence suited to those who cannot understand the nature of historical evidence, the other Sermons are on the Ten Commandments, and on Christian patience.

425. (E. T.) SERMONS by Wilson, tr. by K. Banerjea, pp. 108, 1844, C. K. S., 3 as. on the true way of profiting by the Bible.

426. SERMONS, tewelve plain ones, for the use of Native Christians, by J. Osborne. Dvadash Upadesh 1845, pp. 351, T. S., 2 as., on Christ, the Penitent Thief's Prayer, Love, Satan. the Sabbath : the Tongue : the Spirit : Covetousness : Believers : Scriptures : Godliness.

427. SERMONS, Twelve, T. S., on select passages of Scripture, 1843, pp. 78, on John iii. 19, iv. 24, v. 16, and iii, 3, Matthew xxii. 37, ix. 28, xviii. 12, Ephesians ii. 14, Jeremiah xvii. 9, 2 Cor. v. 17 ; Acts xvii. 30.

428. (E. T.) SIN AND SALVATION, Neffs conversations on pp. 123, 1849, 10 as., T. S., Neff was the well known pastor of the Alps, the friend of the ignorant peasant.

429. TEXT BOOK, Daily ; 1854, T. S., 1 as.. Ratnabali, compiled by Miss F. Currie, two Bible texts for each day in the year in Chronological order.

430. Tracts Bound, Vol. 1. for Hindus only ; T. S., 1854, contains the following Tracts addressed to Pilgrims : True Refuge, Salvation. Revealer of Error : Hindu objections refuted : Voice of the Bible on Idolatry. What Scriptures should be regarded, Pandit and Sarkar, way of Salvation.

431. Tracts Bound, for Hindus only : T. S. Vol. 2.— Wilson's exposure of Hinduism : Test of Religion : Destroyer of Darkness : Holy Incarnation : Great Atonement : True Pilgrimage : Destroyer of error : Caste, Essence of the Bible.

432. Tracts Bound, Vol. 3, for Hindus and others. T. S. Parables of Christ : Commandments : conversation between a mother and daughter : subjects for consideration : second Catechism : God is a Spirit : two great commandments : True Christian ; Pitambar Singh : Mine of Salvation : Fornication : Joseph : word about children.

433. Tracts Bound, Vol. 4, for Hindus and others : T. S., drunkenness : way of life : epitome of true religion : first Catechism : last Judgment : miracles of Christ : Kailas Chandra : Select Hymns : Scripture Texts : Debt : Come to Jesus : Sermon on the Mount : the man that killed his neighbour.

434. (A. B.) UNCONVERTED, Baxter's call to, Nibedan pustuk, pp. 264, 3 as., T. S., the original is considered one of the most powerful appeals to sinners in the English language.

MUSALMAN BENGALI LITERATURE

The Musalmans have always been noted for the tenacity with which they have clung to their own ideas and language, and for the obstinacy with which they have resisted foreign influence. The Persian, their great prop, has been shorn of its honours in India, and the Musalmans are adverse to learn the Vernaculars ; hence, as the Urdu has been formed by a mixture of Persian and Hindi, so the Musulmans have formed in Bengal a kind of lingua franca, a mixture of Bengali and Urdu, called the boatmen's language. This must eventually give way to the overwhelming influence of the Bengali, but in the meantime, as illustrative of the phases of mind of the people, is appended a list of the principal books in this dialect, printed at Musulman presses in Calcutta, which have a wide circulation, and particularly among boatmen and the Musulman population of Dacca, They are chiefly translations from the Persian or Urdu ;—

Name.	Pages.	Descriptions.
Abu Sama	27	The Life of the Kaliph Omar's Son
Ajabol Kubar	64	Punishment in the Grave
Amir Hamja	444	On the Murder of Muhammad's Uncle
Bahar Danes	206	Amusing Tales ridiculing women
Bkcbhmola	48	On the Awakening of the Careless
Bedarol Gaphelin	167	
Bhabalabh Shuat	192	Songa, &c, &c,
Chhar Darvis	288	Tale of the four Dervishes
Golabokaoli	218	A Love Tale
Hajarater toallad	25	Muhammad's Birth
Hajar Machhla	108	One Thousand Proverbs on Religion
Hatim Tae	299	Life of a noted Arab Chief
Iblichh Nama	72	On Satan's Temptations
Ichhlam Gati	100	On the Behaviour of Musalmans
Iman Churi	31	On Infidels.
Jaygum	262	The Life of a Female Warrior
Kaji Hayran	92	The Judge confounded
Kunji Behari	28	A Tale
Keyamat Nama	188	On the Judgment Day
Lalmon Kechha	20	Tale of a King's Daughter
Maulad Adam	86	The Life of Adam
Maulad Sherif	186	Birth of Muhammad
Maktal Hachhen	276	The Death of Haseyn
Mephtahul Jenat		The Key of Paradise
Meyaraj Nama	64	Muhammad's Ascent to Heaven
Muchhe Raybar	15	History of Moses
Mursid Nama	23	
Nijamal Ichhlam	52	Rules of Islamism
Nurel Iman	99	On Devotion
Ophat Nama	24	Muhammad's Death
Rada Monkera	104	Refutation of Unbelievers
Shah Nama	304	A History of the Persian Kings
Shurju Ujal	40	Account of a Female Warrior

Names.	Pages.	Descriptions.
Siphata Selat		On Prayer
Saphaytol Momenin	144	On the Salvation of Believers
Sona Bhan	39	Account of Female Warrior
Tajhiz Takphin	112	On Burial
Tombihal Jahelin	102	Punishment of the Ignorant
Tota Itihas	130	Tales
Tumbihul Gaphelin		The Punishment of the Wicked
Yujuff Zuleika	126	The loves of Joseph and Zuleika

The Bible Society have printed the Gospel of Luke in this dialect, and are proceeding with other portions of the Scriptures. The Tract Society have published several Tracts in it.

PAURANIC WORKS

The Ramayan and Mahabharat are the great store-houses for Pauranic works, they are circulated entire or in parts very extensively at the cost of 60 or 70 pages, 8vo, for 1 anna. Many parts are also incorporated into the form of tales : the Ramayan was translated a century ago, and was denounced by the pandits of Nuddeea, because not written by a pandit. The original of the Mahabharat contains 100,000 verses.

Adabhut Ramayan, by Dwarkanath Kundu, 1854, pp. 90, A. J ½. 7 as. Relates to Amburish, Ram's Birth, Sita's Do. the Kalinga Raja, the owl teaches Narad to sing, Parushu Ram's pride broken by Krishna, Oude, Ravan ; the Hindus say this book came down from heaven.—Adhatma Ramayan, S. B., edited by Raja Satyea Charan Ghosal.—Adi Khanda, pp. 194, Bh. P., published at the expense of the Rajah of Burdwan, a new translation.—Adi Khanda. bazar ed.—Adi Parba, pp. 414, birth of the Pandavs and Parashu Ram.—(A. B.) Apology for the present system of Hindu

worship, pp. 47.—Aranyea Khanda.—Ashvamedh Parba, or the great horse sacrifice, the river Vaitarani and Ban Raja, Kamdeva's birth, account of Assam temples.—Ashtotar Sat Nam. 108 names of Vishnu and Durga,—Ashramik Parba. pp. 37.—Asuchi Byeabastha, 181৮, pp. 140, ceremonial uncleanness—Ayudhea Kandah, 1851, pp. 64—Ban Parba, on Nala Damayanti.—Bata Yantra—Bhadrarjun, the taking away of Bhadra by Arjun, pp. 142, 1851.—Bhima Parba, pp. 67, Bhima's battles with the Pandavas.—Bhuban Prakash, 1836, pp. 96, Puranic account of the World, i. e., Brahma's egg, and the 14 worlds in it.—Brahmanya Chandrika, 1832 a defence of the Puranas against a Buddhist.—Bipra Bhakti Chandrika, 1832, pp. 20, argues that all Vaishnabs and Sudras must serve the Brahmans.—Brahma Khanda, pp. 94. the creation and nature of diseases from the Brahma Baibarta Purana—Chamatkar Chandrika—Chandrabanshoday, 1 Re, 1829,—Dandi Parba, respecting Dandi Raja.—Darshan Dipika, the Puranas superior to the Bible.—Debbansha Barnan, pp. 8,—Debi Yudha, pp. 196.—Dharma Gan, sung by lepers at the festival of the God of death.—Dhrava Charitra, pp. 48, account of Raja Dharva.—Drona Parba, pp. 124 fights between the Kurus and Pandavas.—Gada Parba, club fight between Kurus and Pandavas.—Gauri Bilas, 1824.—Ganga Mahatmea, 1823.—Ganga Stab, 1830.—Ganga Stotra, praises of the Ganges,—Goshtapati Karika, pp. 23, in verse.—Hindu or Christian.—Jagannath Mangal, pp. 284, account of Jagannath.—Jatra bibaran, omens for travelling,—Jyanarjan, defence of the Puranas, by Gaurikanta, 1839.—Jyan Chandrika, or Creation and Destruction.—Jyan Ras tarangini, pp. 76, 1830, on the virtues of Ganges water, on watering the Ashwath tree, the value of a Brahman's dust.—Jyeautish Sangraha—Kali Raj, or the evils of the Iron Age, the signs of it, increase of sensuality, women not subject to their husbands, wine and tobacco sent as messengers of evil

to the earth.—Kalika Purana.—Kamakhyea Yatra Padvati, 1831, guide to the shrines in Assam.—Karnamrup Parba, death of Karna in battle.—Kishkindiya Khanda, Ram's wandering in the forest.—Lakshmi Digbijay, pp. 312, Ram's brother's conquests.—Lalita Saptami, a woman's prayers.—Lanka Kanda, pp. 272.—Maha Dadhi on astrology 1820—Mahanashak Chandrika.—Mul Kali Purana.—Maha Dadhi on Astrology 1820—Mahanashak Chandrika.—Mul Kali Purana.—Maha Dadhi on Astrology 182.—Manga Mangal.—Mushal Parba.—Laba Kush Yudah—brith of Ram's sons—Nari Parba, On women, Draupadi, Kunti, Gandhari.—Niladri Lohari, account of Govardan Mountain, Punchanan Gita, by a Sudra, an account of Dakshina Ray, Shasti and other village deities.—Pancha Kalyeani, the five deities, Gonesh, Surjea, Vishnu, Siva, Shakti and the qualities of 5 women, Ahalyea, Draupadi, Kunti, Tara, and Mendabhari.—Panji Madla, 1844, Puranic account of Jagannath.—Paramdharma suprakasika, 1847.—Pashanda piran.—Pritipadvati.—Ratna Mala, 2 Rs.—Ram Niladay.—Ramrasyan, tr. by a native of Burdwan.—Sabha Parba, pp. 194, Yudishtir's Life,—Salye Parba, battle of the Kurus.—Satyea Narayan, 1849, from the Skanda Purana.—Seamanta Upakhyean, account of Krishna's Charioteer.—Santik of Astik Parba.—Santi Parba.—Sharada Mangal, praises of the Goddess of wisdom.—Sharadyea tatva.—Shib Ram Yudha. pp. 11.—Shitalar Gan, from the Kalki Puran, Shitala is the goddess of the Small Pox.—Shrinath tatva—Sudva tatva.—Sundara Kanda, Ram Chandra's residence in the forest.—Svapanapakyean—Sapnaptal, from the Aikea Kanda, pp. 236.—Singkan takar hing.—Svarga Parba, a description of hell, heaven.—Udjog Parba, preparation for war betwen the Pandus, Kurus.—Usha Haran, pp. 155, Abduction of Usha.—Utara Khanda, Ram's last days.—Vali Pinda, pp. 21, the monkey king killed by Ram.—Vichhed Taranga, pp. 106, on Judishtir and Drau-

padi—Vidanmod Tarangini, pp. 97, 1825, discussions on popular religion, a tr. into English was made by , Raja Kalikrishna.—Vigyan Kusumakar, pp. 75, on the Khetryas, and Brahmans, written against the views of the Brahma Baibarta Purana.—Yajati raj Upakyean, a king of Delhi—Yashor barnana, 1848, Bi. B.

SIVITE WORKS

The Sivites neglected communicating their views through the Vernacular and hence their literature is poor compared with that of the Vaishnavs,—Agamani pad, Durga's birth—Chandi Sar, from the Markandya Puran, repeated daily in Durga's temples.—Durga Mangal, 1839, pp. 279, Victories of Durga.—Hara Gauribilas 1814—Hari Har Mangal.—Har Parvati Mangal, I. A. 1852, pp. 340, on Siva, Durga, Brahma's love for Sandyea, Sati's birth.—Kamala Mangal, 1843, praises of Lakshmi.—Mahesh Mangal account of Siva—Markanda Chandi, Durga's praise.—Paramartha Sangit Sar. pp. 105. Kali's praises in 400 songs by various poets—Rudra Chandi on Siva and Durga.—Sarada Mangal, Durga's praises.—Sangitai Gaurishar, pp. 153. Gauri and Siva at Benares,—Sangita Ananda Lahari.—Sangita Chandrika, pp. 35, 1854—Sati Dharma, from the Kashi Khanda, pp. 14—Shasti Santoshini, praises of Kali as the patroness of children—Shiva, Gana, Shiva's adventures as a mendicant. Shiva Sankirtans—praises of Shiva, P. C., 1853, pp. 398, pp. 1 Re. Durga's war,—Shivastab,—Vishvalakshan Mangal—Durga's Manifestation in Burdwan.—Yogadhea Mangal.

435. (S. B.) Ananda Lahari, 1st ed. 1826, pp. 72, praises of Parvati, 1 as., by Sankar Acharjyea, the great champion of Sivism—this work written 1,000 years ago, teems with matter relating to the Arcana of that system—it has been

translated into French and contains curious information on certain mystical rites, a description of the different parts of Kali's body.

436. Annada Mangal, Durga's Life, Bh. R., 4 as, pp. 166, written by Bharat Chundra, the Burnes of Bengal, who flourished last century as poet Laureate at the Court of the Raja of Krishnagur, the first native book ever printed, very popular, and in it we have a notice of Vyas opposing in Benares the worship of Siva and the origin of Kalighat.

437. (S. B.) Bhagavati Gita, 3 as., B. B., 1850, pp. 74, from the Durgamahatmea, a dialogue between Sharad and Siva.

438. (S. T.) Durgabhakta Chintamani, Sh. P. 1853. 12 pp. by Dindoyal Gupta, from the Shrimat Bhagavat. Durga's History and Dakhyea's Sacrifice.

439. Kabikangkan Chandi, Durga's Life, pp. 466, 1 Re. this poem is recited at the Durga Puja, we have Kalinga and Ceylon introduced on the scence.

440. (B. S.) Kali Bilas, KALI'S HISTORY, 1855, pp. 164. A. J. U., 6 as. composed from the Markandya Purana, Kumar Sumbhab, Kali Purana, Yoni Tantra, relates to Dakhyea's feast, Sati's death. Uma, Himalayas, Chunda Munda, Rakta Bij, Menaka.

441. Kali Kaibulyea Daini, Jy. A. 1848, pp. 321, ralates about the Vasanti Puja, Gaya, the Vindya mountains.

442. Kali Kirtan, pp. 20, 1845. Kali's Praises, by Ram Prasad, a Sudra.

443. Kalika Mangal. Kali's Life, composed by Krishna Ram, a Sudra and Kavi Vallabha, a Brahman, it is sung at festivals.

444. (S. T.) Kali Purana, translated by Ram Chandra Tarkalanker, an account of Assam, and its sacred place, and of the Bhagavat Puja.

445. (S. T. Kasi Khanda, mythological account of

Benaras, of the origin of the sanctity of various temples and tanks there, a portion of the Skanda Purana, gives various local legends, notices the depression for a time of the Sivite system.

446. Mahimna Stab, Shiva's praises. 1852. 1 an ; even Sudras are permitted to recite this. It was translated into English by the Rev. K. Banerjyea.

447. (S. B.) Padanka Dut, pp. 24, a work very popular, Krishna's wife is in search of him, composed last century by a pandit at the request of the Raja of Krishnaghur.

448. Pramath Mahini, 156, 2 as. gives the Churning of the Ocean, the Kali Yang, the Amrita, Tarak Asur, from the Durga Purana.

VAISHNAV

Chaitanyea arose in Nuddea 5 centuries ago, representing himself as an incarnation of the God Krishna : like another Muhammad, he introduced a revolution which drew to his standard one-fourth of the population of Bengal, he denounced the Brahminical priesthood, sacrifices, caste, admitted all classes into his community, using the Vernacular as the medium of appeal, his followers were the first advocates of Vernacular literature.—Their literature is very extensive ; among their works are the following ; Akrur Sambad Krishna robs a dhobi and kills Kansa - Ananga manjari—loves of Krishna and Radha—Bhagavat Purana Dipika.—Bhakti bartma pradarshak, pp. 215, 1 Re. 1854, K. R.—Bidagda Muhk Mandal, on Krishna and Radha—Bilva Mangal, 1st. ed., 1817 pp. 52, Songs on Krishna's youthful tricks—Chaitanyea Chandrika—Das Abatar Katha, Krishna's ten incarnations—Dwarka Bilas—Krishna's residence in Guzerat—Gauranga Bandana, praises to Krishna —Gita Govinda, Ser P. Jy. A. pp. 144, 8 as. 1855, the loves

of the god Krishna and Radha, his wife, a pastoral drama, composed in Sanskrit, 5 centuries ago, by Jaydeva, a Burdwan poet. tr. into Latin by Lassen, and into English by Sir W. Jones, a work very popular but very indecent—Gobinda Lilamrita, Kirshna's worship the only salvation—Gobinda Mangal, account of Krishna—Gopal Stotra, praise of Krishna—(S.B.) Haribasar Dipika, pp. 54, on the Ekadosi, or monthly lent of the Hindus—Hari Bhakti Rasamrita pp. 215, Krishna and the Gopis, Karuna Nidhan Bilas, pp. 364, Krishna's residence at Brindabun 12 years, by Joy N. Ghosal, the founder of the Benares Church Mission College —(S. T.) Krishna Keli, pp. 157, sports of Krishna—Krishna Mangal—Krishna and the Gopis—Krishna Lila Rasadoy, Ser Joy A. 1854, pp. 54, 6 as. Krishna's Courtship—Lalita Madhav, on Krishna—Mani Haran, of the valuable jewel stolen: from the Bhagavat Purana, pp. 17 1838—Man Bhanjan, pp. 76, 1 as. Krishna's removing his wife's jealousy —Muktalatabuli, by Durgaprasad, 1855, S. U. P. pp. 35, from the Kalika Purana, Krishna mounts the Mukta tree, Krishna's life and marriage to Radha—Man shika, pp. 54, 4 as K: AS,. 1853 the mind's address to Krishna Karnamrita, pp. 213, 12 as. R. R., 1853, on Krishna's praises —Kriya Yog Sar, on attaining merit in the Kali Yug, from the Padma Purana—Narottam bilas, 1811, 5 as. life of Chaitanyea by a Jessore disciple—Narrottam Prarthana, prayer to Krishna for deliverance from the body—Padkalpalatika, pp. 136, Krishna and Radha—Pandav Gita, Krishna's praises—Paramdharma Suprakashini, 1847, defence of Krishna's divinity—Pashanda Dalan, pp. 20, a Vaishnav's refutation of other sects—Prahlad Charitra, delivery of Krishna's followers—Prem Bhakti Chandrika, pp. 14, love to Krishna—Radhika Sahasra Nam, from the Bhagavat Puran—Rag Maya Kona, on subduing the passions by a Vaishnavite—Ramstab, Ram's praise by the

Monkey King—Ram Charita—Ras Bilas, Krishna and the Gopis, pp. 96—Ras Panchadyea, the Ras festival—Rasrasamrita, Krishna and the Gopis—Rati Bilap, Rati's lament for her husband reduced to ashes—Rasamay Kalika, faith in Krishna—Sanyeas Khanda, pp. 34. Chaitanyea as a Sanyeasi, his miracles and travels to Brindabund—Satyea Bhama Panchali, to commemorate the reconciliation of Krishna to his, wife—Satya Narayan, pp. 16, 1852, by Jagannath Mallik—Sangit Ananda Lahari, 1848, pp. 66. Songs in praise of Krishna—Smriti Sangraha, by Ragunundan of Santipur—Shri Nath tatva from the Yog Shastra—Udab Dut, by Rupa Goswami, the messenger to bring Krishna back from Guzerat—Udvab Sanbad Krishna's restoration to the milkmaids, Ni. P., pp. 42, 4 as. From the Brahma Baibarta Purana—(S. B.) Upasana Chandramrita, on Chaitanyea—Upasana Khanda, 1848, pp. 37 S. B. Vaishnab Manaranjika, pp. 24, 1 an., on the Vaishnav mark on the forehead, from what earth to be made, with quotations from three Puranas—Vaishnav Bandhana, Krishna's praises—Vaishnav Sarbashyea—Vishnu Sahasra Nam, 1st ed. 1822, from the Mahabharat Vishnu's thousand names, this is one of the early school manuals put into the hands of boys the Vaishnab sect.

449. Aparadh Bhanjan pp. 12, 1852, 1 an., Ch. C., the way of atoning for offences against Krishna.

450. (S. T.) Bhagavat Amrita Sar, 12 as, pp. 397, Life of Krishna from the Bhagavat Purana, 10th section.

451. (S. B.) Bhagavat Ekadash, pp. 39½, Rs. 2, St. P. 1852. Praises of Krishna.

452. (S. B.) Bhagavati Gita, by Ramratna Bhattacharjyea, a Nuddea pandit, Bi. B., 1854, 18mo, pp, 71, 3½ as.

453. Bhagavat Sar, Life of Krishna, by Madhav Acharjyea of Nuddea, Ch. h., 1855, pp. 488.

454. Bhakta Mala, Jy. R., pp. 392, 1 Re. 4 as. lives of Vaishnav saints, as Kabir. Sangkar Acharjea, Tulsi Das, Prahlad, Hari Das, Jay Deva. A standard work. Professor Wilson has made much use of the original in his "Sects of the Hindus." The author was a basket-maker and composed the work in Hindi in Akbar's days.

455. Bhakta Mala, 2nd part pp. 124, 2 as. Lives of Vaishnav saints.

456. Bhakti Tatva Sar, Jy. R., 1854. pp. 82. 3 as. Contains Chaitanyea Ashtak. Chaitanyea's eight names, Hat patan, establishment of assemblies. Chautrishi padabali, 34 names of Chaitanyea, Vaishnav Bandana, praises to Chaitanyea, Krishnar Ashtotar Shatnam, Krishna's 108 names ; Narottam Das prarthana, a devotee's prayers to Chaitanyea ; Prembhakti Chandrika ; Pashanda Dalan.

457. Chaitanyea Bhagavat, Ser. Jy., A., 1855, pp. 396, 1 Re. 8 as. Life of Chaitanyea, his travels in Panihati and Baranagar near Calcutta, are mentioned in it as places visited by Chaitanyea.

458. Chaitanyea Chandramrita, pp. 82, 1852, British India, P. Life of Chaitanyea.

459. Chaitanyea Charitamrita, pp. 452, 1 Re. 12 as. the Vaishnav's bible. Chaitanyea was born in 1484, and gave a powerful impulse to the Vaishnav faith in Bengali—his followers consider him an incarnation of Krishna—this work abounds in quotations from the Bhagavat and other Vaishnav works, and was written in 1557.

460. Chaitanyea Mangal, by Lochananda Das. Chief incidents in the Life of Chaitanyea, 1852, pp. 232 Sar. S. P.

461. Chaitanyea Sangita, 1852, Ser. P., pp. 44. by Bhagirath Bandu, K. R., 1855, pp. 80, 2½ as. 16mo. Life of Chaitanyea of Nuddea, his marriage, pilgrimage to Gaya and Jagannath, discussion on his faith.

462. Duti Sambad, Krishna's marriage to his spouse Radha, 1854, pp. 49, from the Brahmabaibarta Purana.

463. *(S. B.) Nastik Niras, pp. 121. 6 as. Sudharkar P. On* faith in Vishnu, and the need of ceremonies in the Kali Yug.

464. Nigur Tatva, pp. 48, 2 as., mysteries of Krishna's Life.

465. (S. B.) Niyam Seba, a Vaishnav's duties in Kartik Month, pp. 56, Kartik is the Vaisnnav Lent—taken from the Hari Bhakti Bilas.

466. (S. T.) Radha Krishna Bilas, by Jay Narayan Mukerjea, P. P., 1855, pp. 122, 2 as. Bh. O. From the Shrimat bhagavat, gives Krishna and Radha's Life.

467. (T.) Sutyeanarayan, Krishna, the true Vishnu, by Rameshwar Acharjyea, Bi, B. 1855, pp. 24, ½ as.

468. Srimat bhagavat amrita, Ni. P. 1855, the original by Goswami, relates to the 14 worlds, the eight quarters, Vaikantha, Brindaban, tr. by Jay Gobinda Chandria, Zemindar.

VEDANTIC WORKS

(S. B.) Abataranika, 1829, pp. 12, by Ram Mohan Ray, on 12 questions, with their answers and proofs from the Bhagavat Gita, on worship, God's spirituality—Bhedgyan timir Mihira day, 1848, pp. 72, by Ram Gopal Tarkalankar—Brahma Putalika Sambad, 1820, by R. Ray. Conference between an idolator and true believer—Guru Paduka, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry. (S. T.) Ishopanishat, by R. Ray, 1816, pp. 26. last ed. 1835. One of the chapters of the Yajur Veda on God's unity, the mystery of his nature showing that eternal happiness is only from his worship. Tr. into English by Dr. Roer. (S. T.) Kena Upanishad, 1st ed. 1813. God's unity from the Shyam Veda, tr. by R. M. Ray. (S. T.) Mundak Upanished, by R. Ray, 1819. An extract from the Atharva Veda, which

treats of mystic theology and metaphysics, has been translated into Persian, Latin, French, German and English. Prasanna Kumar Thakur's Prarthana, 1823, pp. 4, a call to tolerant views towards Christians and idolaters on the part of Vedantists, by Prasanna Kumar Tagore. Ram Chandra's 14 Vedantic Discourses, 1833. Pratyeakha Jyan Dipika, by K. C. Bose, 1829, pp. 23, Argues that the air is God, (S. B.) Ram Gita, 1846, pp. 63, Pr. P. A metaphysical disquisition on the world and God, according to Vedantic principles, Pathea Pradan, medicine for the sick, by R. M. Ray, 2nd ed., S. P. 1849, pp. 238, 1 Re. Shikha Pancha, by Shangkar Acharjea. (S. T.) Sankhyea Bhasha, by Ram Jay Tarkalankar, Ser, 1818, pp. 168. Vedanta, 1815, R. M. Ray's resolution on the Vedas, contains the Isha, Kena, Katoa, Mundika Upanishads compendious digest with notes, Vedanta Chandrika, 67 pp. explanation of the Vedantic system. Vedanta Kaustabhakhyean, 1850, Shangkar Acharjea on Vedantism. Vedantasutra, 1843, pp. 180. (S. B.) Yog Vashishta Sar by Paramananda Neayaratna, 1848, pp. 112, with a Sanskrit comment; contains 10 chapters.

469. (S. B.) Atmabodh, 1849, P. P., pp. 41, 4 as., points out that knowledge is as necessary for obtaining salvation as fire is for cooking : the world is a delusion like the silvery appearance of mother-of-pearl. All spirit is alike. An English translation by Dr. Taylor was lately reprinted at P. P.

470. (S. B.) Atmanatmabibek 1847, pp. 32, 1st ed 1819, from Sangkar Acharyea on divine knowledge, the difference between matter and spirit, the worship of God, of things permanent.

471. Atmatatvabidea, on spirit, by Debendranath Tagore, against the tenats of the Vedantic Philosophy on the soul.

472. (S. B.) Brahma Dharma, 4 as., 1852, one Re. A collection from Sanskrit writings on theism and ethics.

473. Brahma Gita, Hymns to God, T. P., 1835, pp. 35. Seventy-two Vedantic Hymns used at the Tatvabodhini Sabha.

474. Brama Sangita, Hymns to God, 4 as. By Rammohan Ray and other Vedantists.

475.. Churnak, on Idolatry, pp. 91, 6 as., 1852. T. abstracts from Rammohan Ray's writings against idolatry and on the Vedas.

476. Gitabali, pp. 28, 82 Vedantic Songs. By Rammohun Ray and others. Sanders, Cones and Co., 1846, 2 as.

477. (S. B.) Hasta Malak, by Ananda Chandra Vidyeabagish T. P., 1852, pp. 25, on Brahma and Spirit.

478. Katopanishat, 1850, God's unity, pp. 31, 2 as. T.P., from the Yajur Veda. A tr. in English by Dr. Roer, has been published in the Bibliotheca Indica.

479. Nirgun Stotra, 1843, pp. 38, Hymn to the one God, by different persons (S. B.)

480. Panchadashi, Vedantic Philosophy, pp. 780. 4 as. By the Pandit of the Tatvabodhini Sabha, Anand Chandra Vedanta Bagish. On God and Creation.

481. Pautalik Prabodh, or refutation of Idolatry, pp. 48, 6 as T. P., 1846. By Braja Mohan, a friend of Rammohan Ray's. In a dialogue form, discusses the question of image worship with quotations from the Shastras.

482. Parmeshwar Upasana, 17 discourses on the Spiritual Worship of God, delivered in 1828; treats of idol worship, on ritual as inferior to spiritual worship.

483. Prashnachatushta, T. P., 1848, pp. 26, 2nd ed., by Annadaprasad Banerjyea. 2nd ed., 1822, four questions with their answers on associating with hypccritical enquirers after truth, on certain parties wearing the paita, &c., killing

goats not in sacrifice, on those who drink spirits, cut their top nots.

484. Rig Veda Sanhita, 2 Rs., pp. 170, Hymns of the Rig Veda. The Rig Veda is one of the 4 sacred books of primitive Hinduism, composed on the banks of the Indus.

485. Shatringshatopakhyean, discourses on God, pp. 259, 1 Re., T. P., 1854, 36 Sermons according to the Vedantic philosophy.

486. Tatvabodhini Sabhar Baktrita, 4 as., pp. 34, 1841. Sermons on God and his attributes (S. T.)

487. Vedanta Sar, 1835, pp. 282, translated by Ananda Chandra Brahmon, the soul of the world, ceremonies not necessary.

488. Vedanta Darshan, 1854.

489. (S. B.) Yoga Visishta Ramayan, pp. 598, 2nd ed., 1851. A great philosophical poem, forming part of the Ramayan, giving an account of the education of Ram, and his discourses with the sages on the unreality of material existence, the merits of works, devotion, and the supremacy of spirit, Raja Satyea Churn Ghoshal reprinted and distributed this work at his own expense.

END OF PART III

অষ্টম সংস্করণের পরিশিষ্ট

[ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম. এ., ডি. লিট. (প্যারিস)]

পৃষ্ঠা ১৭-৩৪ : প্রাকৃত ও বঙ্গভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যপদেশে যাহা বলা হইয়াছে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা হইবার জন্য এখন স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছে যে প্রাচ্য বা মাগধী প্রাকৃত হইতে প্রাচ্য অপভ্রংশের উদ্ভব হয় এবং এই অপভ্রংশ হইতেই বঙ্গভাষার উৎপত্তি। প্রাচ্য অপভ্রংশের নমুনা বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা'য় বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের অপভ্রংশ রচনার নমুনা বৌদ্ধ দোহাকোষে পাওয়া যায়, এই অপভ্রংশ শৌরসেনী অপভ্রংশের দ্বারা প্রভাবান্বিত কিন্তু রচয়িতা সিদ্ধাচার্য্যগণ ছিলেন প্রাচ্যদেশের। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও মূলতঃ অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

পৃষ্ঠা ৪৯ : বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি রচনা হিসাবে বৌদ্ধ চর্য্যাপদের নাম করা হয় নাই। গ্রন্থকার যে সময়ে এই গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন (১৮৯৬) তখন চর্য্যাপদ আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯২৬ সালে যখন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখনও চর্য্যাপদের প্রকৃত রূপসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল, পরে এ সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা রচনার প্রথম নমুনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই পদসংগ্রহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়" নামে প্রকাশ করেন। এই পদগুলির প্রকৃত নাম 'চর্য্যাগীতি' এবং এগুলি বস্তুতঃ রাগসংযোগে গীত হইত। রচয়িতাগণ মূলতঃ মগধ ও বঙ্গের বৌদ্ধ সাধক। এবং তাঁহারা দশম-একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। চর্য্যাগীতির ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin and Development of the Bengali Language দ্রষ্টব্য। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে সঠিক পাঠ নির্ণয় সম্বন্ধে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর Materials for a critical edition of the Bengali Caryapads (Journal of the Department of Letters, XXX, Calcutta University, 1938) দ্রষ্টব্য। পরে মণীন্দ্রমোহন বসু ও ডাঃ শহীদুল্লাহ্ নূতন নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ৫৩-৫৭ : শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নগেন্দ্রনাথ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে। কিন্তু এই গ্রন্থের বহু নূতন পুঁথির আবিষ্কার হইয়াছে এবং এখন বুঝা যাইতেছে যে শূন্যপুরাণ নামক কোন

গ্রন্থ ছিল না, কারণ কোন পুঁথিতেই এ নামের সমর্থন পাওয়া যায় নাই। এ গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি, রামাই পণ্ডিত নামক কোন ব্যক্তির রচনা নহে, ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিতদিগের রচনা—পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। দ্রষ্টব্য: ডাঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪০), পৃঃ ৬৫১-৬৫৮; রামাই পণ্ডিত ও লাউসেনকে অবলম্বন করিয়া ;প্রাচীন গীতি ও কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রাচীন রচনার কোন নমুনা পাওয়া যায় না।

পৃষ্ঠা ৫৭-৭৩ : মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপা প্রভৃতি সিদ্ধদের রচিত খুব সম্ভব প্রাচীন গীতি ছিল, সেগুলি বৌদ্ধযুগের চর্য্যাগীতির সমসাময়িক। এই সকল সিদ্ধগণকে কেন্দ্র করিয়া একটি সাহিত্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল ; ইহাকে নাথ সাহিত্য বলা হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের স্তর নির্ণয় এখন সম্ভব নয়। আরও প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগৃহীত হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। প্রচলিত গোরক্ষবিজয় বা ময়নামতীর গান এই সাহিত্যের কোন্ স্তরের অন্তর্গত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

পৃষ্ঠা ১২৮ : পাদটীকা গঙ্গারিয়া—মুদ্রাকর-প্রমাদ। প্রকৃত নাম গঙ্গারিডিয়া বা গঙ্গারিডী (Gangaridae), হিউয়েন সাঙের 'Five Indies' ও পঞ্চগৌড় এক নহে। হিউএন সাঙ্গ ভারতবর্ষকে উত্তর, মধ্য, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পৃষ্ঠা ১২৯-৩০ : নসির খাঁ বা নসরত খাঁর রাজত্বকাল—ষোড়শ শতক।

পৃষ্ঠা ১৩০ : পরাগল খাঁ হুসেন সাহের সেনাপতি ছিলেন। হুসেন সাহের রাজত্বকাল পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথম।

পৃষ্ঠা ১৪৭ : যোগেশচন্দ্র রায় 'পূর্ণ মাঘ মাস'কে 'পুণ্য মাঘ মাস' সংশোধন করিয়া গ্রন্থ রচনার তারিখ পাইয়াছেন ১৩৩৭ শক (১৪১৫ খৃঃ) অথবা ১৩২০ শক (১৩৯৮ খৃঃ)। কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সমসাময়িক হইলে অনুমান করা যায় যে তিনি পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজা গণেশের সংশোধিত তারিখ—১৪০৮-১৪১৪ খৃষ্টাব্দ। রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্রষ্টব্য: ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী—'Early Independent Sultans of Bengal'

পৃষ্ঠা ১৯২ : আর একখানি প্রাচীন মনসামঙ্গল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল। বঙ্গীয় Royal Asiatic Society

গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থরচনার কাল ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১) পৃঃ ১০৪-১০৫।

পৃষ্ঠা ২১৫: 'অতীশ দীপঙ্করের সঠিক তারিখ নবম শতক নহে, দশম শতকের শেষপদ ও একাদশ শতক (৯৮২-১০৫৪ খৃঃ অঃ)। তাঁহার নিকট গু-রি বা তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজার পুত্র লা-মা ইয়ে-শে-ওদ্ (Ye-ses-od) দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইয়ে-শে-ওদ্ বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ২৩০: শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির হস্তলিপির তারিখ অন্য মতে পঞ্চদশ শতকের শেষার্দ্ধ।

পৃষ্ঠা ৪৩৩: কবিকঙ্কণের তারিখ সম্বন্ধে আর একটি নূতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র পুঁথিতে কবিকঙ্কণের একটি "চৌতিশা" পাওয়া যায়। এই চৌতিশার রচনার তারিখ ১৫১৫ শক বা ১৫৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দ। ডাঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই. পৃঃ ৪৩২-৪৩৩।

পৃষ্ঠা ৪৭৪-৭৫: নূতন নূতন ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতাদের সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব হইতেছে। রূপরামের রচনা ১৫২৬ শক (১৬০৪-০৫ খৃষ্টাব্দ), মাণিক গাঙ্গুলী ১৭০৩ শক (১৭৮১ খৃষ্টাব্দ), রামদাস ১৫৮৪ শক (১৬৬২ খৃষ্টাব্দ), সীতারাম ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ। দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন —বা. সা. ই. পৃ: ৬৫১-৬৮৬।

পৃষ্ঠা ৪৮৫ পাদটীকা: ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ সম্বন্ধে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে লিপিকর লিখিত পুঁথি অবলম্বনে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ময়ূরভট্টের কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই লিপিকরের লিখিত অনুরূপ পুঁথির ভণিতায় বলা হইয়াছে—"ময়ূরভট্টকৃত মূল হইতে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদিত"॥ সুতরাং ময়ূরভট্টের আদি গ্রন্থ কি ছিল তাহা অনিশ্চিত। দ্রষ্টব্য: বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিকা—২, প্রবন্ধমালা—১, ময়ূরভট্ট রহস্য —পঞ্চানন মণ্ডল।

পৃষ্ঠা ৫০৪-৭: চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অংশবিশেষ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। পঞ্চবটী বনবাসের কাহিনী মধুসূদন দত্তের চতুর্থ সর্গের রূপান্তর বলিয়া অনেকে মনে করেন। দ্রষ্টব্য—সুকুমার সেন, বা. সা. ই. —পৃ: ৪৭২।

পৃষ্ঠা ৫৩২: কাশীরাম দাস যে সমগ্র গ্রন্থের রচয়িতা নন সে সম্বন্ধে

অধ্যাপক সুকুমার সেন এক নূতন প্রমাণ পাইয়াছেন—দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পরিশিষ্ট, উদ্যোগপর্বের এক প্রাচীন পুঁথিতে কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের ভণিতা আছে। নন্দরাম বলিতেছেন যে মৃত্যুকালে কাশীরাম তাঁহাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়া যান।

পৃষ্ঠা ৫৭২-৭৩ : আলাওয়ালের আশ্রয়দাতা মাগণ ঠাকুর আরাকানরাজ থাদো মিন্‌তারের মন্ত্রী ছিলেন। থাদো মিন্‌তারের রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২ খৃষ্টাব্দ। কবির 'লোরচন্দ্রাণী' সমাপ্ত হয় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে এবং 'বদিউ-জ্-জমাল' ও 'হপ্তপয়কর' ইহার কয়েক বৎসর পরে।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

নবম সংস্করণের পরিশিষ্ট

(সম্পাদক সংযোজিত)

দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর প্রথম সংস্করণ ১৮৯৬ সালে এবং লেখকের জীবিতকালে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সপ্তম সংস্করণ তাঁহার তিরোধানের প্রায় দুই বৎসর পরে ১৯৪১ সালে তাঁহার পুত্র অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অষ্টম সংস্করণও তাঁহার পুত্রই প্রকাশ করেন (১৩৫৬)। তাহার পর অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছে, বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই এই সংস্করণও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-এর নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময়ে দীনেশচন্দ্র নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলে সেগুলি নথিভুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিতেন। তাঁহার কোনো কোনো সিদ্ধান্তের হয়তো এখন আর ততটা প্রাসঙ্গিকতা নাই। কারণ গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বহু পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, চিত্র, নকশা—যাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহার বহু নমুনা সংগৃহীত হওয়ার ফলে এখন হয়তো আবার নূতন দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন যুগের ইতিহাস লিখিতে হইবে। জীবিত

থাকিলে তিনি নিজেই সে ব্যবস্থা করিতেন। অষ্টম সংস্করণের পরিশিষ্টে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এইরূপ কিছু কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন, নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রতি একালের পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা দীনেশচন্দ্রের রসবিচারঘটিত ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক অভিমতের যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা লইয়া কোনো মন্তব্য করি নাই। কারণ তথ্যগত ভুলভ্রান্তি ও নবাবিষ্কার লইয়া তর্কবিতর্ক ও আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু রসবিচার ও সমালোচনা লেখকের নিজস্ব রসবোধ ও বিচারবুদ্ধির সৃষ্টি, তাহা লইয়া কোনো প্রকার বিবাদ-বিতর্ক চলিতে পারে না। এইজন্য আমরা সে-বিষয়ে কোনো মন্তব্য করি নাই। অবশ্য দীনেশচন্দ্রের রসবিচার ও সমালোচনাও যে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক, যুক্তিপূর্ণ ও মননশীল তাহা কে অস্বীকার করিবে? বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীচৈতন্য-জীবনীকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, চণ্ডী ও মনসামঙ্গল—কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টির কথা বলিব? এই অধ্যায়সমূহ অবলম্বন করিয়া একদা আমরা নিতান্ত তরুণ বয়সে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের রৌদ্রছায়াপরিবৃত প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, পুরাতন বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।

দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থপ্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিতসমাজ পুরাতন বাংলা সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী হইয়াছে, দূরবর্তী গ্রাম হইতে বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থা ও বিদ্যাকেন্দ্রে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য পুঁথি-সাহিত্য সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা অবলম্বনে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত ও গবেষক নানা বিষয়ে সন্ধান চালাইতেছেন। দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থে যে-সমস্ত নূতন তথ্য-উপাদান স্থান পায় নাই, অথচ যাহার সহায়তা ব্যতিরেকে বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, এখানে সেই প্রসঙ্গে দুই-চারি কথার অবতারণা করা যাইতেছে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এখনো চূড়ান্ত রায় দানের সময় হয় নাই। কারণ এখনো কোন্ অখ্যাত গ্রামের গোশালার মাচার উপরে খেরোর কাঁথা মুড়ি দিয়া কীটদষ্ট অবস্থায় কোন্ পুঁথি লোকচক্ষুর অগোচরে বিরাজ করিতেছে কে বলিতে পারে? এখানে আমরা দীনেশচন্দ্রের কয়েকটি অধ্যায় সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য যোগ করিতে চাহি।

১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায়—এই তিনটি অধ্যায় মূলগ্রন্থের ভূমিকা। ইহাতে যথাক্রমে 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি', 'সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা' এবং 'পাশ্চাত্য মত—বিভক্তি চিহ্ন ও ছন্দ' এই কয়টি প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭২ সালে প্রথম ভাগ, ১৮৭৩ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে প্রকাশিত) ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। গ্রীয়ার্সন, বীম্‌স্‌, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, সুকুমার সেন এবং নবজাত বাংলাদেশের একালের গবেষকগণ বাংলা ভাষা ও বঙ্গলিপির বিবর্তন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রে দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এই সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। এ-যুগে ভাষাতত্ত্বের আধুনিক গবেষণা যে পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে বাংলা ভাষার বিবর্তন সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক ভাষাতত্ত্ব ও বিবরণমূলক ভাষা-বিজ্ঞান লইয়া যে দ্বৈরথ চলিতেছে তাহাতে মাদৃশ অব্যাপারীর পক্ষে সেই সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা সমীচীন হইবে না। সারা বিশ্বেই ভাষাবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ভাষার ইতিহাস, ব্যাকরণ ও রীতিবিজ্ঞান লইয়া যে আন্দোলন চলিয়াছে ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও তাহার তরঙ্গ আঘাত করিয়াছে, আমাদের বাংলাদেশের নব্যভাষাবিজ্ঞানী মহলেও তাহা বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং দীনেশচন্দ্রের এতৎসম্পর্কীয় অনেক অভিমতই একালে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই উক্ত ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে প্রকাশিত তাঁহার অভিমত যদি একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা বাতিল করিয়া দেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

৪র্থ অধ্যায়—এই অধ্যায়টিকে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের আরম্ভকাল এবং 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' আখ্যা দিয়াছেন। এ-বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, (শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য), শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম পর্ব, সংস্কার যুগ, নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ (নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র), সাহিত্যে নূতন আদর্শ—এইভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ পুরাতন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে মোট চারটি পর্বে বিভক্ত করিয়াছেন—আদিযুগ, প্রাক্‌চৈতন্য যুগ, চৈতন্যযুগ, উত্তরচৈতন্য যুগ।

দীনেশচন্দ্র আদিযুগের বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে (১০ম-১২শ শতাব্দী) উপাদান হিসাবে এই গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিয়াছেন—শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন, কথাসাহিত্য (অর্থাৎ রূপকথা), ডাক ও খনার বচন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৌদ্ধ চর্যাগান আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু শূন্যপুরাণ, নাথসাহিত্য (ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়), রূপকথা, ডাক ও খনার বচন শীর্ষক রচনাগুলিকে প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায় না। একালের ইতিহাসকারগণ মনে করেন শূন্যপুরাণ অর্বাচীন কালের রচনা। ইহার ভাষাদৃষ্টে মনে হইতেছে, ১৭শ, এমন কি ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার রচনাকাল প্রসারিত হইতে পারে। নাথধর্ম প্রাচীন হইলেও ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান, গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন—যে-আকারে এবং যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে ইহাদের প্রাচীনত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ময়নামতীর গান 'ব্যালাড' শ্রেণীর মৌখিক রচনা—লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জর্জ গ্রীয়ার্স'ন এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ভিখারীদের নিকট হইতে উক্ত গান সংগ্রহ করেন। গোরক্ষবিজয়ও (সুকুর মামুদ) অনেক পরবর্তীকালের রচনা। সুতরাং এই সমস্ত ব্যালাড শ্রেণীর মৌখিক রচনাকে কোনক্রমেই প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ভাষার অর্বাচীনত্ব ছাড়াও ইহার বর্ণিত বিষয়েও অর্বাচীন কালের স্পর্শ আছে। সুতরাং এই সমস্ত মৌখিক শৈব নাথপন্থী গাথা-গীতিকাকে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া যায় না। রমাই (রামাই) পণ্ডিতের নামে প্রচলিত 'শূন্যপুরাণ'ও (প্রকৃত নাম 'আগম পুরাণ') পুরাতন কালের রচনা নহে। ইহার ভাষাই ইহার প্রাচীনত্বের প্রধান প্রতিবন্ধক। অবশ্য একদা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শূন্য-পুরাণের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন একালে তাহা আর তথ্যসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ') আরো কয়েকখানি পুঁথির সহিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' এই নামে একত্রে প্রকাশিত হইলে

(১৯১৬) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যামোদী মহলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। কারণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-ধৃত সাড়ে ছে-চল্লিশ পদ যে প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাখা বজ্রযান ও সহজযান মতাবলম্বী সিদ্ধাচার্যদের বিচিত্র রহস্যপূর্ণ ভজনগীতিকা, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ রহিল না। বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাগানকে বাংলা ভাষায় রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে না চাহিলেও পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুকুমার সেন এই গানগুলির ভাষা (ধ্বনি, ব্যাকরণ, পদবিন্যাস, প্রস্বর, অলঙ্কার, রূপকল্প) বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, খ্রীঃ দশম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে (শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে অষ্টম শতাব্দী) মাগধী অপভ্রংশের অঞ্চলতল হইতে ছয়টি নব্যভারতীয় ভাষা বহির্গত হয়—অসমীয়া, ওড়িয়া, বাংলা, ভোজপুরিয়া, মগহি, মৈথিলি। ইহার মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম রচনাকর্ম আরম্ভ হয়, চর্যাগানে তাহার প্রমাণ মিলিল। অবশ্য চর্যার মূল কাঠামো বাংলা ভাষার বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে প্রচুর পরিমাণে শৌরসেনী অপভ্রংশ, অবহট্ট এবং অল্পস্বল্প মৈথিলি ও ওড়িয়ার সংমিশ্রণ আছে। যাহা হউক, একালের ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রায় সকলেই একমত যে, চর্যাগান প্রাচীনতম বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন। এই সম্পর্কে এদেশে ও পশ্চিম বিশ্বে প্রচুর গবেষণা হইতেছে। সুতরাং অন্যান্য ভাষা-উপভাষার যৎকিঞ্চিৎ অনুপ্রবেশ ঘটিলেও চর্যার ভাষাগত মূল বনিয়াদ যে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে মতভেদের অবকাশ অল্প। অবশ্য প্রাদেশিকতার *Jingo* প্রেত শিরে ভর করিলে প্রত্যন্ত-অঞ্চলবর্তী ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে চর্যাগানের স্বত্বস্বামিত্ব লইয়া কাজিয়া বাধিয়া যাইতে পারে। সে যাহা হউক, ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে চর্যাগানের যে পুঁথি আবিষ্কার করেন, আরো কয়েকখানি পুঁথির সহিত ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে যাহা 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়, দীনেশচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র তৃতীয় সংস্করণে (১৯০৮) তাহার উল্লেখ করেন এবং "কাহ্নুভট্ট রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" এই নামে একটি উপচ্ছেদ সংযোজিত করেন (দ্রষ্টব্য, ঐ গ্রন্থ, ৩য় সংস্করণ, চতুর্থ অধ্যায়)। খুব সম্ভব তিনি সদ্য-আবিষ্কৃত চর্যাগান সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবেন। তখনো এ গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং দীনেশচন্দ্রের উক্ত নিবন্ধটির মধ্যে তথ্যগত

ভুল ছিল। তবে তিনি উক্ত গানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি ঠিকই আঁচ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমত—"ইহাতে বামাচারী বৌদ্ধগণের নারীপূজার ভাব বিদ্যমান আছে। বর্তমান কালে সহজিয়া বলিয়া যে মত বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে, এবং চণ্ডীদাসকে যে মতের প্রবর্তক বলিয়া আমরা জানিতাম, তাহা এখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের উদ্ভাবিত বলিয়া জানা যাইতেছে। বৈষ্ণবীগণ মস্তক মুণ্ডন করে না; সুতরাং 'নেড়ানেড়ি' বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গণের প্রভাব দূর হইলেও তাঁহাদের অবলম্বিত এই মতটি বৈষ্ণব সমাজের অধস্তন স্তর গ্রহণ করিয়াছিল।" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী কালের গবেষণায় অনেকটা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে দীনেশচন্দ্র এই মত পরিত্যাগ করিয়া চর্যাগান সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। তখন তিনি বোধ হয় বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতো চর্যার ভাষাকে বাংলা ভাষার আদিম নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন না। ফলে পরবর্তী সংস্করণে এ-বিষয়ে আর কোনো উল্লেখ নাই। তাঁহার জীবিত কালের শেষ সংস্করণেও তাহা ছিল না। এটি তাঁহার গ্রন্থের একটি শূন্য স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ, ৭ম অধ্যায়—ষষ্ঠ অধ্যায়ে দীনেশচন্দ্র কৃত্তিবাস, মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরণ নন্দী সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য এখন কোনো কোনো তথ্য স্বীকৃত হয় না। সঞ্জয়ের মহাভারতকে তিনি সংস্কৃত মহাভারতের প্রাচীনতম বাংলা অনুবাদ বলিয়াছেন। ইহাতে কিছু সংশয় আছে। কিছুকাল পূর্বে (১৯৬৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষের সম্পাদনায় বৃহৎকলেবর 'কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ডঃ ঘোষ পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য, সুতরাং সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখন আর কাহারো সংশয় থাকার কথা নহে। কিন্তু তাঁহার ভাষায় পুরাতন বাংলা ভাষার বিশেষ কোনো চিহ্ন নাই। দুই-চারিটি পুরাতন রীতির শব্দ ও বাগ্‌বিন্যাস থাকিলেও এই ভাষাকে সপ্তদশ শতাব্দীর ওপারে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সঞ্জয়কে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দীর শতাধিক বৎসরের পরবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে। তবে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রচারিত বিজয় পণ্ডিতের অস্তিত্বে দীনেশচন্দ্র সংশয় প্রকাশ করিয়া যুক্তি বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন।

'কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়' শীর্ষক দীর্ঘ পয়ার বর্ণনাকে দীনেশচন্দ্র স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং উক্ত আত্মপরিচয় অবলম্বনে কৃত্তিবাসের কাল, গৌড়েশ্বরের পরিচয়, সভাসদ প্রভৃতি উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। দীনেশচন্দ্রের অভিমতও অনেকে গ্রহণ করেন নাই। উপাদানের স্বল্পতার জন্য কৃত্তিবাসের সময় প্রভৃতি নির্ণয় অতি দুরূহ। সে যাহা হউক, কৃত্তিবাসের কবিত্ব ও রচনাশক্তি বিশ্লেষণে দীনেশচন্দ্র অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা কৃত্তিবাস-সংক্রান্ত সন-তারিখ লইয়া বিব্রত হইতে সম্মত নহেন, তাঁহারা দীনেশচন্দ্রের কৃত্তিবাসের রসবিচার পড়িলেই তাঁহার সমালোচক-প্রতিভার পরিচয় পাইবেন।

মঙ্গলকাব্য, বিশেষতঃ মনসামঙ্গলের প্রথম দিকের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি নূতন তথ্যের অবতারণা করিলেও কানা হরিদত্ত সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য মনসামঙ্গলের কাব্যরস বিশ্লেষণে, নূতন মাত্রা সংযোজনায় তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। চাঁদসদাগর, বেহুলা ও মনসাচরিত্রে রক্তমাংস সঞ্চারে তাঁহার কৃতিত্ব প্রণিধানযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাও সানন্দে স্বীকার করিতে হইবে।

পদাবলীশাখা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিত্ব ও সাহিত্যরস বিচার করিতে গিয়া দীনেশচন্দ্র যে মাপকাঠির সাহায্য লইয়াছেন তাহাতে বস্তুগত তথ্যের কিছু অভাব থাকিলেও এবং তথ্যের ব্যবহারে কিছু অযৌক্তিক দ্রুত সিদ্ধান্তের ত্রুটি ঘটিলেও বৈষ্ণব পদসাহিত্যের রসবিচারে তাঁহার সহৃদয় শিল্প-রসসম্ভোগ, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে, আর কোনো বাঙালি লেখকের রচনায় পাওয়া যাইবে না। এই আলোচনায় রসবোধ, তত্ত্বদৃষ্টি ও শিল্প-বিশ্লেষণশক্তি একসূত্রে মিলিত হইয়া একটি ভাবৈক রসচর্বণায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গানের শিল্পমূল্য বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যরস উপভোগ করিতে চাহেন তাঁহারা দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থ হইতে তাহার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য একালে কেহ কেহ তাঁহার কোন কোন অভিমত পুরাপুরি মানিতে চাহেন না। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতির রাধিকাচরিত্র-বিশ্লেষণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও মনে করিতেন যে, বিদ্যাপতির রাধায় দেহের নবযৌবন-জনিত চাঞ্চল্য বেশী, চণ্ডীদাসের রাধায় হৃদয়ের ভাগ

অধিক। কিন্তু একালের পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাপতির পদেও অনেক স্থলে হৃদয়ের গভীর উপলব্ধি আছে, চণ্ডীদাসের গানেও শিল্পসৌকুমার্য দুর্লভ নহে। অবশ্য সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণ ও রসভোগে একের সঙ্গে অপরের মতভেদ ঘটিতেই পারে। কারণ সাহিত্য মূলতঃ ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার। তাই কেহ যদি চণ্ডীদাস ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্ত স্থিতধী অচঞ্চল রচনায় অধিকতর মুগ্ধ হন, এবং অন্যজন যদি বিদ্যাপতি ও কোল্‌রীজের শিল্পরসসমুজ্জ্বল চিক্কণ বাক্‌নির্মিতির প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেন তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে তাঁহার আর একটি অভিমত কিছু বিতর্কের সৃষ্টি করিতে পারে। সেইটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত (১৯০৯) বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে আখ্যানকাব্য ১৯১৬ সালে তাঁহার সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইলে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলী ও উক্ত আখ্যানকাব্য সম্বন্ধে যে বিতর্কের সূচনা হয়, স্বাভাবিকভাবে দীনেশচন্দ্র সেই আলোচনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রচনা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ('চর্যাগীতিকোষ') সম্বন্ধে তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে পরবর্তী সংস্করণে একটি বাক্যও সংযোজিত করেন নাই। কিন্তু নবাবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্বন্ধে তিনি আর তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে পারিলেন না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সংক্রান্ত এই উত্তপ্ত আদিরস ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রাম্যরুচির কাব্য সেকালে অনেক ভক্ত ও রসিক পাঠক সহিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য দীনেশচন্দ্রও তাঁহাদের মতোই এই কাব্যের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং তাহা অস্বাভাবিক নহে। যাঁহারা চৈতন্য-ভাবাদর্শে লালিত তাঁহাদের পক্ষে বড়ু চণ্ডীদাসের আদিরসের উদ্দাম কাব্য পরিপাক করা সহজ নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলে আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নামে এক উৎকট সমস্যা প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছে। চণ্ডীদাস কয়জন, এক, দুই, তিন না চারিজন, তাহা লইয়া আজ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক দিন ধরিয়া তর্কযুদ্ধ চলিতেছে, শীঘ্র তাহার সমাধানের সম্ভাবনা নাই। এখন যেন এই ব্যাপারে একটু স্থির সিদ্ধান্তের আলোক দেখা যাইতেছে। একালের পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাস পদ ও আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা কয়জন এবং তাঁহাদের আবির্ভাব-সময়ই কোন্ সন-শকাব্দে উদ্বর্তিত

হইবে তাহা লইয়া পুরা মীমাংসা এখনও হয় নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যত পদ ও আখ্যান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চারিটি স্তর লক্ষ্য করা যাইতেছে। একটি —আখ্যান কাব্যের ধারা। বড়ু চণ্ডীদাস পুরাণ ও লোকজীবন হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া রাধাকৃষ্ণের কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, যাহা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বনবিষ্ণুপুরের একটি গ্রাম হইতে সংগ্রহ করেন, তাহার ভাষা যথেষ্ট পুরাতন নহে, পদাবলীর চণ্ডীদাসের মতো সহজ-বোধ্য নহে। মনে হয় চর্যাগানের দুই শত বৎসরের মধ্যে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। অবশ্য একালে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ও লিপির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা ইহাকে যথেষ্ট পুরাতন মনে করিতেছেন, বাস্তবিক ইহা ততটা পুরাতন নহে। সে যাহা হউক, সে-সমস্ত বিতর্কের মধ্যে আপাতত প্রবেশ না করিয়া একথা বলা চলিতে পারে যে কাব্যটির লিপি, পুঁথির অবস্থা, ভাষাভঙ্গিমা, কাহিনীর বিন্যাস ও ভাবের অভিনবত্ব বিচার করিলে কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর বেশী পরবর্তী বলিয়া মনে করিবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। প্রাপ্ত পুঁথিটি আরো কিছু পরবর্তী অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর হইতে পারে।

আর-এক চণ্ডীদাস, যিনি দীনচণ্ডীদাস নামে পরিচিত এবং ভাগবত অবলম্বনে এবং বৃন্দাবনের গোস্বামী-প্রচারিত চৈতন্যতত্ত্বের আলোকে কাহিনী-যুক্ত পদ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে স্থাপন করা যাইতে পারে। তিনি যেহেতু চৈতন্যপ্রভাবিত ভক্তিতত্ত্বের আলোকে পদ রচনা করিয়াছিলেন সেই হেতু তাঁহাকে উত্তর-চৈতন্যযুগে স্থাপন করিলে অযৌক্তিক হইবে না। গান লিখিলেও ইনি পরস্পরসম্পর্কযুক্ত পালা গান ফাঁদিয়াছিলেন।

গোল বাধিয়াছে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে লইয়া। যাঁহার গান আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙালির মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে, চৈতন্যদেব যাঁহার পদ আস্বাদন করিতেন, জ্ঞানদাস যাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় চৈতন্যাবির্ভাবের বেশ কিছু কাল পূর্বে পদ লিখিয়াছিলেন। অবশ্য অতিপ্রচারের জন্য তাঁহার পদের ভাষায় প্রাচীনত্বের প্রায় কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—যেমন পাওয়া যায় না কৃত্তিবাসের রামায়ণ

পাঁচালীতে। অতিজনপ্রিয়তার মাশুল হইতেছে ভাষার নবীকরণ। কিন্তু এই-খানেই পদাবলীর চণ্ডীদাসে দাঁড়ি টানা যায় না। সহজিয়া সাধন-ভজনে বিশ্বাসী আর এক চণ্ডীদাস রহস্যময় সাঙ্কেতিক ভাষায় নিজ সাধন-ভজন-সংক্রান্ত যে সমস্ত পদ লিখিয়াছিলেন, তিনি কি আর-এক চণ্ডীদাস? যিনি রামী নাম্নী কোন রজককন্যার সাহচর্যে সহজিয়া সাধনায় রত ছিলেন? তাঁহার ভাষাও আধুনিক, অষ্টাদশ শতাব্দীরও হইতে পারে। তাঁহার সাধন-ভজন যাহাই হউক, রচনায় বিশেষ কবিত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। একমাত্র দীনচণ্ডীদাসের রচনারীতি কিছু গদ্যাত্মক ও বিবরণধর্মী। বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস, সহজিয়া মতাবলম্বী চণ্ডীদাস —সকলেই বাসলির দোহাই দিয়াছেন। বাসলি শাক্ত হিন্দু দেবী বলিয়া পূজালাভ করিলেও আসলে তিনি বজ্রযান শাখার বজ্রেশ্বরী বা বজ্রধাত্বেশ্বরীর ভগ্নাবশেষ, অন্ততঃ ভাষাতত্ত্ব তাই বলে। এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত কথা বলিবার সময় আসে নাই। চারিজন চণ্ডীদাস (অবশ্য সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে) বাসলির নামোচ্চারণ করিয়াছেন এবং দুই জন চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামের উল্লেখ করিয়া গোলোযোগ আরো পাকাইয়া তুলিয়াছেন। এই গোলোযোগের আশু মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন এই সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের অভিমত আলোচনা করা যাক।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের (এই নাম মূল পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই, ইহা সম্পাদক প্রদত্ত) রাধাকৃষ্ণ কাহিনীতে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতার অবারিত অনুপ্রবেশ দেখিয়া অন্যান্য ভক্ত পাঠকের মতো দীনেশচন্দ্র কাব্যটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন, "কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।" শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি গান ("দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী") এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসের আর একটি পদের ("প্রথম প্রহরে নিশি সুস্বপন দেখি বসি সব কথা কহিয়ে তোমারে") ভাবে ভাষায় বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই প্রমাণের বলে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ও অভিন্ন। অবশ্য একথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, পদাবলীর চণ্ডীদাসের গানে যে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা আছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যোৎকর্ষ সত্ত্বেও পবিত্রতার পরিবর্তে স্থূল বর্ণনা ও আদিরসাত্র' তীব্রতা কাব্যটিকে ভদ্ররুচির পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য করিয়া

তুলিয়াছে। তাঁহার মন্তব্যটি উদ্ধারের যোগ্য : "চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি, কৃষ্ণকীর্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চ গ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্তন যে তাহার অনেক নিম্নে! এ পাড়াগেঁয়ে কৃষককবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য কোথায়? এ যে গ্রাম্য ব্যভিচারী প্রেমের শীলতাশূন্য আবর্জনা; এখানে সে ব্যোমস্পর্শী পবিত্রতা কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যুথিকাশুভ্র নির্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই···।" তাঁহার ধারণা, চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে যৌবনের চাঞ্চল্যবশতঃ পার্থিব প্রেম-প্রণয় বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি "বাগ্‌দেবীর কৃপায় নূতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। সেই মন্ত্রের মোহিনীতে 'রাধাবিরহ' আশ্চর্যরূপে উপাদেয় হইয়া উঠিল।"

দীনেশচন্দ্রের উল্লিখিত অভিমত যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছেন, "এ যে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) একান্ত স্থূল, একান্ত বিসদৃশ চিত্রপট, আঁধারে ছিল—ভাল ছিল; চণ্ডীদাসকে এই কীর্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল; তাঁহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে কৃষ্ণকীর্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে, ব্রহ্মচণ্ডাল যোগ হয়।" তাঁহার এইরূপ অভিমতের কারণ, চণ্ডীদাসের পদের প্রতি তাঁহার ধর্মীয় আকর্ষণ। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে হয়ত আমি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য আলোচনা করিতাম না। আমি বহু বৎসর যাবৎ চণ্ডীদাসের গান গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ করিয়া আসিয়াছি।" তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অমার্জিত আদিরসের কাহিনী ও গ্রাম্য চরিত্র তাঁহার পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। তাঁহার জীবিতকালেই চণ্ডীদাস সম্পর্কে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষয়বস্তু, ভাষা ও ভাবের বৈলক্ষণ্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে কখনো একাসনে বসাইয়া দেওয়া যায় না। এই কাব্যের দ্বিতীয় কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নাই ইহার বর্ণনার ধারার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধারার কোনো যোগাযোগ নাই। শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্যে আছে যে, তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। সে চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। আমাদের অনুমান শ্রীচৈতন্যদেব পদাবলীর চণ্ডীদাসের গান শুনিতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থূলভাবের বর্ণনা তাঁহার কদাচ রুচিকর হইত না।

অবশ্য তদুত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বশেষ পর্যায় "রাধাবিরহে" আদিরসাত্মক গ্রাম্যতা ও রুচির স্থূলতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তবু এই অংশের রাধা মানবী রাধা, নায়িকা রাধা, "রাধা চন্দ্রাবলী"—যাঁহার প্রেম মর্ত্যকামনার বিষামৃতে পূর্ণ বাস্তব জীবনের আলোছায়ার লীলা; তাহাতে বৈদেহী লোকের অপাপবিদ্ধ ব্যঞ্জনা নাই, আছে কামকবোষ্ণ উত্তপ্ত নিশ্বাস। বড়ু চণ্ডীদাস নায়িকা রাধার উপর ভক্তি ও অধ্যাত্মরসের মণ্ডন দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার সেরূপ মানসিকতাও ছিল না। সে যাই হউক, গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আখ্যা, পুঁথি ও লিপির প্রামাণিকা ও প্রাচীনতা, ভাষায় পুরাতন যুগের চিহ্ন, বক্তব্যের অভিনব উপস্থাপনা প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক গবেষণা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। তবে এ-সম্পর্কে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতা ও পদাবলীর চণ্ডীদাস সমস্যা সম্বন্ধে 'gordian knot'-এর দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধন শিথিল করা গিয়াছে একথা বলিবার পক্ষে এখনও সময় আসে নাই। তবে এক বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং শ্রীচৈতন্য-স্বীকৃত পদাবলীর চণ্ডীদাস সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ও ভাবনার কবি। সে বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যেভাবে অতি সরলীকরণের সাহায্যে দুইজনকে এক-পংক্তিতে বসাইয়া দিয়াছেন তাহা একালের পাঠক-পাঠিকারা মানিতে পারিবেন না। তবে এই সমস্ত মতান্তরের কলহ-কাজিয়া ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-চণ্ডীদাসের গানে আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙালিসমাজ প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সেই চণ্ডীদাসের পদের রসব্যাখ্যায় দীনেশচন্দ্র অসাধারণ মর্মগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর প্রধান সম্পদ বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিবর্তন ও রসালোচনা। যাঁহারা মহাজনপদাবলীর রসলোকে প্রবেশ করিতে চাহেন, উহার অন্তর্লোকে প্রবেশের 'কুঞ্চিকা' সন্ধানে অভিলাষী, তাঁহারা অবশ্যই দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থ হইতে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন।

৭ম অধ্যায়—শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগে যে সমস্ত জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল, দীনেশচন্দ্র সে-বিষয়েও সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন অভিমত এখন আর প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ নূতন তথ্যের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন তথ্যের আর প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। তিনি শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্যরূপে জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য-

মঙ্গলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সমালোচকগণ এই কাব্যকে ততটা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। গোবিন্দদাস কর্মকার রচিত 'কড়চা'কে দীনেশচন্দ্র সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি এই বর্ণনার সমস্তটাই তথ্যসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই কাব্যের প্রতি এতটুকু সন্দিহান হন নাই। গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া একদা বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক ও ভক্তসমাজে যে মতানৈক্যের ধূলিঝড় উঠিয়াছিল, হয়তো এখনো কেহ কেহ তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। এটি যদি শ্রীচৈতন্যের সমকালীন রচনা হয়, তাহা হইলে ইহার ভাষা এত আধুনিক কেন, কোনো কোনো স্থলের বর্ণনা আধুনিকালের হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয় কেন, ইহার শব্দযোজনায় এতটা অর্বাচীনত্বের লক্ষণই বা থাকিবে কেন, সে-সম্বন্ধে তিনি খুঁটাইয়া বিচার করেন নাই। শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী 'আবিষ্কৃত' এই 'রোজনামচা' জাতীয় রচনার কোন পুঁথিগত ভিত্তি আছে কিনা, অথবা ইহার সবটা বা অনেকটাই একালের বৈষ্ণবরসজ্ঞ ও কবিযশঃপ্রার্থী কোন প্রাজ্ঞ ভক্তের রচনা কিনা তাহাও তিনি নানা সূত্র হইতে সন্ধান করেন নাই। তাই একদা গোবিন্দদাস কর্মকার এবং তাঁহার রোজনামচা লইয়া এত তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ তাহার মধ্যে অনেক ভেজাল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কেহ ইহাকে একালের রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন, কেহ-বা ইহাকে 'Black forgery' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই এই কড়চা পুরোপুরি জালিয়াতি কর্ম, না ইহার অনেকটাই উনবিংশ শতাব্দীর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির রচনা, সে সম্বন্ধে এখনও সন্দেহের নিরসন হয় নাই। যে-আদর্শে পুরাতন যুগের কাব্যসাহিত্য বিচার করিতে হয় তাহার ধারা অনুসরণ করিলে গোবিন্দদাসের কড়চাকে কোনোপ্রকারেই পুরাতন গ্রন্থ বলা যায় না। অন্ততঃ ইহার অনেকটাই পরবর্তীকালে সংযোজিত বা পুনর্লিখিত সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ অল্প। দীনেশচন্দ্র শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্যের তথ্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দিলেও গোবিন্দদাসের কড়চার বিষয়ে সেইরূপ অপক্ষপাত দৃষ্টি বজায় রাখিতে পারেন নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

৮ম অধ্যায়—এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ চৈতন্য ও উত্তরচৈতন্য যুগের চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের আলোচনা আছে। তাহার সঙ্গে অনুবাদ-সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত) সম্বন্ধেও সবিস্তারে

আলোচনা করা হইয়াছে। এই অংশে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সম্বন্ধে আলোচনা সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত। মুকুন্দরামের দেশ-কাল, চরিত্রচিত্রণ, শক্তি, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং দুঃখের প্রতি সহানুভূতি তিনি দক্ষতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের ব্যাপক পটভূমিকা, দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার বিশ্লেষণ ও অভিমত এখনও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণের যোগ্য।

৯ম অধ্যায়—এই অধ্যায়ে দীনেশচন্দ্র প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন। স্বভাবতই এই যুগের নেতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং যুগসাহিত্যের প্রধান ধারক ও বাহক রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। দীনেশচন্দ্র ভারতচন্দ্রের রচনাশক্তি প্রশংসা করিলেও কবির আদিরসাত্মক রুচির নিন্দা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ। আদিরসাত্মক উদ্দাম বর্ণনা এই জন্য নিন্দনীয় যে, তাহাতে কাব্য ও শিল্পের উৎকর্ষের বৃদ্ধি হয় না, বরং পাঠক ও রসিক ভোক্তা তাহাতে বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু রায়গুণাকর কি সেই অপরাধে অপরাধী? তিনি কি অবক্ষয়ী নাগরিক আদর্শের প্রতীক? কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তিভোগী ছিলেন বলিয়াই কি তিনি রাজপ্রসাদকামনায় বিদ্যাসুন্দরের আদিরসের ভিয়ান চড়াইয়াছিলেন? বর্ধমানের রাজকুমারী বিদ্যার শয়নমন্দিরে কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর সিঁধ কাটিয়া গোপনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং কালিকা ভক্ত সুন্দরের হাতে সিঁধকাঠি তুলিয়া দিয়াছিলেন, এই সমস্ত বর্ণনায় কি ইসলামি "কিস্‌সা" কাহিনী এবং পতনের যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের কামোত্তপ্ত রহঃকথার অশুচি প্রভাব পড়িয়াছিল? অথবা ভারতচন্দ্র কালিকা-মঙ্গলের রীতিপদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক-কালের কবি বলিয়া ভাষা ও বর্ণনায় কিছু তির্যকতার আমদানি করিয়াছিলেন? এই গ্রন্থের কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের আলোচনা পড়িতে পড়িতে পাঠকমনে নানা প্রশ্ন জাগিবে। রামপ্রসাদ সেনের গান সম্বন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কথাসমাপ্তিতে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালা, পাঁচালীকার ও যাত্রাগান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা প্রশংসার যোগ্য। তন্মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গীতিপালাগুলিকে তিনি ভক্তির দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্টটি এখানে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। গোবিন্দদাসের কড়চা সম্বন্ধে 'ব্রিফ' লওয়াতে যেমন তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও পাঠক-পাঠিকার তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তেমনি ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশের কিছুকাল পরে এই গাথাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পরিশিষ্ট অংশে দীনেশচন্দ্র উক্ত সংগ্রহ হইতে কয়েকটি আখ্যানের রসগ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। এগুলি 'ব্যালাড' বা গাথা-গীতিকা শ্রেণীর রচনা, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক উদার প্রেম ও উচ্চতর মানবধর্ম ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দীনেশচন্দ্র কীভাবে এই পালাগান সমূহের সন্ধান পাইলেন তাহা ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা এবং তাহার ইংরেজি অনুবাদ *Eastern Bengal Ballads* (Vols. 1—IV)-এর চারিটি খণ্ডে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' মাসিক পত্রিকার ১৩২০ সনের বৈশাখ (১৯১৩) সংখ্যায় তিনি ময়মনসিংহবাসী এক পালা-সংগ্রাহকের সন্ধান পাইলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রকুমার দে। কৌতূহলী হইয়া দীনেশচন্দ্র 'সৌরভে'র পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়া চন্দ্রকুমার দে-র আরো পরিচয় সংগ্রহ করিলেন। চন্দ্রকুমার পুরাতন বাংলা-সাহিত্য, বিশেষতঃ মৌখিক গান প্রভৃতির অনুরাগী ছিলেন, তিনিই উদ্যোগী হইয়া অনেকগুলি পালাগান 'সৌরভে' (১৯১২-১৪) প্রকাশ করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র পালাগুলির কবিত্ব ও উদার অসাম্প্রদায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া চন্দ্রকুমারের সহিত পরিচিত হইলেন, এবং ক্রমে চন্দ্রকুমারের সহায়তায় আরো অনেক পালাগান সংগ্রহ করিলেন। ইহার কোনোটি গ্রাম্য নাটগানের (pastoral drama) অন্তর্ভুক্ত, অধিকাংশই 'ব্যালাড' বা পয়ারপংক্তিতে রচিত লোকগাথা। সংগৃহীত পালা অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ব্যালাড-গায়কদের নিকট পাওয়া গিয়াছিল, পরিমার্জনারও বিশেষ অভাব ছিল। বিশৃঙ্খলাও কম ছিল না। সুতরাং সংগৃহীত পালাগুলির ত্রুটি ও শিথিলতা দূর করিবার জন্য চন্দ্রকুমার (তাঁহার নিজেরও কিছু রচনাশক্তি ছিল) উক্ত পালাগুলিতে শৃঙ্খলাবিধান ও বিশুদ্ধীকরণের জন্য কিঞ্চিৎ কলম চালাইয়া কলিকাতায় দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। পালাগুলি পরিচ্ছন্নভাবে কলিকাতার বিদগ্ধ সমাজে পেশ করিবার পূর্বে স্বয়ং সম্পাদক দীনেশচন্দ্রও পালার ভাষা ও বর্ণনায় কিছু হস্তক্ষেপ করিয়া

থাকিবেন।[১] তাঁহার নিয়ন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক সহকারী সম্পাদকেরাও গ্রাম্যভাষা চাঁছিয়া ছুলিয়া 'ভদ্রস্থ' করিয়া দিতেন, তাহা দীনেশচন্দ্রও স্বীকার করিয়াছেন (দ্রঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২/২ এবং ৩/২)। স্বয়ং চন্দ্রকুমারও একই অপরাধে অপরাধী। তিনি সংগৃহীত পালার (যেমন 'মদনকুমার ও মধুমালা', পূ. ব. গী. ২/২) পংক্তি ও ভাষা ইচ্ছামতো বদলাইয়া ফেলিতেন তাহাও দীনেশচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি সংগৃহীত পালার অনেক ছত্র যথেষ্ট কবিত্বমণ্ডিত নহে, সিদ্ধান্ত করিয়া চন্দ্রকুমার দে মহাশয় তাহা আর কলিকাতায় দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইতেন না। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে মনে হইতেছে, চন্দ্রকুমার দে, বিহারীলাল সরকার আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন প্রভৃতি পালা-সংগ্রাহকগণ পূর্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত পালাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা যে অবিকৃতভাবে অবিকল গৃহীত হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। পালা-সংগ্রাহকগণ পালাগুলিকে কলিকাতার সমালোচকদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবার অভিপ্রায়ে সংগৃহীত পালায় যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা দীনেশচন্দ্রও স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতায় প্রেরিত হইলে সহকারী সম্পাদকগণ (যাঁহাদের মধ্যে দুইজন এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা পরবর্তীকালে বাংলা-কাব্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন) তাহাতেও কিছু পরিবর্তন করিতেন। সুতরাং দ্বিতীয়বার পালাগানে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। পরিশেষে সম্পাদক দীনেশচন্দ্র গাথাগুলির শেষ পরিমার্জনা করিতেন। শুনা যায় এই সমস্ত সংশোধিত কপি দীনেশচন্দ্রের হেফাজতে ছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনেও অধ্যাপক ডুসান জ্‌বাভিটেল তাহার কোনো সন্ধান পান নাই।[২] সে যাহা হউক, অধিকাংশ পালায় বিশেষ পরিমার্জনের চিহ্ন থাকিলেও তাহাতে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া পালাগুলির কাব্যসৌন্দর্য, নৈতিক উদার আদর্শ এবং পালাগায়ক ও রচনাকারদের অসাম্প্রদায়িক

১. এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বাংলা-সাহিত্যের ভূমিকা', দীনেশচন্দ্রের 'পুরাতনী', ডঃ ডুসান জ্‌বাভিটেলের *Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 'বাঙ্গানীর গান', কবি জসিমউদ্দীনের 'যাঁদের দেখেছি', (ঢাকা), রৌশন ইয়াজদানির 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য', ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং বর্তমান লেখকের 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব) দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য: জ্‌বাভিটেলের *Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, p. 59.

মানসিকতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড রোনাল্ড্‌শে ইংরেজি অনুবাদের মুখবন্ধ লিখিলেন, বিদেশী পণ্ডিতগণও দীনেশচন্দ্রকে বিশেষ প্রশংসা করিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পালাগুলির প্রামাণিকতা লইয়া প্রকাশ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করা হইল। সংশয় আরো দৃঢ় হইল যখন দেখা গেল পূর্ববঙ্গের আর এক সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে অনেকগুলি পালাগান সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতেছেন। তাহারও পূর্বে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহের মাসোয়া গ্রাম নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ নিজ-সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গান' প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন যে, তাঁহার সংগৃহীত পালাগানগুলিই অবিকৃত গান, দীনেশচন্দ্রের প্রবর্তনায় প্রকাশিত ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অনেক অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। অবশ্য দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত গাথা ও গীতিকাগুলির সঙ্গে ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংগৃহীত পালার বিষয়গত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ভাষাতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে। 'বাদ্যানীর গানের' প্রকাশক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যও সেইরূপ অভিযোগই করিয়াছেন। আমরা অবশ্য দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত পালাগান এবং শ্রীযুক্ত মৌলিক সংগৃহীত পালাগানগুলির ভাষা ও বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিয়াছি, এই দুই সংগ্রহের মধ্যে 'আসমান জমিন ফারাক' নাই। বিভিন্ন পালাগায়কের নিকট হইতে তাঁহারা একই পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং চন্দ্রকুমার সংগৃহীত মহুয়ার পালা, পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত 'বাদ্যানীর গান' এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংগৃহীত 'বাইদ্যা কন্যা মহুয়া' ('প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ১ম খণ্ড)—তিনটি পালারই বর্ণিতব্য বিষয় একই, কেবল ভাষাভঙ্গিমায় মাঝে মাঝে বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু এখন আর মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ নাই। দেশ বিভাগের পর সে-সমস্ত পালাগায়কের দল কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে। জ্‌বাভিটেল পালাগায়কদের সন্ধানে ময়মনসিংহ ঢুঁড়িয়াও কাহারো সাক্ষাৎ পান নাই। হিন্দু পালাগায়কেরা না হয় দেশ ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমান গায়কগণ কোথায় গেল জ্‌বাভিটেল তাহারও কোন সদুত্তর পান নাই। এ-সব সমস্যার সমাধান কোনদিন হইবে কিনা কে বলিতে পারে? সে যাহা হউক, দীনেশচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও 'Eastern Bengal Ballads' বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে, বিদেশী পণ্ডিতগণও এজন্য বাংলা সাহিত্য, বিশেষতঃ পুরাতন বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

ইহার সমস্ত কৃতিত্ব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রাপ্য। ১৯১১ সালে তাঁহার 'History of Bengali Language and Literature' প্রকাশিত হইলে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিত, সমালোচক ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিগণ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্বপ্রত্যন্তশায়ী বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর পরিচয় পাইলেন। ইতিপূর্বে দুইজন বাঙালি বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতবর্ষের সম্মানার্হ স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন—রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিবেকানন্দ। তাহার পরে দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থ বিশ্বসভায় বাংলা ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মর্যাদা আর একটু বর্ধিত করিল, তার পরে ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। বিশ্ববাসী বুঝিল যে, দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহার সার্থক ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ। তাহার কিছুকাল পরে 'Eastern Bengal Ballads' (1923) প্রকাশিত হইলে বিদেশী সাহিত্যরসিকেরা বাংলা সাহিত্যের আর এক পরিচয় পাইলেন। লর্ড রোনাল্ড্‌শে, সিলভ্যাঁ লেভি, পার্জিটার, জুল ব্লথ প্রভৃতি বিশ্বমনীষিগণ একবাক্যে এই সংগ্রহের প্রশংসা করেন। রোমাঁ রোলাঁর অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story and Mahua, Kanka and Lila are charming (to mention only those ones)". রোলাঁ ইংরেজি জানিতেন না, তাঁহার ভগিনী মেডেলাইন-অনূদিত *Eastern Bengal Ballads*-এর প্রথম খণ্ডের ফরাসি অনুবাদ পড়িয়াই এই উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করিয়াছিলেন। সংগৃহীত পালাগুলির ভাষাভঙ্গিমায় মাঝে মাঝে অনুচিত হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাতে এই সংগ্রহের কোন প্রকারেই অবমূল্যায়ন হয় না। এই সংগ্রহের ইংরাজি অনুবাদ বিদেশে দীনেশচন্দ্রকে—তাহার সহিত বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যকে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমরা উপস্থিত আলোচনায় ছেদ টানিতেছি। দীনেশচন্দ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করিলেও আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক মাত্র একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ভিন্ন

(*Bengali Prose Style : 1800-1857*) বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের ইতিহাসে পদার্পণ করেন নাই। অবশ্য ইচ্ছা করিলে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও একখানি বড়ো মাপের ইতিহাস লিখিতে পারিতেন। কিন্তু কেন সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না? সময়াভাব? তাঁহার মতো কর্মী ব্যক্তির সময়ের অভাব হইত না। অসুস্থ শরীরেও যেভাবে তিনি একাধিক গ্রন্থে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্ময় জাগে। আসল কথা, নিজ প্রতিভা ও সামর্থ্যের সীমা সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। তাঁহার মনঃপ্রকৃতি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে পদচারণায় অধিকতর অভ্যস্ত ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যাঁহার সমগ্র সত্তা মধ্যযুগের রসার্ণবে ডুবিয়া গিয়াছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা সমস্যাজালজড়িত কলহকলরবে তাহা নিশ্চয় শান্তি ও স্বস্তি পাইত না। সার্থক লেখক ও শিল্পীরাই শুধু নিজ নিজ প্রতিভার সীমা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। দীনেশচন্দ্রও ছিলেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন নাই বলিয়া আমাদের কোন ক্ষোভ নাই।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট

অ

অক্রূরচন্দ্র সেন ১৫৮
অক্রূর সংবাদ ৬৪৪
অঙ্গদ রায়বার ১৩৩
অচ্যুত ৩৯৪
অচ্যুতচরণ চৌধুরী (তত্ত্বনিধি) ৩৪৩ (পা. টী), ৩৭০
অচ্যুত দাস ৫১৮
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৯৯ (পা. টী)
অদ্বৈত ১৪৯, ৩০৫, ৩৯৪
অদ্বৈতাচার্য ২৯৭, ৫১২-৫১৩
অদ্বৈত জীবনী ৩৯৪
'অদ্বৈত প্রকাশ' ৩৮৩, ৩৯২-৩৯৪
'অদ্বৈত বিলাস' ৩৯৪
'অদ্বৈত মঙ্গল' ৩৮৩
'অদ্বৈত সূত্র কড়চা' ৩৭৫
'অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র' ৩৮৩
অনন্তরাম ১৩১
অনন্তরাম দত্ত ৪৯১
'অনন্ত রামায়ণ' ১৫১
অনাথকৃষ্ণ দেব ৯৯ (পা. টী.)
'অনাদিমঙ্গল' ৪৭৫
'অনুরাগবল্লী' ৩২৩
'অন্নদামঙ্গল' ৪২৮, ৫৬৭, ৫৮৪, ৫৯৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৭১ (পা. টী.)
অভিরাম গোস্বামী ৩৬১
'অভিরাম লীলা গ্রন্থ' ৩৮৬
অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ৪৭৪

আ

আওরঙ্গজীব ৫৪৬
আজু গোসাঞি ৫৯২
আনন্দ অধিকারী ৬৪৫
আনন্দ দাস ৩৩১
আনন্দময়ী দেবী ৬০৬-৬০৮
আনন্দরাম সেন ৬০৮
আপ্তাবদ্দীন ৫৭০
আব্দুল করিম ৫৮
'আলস্যের অবসর' ২৩৮
আলাউদ্দীন ৫৭১
আলাওল ১৩০, ১৩১, ৫৭১-৫৭৯, ৬০৬
'আলালের ঘরের দুলাল' ৬৬৬
আলিবর্দী, ৫৬২
'আশ্রয় নির্ণয়' ৬৬৪

ই

'ইতিহাস মালা' ৬৮৬
'ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান' ৪৮৭

ঈ

ঈশান নাগর ৩৯২
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১১৭
ঈশ্বর পুরী ৩০১, ৩০৩
ঈশ্বরচন্দ্র সরকার ৫৫০

উ

উইচারলী ৬০৫

উইলকিন্স ৬৮৬
উইলিয়ম জোনস ২
উদয়নাচার্য ৫৮২
উদ্ধব দাস ৩৩০
উদ্ধারণ দত্ত ৩৮৪
উমাচরণ দাস ২৮৪
'উষ্ণীষ-বিজয়-ধারিণী' ১৩

এ

এণ্টনি ফিরিঙ্গি' ৬৩১
এণ্ডারসন, জে.ডি. ৩৬

ও

ওয়েবষ্টার (জন) ১১৯
ওয়েবার ৩

ক

কঙ্ক ৫৮৩
'কথাসরিৎ সাগর' ৭৩
'কথোপকথন' ৬৮৬
কবিওয়ালা ৬৪১
কবি কর্ণপূর ৩৮৪, ৫৪৫
কবিকঙ্কণ (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দ্রঃ)
কবিচন্দ্র ১১০, ৫১৪, ৫২৩, ৫৪৬
কবিবল্লভ ১২৩
কবিরঞ্জন ৫৯০, ৫৯৩
কবিশেখর ১২৪
কবীন্দ্র ৪৭, ১৫৬
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১২০, ১৫৫, ২৭০, ৪২৩, ৫২৭, ৫৩৩
কমললোচন ৬৮৯
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৬৩২
কল্ডওয়েল ৩৫
করুণানাথ ভট্টাচার্য ১৫১
কহ্লণ ২৬৮
'কর্ত্তাভজা' ৪০০
'কর্ণানন্দ' ৩২৬, ৩৯১
'কর্ণামৃত' ৩২৪
কাঙ্গাল হরিনাথ ৭৯
কাজল রেখা ৬৯১
কাণা হরিদত্ত ১৯২, ১৯৩, ৪২৩, ৬৮৯
কানিংহাম ৩, ৪
কানুরাম ৩৩১
'কাব্যাদর্শ' ২২
কামিনীকুমার ৫৯৯, ৬০৪, ৬০৬, ৬৬৬
'কারিকা ৬৬১
কালাচাঁদ পাল ৬৪৫
কালিদাস ৪২৩
'কালিকা মঙ্গল' ৫৮৪, ৫৮৯, ৫৯০
'কালিয়দমন' ৬৪৪
'কালীকীর্ত্তন' ৫৯১, ৫৯৫
কালীকৃষ্ণ দাস ৬০৪, ৬৬৬
কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (রাজা) ১০৯ (পা. টী.)
কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ২৪৮, ২৮৪
'কাশীখণ্ড' ১, ১১, ৪৯৬
কাশীরাম দাস ১২০, ১২৯, ৩৭৯, ৪২৩, ৪৮৯, ৪৯০, ৫২২, ৫২৪, ৫৩১-৫৪১, ৫৪৬
'কুটিল' ২

'কুরুক্ষেত্র' ৫৪১
কৃত্তিবাস ৫১, ১২৯, ১৩২, ২৭১, ৩৭৯, ৪২৩, ৪৯৮, ৫০০, ৫৪৬, ৬৮৯
কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১২৪, ৬৪৫, ৬৫৫
'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ৩১, ৪০০
'কৃষ্ণকর্ণামৃত টিপ্পণী' ৩৭৫
কৃষ্ণকীর্তন (দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)
কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (কৃষ্ণমুচি) ৬৪৩
কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজ) ৫৬১, ৫৬২-৫৬৫, ৫৯০, ৬৩৪, ৬৬৫, ৬৬৭
কৃষ্ণদাস ৩৩১, ৪০০, ৫৪১, ৬৩৪
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৫১, ৩০৬, ৩২৩, ৩৩৩, ৪০০, ৪১৩, ৬৬২
কৃষ্ণপ্রসাদ ৩৩১
'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ৫৪৬
'কৃষ্ণমঙ্গল' ১২৪, ৩৯৯, ৪০০, ৫৪৭
কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য ৬৪৩
কৃষ্ণরাম ২০৯, ২৭১, ৫৮৬, ৫৮৯
কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ৫৬৪
কেতকাদাস (ক্ষেমানন্দ) ১২৫, ৪২৩, ৪৬৯-৪৭২, ৫৬৯, ৬৮৯
কেনারাম ৫০৩
কেরী (উইলিয়ম) ৬৬৯
কেশব কাশ্মীরী ৩০০
কেশব ভারতী ৩০৪
কৈলাস বারুই ৬৩৫
'ক্যাণ্টারবারি টেলস' ১১৯
'ক্রফোর্ড ৩৫
ক্রিয়াযোগ সার ৪৮৮
'ক্ষণদগীতচিন্তামণি' ৩৩২
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ৯৯ (পা. টী.)
"ক্ষুদ্র ভারতচন্দ্র" ৪৮৯
ক্ষেমানন্দ (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দ্রঃ)

খ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৪৩ (পা. টী.)
খেঁউড় গান ৬৮২
খেতুরীর উৎসব ৩৮৯
খেলারাম চক্রবর্তী ১২০, ৪৭৩, ৪৭৪

গ

গঙ্গাদাস সেন, ১৫৮, ১৫৯, ৫০৮, ৫২৪, ৫২৭, ৫২৯, ৫৫৪, ৬৮৮, ৬৮৯
'গঙ্গাবাক্যাবলী' ২৪৭
'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ২৪৭, ৬১৭
'গঙ্গামঙ্গল' ২১০
গতিগোবিন্দ ৩১৯
গদাধর ৩২৫, ৩৬১, ৩৮৪, ৪১৩, ৫৪১, ৫৪২
গদাধর মুখোপাধ্যায় ৬৪৩
গিয়াসউদ্দিন ১২৯
গিরিধর ৪০০, ৬১৬
'গীতগোবিন্দ' ৩১, ৪৯, ২৩৪, ২৩৫, ৪০০, ৬১৬
'গীতচন্দ্রোদয়' ৩৮৯
'গীতচিন্তামণি' ৩১২
গুণরাজ খান ১২০, ১৩০, ১৭৪, ২৭৬, ৩৯৮, ৫৪৫
গুরুপ্রসাদ বল্লভ ৬৭৫
গোকুল দাস ৩৩১

গোকুলানন্দ সেন ৩৩১
গোপাল ১২৮
গোপাল উড়ে ৬৩৫
গোপাল দাস ৩৩২
গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ৫৬৪
গোপাল ভট্ট গোস্বামী ৩৩২, ৩৭৫, ৩৮৪, ৪১২, ৪১৩
গোপাল ভাঁড় ৫৬৪
গোপীচন্দ্র ৫৮
'গোপীচাঁদকা পুঁথি' ৫১
'গোপীচাঁদ নাটক' ৫৯
'গোপীনাথ ১৫৮
গোপীনাথ দত্ত ৫২৭, ৫৩০
গোবিন্দ আচার্য ৩১৯
গোপীরমণ চক্রবর্তী ৩৩২
গোবিন্দ অধিকারী ৬৪৫
গোবিন্দ কবিরাজ ৩২২, ৩২৩
গোবিন্দ কর্মকার ৩১৯, ৫৫৪
গোবিন্দ ঘোষ ৩০৬, ৩৩০
গোবিন্দ চক্রবর্তী ৩১৯
গোবিন্দচন্দ্র ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৭৫
গোবিন্দদাস ৫০, ৩৩৩, ৩৩৮, ৪০২, ৪০৪, ৫১৮
গোবিন্দদাস কবি ৩২৬
গোবিন্দদাস কৃত বিদ্যাসুন্দর ৫৮৫
'গোবিন্দদাসের কড়চা' ৩৪৩-৩৬০
'গোবিন্দ বিজয়' ১৭৫
'গোবিন্দ মঙ্গল' ৫২৩, ৫৪৬
'গোবিন্দ লীলামৃত' ৩২৬, ৩৭৫, ৪০০, ৬৫১
গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী ৩১৯
গোরক্ষনাথ ৬৬-৭০, ৬৪৩
'গোরক্ষ বিজয়' ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭৩, ১১০
গোলোকনাথ ৬৮৬
গোষ্ঠ বর্ণনা ৫৯৫
গৌর কবিরাজ ৬৪৩
'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' ৫৪৫
'গৌরচরিত চিন্তামণি' ৩৮৯, ৩৯০
গৌরীদাস পণ্ডিত ৩২৬
'গৌরীমঙ্গল' ৫২২
গৌরীমোহন দাস ৩৩৯
গোলোকনাথ ৬৮৬
গ্রীয়ারসন ১ (পা. টী.) ৩০, ৫৭, ৫৮, ১০৪ (পা. টী.) ২১২, ২৪৯, ২৫৯, ৫৭১ (পা. টী.)
গ্রেভিস, স্যার ৯৮ (পা. টী.)

ঘ

ঘনরাম ১২০, ১২৫, ৪৭৩, ৪৭৭-৪৮১, ৪৮২
ঘনশ্যাম ৩২১, ৩৩৩

চ

চণ্ডী ৬৩৬
'চণ্ডীকাব্য' ৬০৬, ৬০৭, ৬১০
চণ্ডীদাস ১২৪, ১৭৮, ২২৩, ২৩০, ২৭০, ২৭৬, ২৮৬, ৩১২ ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৪৮৫, ৫৬৭, ৬৬১, ৬৯০, ৫৯২, ৬৯৪

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ২২৫
'চণ্ডীনাটক' ৫৮২, ৫৯৯
চণ্ডীমঙ্গল ৫৪৬, ৫৮২, ৫৮৪
'চন্দ্রকান্ত' ৬০৪
চন্দ্রবর্মা ১১
চন্দ্রশেখর ৩৩০, ৬৯০
চন্দ্রাবতী ৫০০-৫০৮, ৬৮৯,
চম্পতি রায় ৩৩২
চসার ১১৯, ১৩৮
'চাইল্ড হেরল্ড' ২৩৮
'চিত্রাঙ্গদা' ৫৪১
চিরঞ্জীব সেন ৩২২
চূড়ামণি দাস ৫০
'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' ৬৬১
চৈতন্যগণোদ্দেশ' ৩৯৭
'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ৩২৬, ৩৮৪, ৪০০
'চৈতন্যচরিতামৃত' ১৩৫, ১৬৪, ২১৪
৩২১, ৩৭৪-৩৮২, ৩৯১
চৈতন্যদেব ৪৯, ১৭৯, ২২১, ২৩৯,
২৭৫, ২৯৬, ২৯৭
'চৈতন্যভাগবত' ১৬৪, ৩৬৪-৩৬৯,
৫৫৩,
'চৈতন্যমঙ্গল' (জয়ানন্দ) ৩২৭, ৩৬০-
৩৬৩, ৪৯৮
'চৈতন্যমঙ্গল' (লোচনদাস) ৩১,
৩৬৯-৩৭৪,
চ্যাটারটন ১১৯

ছ

'ছন্দঃসমুদ্র' ৩৮৯
'ছয়ফুল মুল্লক ও বদিউজ্জমাল' ৫৭২-
৫৭৪, ৫৭৬, ৫৭৯, ৬০৩
ছুটি খাঁ ১৩০, ১৬৬

জ

জগজ্জীবন মিশ্র ৩৯৭
'জগৎমঙ্গল' ৫৪৩
জগৎরাম ৫১০
জগদানন্দ ১৩১, ৩০৬, ৩২৮
'জগন্নাথ বল্লভ' ৩২৭, ৬৫১
'জগন্নাথ মঙ্গল, ৫৪২
জগদ্বন্ধু ভদ্র ৯৯ (পা. টী) ২৫৯, ২৮৪,
৩৭৭ (পা. টী.)
জগমোহন ২১০
জনার্দন ৬৮৯
জনার্দনের চণ্ডী ২০৩
জয়গোপাল (তর্কালঙ্কার) ১৩৮, ৪৯৯
জয়চন্দ্র ১৩১
জয়চাঁদ ৬৪৫
জয়দেব ৬৮, ৪৯, ১২৬
জয়নারায়ণ ঘোষাল ৪৯২
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪৩
জয়নারায়ণ সেন ৬০৬, ৬১১, ৬১২
জয়ানন্দ ১৪৯, ৪৯৮, ৫৪৭
জরত্বারু ১০
জাতক ৭৩
জামিল দিলারাম ৫৭০,
জালালউদ্দিন ২৪৬
জ্ঞানদাস ৩২৫, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৩৯,
৬৯২

জীবগোস্বামী ৩২৬, ৩৭৫
জীবন চক্রবর্তী ৫৪৭
জীবনতারা ৬০৪
জীবন মৈত্রেয় ৬৮৯
জৈমিনি ১৮

ট

টমাস ৩, ৬৬৯
টুরিএন ৭৩
টেকচাঁদ ঠাকুর ৬৬৬
টেলর ২, ৩
টোডর মল্ল ২৫০

ঠ

'ঠাকুরদাদার ঝুলি' ৮০
ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ৬৪৩

ড

ডন জুয়ান ২৩৮
ডসন ৪

ঢ

ঢুণ্ডীরাম তীর্থ ৩৪৭

ত

তরুণীরমণ ৩৩৩
তুকারাম ১১৬
তুলসীদাস ৫১৭
'তোতা ইতিহাস' ৬৭৮
"ত্রিগুণাত্মিকা' ৬৬৪
ত্রিলোচন চক্রবর্তী ৫৪৫
ত্রিলোচন দাস, ৩৩৩
ত্রৈলোক্য চন্দ্র ৫৯

দ

'দক্ষযজ্ঞ' ৬৩৬
দক্ষিণ রায় ১৮১
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৭৯, ৮০, ১৯৩
দক্ষিণের রায় ১৮০
'দণ্ডীপর্ব' ৪২৭, ৪৯০
দাঁড় কবি ৬৪১
দাদু ১১৬
দাদু পন্থী ১১৬
'দান বাক্যাবলী' ২৪৮
দামোদর ৩২২
দাশরথি ১১২, ৬৩৬-৬৪০
দিব্য সিংহ ৩২৪
দীন চণ্ডীদাস ২১৭, ২১৮
দীপঙ্কর ৪৯
'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ২৪৭, ২৪৮
দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬১৭
দুর্লভ মল্লিক ৫৯
'দুর্লভ সার' ৩৭৩
দেবপাল ১২৮
'দেশী নামমালা' ২৬
'দেহকড়চা' ৬৬২
দৈবকীনন্দন ৩৩২
দৌলতকাজী ১৩১
দ্বিজ কংসারি ৫৪৭
দ্বিজ জনার্দন ৪২৩, ৪২৪

দ্বিজ দয়ারাম ৫১৭
দ্বিজ দুর্গারাম ৫১০
দ্বিজ ভগীরথ ৪৬৫
দ্বিজ ভবানন্দ ৫৪৭
দ্বিজ মধুকণ্ঠ ৫০৮
দ্বিজ রামচন্দ্র ৪৭৩
দ্রবময়ী দেবী ৬৮৩

ধ

ধনঞ্জয় দাস ৩৩১
ধর্মচন্দ্র ৫২২
'ধর্মমঙ্গল' ৭০, ৪৭৩-৪৮৫
ধর্মমাণিক্য ১৩১, ২৬৬
'ধোপার পাট' ৬৯১
'ধ্রুব চরিত্র' ৩৬৩

ন

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩১৫
নগেন্দ্রনাথ বসু ১, ৫, ১১, ৫৩, ২৬১, ৩৬১, ৩৬২, ৫৫৮
নন্দ ৬৪১
নন্দকুমার ৬৬৫
নন্দরাম দাস ৫৪৩
নন্দলাল ৬৪৩
'নন্দহরণ' ৬৪৬
নবাই ঠাকুর ৬৪৩
নয়নানন্দ ৩৩২
নরসিংহ দেব ৩৩২
নরহরি ১২৩, ৩১১
নরহরি চক্রবর্তী ৩২৭, ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৮৬, ৪১০, ৪৯৩
নরহরি দাস ৩৯৪
'নরহরি-প্রক্রিয়া-পদ্ধতি' ৩৮৯
নরহরি সরকার ২১৬, ২৩৯, ৩২১, ৩২৬, ৩২৭
নরোত্তম ঠাকুর ৩২, ৩২৬, ৩৮৫
নরোত্তম দাস ২৭২, ৩১১, ৩৩৩, ৪০০
'নরোত্তমবিলাস' ৩২৩, ৩৮৯, ৪১৪
'নল-দময়ন্তী' ৪৮৭, ৪৯০, ৫৫৪
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৭০,
'নলিনী ভ্রমরোক্তি' ৬৩৬
নলিনীমোহন সান্ন্যাল ৩৪৩ (পা. টী.)
নসরৎ শাহ ১২৯
নাথগীতিকা ৫৭-৭৩
নাভাজী ৩৯৭
নারায়ণ দত্ত ৪২৩
নারায়ণদেব ১৯৯, ২৭০, ৬৮৯
নারায়ণ পণ্ডিত ৪৭৪
নিত্যানন্দ ৬৪৩
নিত্যানন্দ (অদ্ভুত আচার্য) ৫১২
নিত্যানন্দ (দ্রঃ বলরাম দাস) ৩২৪
নিত্যানন্দ ঘোষ ১২০, ১৫৫, ৫৫২
নিত্যানন্দ দাস ৩৮২, ৩৯০
'নিত্যানন্দ বংশমালা' ৩৬৯, ৩৮২
'নিধুর টপ্পা' ৬৪০
নিবেদিতা ৬০
'নিমাই সন্ন্যাস' ৬৪৪, ৬৪৬
নিয়ার্কাস ৮
নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ডঃ) ৬৪৭
নীলকমল দাস ৬৫৫
নীলমণি পাটুনি ৬৪৩

নীলরতন মুখোপাধ্যায় ৩২১
'নীলার বার মাস' ৬৫৫
নৃসিংহ ৬৪২
নৃসিংহ দেব ৪৯৩
নেজামি গজনবী ৫৭৩
নৈষধ ১২৯, ৪৮৭
'নৈষধ চরিত' ৫৬৬

প

পঞ্চ গৌড় ১২৮
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ১২৮, ১২৯
পঞ্চানন ৬৮৬, ৬৮৭
'পদকল্পতরু' ১২৩, ৩১২, ৩২৪, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৬২, ৬৬১
'পদকল্প লতিকা' ৩১২, ৩৩৯
'পদচিন্তামণি মালা' ৩৩৯
'পদার্ণবসারাবলী' ৩৩৯
'পদামৃত সমুদ্র' ১১৯, ৩৩৯
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৫২ (পা. টী.)
'পদ্মাপুরাণ' ১২৩
'পদ্মাবৎ' ৫৭১, ৫৭১ (পা. টী.)
পদ্মাবতী ১২৩, ১৩১, ২৩৪, ৫৭১, ৫৭৪, ৬৬৬
পরমানন্দ অধিকারী ৬৪৪
পরমানন্দ সেন ৩৩০
পরমেশ্বরী দাস ৩২৯
পরাগল খাঁ ১২৯, ১৩০, ১৬৫
'পরাগলী মহাভারত' ৪২২
পরীক্ষিৎ সংবাদ ৪৮৭
পাণিনি ৮
পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় ৬৭১, ৬৭৩
'পার্বতী পরিণয়' ৬০৭
'পাষণ্ড দলন' ৪০০
পীতাম্বর অধিকারী ৬৪৫
পীতাম্বর দাস ৩২৭, ৩৩৯
পীপা ১১৬
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
'পুরুষ পরীক্ষা' ২৪৭
পুরুষ পরীক্ষার অনুবাদ ৬৭৮
পুরুষোত্তম ৩২৬
পৃথ্বীচন্দ্র ৬৬৪
প্যারীংটন ১১৬
'প্যারাডাইস লস্ট' ১১৯
'প্রকাশ্য নির্ণয়' ৬৬৪
প্রতাপাদিত্য ৩২৪, ৩২৬
'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ৬৮৬
প্রতাপ রুদ্র ৩২৭
'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ৬৭৮, ৬৮৬
'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' ৬০৮
প্রভাস ৬৩৬
'প্রভাসমিলন' ৬৩৮
প্রসাদ দাস ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৯
প্রসাদী সঙ্গীত ৫৯৬
'প্রহ্লাদ চরিত্র' ৩৬৩, ৪৮৭
'প্রাকৃত চন্দ্রিকা' ৫০
প্রাণনাথ ন্যায় পঞ্চানন ৫৬৪
প্রাণশঙ্কর রায়চৌধুরী ৬০
'প্রার্থনা' ৪০০
প্রিন্সেপ ২
প্রিয়দাস ৩৯৮

প্রিয়রঞ্জন সেন ৬৮৮
প্রেমচাঁদ অধিকারী ৬৪৫
প্রেমদাস ৩২৬, ৩৯১, ৪০০
'প্রেমবিলাস' ৩২৩, ৩২৪, ৩৮২, ৩৯৯, ৪১২
'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' ৪০০
প্রেম রত্নাকর' ৪০০
প্রেমানন্দ দাস ৩৪৫ (পা. টী.)

ফ

ফকির চাঁদ কবিভূষণ ৭৯, ৫১৭
'ফেয়ারি কুইন' ১১৯
ফোর্ড ১১৯

ব

'বঙ্গজয়' ৩২২
বংশীদাস ৫০১, ৬৮৯
বংশীবদন ৩২৯, ৩৩৩
'বংশী শিক্ষা' ৩২৬, ৩৯১
'বত্রিশ সিংহাসন' ৬৭৮
বদন অধিকারী ৬৭৩
বর্ধমান দাস ৪৭২
বলদেব চক্রবর্তী ৪৭৩
বলরাম (কবিকঙ্কণ) ৪২৩, ৫২৪
বলরাম দাস ৩২০, ৩২৪, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৯০
বলরাম দাস (ওড়িয়া কবি) ৫১৮
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৮৫ (পা.টী.)
বসন্তরঞ্জন রায় ৯৯ (পা.টী.), ২৩১, ২৩৯, ২৪০
বাণেশ্বর ৫৬৪
বায়রণ ৬৩৬
বারমাস্যা ১২৩
'বাল্যলীলা' ৩৯৯
বাসুদেব (ঘোষ) ৩৩০, ৩৩৩
বাসুদেব সার্বভৌম ৩০৮
বিজয়গুপ্ত ১২২, ১২৩, ১৯২, ১৯৩, ২৭১, ৪২৩, ৫৮০, ৬৮৯
'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত' ১৫৫
'বিচিত্র বিলাস' ৬৪৬
'বিদগ্ধ মাধব' ৩২৬, ৪০০
বিদ্যাপতি ১২৪, ১২৫, ১২৯, ২১২, ২৭০, ৩১২, ৩২৪, ৩৩৩, ৩৫৮, ৪০২, ৪৮৯, ৬৬১, ৬৯০
'বিদ্যাসুন্দর ৫২, ১২৩, ১৩৫, ৫৬৮-৫৭০, ৫৭৯, ৫৮৯, ৬৪১
বিদ্যাসুন্দর (কবিকঙ্কণ) ৫৮৩-৫৮৫
'বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী' ১০৮, ১১৩, ১১৪ (পা. টী.)
'বিধবাবিবাহ' ৬৩৬
'বিবর্তবিলাস' ৪০০
'বিভাগসার' ২৪৮
বিম্স্‌ ২০
বিমানবিহারী মজুমদার ২৫৯
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ৪০০
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৩৩২, ৩৮০
বিশ্বামিত্র ১
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ৭০
বিষ্ণুপুরী ঠাকুর ৩৯৮
'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' ৫৪৫

বীরভদ্র ৩৬১
বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন ৫৬৪
বীর হাম্বীর ৩৩৩
বুদ্ধদেব ১৭
বুদ্ধদেব (কবি) ৫১৭
বুহ্‌লার ৩, ৪, ১১
বৃন্দাবন দাস ৩৩৩, ৩৮২, ৪০১, ৫০১, ৬৯০
'বৃন্দাবন লীলা' ৬৬৩
'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' ১১০
বেন জনসন ১১৯
বৈদ্য জগন্নাথ ৬৮৯
'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' ৪৬৫
'বৈষ্ণব আচার দর্পণ' ৩৯৭
বৈষ্ণবদাস ৩৩৯, ৩৪০
বোকাসিও ৬৩৬
'বোধিচর্যাবতার' ১১
ব্যোমকেশ মুস্তফী ২০৮
'বৌদ্ধরঞ্জিকা' ৬৫৫
ব্রজবুলি ২৭২, ২৭৩, ২৮৬
ব্রাহ্মীলিপি ১০

ভ

'ভক্তমাল' ৩৯৭
'ভক্তি রত্নাকর' ৩২৩, ৩২৬, ৩৮৬-৩৮৯
ভট্টপাদ ১৮
ভট্টশালী (নলিনীকান্ত দ্রঃ) ৬১
ভবভূতি ৩০৬
ভবানী ৬৪৩
ভবানী দাস ৫৮, ৬৯, ১৩১, ৫০৯, ৬৮৯
ভবানীপ্রসাদ কর ৫১০, ৫৪৭-৫৪৯
'ভরত মিলন' ৬৪৬
ভাগবত ২৩৫
ভারতচন্দ্র ১১২, ১৩১ ১৩৫, ১৯৭, ২০৫, ২৭১, ২৭৫ ৪২৩ ৪২৮, ৪৮৯, ৫৬৫, ৫৬৬ ৫৭৯ ৫৮১, ৫৯১, ৫৯৬-৬০৪, ৬৩৬, ৬৬০ ৬৮৪
'ভাষা পরিচ্ছেদ' ৬৬২
ভিকন গুরুদাস ৫১৭
ভেলুয়া সুন্দরী ১২০
ভোগীপাল ৫৯
ভোলা ময়রা ৬৪৩

ম

মঙ্গলচণ্ডী ১৮০
'মঞ্জুর মা' ৬৯১
মঞ্জুশ্রী ১৭
মতে ৬৪১
মধুসূদন নাপিত ৪৯০ ৫১৪
মনসা ১৮০
মনঃসন্তোষিণী ৩৯৭
মনুসংহিতা ৮
মনোমোহন চক্রবর্তী ৩৪৩ (পা. টী.)
মনোহর কর্মকার ৬৮৭
মনোহর দাস ৪১২
'ময়নামতীর গান' ৫৮, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৬৯৪
ময়ূরভট্ট ১২০, ৪৭৩ ৪৮৫ (পা. টী.)
'মলুয়া' ৫০৩
মহাপ্রভু ২১৪ ২২৮

'মহাপ্রসাদ পুরভব' ৩৯৭
মহাবংশ ১৫
'মহাভাবানুসারিণী' ৩৩৯
মহাভারত ৮, ৫৪৬
মহাযান ৬৭
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত ৬৬০
মহীপাল ৫৯
'মহুয়া' ৬৯১
মহেঞ্জোদারো ৫
মাগন ঠাকুর ১৩১, ৫৭২
মাণিক গাঙ্গুলী ১২০, ৪৭৩, ৪৭৬
মাণিকচন্দ্র ৫৯
মাণিকচাঁদের গান ৫৮, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৬৯৪
মাধবাচার্য ১২০, ১২৫, ১৩২, ২০৩, ২১০, ৪২৩, ৪২৫-৪২৯, ৫২৪, ৫৪৫, ৬৮৯
মাধব ঘোষ ৩৩০
মাধব মিশ্র ৩৯৯
মাধবী ৩৩৩
মাধবী দাসী ৩২২
মাধবেন্দ্র পুরী ২২১
'মানভঞ্জন' ৬৩৬
মানসিংহ ৪৩২
'মায়াতিমির চন্দ্রিকা' ৬০৪, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯
মার্সম্যান ৬৮৬
মিল্টন ৪২৩
মীর্জা হুসেন আলি ৬৩৩
মীনচেতন ৬৬
মীরকাশেম ৫৬২
মীরজাফর ৫৭০
মীর মহম্মদ মালিক জায়সি ৫৭২
মীর মোহাম্মদ ৫৭২
মুকুন্দরাম ৪২৩, ৪২৯-৪৬৩, ৪৯৮, ৬১২
মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় ৫৬৪
মুরারি গুপ্ত ৪১৩ ৬৮৯
মুরারিমোহন অধিকারী ৩৪৩ (পা. টী.)
মুসলমানী বঙ্গসাহিত্য ৭৬
মৃগলুব্ধ ২৯ ১২০, ২০৭ ৪৬৪
মৃচ্ছকটিক ১৭
মৃত্যুঞ্জয় ৬৮৭
মোক্ষমূলর ৩, ৯
ম্যাবিনজিওন ৭২

য

যজুর্বেদ ৮
যদু ২৪৬
যদুনাথ আচার্য ৩৩০
যদুনন্দন ৩২৬, ৩৩৩, ৩৯১, ৪০০
যদুনন্দন চক্রবর্তী ৩২৫
যদুনন্দন দাস ১২৩
যজ্ঞেশ্বরী ৬৪৩, ৬৮৩
যাদবেশ্বর তর্করত্ন ৬০
'যোগকল্প লতিকা' ৬০৭
যোগীপাল ৫৯

র

রঘু ৬৪১

রঘুনন্দন (স্মার্ত) ২৯৬, ৩২৭, ৪২৩
রঘুনন্দন গোস্বামী ৫১৫-৫১৭
রঘুনাথ (ভাগবতাচার্য) ১৩১, ৫৪৫
রঘুনাথ দাস ৩৭৫, ৩৮৪
রঘুনাথ পণ্ডিত ৫৪৬
রঘুনাথ রায় ৬৩৩
রঘুনাথ শিরোমণি ২৯৬
রঘুরাম রায় ৪৬৪
রতিদেব ১২০, ২০৭, ২৭০, ৪৬৪
'রত্নাবলী' ৩৯৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০, ৯৮ (পা. টী.) ৪৫৯ (পা. টী.) ৬৫৫
রমণীমোহন মল্লিক ৩২১
'রসকল্পবল্লী' ৩২৭
'রসভক্তিচন্দ্রিকা' ৬৬৪
রসময় ৪০০
'রসমঞ্জরী' ৩১২, ৩২৭, ৩৩৯, ৫৯৯
রসময়ী দাসী ৩২২
'রসিকমঙ্গল' ৩৯৬
রসিকানন্দ ৩৩২, ৩৯৬
রাই উন্মাদিনী' ৬৪৬, ৬৪৭
রাইদাস চর্মকার ১১৬
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, ১১, ৩৪৩ (পা. টী.)
'রাগময়ী কণা' ৬৬২
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪৩
রাজচন্দ্র দাস ১৫৯
'রাজতরঙ্গিণী' ২৬৮
'রাজমালা' ১৩১, ২৬৬
রাজা রামকৃষ্ণ ৬৩৪
রাজীবলোচন ৬৬৭, ৬৮০
রাজেন্দ্র দাস ৫২৪, ৫২৭-৫২৯, ৬৮৮
রাজ্যবর্দ্ধন ১২৮
'রাধাকৃষ্ণ লীলা কদম্ব' ৩২৫
রাধাবল্লভ ৩৩২
রাধাবল্লভ দাস ৩৩০
রাধামোহন ঠাকুর ১১৯, ১২৩, ৩২৪, ৩৩৯
রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র ৪৬৫
রামগতি ন্যায়রত্ন ৪৬৬
রামগতি সেন ৬০৮, ৬১০
রামগোপাল ৩২৭
রামগোপাল সার্বভৌম ৫৬৪
রামচন্দ্র ৩২৯, ৪৭৩
রামচন্দ্র কবিরাজ ৩৩২, ৪০০
রামজীবন বিদ্যাভূষণ ২১০, ৪৭২
রামদাস আদক ৪৭৩, ৪৭৫
রামদুলাল ৬৩২
রামনিধি রায় ৬৪০
রামপ্রসাদ ১৩১, ৫৮৫, ৫৯০-৫৯৬ ৬১৯-৬৩১
রায়বল্লভ বিদ্যাবাগীশ ৫৬৪
রাম বসু ৬৩২, ৬৪১, ৬৭১-৬৭২, ৬৮৬
রামমোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়) ৪২৩, ৫১৪-১৫
রামমোহন রায় ১১৭, ৬৮৬
রাম রসায়ন ৫১৬
রামরাম বসু ৬৬৯
রামরূপ ঠাকুর ৬৪৩
'রামাই পণ্ডিত' ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি ৪৭৩
রামানন্দ ৫১
রামানন্দ ঘোষ ৫১৭-৫১৯,
রামানন্দ বসু ৩২৭
রামানন্দ বাচস্পতি ৫৬৪
রামানন্দ রায় ৩২৭
রামায়ণ ৫৪৬
রাণী ৩৭২
রামেন্দ্রসুন্দর ৫২, ৫১৩, ৬৬৫
রামেশ্বর ১১০, ১৩১, ৪৬৫-৪৬৮, ৫৭০
রামেশ্বর নন্দী ১৫৫, ৫৪৪, ৬৮৮
রায় বসন্ত ৩২৬, ৩৩৩
রায় বিনোদ ৬৮৯
'রায়মঙ্গল' ১২০, ৫৮৯
রায়শেখর ৩৩১, ৩৩৩
'রাসলীলা' ৫৯৫
রাসু ৬৪২
রাস্তি খাঁ ১৬৬
রূপ গোস্বামী ৩২৬, ৩৭৫, ৪০০, ৪১৩ ৬৬১
রূপরাম ১২০, ৪৭৩

ল

লং, রেভাঃ জে
লঙ্কাবতার সূত্র ১৩৯
লবকুশের যুদ্ধ ৬৩৬
ললিত বিস্তর ১, ৮, ১৪, ১৫
লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় ৫০৯
লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১৪
লক্ষ্মণ সেন ২৩৪
লক্ষ্মী চরিত্র ২১০
'লক্ষ্মীমঙ্গল' ২১০
লাউসেন বড়াল ৬৪৫
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ১২০, ৩৮৩, ৩৯৮, ৩৯৯ ৫৪৫
লাচাড়ী ৪৪
লালমোহন বিদ্যানিধি ২৬৫
লালা জয়নারায়ণ ৬৮৩
লালু ৬৪৩
লীলাসমুদ্র ৩৩৯
লোকনাথ গোস্বামী ৩৮৫, ৩৯৫, ৪১৩
লোকনাথ দত্ত ৪৮৯
লোচন অধিকারী ৬৪৪,
লোচন দাস ৩১, ৩২৫, ৩২৭. ৫০১, ৬৯২
লোর চন্দ্রাণি ১৩১, ৫৭৩
লোহি ডাঙ্গরা ৯৪
ল্যাথাম ৩৫

শ

শঙ্কর ৫১৪
শঙ্করাবিজয় ১৯
শচীনন্দন দাস ৩২৯
শতপথ ব্রাহ্মণ ৮
শামসুদ্দিন ইউসুফ ১৭৪
শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪৮
শম্ভুচন্দ্র ৬৩৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৪৩ (পা. টী.)
শশাঙ্ক গুপ্ত ১২৮
শশিশেখর ৩৩০

'শিবগুণ মাহাত্ম্য' ৪৬৫
শিবচন্দ্র ৬৩৪
শিবচন্দ্র সেন ৫১১, ৬৮৯
শিবচন্দ্র শীল ৫৯
'শিব সহচরী' ৩২২
শিব সিংহ ২৪৭, ২৪৮
শিবরতন মিত্র ৩২১
শিবরাম বাচস্পতি ৫৬৪
শিবানন্দ কর ২১০
শিবায়ণ ১১০, ১৮৪, ৪৬৩-৪৬৮
শিশুরাম দাস ৫৫০
শীলভদ্র ৪৯
শূন্যপুরাণ ৫৩-৫৭, ১১০, ১৮২, ৬৬১
শেলি ১১৯
'শৈব সর্বস্বহার' ২৪৭
শ্যাম পণ্ডিত ১২০
শ্যামানন্দ ৩২৬, ৩৩৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৫৫৩
শ্যামানন্দপুরী ৩২১
'শ্যামানন্দ প্রকাশ' ৩৮৬
শ্যাম রায় ৬৯১
শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ৬৩৫
শ্রীকরণ নন্দী ১২০, ১৩০, ২৭০, ৫২৪
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১২, ৭০, ৯৯ (পা. টী.) ১৭৮, ২২৯, ২৩৫, ৫৯৫
'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' ৫৪১
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ১৭৫, ১৭৮, ২৮৯, ২৮৬, ৫৪৫
"শ্রীকৃষ্ণবিলাস" ৫৪১
'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ৫৪৫
শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা ৬৪৪
শ্রীচন্দ্রদেব ৫৯
শ্রীদাম সুবল অধিকারী ৬৪৪
শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য ৪৭৭
শ্রীধর ১২৩
শ্রীনিবাস আচার্য ১১৯, ১৪৯, ৩১৯, ৩২৩, ৩২৪ ৩২৬, ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৮৫, ৩৯৭, ৪১২
শ্রীনিবাসচরিত ৩৮৯
শ্রীবসন্ত রায় ৩২৬
শ্রীবাস ৬৯০
শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর ৩৯৩
শ্রীরাম পণ্ডিত ৬৯০

ষ

ষষ্ঠী ১৮০
ষষ্ঠীবর ১৩১, ৫২৭, ৫২৯, ৬৮৮, ৬৮৯
ষষ্ঠীবর সেন ৪২৩, ৫০৮, ৫২২
ষষ্ঠীমঙ্গল ২০৯
ষ্ট্যাপলটন ১৪৭

স

'সঙ্গীত মাধব' ৩২৪
সঞ্জয় ১২০, ১৫৫, ১৫৬, ৪২৩, ৫২৭, ৫৩৩, ৬৮৮
'সতী ময়না' ৫৭৩
সতীশচন্দ্র রায় ৩৪৩ (পা. টী.)
সত্যনারায়ণ ১৮০
সত্যপীর ৪৬৭, ৫৮৪
'সত্যপীরের কথা' ৫৯৭

সনাতন ৩০৭, ৪১৩
সনাতন চক্রবর্তী ৪০০, ৫৪৬
'সন্ত লীলামৃত ৫৯
সমুদ্রগুপ্ত ১১
সমুদ্র সেন ২৯০
'সম্বন্ধ নির্ণয়' ২৬৫
'সহজিয়া' ৪১৪
সহদেব চক্রবর্তী ১২০, ৪৮১-৪৮৫
সাতু রায় ৬৪৩
'সাধন কথা' ৬৬৪
'সাধন ভক্তিচন্দ্রিকা' ৪০০
সারদা মিত্র ২৫৯
'সারার্থ দর্শনী' ৩৩২
সারাবলী ৩২৩
সিরাজউদ্দৌলা ৫৯২
'সীতা চরিত্র' ৩৯৫
সীতারাম ৪৭৩, ৪৭৪, ৫৫১
সুকবি ৫৪৬
সুকুমার সেন ৬৮৮
সুন্দরী দেবী ৬৮৩
সুবর্ণচন্দ্র ৫৯
সুবলচন্দ্র ৩২৬
'সুবল-সংবাদ' ৬৪৬
সুবুদ্ধি রায় ৪১৯
সুশীলকুমার দে ৬৮৮
সুজা ৫৪৬, ৫৭৩
সেক কমরালী ১২৩
সেক জালাল ১২৩
সেন ১১৬
সেন পণ্ডিত ৪৭৩
সেক্সপীয়র ৪২৩
সৈয়দ আলাওল ১২৩
সৈয়দ জাফর খাঁ ৬৩৩
স্কট ১১৯, ২৩৮
'স্বপ্ন বিলাস' ৬৪৬
'স্বরূপ বর্ণন' ৩৭৫
স্মরণ দর্পণ ৩২২, ৪০১
'স্মৃতি-কল্পদ্রুম' ৬৬৪
স্পেনসার ১২৯

হ

হটি বিদ্যালঙ্কার ৬৮৩
'হপ্ত পয়কর' ৫৭৩
হফটন, সি ৯৮ (পা টী.)
হরনলি ১৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়) ১১৭ (পা. টী.) ২০৫, ২৫০, ২৫১, ৫৮৯, ৬৬৪
হরিচরণ দাস ৩৯৪
হরিবংশ ৪৮৭, ৫৫৪
হরিবল্লভ ৩২২, ৩৩৯
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত ৫৬৪
হরিলীলা ৬০৬, ৬০৭, ৬ ২
হরিষেণ ১১
হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ৬৪২
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩২১
হাকন্দপুরাণ ৪৭৩
হাটপত্তন ৪০০
হামিদুল্লা সেখ ৫৭৯
হারাধন দত্ত ভক্তনিধি ১৪০, ৩৮০, ৬৬১

হারাপ্পা ৫
'হাস্যার্ণব' ৫৬৪
হিউএন সাঙ্ ২১, ৫০, ১২৮
'হিতোপদেশ' ৭৩, ৬৮৬
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৯৯ (পা. টী.), ১৩২
হুসেন কুলি খাঁ ৪৩২
হুসেন শাহ ১৩০, ১৬৪
হৃদয় চৈতন্য ৩৮৬
হেরল্ড, চাইল্ড ২৩৮
হোরেশ ৬৩৬
হ্যালহেড ৬৮০

ক্ষ

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ৩৩২
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ৯৯ (পা. টী.)
'ক্ষুদ্র ভারতচন্দ্র' ৪৮৯
ক্ষেমানন্দ ১২৫, ৫৬৯

A

Anecdota Oxoniensia ১৩
Balor ১৪০
'Bengali Prose Style' ৬৮৭
Bengali Ramayanas, The ১৩৯,
Grierson ২১২ (পা. টী.) ২৭৪ (পা. টী.)
History of Bengali Language and Literature ৬৮৭
Hours of Idleness ২৩৮
King Lludd ১৪০
Newman ২১৩
Shastri, Haraprasad ১১৭ (পা. টী.)